







# সজ্জন তোষণী ।

## পূর্ব ভাষ ।

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় এতদিন পরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সজ্জনতোষণী পত্রিকার পুনরাবির্ভাব হইল । সজ্জনতোষণী পত্রিকার প্রকাশ কিছু দিনের জন্ত বন্ধ থাকায় শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী অনেক সময় নানাপ্রকার অনুতাপ করিয়াছেন । তাঁহাদের আত্মান্তিক আগ্রহাতিশয্যে শুদ্ধ ভক্তিকথার আলোচনা উদ্দেশ্য করিয়াই এখন হইতে শ্রীপত্রিকা অপ্রাকৃত ভজনশীল মহাত্মাগণের শ্রীকরে বিরাজ করিবেন ।

বিষয়কথারত সামাজিকগণ যেক্রপ জড় বিষয়-ভোগতাৎপর্যাপন্ন হইয়া সাময়িক পত্র পাঠে কালক্ষেপণ করেন তাদৃশ সুচতুর হরিজনগণ তাঁহাদেরই মত সময়োচিত শুদ্ধ ভক্তিকথা শ্রবণ কীর্তনাদি করিয়া হরি সেবন করিয়া থাকেন । ইতি পূর্বে ইষ্টগোষ্ঠীতেও সাধুসঙ্গমূলে বাচনিক ও গ্রন্থাদি পঠন পাঠনাদিতে ইহ জগতে থাকিয়াও বৈষ্ণবগণ হরিপ্রসঙ্গে হরি সেবা করিতেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই সুযোগ সকলকে প্রদান করিবার জন্ত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা বর্তমান কাল হইতে চৌত্রিশ বর্ষ পূর্বে প্রচার আরম্ভ করেন । ক্রমশঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ জানিতে পারিলেন যে গৌরহরির এক নিজ জন যে সাময়িক পত্রিকা প্রচলন করিলেন তদ্বারা জীবগণ হরিকীর্তন শ্রবণাদির সত্য সত্যই সুযোগ পাইয়াছেন । সজ্জনতোষণীর অনুকরণে সম্প্রতি বঙ্গীয় সমাজে আজকাল শুদ্ধাশুদ্ধ ভক্তি































































































শাস্ত্রার্থ বিধান। দ্বিতীয়াবস্থায় ভজনরীতি শিক্ষা নিবন্ধন সঙ্গ। তাজ্জ হইতে অনর্থ নিবৃত্তি। নিষ্ঠায় অচঞ্চল নৈরন্তর্য্য। বুদ্ধি পূর্ণিকা ইচ্ছাই-  
কুচি এবং পরে স্বারসিকী আসক্তি। পরে ভাব ও গেমভক্তি।

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ভক্তিতত্ত্ব যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহাতে যে ক্রমপন্থা লিখিত আছে তাহাতে আমরা জানি যে প্রকৃতিবান্ ভক্ত-  
শ্রীগুরুপাদশ্রয় করিয়া ক্রম ভজন আরম্ভ করেন। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া  
স্বীয় অপ্ৰাকৃত সঙ্গপ্রভাবে পতিত শিষ্যকে প্রাকৃত অমুভূতি হইতে  
উত্তোলন করেন। তখনই অমুকম্পিত জীব মায়ার প্রভুত্ব বা ভোগ  
পরিচ্যাগ করিয়া অপ্ৰাকৃত হরিসেবার প্রস্তুত হন। হরিসেবা করিতে  
করিতে তাঁহার অনর্থ প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি হয়। নিবৃত্তানর্থের নিষ্ঠা কুচি  
প্রভূতি ভূমিকা আরোহণ বর্ণিত আছে। প্রাকৃত নিজ সুখস্বাদ ভোগময়  
উপাধি থাকা কাল পর্য্যন্ত শুদ্ধ জীব কখনই প্রেমভক্তির অধিকারী হন না।  
এইকালে তাঁহাকে বড় বড় কথা বলিয়া বিপর্য্য করা আমাদের উচিত নহে,  
বরং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ করিতে বলিলে তিনি লাভবান হইতে পারেন  
এবং নিজমোগ্যাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া অনধিকার রাজ্যে বিচরণ করিয়া ভ্রান্ত  
হন না। গৃহব্রত প্রাকৃতবুদ্ধিময় অজ্ঞাতরতি গোদাসগণের রসালোচনার  
আদৌ অধিকার থাকে না। নিরপরাধ শ্রীহরিনাম ভজন করিতে করিতে  
গোস্বামীগণেরই রসবোধ ঘটে সুতরাং সজ্জন গোস্বামীর পাঠকগণের ও  
অধিকারগত তারতম্য আছে। সকলেই যে বশভাগবত তাহা নহেন।  
এজন্ত সাধন ও ভাবভক্তিকথার আলোচনা প্রভাবে কলুষরূপ ভক্তি রসকথার  
উদ্দেশ এবং পরিচয় ও সজ্জন তোষণীতে থাকিবে। পরিশেষে বক্তব্য এই  
যে সজ্জন তোষণী কোন কালে অপ্ৰাকৃত রসবিবোধিনী নহেন, অপ্ৰাকৃতরস  
প্রদায়িনী; কেন না তিনি একমুখিমান্ বিপ্রময় শ্রীগৌরহরির সাক্ষিনী।

শ্রীমায়াপুরে

## গৌরাজন দর্শনে ।

আজি কি মধুর হৃদয় উদয়,  
হয়েছে ভকত অদৃষ্ট বশে ।  
শ্রীগৌর ভবন প্রকট বিরাজ,  
ভকতিবিনোদ প্রভু প্রয়াসে ॥  
পরমা বৈষ্ণবী শ্রীজাহ্নবী দেবী  
(প্রভু) পদরেণু লাগি হরেছে দেশ ।  
মাত্র কৃপা করি ভাবী ভক্ত লাগি,  
(প্রভু) জন্মভূমি টুকু রেখেছে শেষ ॥  
ভবু কভু কভু কল কল নাদে,  
প্রভু অঙ্গনের শ্রীপাদমূলে ।  
ধৌত করে হর-মৌলি নিবাসিনী,  
যাহা আছে তাও ল'বার ছলে ॥  
কমা দে জাহ্নবি শিব সোহাগিনী,  
আর নিস্মি গো চরণে রাগি ।  
প্রভু পদরেণু সকলই কি তোর ?  
আমরা কি তাঁর নহি গো ভাস্ত্রী ?  
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তুই সর্বগ্রাসী,  
প্রায়ই সমূহ লীলার স্থলী !  
করিয়াছিস ক্রমে সব আত্মসাৎ  
রেখেছিস মাত্র সে অঙ্গগুলি ॥

হরেছিস প্রভু                      বাল্যক্রীড়া-স্থলী,  
 প্রতিবাসী সব বাসের স্থানে ।  
 পৌগণ্ড যৌবনে                      তোমারই পুলিনে,  
 বিহারস যথা শিষ্যের সনে ॥  
 কোথা এবে সেই                      পবিত্র ভূভাগ,  
 কেশব কান্দ্রী হারিল যথা ।  
 ব্রাহ্মী বরপুত্র                      প্রভু বিত্তা বলে,  
 মানিল বিশ্বয় অশূর্য্য কথা ॥  
 যে তোর পুলিনে                      লয়ে শিষ্যগণে,  
 বসিতেন প্রভু উজলি দিশি ।  
 কোথা এবে তাই                      বল গো আকন্দি,  
 না দেখি যেন এ আঁধার নিশি ॥  
 কোথা রেখেছিস                      গজাদাস গৃহ,  
 জগৎ আনন্দ মধুর ধাম ।  
 সে জগদানন্দ                      গদাধরাজন,  
 মুকুন্দ সজ্জন ( বিদ্যা ) বিলাস স্থান ॥  
 সকলই চিন্ময় !                      তোমার ইচ্ছায়,  
 তিরোহিত এবে দেখিতে নারি ।  
 এবে অবশিষ্ট                      শ্রীবাস অঙ্গন,  
 “খোল তাক্সা ডাঙা” নাম যাহারই ॥  
 চন্দ্র শেখরের                      বাস্ত ভিটা খানি,  
 প্রসিদ্ধ শ্রীব্রজপত্তন নাম ।  
 শ্রীবর্ষভানবী                      দমিত দাসেন্দ্র,  
 পুত অপ্রাকৃত ভজন ধাম ॥

শান্তিপুর নাথ                      বসিত যথায়,  
 সেই স্থান টুকু পড়িয়া আছে ।  
 নারায়ণ রাস-                      বিলাসের স্থলী,  
 শ্রীবাস অঙ্গন তাহারই কাছে ॥  
 যেখানে উঠিত                      সুমধুর রোল,  
 গোপাল গোবিন্দ যাদব নাম ।  
 তার কাছে দেখি                      সে পুত ভূখণ্ড,  
 মুরারীশুগ্ধের বসতি স্থান ॥  
 প্রভু সনে বস                      সঙ্গের পার্শ্বদ,  
 করেছেন লীলা এ সব স্থলে ।  
 এ ছেন মধুর                      অপ্রাকৃত স্থান,  
 কাহার কুপায় কোথায় মিলে ॥  
 সে লীলা এখনও                      করিছেন তপা,  
 পতিতপাখন শ্রীগৌররায় ।  
 অপ্রাকৃত আঁধি                      পাইলে সে দেখি,  
 ভাগ্যবান বাহে দেখিতে পায় ॥  
 এসব লীলার                      নাহি পরিচ্ছেদ,  
 যথা দেখি শাখা শশক তার ।  
 শুধু আবির্ভাব                      তিরোভাব মাত্র,  
 সর্বশাস্ত্র সর্ব বেদে সে গায় ॥  
 অপ্রাকৃত এই                      নারায়ণ ধাম,  
 শ্রীগৌরাদ জন্ম কারণে মরি ।  
 শ্রীবৈকুণ্ঠ হ’তে                      শ্রেষ্ঠতর অতি,  
 শ্রীভক্তিবিনোদ কুপায় হেরি ॥

সর্বদর্শী তুমি                      ভজন প্রভাব,  
 দেখা'লে এদীনে শ্রীগৌরধাম ।  
 কর কৃপা প্রভু                      ভকতি বিনোদ,  
 পূরে যেন মোর মনের কাম ॥  
 বড় আশা ছিল                      হে ভকতবর,  
 হেরিব বলিয়া চরণ থানি ।  
 কেমন সে হয়                      কমনীয়া কৃতি,  
 চিন্ময় গৌরাজ পার্শ্বদমণি ॥  
 না পুরিল আশা                      না পেছ দেখিতে,  
 অভাব রহিল জীবনে মম ।  
 কভু যে পুরিবে                      সে আশা জলধি,  
 সে আশা ছরাশা নিশ্চয়তম ॥  
 তোমার চরণ                      সেবন লাগিয়া,  
 দর্শন প্রার্থনা করিছ যবে ।  
 শুনি সেই কথা                      পরম উৎসাহে  
 মেহভরে তুমি ডাকিলে তবে ॥  
 আমার উপর                      তোমার করুণা,  
 ছিলো গো প্রচুর শুনেছি প্রভু ।  
 সেই আশাবন্ধ                      হৃদয়ে লাগিছে  
 অবশ্য পাইব চরণ কভু ॥  
 গোলোক কমল                      তুমি ভক্তবর,  
 কুটেছিলে গোড় কানন স্নাত্তে ।  
 কুবিষয় গর্ভ                      কীটাপু সে আমি,  
 আমার কি কভু পাইতে যাজে ॥

তুমি ত দয়াল                      স্বরূপাবতার,  
 তুমি অহৈতুকী রূপার থনি ।  
 কৃপারজু বাঁধি                      গলদেশে মোর,  
 বিষকুণ্ড হ'তে লও হে টানি ॥  
 বৈষ্ণব দাসানুদাস  
 শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার,  
 সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ।

## শ্রীভক্তাজিৎপ্রেম ।

( ভক্তাজিৎপ্রেমের তামিল নাম তোণ্ডারভিপ্পড়ি আলবর । )

২৮৮ কলিগতাকে দাক্ষিণাত্যে চোণরাজ্যান্তর্ভুক্ত মণ্ডনগুড়ি গ্রামে শোলীয় ব্রাহ্মণ বংশে অগ্রহারণ নামে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন । ভক্তাজিৎপ্রেমের পূর্বনাম বিপ্রনারায়ণ । বিপ্রনারায়ণ স্বভাবসিদ্ধ যোগী ছিলেন । পার্থিব সংসারবাসনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই । তিনি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার সম্পন্ন হইয়া বেদও বেদান্তসমূহে অধিকার লাভ করিয়া ছিলেন । শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের বিশ্বাসমতে ভক্তাজিৎপ্রেম নারায়ণের বনমালার অবতার । বৈজয়ন্তী নামক বনমালা নারায়ণের গলদেশে শোভা করে ।

একদা বিপ্রনারায়ণ শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে পরম-কষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গীকৃত করিবার



পাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে জ্ঞাপন করিল। নিচুলাপুরাধিপতিও একথা জানিতে পারিলেন। দেবদেবীর জনৈক দাসী, মন্দিরাধ্যক্ষের নিকট বিপ্রনারায়ণ কর্তৃক ঐ প্রকার স্বর্ণপাত্র প্রদানের কথা গল্পছলে বলায়, রাজাদেশ বশে তাহারা উভয়েই রাজদ্বারে নীত হইলেন। রাজা দেবদেবীর অর্থদণ্ড করিলেন এবং বিপ্রনারায়ণের নিকট দেবদেবীর কথিত ঘটনাবলী অমিল হওয়ায় তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

লক্ষ্মী ভক্তের এই দুর্দশা দেখিয়া রঙ্গনাথকে পুনরায় করুণাপরবশ হইবার প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গনাথ রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। রাজা প্রাতে উঠিয়া বহুসমাদরে বিপ্রনারায়ণকে উদ্ধৃত করিলেন এবং দেবদেবীর অর্থদণ্ড প্রত্যর্পণ করিলেন।

বিপ্রনারায়ণ স্বীয় প্রাক্তন কর্মবিপাক এবং পরমকারুণিক প্রভু রঙ্গনাথের দয়া উপলব্ধি করিয়া আপনাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভগবদ্ভক্তের পাশোদ্ভব গ্রহণ এবং পদধূলি দ্বারা স্বীয় শিরোদেশ পবিত্র করিলেন। তদবধি নিজ অভিলাষমতে তাহার নাম ভক্তাশ্বিরেণু বা তামিল ভাবায় তোণ্ডারডিপ্পডি নাম প্রচার করিলেন। তিনি সাধারণ লোকের জ্ঞান বহুতীর্থ স্থান ভ্রমণের সঙ্কল্প মনো মধ্যে স্থান দিলেন না। কেবল শ্রীরঙ্গনাথের সেবার জীবন অতিবাহিত করিলেন। তিনি তিরুমলই নামক শ্রীরঙ্গরাজের স্তব গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবদেবীও এই ঘটনার বিশেষ শিক্ষা লাভ করিলেন। তাঁহাতে ও সাধুত্ব দেখা দিল। তিনি নিজবিস্তাদি সমস্তই শ্রীরঙ্গনাথে অর্পণ করিয়া সেবা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

ভক্তাশ্বিরেণু তিরুমলই নামক গ্রন্থ ব্যতীত আর একখানি ভক্তগ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম তিরুপ পল্লি যেড়ুচি অর্থাৎ পূর্বনায়াই

জাগরণ। উভয় গ্রন্থই তামিল কবিতাপূর্ণ। তিরুমলই অর্থাৎ অন্য মালিকা। কথিত আছে ১০৫ বৎসর বয়সে তিনি বৈকুণ্ঠগামী হন।

তিরুমঙ্গলই নামক দাতা ভক্ত যেরূপ কালে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রকার নিষ্ঠা করিয়া তখন তিনি ভক্তাশ্বিরেণুর তুলনাকানন রক্ষা করিয়াছিলেন তদ্বৎ তিনি তিরুমঙ্গলইকে বিশেষ আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। ইহা পরম্পরায় গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

## আসনাদি যোগাঙ্গ ।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেনঃ ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উরুবা। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী টীকায় লিখিয়াছেন “যোগঃ আসন-প্রাণায়ামাদিঃ। ভক্ত্যাহমেকরা গ্রাহ ইত্যগ্রিমবাক্যেনৈকাখ্যাং যোগাদয়ো ন মংপ্রাপ্যুপায়ঃ ইত্যতো নোপায়ো বিজতে ইতি পূর্বোক্তিরেব দৃঢ়ীকৃতা। ভক্তিরেব তত্তৎফলদায়িনী ইত্যতোহস্ত উপায়ো অজাগলন্তনত্বায়েনৈবেতি কেচিদাহঃ।”

শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভে বলেন “তৎসাধনার্থং প্রবৃত্তোহপি যোগাদিসুখা মাং ন সাধয়তি বশয়ন্ ন উন্মুখং কৰোতি যথা উজ্জিতা ভক্তিঃ সাধনাস্তিকা। শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা শ্রদ্ধাপূর্বিকর্য্য কেবলয়া ভক্ত্যা ত্বমেব গ্রাহঃ।” ভূগম সঙ্গমী টীকায় বলেন সেযং সাধনসংহতৈর্হরিতভক্তিঃ সুহৃদ্বা। সাধনশব্দেন ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিবদ্ভদার্থবিনিযুক্তকর্মাণ্যদিকং এব উচ্যতে। তৎ সাহসৈরপি সুহৃদ্বাভেতুভক্তিঃ সাক্ষাত্তত্ত্বজনমেব কর্তব্যম্ভেন প্রবর্তয়তি।

চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ও আসনাদি যোগপন্থার উল্লেখ নাই। শ্রীরাগ গোবামী প্রভুর নিকট যে আসনাদি কর্মপন্থা অপরিচিত ছিল























## সজ্জন তৌষণী ।

ত্রীনাম নিকটে, সে জন নিষ্ঠুর,  
 নাম অপরাধী আছিল ।  
 দশ অপরাধ, নাহি তেরাগিরা,  
 অপরাধ মাঝে মজিল ॥  
 নিসর্গ পিচ্ছিল, হৃদয়েতে যেই,  
 ভাব সমুদিত হইল ।  
 কপট সে ভাব, ভাবভাস যাহে,  
 পূর্ব কবিগণ পাইল ॥  
 কৃষ্ণনামে কোন, ভক্ত জনের,  
 চিত্র দ্রবীভূত হইল ।  
 কিন্তু বাহু অঙ্গে, সাত্বিক বিকার,  
 যদি প্রকাশিত নহিল ॥  
 গভীর মহান, শুদ্ধ হরিজন,  
 বাহিরের ভাব ঢাকিলে ।  
 ভক্তজনে কভু, দোষ না পরশে,  
 বিকার অঙ্গে না হেরিলে ॥  
 কিন্তু নাম পানে, কৃষ্ণাত্মকলনে,  
 বাহার হৃদি না দ্রবিল ।  
 অখণ্ড যতপি, অশ্রু পুলকাদি,  
 প্রচুর প্রকাশ হইল ॥  
 তাহার হৃদয়, নিশ্চয় নিশ্চয়,  
 অশ্রুসারময় জানিবে ।  
 কৃত্রিম ভাবের, অভিনয় করি,  
 শুধু জড়মান লভিবে ॥

## অষ্টাদশ বর্ষ ত্রয় সংখ্যা ।

১২৫

নিশ্চয়সরগণে, ত্রীনাম গ্রহণে,  
 মাধুর্য আনন্দ পাইল ।  
 তাহারি কারণে, অশ্রু পুলকাদি,  
 লক্ষণ প্রকাশ হইল ॥  
 চিত্তজব্ব হল, ত্রীনাম গ্রহণে,  
 শক্তি হয়েছে জানিবে ।  
 অতথা হইলে ত্রীনাম চরণে  
 অপরাধী বলি বুঝিবে ॥  
 কনিষ্ঠাধিকারী সমৎসর গণে  
 অপরাধময় হৃদয়ে ।  
 ভাবের আবেশ বিকার লক্ষণ  
 অশ্রুপুলকাদি উদয়ে ॥  
 তাদের হৃদয় শুদ্ধ, লোহময়,  
 নিন্দনীয় বলি জানিবে ।  
 সে কঠিন হৃদে ভক্তিবীজ কভু  
 অঙ্কুরিত নাহি হইবে ॥  
 সাধুসঙ্গ ক্রমে অনর্থ নিবৃত্তি  
 নিষ্ঠাকৃতি আদি উদয়ে ।  
 হৃদয় দ্রাবিলে পুলকাদি হলে  
 চিত্তবড়িশ খুলয়ে ॥  
 তাঁদের হৃদয় সুকোমল হয়  
 অশ্রুসারময় যুগে ।  
 ভাব গন্ধ হয়ে আনন্দ উদয়ে  
 পুলকাদি অঙ্গে বাড়য়ে ॥









হইয়া অবস্থান করেন। ভক্তিমিশ্র-যোগ, মোক্ষ সাধন করে একান্ত ভাগবত শাস্ত্রে ভক্তি কেবলা ও প্রধানীভূতা দ্বিবিধা বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীনাম ভজনে দশাপরাধের মধ্যে আসনাদি অশুভক্রিয়া সামান্য অপরাধের অন্তর্গত। শ্রীমহাপ্রভু খাইতে শুইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। আসনার্থী কালের দাস। কিন্তু মহাপ্রভু হরিনাম গ্রহণে কোন কাল নির্দেশ করেন নাই। “স্মরণে ন কালঃ” এই শ্রীমুখবাক্য হইতে আসনাদির যোগে যোগমিশ্রা ভক্তি অনুশীলন করিতে হইবে এই উপদেশ মহাপ্রভুর নহে। ভক্তিরনামৃত সিদ্ধিতে উদ্ধৃত “শোকা-মর্ষাদি দ্বারা অভিভূত চিত্তে কৃষ্ণক্ষুতির সম্ভাবনা নাই” এই অভিপ্রায় হইতে মিশ্রভক্তি যাজন করিবার উপদেশ পাওয়া যায় না। কেবলা উত্তমা ভক্তি শ্রীগৌরপদাশ্রিত ভক্তের সেব্য! শরণাগত অকিঞ্চন গৌরভক্ত কখনই প্রাকৃত কৃত্রিম উপায় সমূহকে ভক্তির অনুকূল উপায় মনে করেন না। ঐ সকল উপায় কখনই উপেয় নহে। কেবলা ভক্তি নিজেই উপায় এবং নিজেই উপেয়।

অধুনা কোন নামাশ্রিত ভক্তপরিচয়াকাজ্ঞী ব্যক্তি আসনাদি ব্যবধান-রূপযোগপস্থা-বিশেষকে শুদ্ধ ভক্তির অন্তরমধ্যে গণনা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে স্থিরভাবে উপবেশন করিবার প্রণালী অভ্যস্ত থাকিলে অচঞ্চল ভাবে ভজন হইতে পারে কিন্তু কেবল অচঞ্চলতা ও হরিভক্তি এক বস্তু নহে।

সাক্ষাৎ গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রকট কালে নিজ আচরণ দ্বারা এবং তদনুগ শ্রীগোদামী প্রভুপাদগণ নিজ নিজ জীবন ব্যাপী আচার প্রচার দ্বারা তে শুদ্ধভক্তির ও তা সাধনাদির যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন সেই পূতপা... এই শ্রীগৌরঃ দাসভিগানী শুদ্ধভক্তিপ্রয়াসী

অখিল বৈষ্ণব গুণমণ্ডিত বদান্যবর আচার্য্য প্রভু শাখা শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী পাইন মহাশয়, ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের ও তৎসঙ্গীগণের সম্ভর্পণভার গ্রহণ করিয়া রামজীবনপুরের অধিবাসীগণকে হরিকথা শ্রবণের অবসর দেন। স্থানীয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বংশীয় শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন গোস্বামী মহাশয়, ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের নগর কীর্তনের গীতের আহ্বানক্রমে পর দিবস নগর কীর্তন বাহির করেন। ভক্তিতীর্থ মহাশয় ও গোস্বামী মহাশয়ের নগর কীর্তনের অনুষ্ঠানক পার্থক্য এই যে ভক্তের দলে নগ্নপদে নিচ্ছত্র হইয়া কীর্তন এবং গোস্বামী মহাশয়ের পাছকা শোভিত পুষ্প মালাদি-বেশভূষিত সছত্র হইয়া কীর্তনাভিযান। গোস্বামী মহাশয় কীর্তনে সপত্রক ও ভক্তিতীর্থ মহাশয় স্বজন বেষ্টিত। ভক্তবর ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের স্বীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অমৃতপদ অমুরাগ দেখিয়া রামজীবনপুরের শুদ্ধ ভক্তগণ বিশেষ সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্বক্তাবিনোদ আচার্য্য প্রভু ঠাকুরের রাম-জীবনপুর শুভাগমনের পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া তাঁহার তথায় তাৎকালিক বাসস্থানের পদাঙ্কিত ভূমিতে ও ভক্তবর পাইন মহোদয়ের বাটীতে যে স্থানে শ্রীমদ্বক্তাবিনোদ ঠাকুরের পূত পদাঙ্ক অঙ্গে ধরিয়াছিল সেই সেই স্থানে লুপ্তিত হইয়া ধূলি গ্রহণ রূপ সদাচার শুদ্ধভক্তিপ্রচারকের ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রকাশক। এই শুদ্ধভক্তের উৎসাহে তথায় শুদ্ধ ভাগবত সভা স্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীল ভক্তিতীর্থের রূপায় অসংখ্য স্থানীয় ভক্ত ও ভক্তপদবী গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত ২৪শে শ্রাবণ শুক্লাচতুর্থী দিবসে প্রাতঃকালে খুলনাবাসী শুদ্ধ-ভক্তগণের শ্রান্তির কেন্দ্র, যশোহরবাসী ভক্তগণের পরম গৌরব পাত্র শুদ্ধ-ভক্তবর নন্মথ নগপ রায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় ভক্তগণকে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং গমন করিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধভক্তিপ্রবৃতি দেখিদা অনেকেরই গৌরভক্তের অনৌকিক নহিনার বিনুদ হইতেছে। তাঁহার

এই দুই কৃষ্ণালয়

সদা অপ্রাকৃত হয়

তাহার সেবন তার শ্রীমতীজিলা ।

এই রূপে শ্রীমন্দির সর্বদা কত সেবিলা ॥

অচ্যুত গুণানুবাদ বিনা সত্য শুনে কান ।

নিরন্তর কৃষ্ণকথা কর্ণ দ্বারা সবার পান ॥

শ্রীকৃষ্ণভজন আশে

গিয়া কৃষ্ণ ভক্ত পাশে

শুনিতেন কৃষ্ণকথা অতীব যতন করি ।

প্রাকৃত বিষয় কথা সব দূরে পরিহরি ॥

( ১০ )

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশ্যো-

তদ্ভূত্যাগাত্রস্পর্শেহঙ্গসঙ্গমং ।

অগাধ তৎপাদসরোজসৌরভে

শ্রীমন্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ৯।৪।১৬ ॥

মুকুন্দের শ্রীবিগ্রহ আর তাঁর প্রিয়জন ।

যেই স্থানে থাকে সদা সেইস্থান বৃন্দাবন ॥

খুলি হৃদি আচ্ছাদন

শ্রীমুরতি বৃন্দাবন

প্রেমাজন মাথা চোখে দেখিতেন সর্বক্ষণ ।

আহা, ভকতের কিবা ভক্তিমাথা দরশন ॥

মুকুন্দ সেবক পদ সদা করি স্নেহসেবন ।

বিষয় সেবন কথা সব করি বিসর্জন ॥



## শ্রীগৌরানন্দ ।

পরমেশ্বর তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দই শ্রীগৌরানন্দ ।  
শ্রীগৌরানন্দকে কখন প্রকৃতি স্পর্শ করিতে পারে না । তিনি অপ্রাকৃত  
স্বরূপ । প্রকৃতি স্পৃষ্ট বস্তু কালজুহু, আধার সাপেক্ষ ও সীমাবদ্ধ ।  
শ্রীগৌর নিত্য, শক্তিমান ও বৈকুণ্ঠ । পাঠক গৌরকে মারাসহ মিশাইবেন  
না । যেখানে মায়া তথায় গৌর নাই ।

শ্রীকৃষ্ণানুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু গৌরানন্দের অভক্তিমার্গাশ্রিত  
অন্তের হস্তে রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে বা কেহ মায়া মিশাইয়া বিকালী  
প্রতিপন্ন করিলে তাদৃশ অভ্যন্তর কল্পনার আনুগত্যকে বিজাতীয়জ্ঞানে  
শুদ্ধ ভক্তগণ ত্যাগ করেন । শ্রীমদ্ব্যংগপ্রভুর প্রকট লীলার এরূপ একটি  
ঘটনা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রকটিত আছে । এক  
বঙ্গদেশীয় বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রতিভার গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভের  
বাসনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই চেষ্টা শ্রীপাদ দামোদর স্বরূপে বিরূপে  
বিফল করেন নিম্নোক্ত পংক্তি কয়েকটি সেই কথার প্রমাণ করিবে ।

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে ।

নাটক করি লঞা আইলা শুনাইতে ॥

সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম ।

স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন ॥

স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার ।

যে সে শাস্ত্র শুনিতো ইচ্ছা উপজে তোমার ॥

যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসভাস ।

সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতো না হয় উল্লাস ॥

রস, রসভাস যায় নাহি এ বিচার ।  
ভক্তিসিদ্ধান্ত সিদ্ধ নাহি পায় পার ॥  
গ্রাম্যকবির কবিত্ব শুনিতো হয় দুঃখ ।  
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতো হয় স্তব্ধ ॥  
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ ।  
শুনিতো আনন্দ কাড়ে যার মুখবন্ধ ॥  
কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর ।  
চৈতন্য গোসাঞী শরীরী মহাধীর ॥  
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন ।  
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধবচন ॥  
আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্বনাশ ।  
দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥  
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি ।  
অতঃপুত্র তদ্বর্ণে তার এই গতি ॥  
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিষ্ময় ।  
হংসমধ্যে বক বেন কিছু নাহি কয় ॥  
যাহ, ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে ।  
একান্ত অশ্রয় কর চৈতন্য চরণে ॥  
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ ।  
তবে জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ ॥







সচেতা সামাজিকগণ আপনাদিগকে ভক্তাভিধানে ভুক্তি করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীশাদ রূপ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। অনুশীলন শব্দে অনুক্ষণ সেবা বুঝায়। অল্প শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান রহিত। শীল, ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তিনিবৃত্তাত্মক কায়মনোবাক্যসম্বন্ধীয় তত্ত্বচেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মন সম্বন্ধীয় ঈশ্বরভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন হয়।

কৃষ্ণ বলিলে পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অনাদি, সর্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দেশ করা হয়। ইহা হইতেই সবিশেষ তত্ত্ব বলম্বেষ ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন মাধুর্য দাতা ওদ্যেয়ের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি, স্বীয় প্রকাশ মূর্তি নিত্যানন্দ রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্যবিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব সঙ্করণ গ্রন্থায় ও অনিরুদ্ধ বাহ চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই অমর তত্ত্ব বস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য অবতার সমূহ প্রকট হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, শুণাবতার, প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব, জীবকে ভগবান্ ও তদিতর বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিষ্ণু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিষ্ণু ব্যতীত অত্ৰ প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে রূপা রঙ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ প্রেম সেবা লাভ করিতেছেন উহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত, ভক্তি দ্বারা ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের ভক্তি বৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজ বৃত্তির অতঃপ অতঃক্রির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন ঈশ্বার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ববস্তুকে পরমাত্মা কখনও বা

নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া সংজ্ঞা দেন সুতরাং যোগীগণের পরমাত্মা ও জ্ঞানী গণের ব্রহ্ম, কৃষ্ণের আংশিক এবং ভেদাভেদ প্রকাশ বিশেষ। কৃষ্ণের চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্বর্ষণ করিতে পারেন না। তখন কখন বা সহস্রারে পরমাত্মা, কখন বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখন বা অজ্ঞান সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ বিমুত হইয়া ভোগতাৎপর্যাপর হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কল্প ফলদাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, গোব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরকে বহমানন করেন। আবার কোন সময় স্বীয় বিভূত্ব ও প্রভূত্ব ব্যস্ত হইয়া যথেষ্টাচার ভোগ-পর জীবনই হরিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলিলে ভক্ত ব্যতীত অত্ৰ যাবতীয় লক্ষ্য বস্তু এম্বলে গৃহীত হয় নাই জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহার কৃষ্ণ শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্য বস্তু কৃষ্ণকে নিজ কল্পনার কলঙ্কিত করেন মাত্র বস্তুতঃ নিজে বা অপরকে বৃদ্ধিতে বা দুর্বাহিতে পারেন না। সেই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের প্রতি আশ্রয়ের কিছুই বক্তব্য নাই।

কৃষ্ণের অনুশীলন অমুকুল ও প্রতিকূল উভয় ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দম্ভবজ্র, শিশুপাল, পুতনা, অঘবক প্রভৃতি অমুরগণ, নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীগণ প্রতিকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূল ভাবে সেবাবিপর্কায় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। অমুকুল বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। অমুকুল্য ঘটিলে সর্বক্ষণ ব্যবধান রহিৎ সর্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অমুকুল কৃষ্ণানুশীলনে অত্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ সেবা ও সেবাজ্ঞ ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অত্ৰ কোন









বাবু মতিলাল ঘোষ, হাইকোর্টের উকিল শিশির বাবুর ভক্ত বাবু সত্যচরণ চক্র এবং শ্রীযুত কিশোরীলাল সরকার এম্ এ বি এল প্রভৃতি অনেকগুলি কৃতবিদ্য সাহিত্যিক মহারথীগণকে সভার শোভা সংবর্দ্ধন করিতে দেখিয়া পতিত বঙ্গের নৈতিক অভ্যুত্থান আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। পরিষদের মাননীয় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ সি আই ই মহাশয় সভাপতির কার্য্য এবং সম্পাদক শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল এই সভার সম্পাদন কার্য্য নির্বাহ করেন। সভার প্রারম্ভে আমরা শ্রায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার রচিত দুই একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করি। তাহাতে শ্রায়রত্ন স্বীয় প্রতিভা দ্বারা শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মহিমা ও গুণ বর্ণন করেন। পণ্ডিত শ্রীযুত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের সংক্ষেপ সাহিত্যিক জীবনের চরিতাবলী পাঠ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এতাদৃশ ভক্তি সাহিত্য লেখকের সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ প্রদর্শন করেন। তিনি, ঠাকুর ভক্তিবিনোদই যে বঙ্গ সাহিত্য জগতে অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মূল প্রচারক, তাহা স্পষ্টতঃ জানাইয়া দেন। তাঁহার মুখ হইতে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের মহৎ চরিত্র শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃ-বর্গ সকলেই পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

পরমবিত্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বলেন সকল বস্তু অপেক্ষা ভগবান বড়, সেই ভগবানের ভক্ত ভদ্রপেক্ষা বড় সুতরাং ভক্তিই জ্ঞান অপেক্ষা বড়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থ সমূহ কৰ্ম্মবীরের চক্ষে বড় হইতে পারে, ভক্তিবিনোদের গ্রন্থে কথিত বিষয় জ্ঞানবীরের চক্ষে বড় হইতে পারে কিন্তু তাঁহার একমাত্র মূল লক্ষ্য নিজকৃত সাহিত্য দ্বারা ভগবদ্ভক্তির কথা কীর্তন। ভক্তিবিরোধি সম্প্রদায় যে অজ্ঞান বা অন্ধভক্তির কথা বলেন তাহাতে নির্ভেদ ব্রহ্মসুখদান

ভগবদ্ভক্তে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের তাদৃশ উক্তি। কিন্তু ভক্তিতে পূর্ণ মাত্রায় ভগবজ্জ্ঞান প্রকটিত থাকে বলিয়া অনন্তত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞের লোকাভীত ঐশী শক্তি সমূহ ঐখ্যাপ্রধান হইলেও ভগবানে সর্বকাল নিহিত আছে। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের যাবতীয় গ্রন্থ রচনাাদি ক্রিয়াই ভগবদ্ভক্তিময়।

শ্রীযুত গুরুদাস বাবুর কথা শেষ হইলে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা সম্পাদক চিকিৎসকবর শ্রীযুত রসিকমোহন বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত তাঁহার নিজ পরিচয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট তিনি ভক্তি বিচার বিষয় উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে স্বীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বক্তা নিজে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী সূত্রে মেদিনীপুর জিলার ভক্তগণের উদ্দেশে স্বকপোল কল্পিত পূর্বচরিত্রের উল্লেখে নিলা করেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয় হইতে যে প্রবল ভক্তিতরঙ্গ উৎখিত হইয়া তৎক্ষণ যোগে বঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাই জগতের মধ্যে সর্ব প্রাধান্য লাভ করিবে। জগতে কৃতিপুরুষগণের মধ্যে ও ভগবদ্ভক্তের স্থান সর্বোচ্চ। এজ্ঞ তিনি শ্রীগোরাঙ্গের প্রেরিত প্রিয়জন ভক্তাবতার রূপে শ্রীগোরাঙ্গের রূপানীকর্ষাদ সংজ্ঞা দিয়া ভক্তি বিনোদ ঠাকুরকে বর্তমানকালের জগতের উপকর্ত্তা জানাইয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

মহারাজা সার মণীন্দ্র চন্দ্র বাহাদুর বলেন যে বহুদিন পূর্বে ভক্তি বিনোদ মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার অলৌকিক হরি-জ্ঞানোচিত স্বভাব দর্শন করিয়া ইংরাজী শিক্ষিত বর্তমানকালের ব্যক্তিদিগের স্তায় তাঁহাকে মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহার সরল স্বভাব ও অলৌকিক ভক্তিমাহাত্ম্য দেখিয়া মহারাজ বিমুগ্ধ হন। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের দ্বারা বঙ্গদেশে শিক্ষিত ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিকথা হই

রূপে প্রচারিত হইবার আশা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হয়। পূজনীয় ভক্তি বিনোদ মহাশয়ের চত্বারিংশ বর্ষ ব্যাপী ভক্তি প্রচারের উত্তম ফলে কিছুদিন পূর্বে তাঁহার বন্ধুর দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর বিষয়ে সামাজিক চেষ্ঠার ফল বঙ্গবাসী সাধারণ লাভ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি মহারাজের আন্তরিক নিকপট শ্রদ্ধার অনেক পরিচয় দিয়া তাঁহার কথা শেষ করেন।

কুলিয়া-প্রবাসী গণককুলোদ্ভূত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সতীশ চন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয় বলেন যে ৮০ বৎসর পূর্বে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রকট কাল। সে সময়ে বর্তমান কাল অপেক্ষা ইংরাজী বিস্তার চর্চা অধিক হইত। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অত্র কোন শিক্ষিত ভক্তিশাস্ত্রাদ্যাপকের সাহায্য লাভ না করিয়া নিজ নিসর্গগত রুচিক্রমে প্রেমভক্তির কথা আলোচনা করেন এবং তাহার ফলস্বরূপ তাঁহার এই সুবিস্তৃত ভক্তিসাহিত্য সমুদ্রেই বিত্তময়ন রহিয়াছে। ভক্তিপথ ব্যতীত অত্রাণ্ড পথে ইংরাজী শিক্ষিত অনেকই ধাবমান হইয়াছেন কিন্তু সাহিত্যিক গগনে বিরল প্রচার ভক্তিসাহিত্য লেখকের যথাযোগ্য সমাদর করে সাহিত্য পরিষদের বর্ষে বর্ষে এইরূপ অলৌকিক অদ্বিতীয় ধর্ম প্রচারক ভক্তের চরিত্রাত্মশীলনী সন্মিলনী হওন্না বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে সতীশ বাবুর ভ্রাতৃ সুপণ্ডিত কৃতিপুরুষের সত্যের বিরুদ্ধে ভ্রমপূর্ণ ধারণা থাকা উচিত নহে। আমরা আশা করি সত্যপ্রিয় সতীশ বাবু অচিরেই প্রাচীন নবদীপ সম্বন্ধে স্বীয় প্রতিভাপূর্ণ গবেষণা ও গভীর আলোচনা করিয়া নির্দ্বন্দ্ব সনিকান্তে উপনীত হইবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু রতিনাল ঘোষ বলেন তাঁহার দাদা শিশির বাবু অনেক সময় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে গৌর কথ্য ও কৃষ্ণ কথ্য শ্রবণ করিতেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন

তাঁহার দাদার দাদা তখন ঠাকুরের সহিত ও তাঁহার সেই সম্বন্ধ। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের পদরেণু তিনি মস্তকে গ্রহণ করিয়া ধস্ত হইয়াছেন বলিলেন।

শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় বলেন যে তিনি অনেক দিন হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কপটতা রহিত উন্নতভাববৈ তাঁহার পবিত্র চরিত্রের অলৌকিকতা। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর তাঁহার পারমহংস্ত ধর্ম বিচার করতঃ বঙ্গদেশবাসী ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মহোদয়গণ কক্ষকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধের পরিবর্তে তুর্গ্যাশ্রমোচিত সমাধির ব্যবস্থা করেন এজ্ঞ সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণ কমলে স্বীয় মাননী ভক্তির পরিচয় স্বরূপ বাকপুষ্প দ্বারা ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী দিতেছেন।

দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার এম্ এ বি এল মহোদয় বলেন ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের গোত্রম আশ্রমে তিনি কয়েকবার তাঁহাকে লর্জন করিয়া তাঁহার পরমার্থময় অলৌকিক সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জের সংলগ্ন ভূমিতে বস্ত্র স্বয়ং বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকপট হৃদয়, নিরন্তর কৃষ্ণনামংসী অধর দ্বয়, কৃষ্ণ প্রেম প্লবিত সৌম্যবদনমণ্ডলের প্রিয়দর্শন শান্তিপ্রিয় জীবের সর্বদা বাঞ্ছনীয়।

মেদিনীপুরবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র মহাশয় বলেন শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর উদয়ের চারিংশত বৎসর গত হইলে তাঁহার শ্রীমুখের আদেশ মত ঠাকুর ভক্তি বিনোদ পৃথিবীতে আছে যত দেশ গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম এই কবিতার সার্থকতা সম্পাদন করেন। এইকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের বন্ধুর ও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। ঠাকুর ভক্তি বিনোদের উপদেশ সমূহ বঙ্গবাসী আবালাবদ্ধ বনিতা সকলেরই সুচাকরণে গ্রহণীয়। তাঁহার গ্রন্থোদ্ধৃতি তত্ত্ব সমূহে প্রবিষ্ট হইলে জীবের সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হয়। তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন। ভগবান গৌর

হরির বিশুদ্ধ শিক্ষা প্রচারের জন্ত এবং তাঁহার ধাম প্রকাশের জন্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তাঁহার অমুগমনে জীবের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন উপলব্ধি হইবে ।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত বলেন যে পূর্ববর্তী বক্তাগণ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনন্ত সদগুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান কথা বলিতে ভুলিয়াছেন । তাহা এই যে এই মহাপুরুষ অশুদ্ধ উপধর্ম্ম গুলিকে ভক্তের শুদ্ধজীবন হইতে পৃথক্ করিয়া শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম বাজনিই জীবের কর্তব্য এই মহাবাক্যের উপদেশ দিয়াছেন । তাঁহার আন্তরিক প্রবল ইচ্ছা এই যে অশুদ্ধ ভক্তনের ছলনা কখনই ভক্তিশব্দে বাচ্য হইতে পারে না । অশুদ্ধ ভক্তি বিরুদ্ধ পন্থাগুলি আমি তাঁহার উপদেশ মত লিপিবদ্ধ করিয়া রচনা কুশল প্রদর্শন করার সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছি ।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সভাপতি পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন ঠাকুর কেশব নাথের শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি চেষ্টার অনেক কথাই অনেক সুবিক্ত বক্তৃগণ কীর্তন করিয়াছেন । তিনি শ্রোতৃগণের অবিচলিত যাতনেকব্যাপী হৃদয়াকৃষ্টি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের মূল্যবান সময় আর অধিক অপহরণ করিতে ইচ্ছা করেন না । তবে তাঁহার নির্ভীকতা ও বিচারে স্থায়পরায়ণতার স্বীয় প্রত্যক্ষীকৃত কাহিনী ঘর উল্লেখ করিয়া শ্রীমদভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চিত্রের উন্মোচনামুষ্ঠান সমাপন পূর্বক একটি হরিগীতির পর সভার কার্য শেষ করেন ।

শ্রীঅদ্বৈত দাস ব্রহ্মচারী ।

দেহেরগাতি, বরিশাল ।

## শ্রীভাগবত মণিমালা ।

( ১১ )

পাদো হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে

শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।

কামঞ্চ দাস্ত্রে ন তু কামকাম্যয়া

যথোত্তমঃশ্লোকজনাত্ময়া রতিঃ ॥ ৯।৪।১৭ ॥

মুকুন্দবসতিস্থল মথুরাদি ধামচর ।

প্রমিথারে নিয়োজন করিলেন পদধর ॥

মগ্ন করিয়া নত,

করিতেন দণ্ডবত,

হৃষীকেশ পদে আর তাঁহার সেবক পার ।

এহেন শৌভাগ্য কৃষ্ণভক্ত বিনা কেবা পার ॥

নিজভোগ ইচ্ছা আর কামনা রহিত কাম ।

কৃষ্ণদাস্ত্রে লাগাইলা ছিঁড়িয়া বিষয় দাম ॥

এরূপে হৃষীকগণ,

কৃষ্ণে করে সমর্পণ,

বাহে হরিজনপ্রিয়া রতির উদয় হয় ।

বিদূরিত হয় বাহে প্রাকৃত বিষয়চর ॥

( ১২ )

মতিন কৃষ্ণে পরতঃ স্ততো বা

মিথোহভিপাচ্ছেত গৃহব্রতানাম্ ।

অদাস্ত-গোভির্বিশতাং তমিশ্রং

পুনঃ পুনঃ চর্বিবতচর্বিগানাম্ ॥ ৭।৫।২৩ ॥

এজড় সংসারে আসক্ত যত,  
যদি গুরু পাশে লভিয়ে দীক্ষা,  
অথবা আপনে যতন করি,  
কিছা পরস্পর করয়ে চর্চা,  
তবু গৃহত্রত বিষয়ী জন,  
শ্রীকৃষ্ণ যুগল চরণ প্রতি,  
অদাস্ত ইন্দ্রিয় প্রাকৃত নয়,  
চালিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারে,  
নির্গমন পথ হীন যে গেছে,  
পুনঃ পুনঃ ভ্রমে সে তমো মাঝে,  
চর্কিত বিষয় চর্কণ করে,  
শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিহীন যারা,  
দ্বী-পুত্র-পোষণে নিরত রত ।  
করয়ে সতত সুশাস্ত্র শিক্ষা ।  
শাস্ত্র পড়ে বলে মুখেতে হরি  
পূজ্য ভগবানে স্থাপিয়ে অর্চনা  
নাহি পায় কভু ভকতি খন ।  
হয় না কখন তাদের মতি ।  
কভু নাহি বুঝে আপন পর ।  
ভক্তিপথে মতি রাখিতে নারে ।  
তাহার মাঝারে পড়িয়া ক্ষে ।  
পুরুষ প্রকৃতি প্রকৃতি সাধে ।  
মায়ায় সেবার সময় করে ।  
মায়ায় কাহার করেদী তারা ।

( ১৩ )

ন ভে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং

চুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।

অন্ধা যথাক্ষৈরুপনীয়মানা-

স্তেহপীশতস্ত্যামুরুদান্মি বদ্ধাঃ ॥ ৭।৫।২৪ ॥

প্রাকৃত বিষয়ে বাদের চিত,  
রূপ রস আদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ,  
এ সব জড়ীয় চুপ্ত বিষয়ে,  
সকল সময় থাকে জড়িত ।  
ধর্ম অর্থ আদি বিষয় বাহ ।  
যে সব মানব জড়িত রয়ে ।

তাহারা নিজার্থ না বুঝে কভু,  
অনর্থ স্বরূপ ইন্দ্রিয় তুষ্টি,  
এ সব বিষয়ে তাদের মতি,  
অপ্রাকৃত চিত্ত স্বরূপে হরি,  
তাঁর অনুভব কভু না পায়,  
বিষয় সকলে গুরু করিলে,  
অন্ধজন যেন অপর অন্ধে,  
বিপথে মাইয়া পথ না পায়,  
দ্বন্দ্বোপরি থাকি সে অন্ধজনে  
সে আশা আশাসে বিশ্বাস করে,  
সেইরূপ বিষয়ী গুরুর কাছে,  
সে গুরুপদে চালিত হয়ে,  
কামা কর্মরূপ মায়ায় দামে,  
পশ্চিম দিকেতে যে জন ধায়,  
বিষ্ণু ভগবানে আপন প্রভু ।  
স্বর্গ আদি যত মায়ায় পুষ্টি ।  
ইহা ছাড়া আর না বুঝে গতি ।  
মায়িক বিচারে তাঁহে আবরি ।  
প্রাকৃত বিষয়ে সদাই ধায় ।  
তাদের কর্ষণে বিপথে চলে ।  
পথ দেখাইতে করয়ে স্বন্ধে ।  
কাঁটাতে পড়িয়া আঘাত ধায় ।  
নানা আশা দেয় তাহার মনে ।  
চতুর কূপের মাঝারে পড়ে ।  
যে যার তত্ত্ব কি নিস্তার আছে ?  
কাম্য কর্ম মাঝে ডুবিয়া রয়ে ।  
কৃত কৃত হয়ে কৃষ্ণ না মানেন ।  
সে কি কভু পূর্ণ দেখিতে পায় ।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী ।

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদস্বতীসভার

প্রস্তাবিত নিয়মাবলী ।

১। সভার নাম—শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বতীসভা ।

২। স্থাপন—২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৪ । ১১ই পৌষ ১৩২১ ।

























# সজ্জন তোষণী ।

## তোষণীর কথা ।

অশেষ-ব্রহ্মবিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সারিনী ।

জীয়াদেয়া পরা পত্নী সৰ্ব্বসজ্জন-তোষণী ॥

বিনি সজ্জনবল্লভের সন্তোষবিধানার্থ সজ্জনতোষণীর আবির্ভাব করাইয়া-  
ছেন তাঁহাকে নমস্কার :

নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্ত্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে ।

গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

সজ্জন বলিলে অন্তাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী ও শৈথিলাবাদী নিজ নিজ  
বিচ'রানুকূলে সংজ্ঞা করিয়া করিবেন সত্য কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণতার অভাব  
থাকিবে । সজ্জন শব্দে ভগবান্ ও ভগবন্তজগৎকেই বুঝায় অর্থাৎ যে এক  
নিত্য সেব্য সেবক ভাবরূপ অমূল্যত্ববিশিষ্ট হইয়া আনন্দময় তত্ত্ববিশেষে নিত্য  
অবস্থিত এবং যে বস্তুতে কুষ্ঠতা জনিত অস্বাস্থ্যের লক্ষিত হয়না তাহাই সজ্জন ।  
সজ্জন বস্তু বৈকুণ্ঠ বলিয়া তাহার প্রতি মায়ার কোন অধিকার নাই ।





କହି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେକାମଧ୍ୟମେ ଯାହା ଯାହା

ଫିନାଲିଜେସନ୍ ଦ୍ଵାରା ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯେହ୍ନେ ଅନ୍ତରାଳ ଗୋପୀ ଯାହା ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ଯାହାକି ବିକାଶ  
ବିକାଶହୀନ ଅନ୍ତରାଳ ଗୋପୀ ଯାହାକି —

୧. ଯି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ।

୨. ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ।

୩. ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯିହ୍ନେ ଅନ୍ତରାଳ ଗୋପୀ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯାହାକି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ।





এ পত্রের উত্তর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় এ স্থানের অনেক লোকই বিশেষ রূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া পথ পানে চাফিয়া রহিল।

অতএব রূপা পাইতে যেন বিলম্ব না হয় ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা।

### সমুত্তর।

শাস্ত্র সকল তিন ভাগে বিভক্ত। কৰ্ম্ম বিচার, জ্ঞান বিচার ও ভক্তি বিচারে শাস্ত্রাথ ভিন্ন ভাবে গৃহীত হয়। বাহ্যার্য্য অধীষ্টান বা অমুভূতি স্বীকার করেন না তাহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞানীগণ বস্তু মাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নন। ইহারা উপাসনা বা ভক্তি মার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু, ভক্তি মার্গ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর মতে তত্ত্ব অচিন্ত্য দৈতাদৈত অর্থাৎ বাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই কিন্তু শক্তি গত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পরস্পর পৃথক্ ধর্ম্ম বিশিষ্ট। মায়াবাদী জ্ঞানীগণ তত্ত্ব বিষয়ে যে ধারণা করেন তাহাকে নির্বিশেষ জ্ঞান বলে। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্ব জ্ঞান সর্বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এক বস্তু হইয়া ছয়টি ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান। ১। গুরু তত্ত্ব ২। শ্রীবাসাদি ভক্ত তত্ত্ব ৩। অংশাবতার অদ্বৈত তত্ত্ব ৪। স্বরূপ প্রকাশ নিত্যানন্দ তত্ত্ব ৫। গদাধরাদি নিজ শক্তিতত্ত্ব ৬। স্বয়ং ভগবান্ গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তাহা হইলে গুরু তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। অচিন্ত্য ভেদ-ভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান্ কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশ স্বরূপ এবং গুরুদেব এই গুরু তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই

পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাস। শ্রীগুরুদেব চৈতন্য দেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশ স্বরূপ ভগবানই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাস রূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। তিনি ভক্ত সুরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাহার খর্ব্বতা করা হয়। “কৃষ্ণ সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আন্বাদন। কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্ত পদ” “ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরাম, সেই ভাবে অহংগত তাঁর অংশগণে” নানা ভক্ত ভাবে করেন সমাধুর্য্য পান। “আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান।” সেই অভিমানে সুখে আপনা পাশরে। কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিদ্ধ। কোটী ব্রহ্মানন্দ নহে তার একবিন্দু। “মুই যে চৈতন্য দাস আর নিত্যানন্দ। দাস ভাব সম নহে অল্প আনন্দ” “সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ইন্দ্র। অতএব আর সব তাহার কিছুর” এই সকল পদ্য, কৃষ্ণ এবং গুরুদেব সম্বন্ধে ও আলোচনা করিবেন। ভক্ত, কৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের প্রতিফল থাকে না উহা নির্ভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞান মার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমদমহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্য বুদ্ধি করেন নাই কিন্তু ভগবদ্ বুদ্ধি করিলেও তাহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কৰ্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেহই প্রাকৃত দৃষ্টি করেন না। কিন্তু গুরু ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন। শ্রীকৃষ্ণপাদ্য আচার্য্য, প্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অজাতকুচি বৈষ্ণবমার্গের ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন। “গুরুভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবত চ ভগবতা সহ অভেদ দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমমভেনৈব মনন্তে। অর্থাৎ তৎ ভক্তগণ শ্রীগুরুর এক শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ



ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ସାଧୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ତେବେ ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।

ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ । ଏହିପରି ସଫଳ ହେବେ ।



























টেশন মার্গের পরে ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ উষর চক্রে বাস মহাশয় লিখিয়াছেন  
 "ইতি পূর্বে যখনই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন প্রসঙ্গ পাঠ করিতামি তখন  
 জন্মে কি যেন এক অনির্কটময় শাস্তিধারা প্রবাহিত হইত। সমস্ত  
 বৈকল্য জগত তাঁহার অভাবে মর্শ্বান্তিক যাতনা অনুভব করিতেছেন।  
 ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সম্মানতোষণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার বিশেষ  
 স্মৃতির লাভ করি।"

শ্রীমৌড়মণ্ডল আধার করিয়া শ্রীঠাকুরভক্তিবিনোদের অস্তিত্ব হৃদয়  
 স্পর্শে শ্রীব্রহ্মবাসীগণের প্রিয় মহাত্মা শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী  
 পরমহংস বাবাজী মহোদয় বিগত ৩০শে কাঠিক মঙ্গলবার রাত্রিশেষে বুধবার  
 অরুণোদয়ের অব্যবহিত পূর্বেই স্বীয় পরমহংস কলোবর শ্রীকৃষ্ণা নবমীপে  
 স্নানাদি নিত্যধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কুলিয়াতে উথান একাদশী  
 দিবসে তাঁহার সমাধি হইয়াছে। এক পক্ষ পূর্ণ হইতে তাঁহার জন্ম  
 হয়। পরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্ম তাঁহার ও বামাজে নিজস্বতা দেখা  
 গিয়াছিল। শেষ পাঁচ দিবস মিরস্তর মৌনভাবে সমাধিস্থ হইয়া ভজন করিতে  
 ছিলেন। এই কালে নানা বিজ্ঞাতীর সঙ্গীগণ আসিয়া তাঁহার কুপারী জন।  
 মহাত্মার অতি অপূর্ণ স্বভাব। বাহারা তাঁহার প্রকট কালে ভক্তনের  
 কোন অংশ গ্রহণ করিবার কোন কচি লাভ করেন নাই তাঁহার সকলেই  
 এই মহাপুরুষের সমাধিসেবার যোগদান করিবার সোভাগালাভ করিয়া-  
 ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাত্যে বিষয়ী ও নির্বিষয়ী উভয়েই একত্রে যোগদান,  
 তাঁহার প্রিয়জনগণকে অলৌকিক ভাবে আকর্ষণ এবং চাক্ষুশভাবসম্মত  
 উদ্ভাসিত সমাপ্তিদিনে প্রদীপ দর্শনে ভক্তাদিরাজের ঐশ্বর্য অনেকের নিকট  
 আলোড়িত বিষয়।

# সজ্জন তোষণী ।

অশেষ-ক্লেশবিলেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী ।

জীয়াদেয়া পরা পত্নী সর্বসজ্জন-তোষণী ॥

## শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ।

যাঁহার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নাম শুনিয়াছেন বা তাঁহাকে দেখিয়াছেন  
বা তাঁহার মহত্ত্ব ও অনুষ্ঠানাবলীর বিষয় কিছু কিছু অবগত আছেন  
তাঁহাদের এই মহাত্মার সম্বন্ধে অধিক পরিচয় পাইবার কৌতুহল স্বাভা-  
বিক । আজ আমরা এই মহাপুরুষের বিষয় যে টুকু জানিতে পারিয়াছি  
তাঁহার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি । ইহাঁর জীবনের অনুষ্ঠান সমূহ  
আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই জীবন পথের পথিকের কল্যাণ হইবে ।

ভক্তিবিনোদ মহাশয় বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেবের  
শ্রীদিলীপ ভূমি নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত বীরনগর ( উলা ) নামক পল্লীতে  
শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেবের প্রকটকালাতীতাব্দের ৩৫২ বর্ষে হৃষীকেশ  
মাসের অষ্টাবিংশ দিবসে বাসুদেব বারে শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেবের পরম  
প্রিয় প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র আনন্দ নিবাসী (রাজা) কৃষ্ণানন্দ  
দত্তের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহজগতে নিজ সংজ্ঞা দ্বারা নিজের

পরিচয় দিরাছেন । সংসার রত জগৎকে অত্যাভিলাষ, কৰ্ম ও জ্ঞানের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ভক্তিতেই জীব মাত্রের সৰ্বার্থ সিদ্ধি হয় এবং ইহ ও পরজগতে নিৰ্ম্মল গুরু জীবাশ্মা ও সবিশেষ পরমাত্মা উভয়েই ভক্তি-বিনোদ রূপে নিত্য অবস্থিত জানাইয়াছেন ।

প্রাণসিত মহাপুরুষ যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই বংশের কিছু পূর্ব পরিচয় দিতেছি । বিশাল হিন্দু জাতীয় বিশ্বাস ও বিচার মতে ব্রহ্মা হইতে চিত্রগুপ্তের সন্তানগণ ভারতবর্ষে ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া প্রথিত হন । চিত্রগুপ্ত হইতে ৮৭ পর্যায়ে ভরত, ৮৮ পর্যায়ে ভরদ্বাজ, তদধস্তন অঙ্গিরা তদধস্তন বৃহস্পতি উদ্ভূত হন এবং ১৪৯ আধস্তনিক পর্যায়ে শিবদত্তের পুত্র পুরুষোত্তম বঙ্গরাজ আদিশূর কর্তৃক আহৃত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন । তাঁহার কনিষ্ঠ তনয় কনক দণ্ডী নাম লাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তদ্রচিত সারগ্রাহী বৈষ্ণব মহিমাষ্টক নামে একটি সটীক অষ্টক আজ ও দেখিতে পাওয়া যায় । সেই পুরুষোত্তমের বংশে সপ্তম ও অষ্টম অধস্তন বিনায়ক ও তৎপুত্র নারায়ণ দত্ত উভয়েই রাজ নৃত্যীক করেন এবং পঞ্চদশ পর্যায়ে কামদেবের পুত্র রাজা কৃষ্ণানন্দ কৃষ্ণ নামে অনুভবী রুচি সম্পন্ন হন । ইঁহার মঞ্চপে অবধূত প্রভু নিত্যানন্দ অপার্বদে উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে রূপা করেন । কৃষ্ণানন্দ হইতে সপ্তম পুরুষে প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যকীর্তি মদন মোহন দত্ত উদ্ভূত হন । তিনি বঙ্গবাসী বিশেষতঃ কলিকাতা বাসী সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৌরবের পাত্র ছিলেন । তিনি বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে দেবমন্দিরাদি এবং বহু স্থানে জলাশয়াদি খনন করাইয়া দেন এবং গরায় প্রেতশিলার সোপান সমূহ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া বর্ণাশ্রম ধর্মের গৌরব পোষণ করিয়াছিলেন । জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তত্ত্বর বদান্ততা ও সৌখ্য কিছু দিন পূর্বে কলিকাতাবাসীর নিত্য গৃহকথার অত্মতমতা লাভ করিয়াছিল । মদন মোহনের প্রপৌত্র

৮ আনন্দ চন্দ্র দত্ত মহাশয় তত্ত্ববিনোদ ঠাকুরের জনক । তিনি তাঁহার কৃত্তীর পুত্র আমাদের ঠাকুরের নাম রাখিয়াছিলেন কৈদার নাথ ।

• আনন্দ চন্দ্রের মাতামহ রায় রাইয়া ৮ জগন্নাথ প্রসাদ ঘোষ, মহারাজ রাজবল্লভের পিতৃস্বশা তনয় । ঠাকুরের মাতামহ ৮ ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফি তৎকালে নদীয়া জেলার একজন সর্ব্বপ্রধান সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, দিবাপতিয়ার রাজা তখন তাঁহার প্রজা ছিলেন । আনন্দ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র\* অভয়কালী কৈদার নাথের জন্মের পূর্বেই মাদবগীলা সম্বরণ করেন এবং মধ্যম পুত্র কালী প্রসন্ন ও কনিষ্ঠ পুত্র দ্বয় হরিদাস ও গোঁরীদাস, ঠাকুরের জ্ঞানের প্রথম বিকাশ কালেই ইহজগৎ ত্যাগ করেন । আনন্দ চন্দ্রের পিতা রাজবল্লভ কালকাতার আধবাসী হইলেও জ্ঞাতীর কঠোর বাক্য সঙ্ক করিতে না পারিয়া শক্তি উপাসনা প্রভাবে সন্ন্যাস ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া উৎকল দেশে কটক জেলার ছুগী নামক গ্রামে ঠাকুরের জন্মের পূর্বেই বাস করিতে ছিলেন । সুতরাং পিতা আনন্দ চন্দ্র কলিকাতা বাস ছাড়িয়া ঠাকুরের মাতামহালয়ে কিছু কাল বাস করেন । এই উলা গ্রামেই মাতুলাবাসে ঠাকুর মহাশয় ১৭৬০ শকাব্দায় ১৮ই ভাদ্র ইংরাজী ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন ।

কৈদার নাথের পিতৃকুলে কৃষ্ণানন্দের স্ত্রীর হরিপরায়ণ জন্ম গ্রহণ করিলে বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মঠ স্থাপন করিলেও পঞ্চোপাসকী বিশ্বাস-ক্রমে তাঁহার বংশে প্রচলিত অবৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রবল ছিল । পুণ্যময় মদন মোহন গঙ্গাক্ষেত্রে প্রেতশিলায় খ্রীষ্টচৈতন্য চন্দ্রের প্রণতি, শিলায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া বা তাঁহাদের বংশ নিত্যানন্দ বংশীয় আচার্য্যগণের বিশেষ সম্মান প্রদর্শনরীতি বংশানুক্রমে প্রচলিত থাকা সত্ত্বে বা জীব-বধাদি পন্থার অনুমোদন না থাকিলেও দত্ত বংশের কুলগত আচারে

সাম্প্রদায়িক বৈষম্যবতা কোন দিনই প্রবল ছিল না। মাতৃকুলেও হরি ভক্তির কোন আদর ছিল না। তাঁহারাও তৎকাল প্রচলিত শাক্তধর্মাবলম্বী ও বিষয়সুখসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং কৌলিকসঙ্ঘের কোন ক্রিয়াই ঠাকুরের কোন দিনই সঙ্গ লাভ করে নাই। এই কারণে পূর্ব যুগে যেরূপ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেন তদনুসারে দত্তবংশীয় প্রাণগণ ও অন্তান্ত বর্ষীয়সী মহিলাগণ অনেক সময় ঠাকুরকে দত্তকুলের প্রহ্লাদ বলিয়া রহস্তাভিধান করিতেন।

মুন্সেফী মহাশয়ের সুবিশাল প্রাসাদাধিক হস্ত্যে, বহু দাসদাসী-সেবিত পরিচর্যার অন্তরালে, আত্মীয় স্বজনের স্নেহের মধ্যে, অতুলৈশ্বর্য্যজুষ্ট বসনালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, সুবর্ণ রজতাদি পাত্র পুঞ্জ ব্যবহার করিতে করিতে কেদার বাবুর শৈশব পোগণ্ডে পরিণত হয়। বাল্যেই গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হইল। মাতামহের আশ্রয়ে ফরাসডাঙ্গা নিবাসী ডিজারবারেট নামক এক ফরাসী তৎকালে ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করায়, তিনি তাঁহার নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং মাতামহের প্রতিষ্ঠিত জগদ্ধার্মিণী ও দীপদয়াময়ী প্রভৃতি ঠাকুরাণী গণের সেবা, গৃহস্থিত কবিরাজ গণের ঔষধ প্রস্তুতীকরণ, উলার নানা প্রকার পর্ক, পিতার পালিত নানা প্রকার পোকার প্রজাপতি হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ ও নিজ স্বভাব সুলভ ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিলেন। সপ্তম বর্ষে কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হওয়ার নদীয়া রাজের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে মাহামহ তাঁহার বাটীর ৫। ৬ জন বালককে কৃষ্ণনগরে অধ্যয়নের জন্ত পাঠাইলেন, তন্মধ্যে তিনি একজন। ইতি পূর্বে বীর নগর হইতে অন্তত্ব গমন বা পরিচারিকার অবলম্বন রহিত হইয়া স্বতন্ত্র বাস ঘটে নাই তজ্জন্ত সঙ্গে কৃষ্ণনগরে দাসীও প্রেরিত হইল। উলা হইতে প্রেরিত সহাধ্যায়ীগণ পাঠে কোন উন্নতি করিতে পারিলেন না। বর্ষান্তে

কেদারনাথ উর্ক শ্রেণীতে উন্নত হইলেন এবং পুরস্কার লাভ করিলেন । পরে কিছুদিন তাঁহার পাঠ অমনোযোগ ঘটিল । অগ্রজ মধ্যম ভ্রাতা কৃষ্ণনগরে বিহুঁচিকা হইয়া উলায় আসিয়াই পরলোক গমন করায় বিদেশে থাকিয়া পাঠ বন্ধ হইল । গ্রামে একটি নবস্থাপিত স্কুলে ৩ । ৪ মাস পাঠ বন্ধের পর তৃতীয় নম্বর রিডার পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ঘটিল ।

একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতার পরলোক হইল । মাতামহের অতুল ঐশ্বর্য্যে অভাব দেখা দিল । • স্মৃতিরঃ সাংসারিক চিন্তা আসিয়া পোঁগণ্ড কাল অতিক্রম করাইল ।

পোঁগণ্ডে ইঁহার নানা প্রকার চিন্তার অশ্রুট বিকাশ লক্ষিত হয়, কখন বা প্রেতঘোনির অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্নে চিত্ত উদ্বেলিত, কখন বা জগৎ সৃষ্টির কথার সাধারণ বিশ্বাসের অনুসন্ধান, কখন বা প্রাণীগণের উৎপত্তি-ক্রম দিক্‌শময় নিরীক্ষার মতের সমালোচন শ্রবণে কেদার নাথের কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল । ক্রমে পঞ্চম রিডার ও ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ হইলে ও পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠের অনুরূপ সাহায্যভাবে তাদৃশ লাভবান হইতে পারেন নাই । এই বয়সে কুসঙ্গ প্রভাবে বালকগণের যেরূপ বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, সেরূপ কোন কুসঙ্গ ঠাকুরকে আশ্রয় করিতে পারে নাই । এই কালে “উলাচণ্ডী মাছায়া” নামক একখানি কাব্য রচনা করায় তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রতিভার প্রথম উত্তম লক্ষিত হয় । এই গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই নাই ।

সহজগণের অকাল মৃত্যুতে, মাতামহের বিপুল ঐশ্বর্য্যক্ষয়ে, পিতার পরলোক গমনে, পিতৃকুলবিত্ত প্রাপ্তির অসম্ভাবনায়, মাতামহ প্রদত্ত ভূসম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণভাবে হস্তান্তরিত হওয়ায় কেদারনাথের জীবনে হতাশ হইয়া তাঁহার জননী সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা ও দ্বাদশ বর্ষীয় ভাগ্যহীন বালকের সহ পরামর্শ গ্রহণ অকিঞ্চিৎকর জানিয়া ঠাকুরের বিবাহ দিবার

জন্ম ব্যস্ত হন এবং স্বাণাবাট নিবাসী ৮ মধুসূদন মিত্র নামক জনৈক ব্যক্তির পঞ্চম বর্ষীয় বালিকা সহ উদাহক্রিয়া বিধিমত সম্পন্ন করেন । বিবাহের অব্যবহিত পরে মাতামহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া জননীৰ সচিহ্ন নৌকাযোগে ভবানীপুর আসেন ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন কিন্তু তাৎকালিক দুর্গন্ধপূর্ণ কলিকাতা বিশেষ অপ্ৰীতকর মনে হইল ।

কেদারনাথের ছেণো মহাশয় ৮ কানীপ্রসাদ ঘোষ তৎকালে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন । তাঁহার ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্ব স্বদেশে ও বিদেশে তাঁহাকে সাহিত্যিকরাজ্যে অতি উন্নত আসন দিয়াছিল । ইনি এই সময়ে উল্লয় আসেন ও বালক কেদারনাথের ভবিষ্যৎ শিক্ষালাভের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন । মাতার অনিচ্ছাসত্ত্বে সুযোগের অভাবে কলিকাতা আসিয়া শিক্ষা প্রাপ্তির কয়েকমাস প্রতিবন্ধক হইলেও জননী ও কনিষ্ঠা ভগিনীকে উল্লয় রাখিয়া কেদারনাথ কতিপয় অপর আত্মীয়ের সহ নৌকাযোগে কলিকাতা আসিয়া কানীপ্রসাদ বাবুর হেতুয়ার বাটীতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিলেন । হিন্দু চ্যারিটেবল ইনিষ্টিটিউসনে চারি বৎসর কাল বিজ্ঞাভ্যাস করিয়া ইংরাজী ভাষায় অধিকার লাভ করেন । কলিকাতার থাকায় নোনা লাগিয়া জ্বর ও উদরের পীড়া হয় তজ্জন্ত উল্লা বাইতে বাধ্য হন । সেখানে কর্ত্তাভট্টা সম্প্রদায়ের নিম্নজাতীয় ফকিরের পরামর্শ অনুসারে ঐটিম তরারোগ্য বাধির হস্ত হইতে মুক্ত হন । ইহাঁদের পরামর্শ মতে মৎস্ত মাংসাদি ব্যবহার ত্যাগ, নানা দেবদেবীর উপাসনার আস্থা বর্জন, ভগবৎ পরায়ণ ব্যক্তির সর্বোচ্চতার বিশ্বাস, নিশিচর্য্যার যোগ্যাবিধি পালন, পরোপকার ও সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি গুণ সমূহে আদর করিতে প্রস্তুত হইলেন । কেদার নাথ অচিরেই ভগবত্ত্বত্তে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন এবং সমুদ্রিশালী উল্লা গ্রাম কিছুদিনের মধ্যে বিজন গ্রামে পরিণত হইবে ফকিরের এই ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল ।

হিন্দু চ্যারিটেবল বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সহিত বিদ্যালয়ের ফলে গুরদ্বার ও মেডেলাদি প্রাপ্তি ও শিক্ষক মণ্ডলীর নিকট হইতে যোগ্যতায় স্নেহ সমাদরাদি লাভ করেন। কাশীপ্রসাদ দাবুর “হিন্দু ইন্সটিটিউশন” কাগজে প্রবন্ধাদি রচনা, ইংরাজী সাহিত্যের গ্রন্থাংশি অধ্যয়ন, ইংরাজী ভাষার বক্তৃতা ও ডিবেটিং ক্লাবদিতে যোগদান প্রভৃতি উত্তম সমূহ ভাবী কালের কৃতিপুরুষের পরিচায়ক হইল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কেদার নাথ হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার সহধ্যায়ী শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি। কেশব বাবু তদুচ্চশ্রেণীতে পড়িতেন। এই কালে কেদারনাথের ইংরাজী কবিতা রচনা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ক্রিস্ট সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার পরিবর্তে ক্রমশঃ বিদ্যাবিকায়ে তাঁহার ইচ্ছা বলবতী হইল। মেটকাফহলের সাধারণ পুস্তকাগারে অনেক সময় অধ্যয়নে দিনপাত কখন ও বা সভা সমিতিতে বক্তা স্বরূপে বাগ্মিতার সেবা আবার কখনও বা পাদরী ডাল সাহেব ও পার্লামেন্টের সভ্য প্রসিদ্ধ বক্তা টমন্সনের নিকট বিদ্যাভ্যাস ও বাগ্মিতা শিক্ষা করেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কেদার নাথ পুরুরাজের আখ্যান অবলম্বনে ইংরাজী ভাষায় পোরিয়েড্ নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাহা পাঠ করিয়া রেভ ডাফ্ সন্তোষ লাভ করেন এবং বালককবিকে বঙ্গীয় জমিদারগণের অত্যাচার কাহিনী তাদৃশ-কবিতাবলীতে রচনা করিবার পরামর্শ দেন। লিটারারি গেজেটে এ, বি, সি সংখ্যায় ইহাঁব রচিত অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে একটী কবিতা পাঠ করিয়া মিশেস্ লক্ ডাল সাহেবের যোগে কেদারনাথকে ডাকিয়া পাঠান। এই বিদূষী মহিলার নামেই পোরিয়েড্ গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হয়।

এই বৎসর উলায় মহামারী হইয়া গ্রামের অধিকাংশ লোক কালের করালকবলে নিপতিত হন। তৎসঙ্গে কেদারনাথের একমাত্র ভগিনীও জীবন হারাইয়া ছিলেন। জননী ও পিতামহীকে লইয়া কলিকাতা আসেন। কেদারনাথ সামান্য অর্জন করিলেও প্রয়োজনীয় ব্যয় তাহাতে নির্বাহ হয় না। এই কালে গৃহশূন্য, অর্থশূন্য, সহায়হীন ও নিজ পীড়ায় কাতর হইয়া এই মহাত্মা জীবন সংগ্রামে বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন। নিজের অভাবের কথা কাহাকেও জানাইতে পারেন না। সভা সমিতিতে যোগদান করা বা বন্ধুবর্গের সহিত সঙ্ঘোচের সহিত সাম্মিলিত হইবার কারণ থাকিলেও তাহা হইতে এরূপ অসময়েও নিবৃত্ত হন নাই। ব্রাহ্মাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যদি কখনও মানবের মধ্যে আমার হৃদয়বন্ধু থাকেন তবে বড় দাদা দ্বিজেন্দ্র বাবুই আমার হৃদয়বন্ধু। তাঁহার উদার চরিত্র, স্বচ্ছ প্রেম ও সরলতা আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত। তাঁহাকে দেখিলে সমস্ত বিষয় ছুঁথ ভুলিয়া যাই। তিনি নির্বিষয়া তাঁহার সহ বাস আমার ভাল লাগিত। কেদার নাথ এই সময়ে পাশ্চাত্য পরমার্থ বিজ্ঞানের গ্রন্থ আলোচনা আরম্ভ করেন। তাহাতে দ্বিজেন্দ্র বাবু সহায়। এই আলোচনা ফলে দ্রব্যসত্ত্বা গুণের দ্বারা অভিব্যক্তমাত্র। এইরূপ একটা দিক্কাষ্টে উপনীত হইলেন। সার্ব তারক নাথ পালিত, কেদার নাথের সহাধ্যায়ী ও বন্ধু। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে এই সময়ে কেদারনাথের দ্বারা একটা বক্তৃতা করাইলেন। অনেক সাহেব বিচার বিষয়ে গান্ধীর্ষ্যের প্রশংসা করিলেন বটে কিন্তু পাদরী ডাল সাহেব বলিলেন এইরূপ জ্ঞান অর্জন করিয়া মানবের কোন ফল নাই। কেদার নাথ এক্ষণে তार्কিক বলিয়া জগতে প্রতিপন্ন হন। ব্রাহ্মগণের বক্তৃতা ও পুস্তক পাঠে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়তা ভাল লাগিলেও তাহাদের

বিচার প্রণালী ও উপাসনার প্রকারে তাঁহার কখনও কিছুমাত্র রুচি হয় নাই । খ্রীষ্টিয় গ্রন্থের সহ চানিং সাহেবের, থিরোডর পার্কারের ও রিউ-য়েনের গ্রন্থ অধ্যয়ন প্রভাবে ব্রাহ্ম প্রণালী অপেক্ষা প্রাচীন খ্রীষ্টিয় প্রণালীতে তাহার অধিক রুচি উৎপন্ন করিয়াছিল । এই কালে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া তাহাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমধিক আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল । কেদার নাথ একদিন বর্ধমান গিয়া তথাকার মহারাজের নিকট তাঁহার রচিত পোয়িয়েড্ গ্রন্থ উপহার দিলেন । মহারাজ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন । পিতামহীর কাল হইল । কেদার নাথের অর্থক্লেশ্তা প্রবল হইলেও তিনি কেবল চিত্ত বলে বিপন্ন হইলেন না । ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থার্জনের উপায় হইল বটে কিন্তু তাহাতে নৈতিক দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাদৃশ ব্যাপারে অগ্রসর হইতে বিরত হইলেন । অধ্যয়ন অসত্য প্রভৃতি দুর্নীতি জীবনের অবলম্বনীয় নহে জানিয়া শিক্ষকতা প্রভৃতি কার্য্যই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইল ।

পিতামহের অভিপ্রায় মতে উড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন । তৎকালে পথ বিষম দুর্গম । ছুটী গ্রামে পিতামহের নিকট কিছুদিন থাকিয়া পল্লীগাম বাসের অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন । প্রবলভূম্যাদিকারীগণ কিরূপ বলহীন ব্যক্তিগণের উপর অথবা বিক্রম প্রকাশ করে তাহা জানিয়া ছুটী গ্রামের নিকটস্থ কেন্দ্রাপাড়া মহকুমায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হন ।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পিতামহের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে কেদার নাথ তথা হইতে পুরী যাত্রা করেন । তথায় শিক্ষকদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং কটক স্কুলে একটা শিক্ষকের পদ লাভ করিলেন । পরে ভদ্রক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কিছুদিন কার্য্য করিয়া মেদিনীপুর স্কুলের শিক্ষক হইলেন । ভদ্রকে অবস্থান কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র

জন্মগ্রহণ করেন। এইকালে তিনি উৎকলের মঠ সমূহের বৃদ্ধান্ত রচনা করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সায় উইলিয়াম হান্টার মনজুকৃত উড়িষ্যানামক গ্রন্থে এই পুস্তিকার উল্লেখ প্রসঙ্গে উড়িষ্যামঠ প্রণেতা কেদার নাথের অন্তর্নিহিত সমুন্নত নৈতিক চরিত্র ও ধর্ম্যভাবের বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে গিয়া শিক্ষকের কার্যে প্রতী হইয়া দেখিলেন তথাকার সমাজে তিন প্রকার লোক। কতকগুলি নীতিরহিত মাদকদ্রব্য-সেবী ধর্ম্যহীন, কতকগুলি রাজনারায়ণ ধর্ম্মর অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ও কতিপয় হিন্দু। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজের উক্তিহে অনেক স্থলেই বলিয়াছেন যে তাঁহার ভক্তিমার্গে বালককাল হইতেই স্বাভাবিক অধিক অনুরাগ ছিল। যখন খৃষ্টীয় গ্রন্থ সমূহ পাঠ করেন সেই ভক্তিবৃত্তিই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছিল। তাঁহার বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্ম নিতান্ত রসহীন স্মরণ্য তাহা জীবের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। বৈষ্ণব বিশ্বাস বা ভক্তিরহিত হিন্দু ধর্ম্মে নানা অপকর্ম্ম জড়িত। ধর্ম্মে কখন কোন দুর্নীতি প্রবেশ করিলে তাদৃশ ধার্ম্মিকের কোন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল ধর্ম্মে জীবহত্যা প্রভৃতি নির্ধূরতা প্রবেশ করিয়া সুনীতির বিপর্যায় ঘটাইয়াছে অথবা মাদক দ্রব্য ব্যবহারপ্রথা ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অন্তর্গত দাঁড়াইয়াছে তদ্বন্ধন্থে উগ্র অপারস ব্যতীত ভক্তিরস থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময়ে সভ্যসমাজে ভক্তিধর্ম্মের কোন অনুসন্ধানই ছিল না। তাঁহার নিজস্বভাব সুলভ প্রকৃতি হইতে এই সময়ে তিনি অনুসন্ধান জানিতে পারিলেন যে চৈতন্য প্রভু বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য দেবের মত ও বিবরণ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সেকালে বটতলার বা অল্প কোথাও ঐ গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন হয় নাই। স্মরণ্য শ্রীচরিতামৃত তৎকালে পান নাই।

কিছুদিনের মধ্যে কেদারনাথের পত্নী একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। মেদিনীপুরের বন্ধু বান্ধবগণের সহায়তায় তিনি স্নানিহিত বকপুর গ্রামে অচিরেই দার পরিগ্রহ করেন। ইহার পরেই শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে জজের নাজির পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু পেয়াদা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর সহিত সংস্রব থাকা রুচিপ্রদ না হওয়ার উহা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া কালেক্টরী অফিসের দ্বিতীয় এসিষ্টেন্টের কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি বিজন গ্রাম ও সন্ন্যাসী নামক বঙ্গীয় কবিতা দুইটি রচনা করেন। তথাকার ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পাণ্ডিত্য নিরাশের যত্ন করিয়া ও কোন সুফল আনয়ন করিতে পারেন নাই। পরে তিনি বর্দ্ধমানে ভ্রাতৃসমাজ স্থাপন করেন। বৈষ্ণব গণের গুরুধর্ম্ম কি তাহা আলোচনা না করিয়া একটী কবিতা লেখেন। “আউয়ার ওয়ান্টস্” নামক একখানি ইংরাজি পুস্তিকা এই সময়ে প্রণয়ন করেন। বর্দ্ধমান কালেক্টরীর কন্মত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গার স্মল কজকেট জজের হেডক্লার্ক পদ গ্রহণ করিয়া তথায় দেড় বৎসর কাল কন্ম করেন। এখানে থাকা কালে রাণাঘাটে একটী বাসোপযোগী গৃহ নিৰ্ম্মাণ করেন ও তথায় বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। চুয়াডাঙ্গা হইতে বিদায়কালে ম্যাজিষ্ট্রেট টাউনস সাহেব যে প্রশংসা পত্র দেন তাহাতে কেদারনাথের সত্যপ্রিয়তা, সাধু আদর্শ জীবন, পরোপকার, স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্য অকুত্ৰিম যত্ন প্রভৃতির কথা প্রচুর পরিমাণে অঙ্কিত রহিয়াছে। চুয়াডাঙ্গার অস্থায়ী কন্মের অবসানে রাণাঘাটে নিজ গৃহে কয়েক মান অবস্থান করেন। পরে অনতিবিলম্বে ১৮৬৬ সালে কৈফয়্যারী মাসে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে ছাপরায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা সহ ডেপুটী রেজিষ্ট্রার অফ্‌ এসিওরেন্স পদে নিযুক্ত করেন। ছাপরায় গিয়া কেদারনাথ নিজ কন্ম সম্পন্ন করিয়া অবকাশ

মৃত উর্দু ও পারস্য ভাষায় অধিকার লাভ করেন । তাঁহার গৌতম স্পিচ্ নামক একটি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ এই সময়ে প্রকাশ হয় । এই গৌতম আশ্রম গোদানায় কেদার বাবুর বন্ধু রায় তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের যত্নে পরে স্থায় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । কতিপয় ঘটনার নীলকর সাহেবগণ এবং অত্যাচার সাহেবগণ কেদার বাবুর বিরুদ্ধ হইলেন কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সদগুণাবলী ও অমায়িকতায় পরে পরম মিত্র হইলেন । জীবহত্যা নীতিবিরুদ্ধ তাহা তিনি জানিতেন ও ব্যবহার কালে ঐ সকল অমেধ্য বস্তু প্রীতিপ্রদ না হইলেও স্বীকার করিতেন । এতদ্ব্যতীত তরকারীর পরিবর্তে লঙ্কা মিশ্রিত পৰ্যুষিত পশ্চিমদেশীয় নানাপ্রকার আচার ব্যবহারের ফলে উদরে দারুণ শূল রোগের সঞ্চার হইল । একবৎসর পরে বিভাসাগর মহাশয়ের ঔষধ সেবন করিয়া সেই কষ্টকর ব্যাধি হইতে মুক্ত হন । ছাপরায় অবস্থিতি কালে একটি প্রেতযোনি অধিষ্ঠিত বৃক্ষতলে পণ্ডিতা যনা বাইর পিতা দ্বারা ভাগবত পাঠ করাইলে সেই বৃক্ষ ব্রহ্মদৈত্য সহ উৎপাটিত হয় । তাহাতে অনেকের হৃদয়ে ভাগবতের মর্যাদা দৃঢ় হইয়াছিল ।

এই কালে স্থান পরিবর্তনের বাসনা বলবতী হইলে কেদারনাথ পশ্চিম প্রদেশে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন । ভ্রমণের ফলে কাশী, প্রয়াগ, দধুরা বৃন্দাবন দর্শন করিয়া ত্রয়োদশ দিবসেই ছাপরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । সে কালে তাঁহার ভক্তি জ্ঞান মিশ্রা থাকায় বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত স্থানভুবলাভ সমাক্ষ ঘটে নাই । বৃন্দাবনে রাজা স্থার রাধাকান্তের সহিত দেখা হয় । ছাপরায় ফিরিয়া শূলরোগের ঔষধ প্রস্তুতের চেষ্টা, পাটনায় বিভাগীর পরীক্ষা প্রদান ও স্থান পরিবর্তনের প্রার্থনায় পূর্ণিয়া ও কৃষ্ণগঞ্জে বদলী হইলেন । রেজিষ্টারী বিভাগ পৃথক হওয়ায় ১৮৬৮ সালে গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে বিচার ও শাসন বিভাগে অধিক

যোগ্য বিবেচনা করিয়া পূর্ণিয়া হইতে দিনাজপুরে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ করেন ।

দিনাজপুরে থাকাকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুবাদ কলিকাতা হইতে পাইলেন । সেই সময় দিনাজপুরে রায় কমল লোচন রায় সাহেবের ধর্মোৎসাহিতায় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বিরক্ত বৈষ্ণব ও মন্ত্রাচার্য্য কতিপয় অশিক্ষিত গোস্বামী বংশীয় গণের উক্ত রায় সাহেবের নিকট গমনাগমন ছিল । বৈষ্ণব ধর্মালোচনাকারী কতিপয় ভক্তলোক ও সেইকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের নিকট আসিতেন । শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম কি তাহা জানিবার জন্ত তাঁহার কৌতূহল হইল । একবার চরিতামৃত পাঠ করিয়া মহাপ্রভুতে কিছু শ্রদ্ধা হইল । দ্বিতীয়বার পাঠে চৈতন্য দেবের ধ্যেয় ও পাণ্ডিত্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইলেন এবং চৈতন্যদেবের ত্রায় বিমল চরিত্র প্রেমময় ভগবতের অনুপম শিক্ষকের দ্বারা দুর্নীতিপুষ্ট কৃষ্ণ চরিত্র উপাসন্থে অন্ধীকৃত হইবার কারণ সমূহ তাঁহার অনুসন্ধানের বিষয় হইল । হৃদয়ে পরম আর্ত্তি সহকারে ভগবানের নিকট তাঁহার জিজ্ঞাস্তা নিবেদন করিলেন ও ভগবৎ কৃপা ক্রমে বুদ্ধিযোগ বলে একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রই ভগবন্ত্বের চরম প্রভাব উপলব্ধি করিলেন । ভক্তিবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন “ঐ সময় হইতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবে আমার ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মিল । আমার বাল্যকালে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধাবীজ হৃদয়ে প্রোথিত ছিল তাহা সময় পাইয়া অঙ্কুরিত হইল । আমি দিন রাত্রিই কৃষ্ণতত্ত্ব শাস্ত্র পড়িতে ভালবাসি ।” তাঁহার চৈতন্যচরিত সহ চৈতন্যগীতা সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার নাম দিয়া এই সময়ে প্রকাশিত হয় । দিনাজপুরে হিন্দু ও ব্রাহ্মগণের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয় । হিন্দু সভায় ভক্তিবিনোদ মহাশয় ভাগবত স্মৃতি নামক একটি ইংরাজী বক্তৃতা প্রবন্ধ পাঠ করেন । তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মগণের মধ্যে হিন্দু হইল । কয়েকটী সাহেব সে বক্তৃতা শুনিয়া

সম্ভূত হইয়াছিলেন। মনোহর সাহী গীত শ্রবণে আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীকান্তজীর দর্শন লাভ ঘটিল। দিনাজপুর হইতে চম্পারণ্যে বদলী হইলেন এই সময় তাঁহার পুত্র রাধিকা প্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। চম্পারণ্যে কালেক্টর মেটকাফ সাহেবের আগ্রহাতিশয্য অতিক্রম করিয়াও পুরীতে কন্ম্য পাইলেন।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন কালে শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভাব সমূহ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের হৃদয়ের অর্ন্তঃপ্রদেশে অধিকার করিয়া তাঁহাকে অপ্ৰাকৃত সুখ সাগরে নিমগ্ন করে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বৈষ্ণবগণের নিকট অবগত হইলেন যে যাজপুর নিবাসী জগন্নাথ দাস নামক এক উৎকল ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবের সন সাময়িক এবং তাঁহার অনুগত ছিলেন। পরে প্রভুর আনুগত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া ভক্তিবিরোধী হইয়াছিলেন এবং উৎকলে একটি সুবিশাল সম্প্রদায়ের মূল পুরুষরূপে সম্মানিত হইয়া অতিবাড়ী মতবাদ প্রচার করেন। সেই সময় এই মতাবলম্বী কতিপয় ব্যক্তি আপনাদিগকে অভিনব অবতার কল্পনা করিয়া রাজনৈতিক নিপ্লব ঘটাইয়া ইন্দ্রিয় তর্পণাদি মূলে স্বার্থাঘেষণে ব্যস্ত হন। বিষ কিম্বন্ তাঁহাদের প্রধান। ইহার নানাপ্রকার যোগসিদ্ধি দেখা গিয়াছে। বিধিকিম্বন্ যাহাকে যে ঔষধ প্রদান কবিতেন বা যাহাকে যাহা বলিতেন তাহা প্রায়ই অব্যর্থ ছিল। গবর্ণমেন্ট হইতে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রতি এই ব্যাপার সংঘটিত অনুসন্ধানের ভার গ্রস্ত হয়। তদনুসারে বিশেষ কৃতিত্ব সহ তিনি অপরাধীগণকে ধৃত করিয়া পুরীতে বিধিকিম্বনের বিচার করেন। বিচারফলে বিধিকিম্বন্ দেড় বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ লাভ করেন। এই ঘটনায় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের হৃদয়ের দ্রুততা, জীর্ণরাগুরাগ, প্রত্যেক দননে কর্তব্যপরতা মূলে ঐশী শক্তি লক্ষ্য

করিয়া অনেকেই বিমুগ্ধ হন । বিধিক্ষণ্ কারাগারে ক্রোধ পরবশ হইয়া ২১ দিন জলবিন্দুমাত্র গ্রহণ না করিয়াও জীবিত ছিলেন । পরে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে আনীত হইলে কারাগারেই অপরাধীর মৃত্যু হয় । শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান কালে ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীধর স্বামীর টীকা সহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ যথাবিধি অধ্যাপকের নিকট পাঠ করেন এবং সমগ্র ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে লিখিয়া লইয়া ভক্তি রসামৃত সিদ্ধ সহ সবিশেষ আলোচনা করেন । দত্ত কৌস্তভ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই কালেই রচিত হয় । এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা, তত্ত্বগ্রন্থ, তত্ত্ববিবেক বা সচ্চিদানন্দাহুতী প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃত তত্ত্বগ্রন্থ এবং বাঙ্গালা কবিতায় কল্যাণকল্পতরু রচনা করেন । পরম শ্রদ্ধা সহকারে নিজ্জর্নে অনেক সময় কৃষ্ণনাম ভজনে কালযাপন করিতেন । শ্রীকামানন্দ রায়ের ভজনস্থগী শ্রীজগন্নাথবল্লভ উত্তানে ভক্তিবিনোদ মহাশয় ভাগবত সংসং প্রতিষ্ঠা করিয়া হরিকথা আলোচনার উদ্যোগ করেন । এই সংহতিতে তাৎকালিক হরিপরায়ণ ছোট বড় পণ্ডিত মহান্ত সকল বৈষ্ণব যোগদান করিয়াছিলেন । কেবল সিদ্ধপুরুষ কাছাধারী রঘুনাথ দাস বাবাজী যোগদান করেন নাই এবং তদধীন বৈষ্ণবগণকে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সঙ্গে হরিকথা আলাপনে বিরত হইতে অনুরোধ করেন । তাহার কারণ এই যে তৎকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের গলদেশে বৈষ্ণবচিহ্ন ধ্বতির লক্ষণ মালা বা উর্দ্ধ পুণ্ড্রাদি তিলক সূশোভিত ছিল না এবং সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের অভাব ছিল । এই মহাত্মা কিছু দিনের মধ্যে জ্বর পীড়ায় সাতিশয় কাতর হন এবং একদিন শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমুখের আঙ্কা বলে তাঁহার অপরাধের কারণ অবগত হইয়া অপরাধ ক্ষমাপণ মানসে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অনুগ্রহার্থী হইয়াছিলেন । ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রদত্ত বস্ত্রতে রোগোপশান্তি হইলে তদবধি তিনি ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের

বৈষ্ণব গুণ গ্রহণে সমর্থ হন। এই সময়ে শ্রীপুরষোত্তমে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী নামে আর একজন নিম্নাংসর মহাপুরুষ সমুদ্রকূলে সপ্তাসনে ভজন করিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে তিনি অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম ভজনের উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীমহাপ্রভুর পদচিহ্ন সংরক্ষিত প্রাঙ্গণে, শ্রীটোটা গোপীনাথে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থে ও অত্যাশ্চর্য্য গোড়ীয় বৈষ্ণবের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহে বসিয়া অনেক সময় কৃষ্ণনাম ও হরিকথা আলোচনার সময় যাপন করিতেন। শ্রীমন্দির সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলতা অপনোদন করে গভর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে মন্দিরের অধ্যক্ষতারূপ সেবায় তাঁহার শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান হরি সেবায় পরিণত হয় এবং জগন্নাথ দেবের মনোহারিণী লীলা সমূহে তাঁহার চিত্ত অপ্রাকৃত সেবাপর হইয়াছিল। পুরুষোত্তমে অবস্থিতিকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় কমলা প্রসাদ এবং বিমলা প্রসাদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের বিবাহকাল নিকটবর্তী হইতেছে এবং কলিকাতা প্রদেশে না আসিলে তাহা সম্পন্ন হইবার অসুবিধা হইবে জানিয়া কিছুদিন অবকাশ গ্রহণের আবশ্যক হয়। পুরী হইতে অবকাশ গ্রহণে বঙ্গদেশে আসিলেন। ভক্তিচেষ্টায় শ্রীনবদ্বীপ, শান্তিপুর, কালনা প্রভৃতি দর্শন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও সে সময়ে সঙ্গে একটা নাস্তিক আত্মীয় সহযাত্রী থাকায় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের তৎকালে এই সকল স্থান দর্শন জন্ত ভক্তি সুখের উদয় হয় নাই।

অবকাশান্তে উড়িষ্যার কমিশনর কেদার বাবুর পুরীতে পুনরায় থাকিবার জন্ত গভর্ণমেন্টে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কল্যার দিবাহের কার্য্য সমাধান না হওয়ায় দুর্গম উড়িষ্যা বিভাগে কর্ম্মকরার বিশেষ অসুবিধা জানাইলে তাঁহাকে পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমার ভার প্রদত্ত হয়। সেখানে থাকা কালে কেদার বাবুর অশেষ শাস্ত্রীয় গবেষণা,

চিন্তা ও প্রচুর শ্রমে বহুমুত্র পীড়ার শকার হয়। ১৮৭৭ সালে নবেম্বর-মাসে কলিকাতার নিকটবর্তী হাওড়া জেলার মহিষরেখা মহকুমার কিছু দিনের জন্য ভারপ্রাপ্ত হন ও পরে ভদ্রক মহকুমার ভারলাভ করেন। ৭৮ সালের আগষ্ট মাসে ভদ্রক মহকুমা হইতে নড়াইল মহকুমায় পরিবর্তিত হইলেন। তাঁহার পুত্র বরদাপ্রসাদ ৭৭ সালে ও বিরজাপ্রসাদ ৭৮ সালে রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন।

নড়ালে থাকাকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে এবং তৎপর বর্ষে কল্যাণকল্পতরু প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী বিখ্যাতকীর্তি বিলাতের পণ্ডিতবর রষ্টনাহেব শ্রীকৃষ্ণসংহিতা পাঠে লিখিলেন যে “কৃষ্ণ চরিত্র ও কৃষ্ণপূজা একাল পর্য্যন্ত কেবল যে ভাবে আদৃত হইবার প্রথায় লিখিত হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক উপদেশ ও অপ্রাকৃত ভাবে আপনি রচনা করায় আপনার স্বদেশ্যাবলম্বীগণের প্রভূত উপকার সাধন করিলেন।” এতদ্দেশেও পাণ্ডিত্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসংহিতা পাঠ করিয়া অনেকেই বৈষ্ণবধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাষিত হইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কেহ বা অপ্রাকৃত ভাবে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নানা প্রকার অলুযোগ করিয়া নিজ নিজ ছক্কল বিচারের ও ধারণার পরিচয় দেন। “অপ্রাকৃত” শব্দের অর্থ ধারণা করিতে না পারিয়া নির্বিশেষবাদীগণ অপ্রাকৃত শব্দে আধ্যাত্মিক মর্মে করিয়া লেখকের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হন। কল্যাণকল্পতরু পদশ্লোকি বড়ই হৃদয়স্পর্শী ও নিরপেক্ষ সমুন্নত মানব জীবনের ভাব সমৃদ্ধ ভূষিত।

বিবিধাঙ্গের আদর্শে বৈদ্যরত্ন জীবনে একমাত্র দীক্ষাগুরুর আবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে। ভগবৎ প্রসাদ প্রাপ্তকেই মহাঈশ্বরদর্শন, দিব্যজ্ঞান লাভ, গুরুরূপা বা দীক্ষা বলে। জাতকুচি ছদ্ম হইয়াও লোকদর্শ

রক্ষার জন্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাদৃশ সাম্প্রদায়িক পরিচয় গ্রহণে  
 পশ্চাৎপদ হন নাই। চতুর্দশ ভুবনপতি গোলোকনাথ ঘোরহৃন্দর  
 একদিন শ্রীপাদ দৈবরপুরী গোস্বামিকে মহাস্ত গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়া  
 ছিলেন। তাঁহার একান্তকিঙ্কর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আচার্য্য শ্রীরাঘনাথ  
 দাস প্রমুখ গোস্বামী ষট্‌কের জনৈক নিত্য ভৃত্য ও সদাচার রত গুরু  
 মহাশয়কে রূপানুগ জানিয়া শ্রীজাহ্নবা শাখায় মহাস্ত গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিকী  
 দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীগুরু পাদপদ্মে মানবের যেক্রপ অটল দৃঢ় ভক্তি  
 থাকা উচিত তাহার পূর্ণতম আদর্শ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। এই দীক্ষাগুরু  
 পুরী হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট শ্রীরূপানুগ হরিতথ্য অনুসন্ধান  
 করেন। তিনি সূক্ষ্ম বিবদদশনে অপরের দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতার, বয়সে,  
 শাস্ত্রদর্শনে, সর্বপ্রকার শিক্ষায়, ব্যবহারে, উদারতা প্রভৃতি সঙ্গুণে নানা  
 অংশে ঠাকুরের তুল্য বিচারিত না হইলেও বৈষ্ণব ঠাকুরে অসামান্য বিনয়  
 দৈন্ত্যপূর্ণ তৃণাদপি স্নানীভাব প্রভাণে নিজে অমানী হইয়া অস্ত্রে মান  
 দিবার নৈসর্গিক প্রবৃত্তি ক্রমে গুরুত্বে বরিত হইয়াছিলেন। দীক্ষার  
 কিছুদিন পরেই তাঁহার পুত্র ললিতাপ্রসাদ রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন।  
 নড়ালে অনেক বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু কাহাকেও গুরু বৈষ্ণব  
 বলিয়া জানিতে পারেন নাই। এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিণী সজ্জন  
 তোষণী পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। নড়াল হইতে তিন মাস বিদার  
 লইয়া কলিকাতায় আসিয়া তথা হইতে শ্রীরাধাবন দর্শনে গমন করেন।

শ্রীরাধাবন গিয়া ভজনানন্দী সাধুগণের সঙ্গ লাভ হয়। দিব্যস্মৃতি  
 মহায়া শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর প্রথম দর্শন পাইলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ  
 গোবর্দ্ধনাদি স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়া তথায় কঙ্কড় নামক দস্যবৃন্দ  
 জীব দলের দোরাঅ্যের কথা ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ক্রটিগোচর হইল।  
 পরে তিনি বিপুল চেষ্টা দ্বারা ঐ প্রবল বিক্রমবিশিষ্ট সমাজের অকল্যাণ

কারী সম্প্রদায়কে তার পথে আনিয়াছিলেন। অন্তান্ত কয়েকটি তীর্থস্থান ও এই স্বাক্ষর দর্শন করিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। অবকাশ শেষ হইলে যশোহরে কন্ঠ পাইলেন। এইকালে তাঁহার চক্ষুরোগ দেখা দিল। ভজ্ঞান পুনরায় মেডিকেল বিদ্যায় গ্রহণ করিতে হয়। যশোহর থাকা কালে অনেক বিষয়ে অশ্রুবিধা হইয়াছিল। কলিকাতা রামবাগানে ১৮১৫ন মানিকতলা স্ট্রীটের বাড়ী ক্রয় করিয়া উহাতে ব্যবহারোপযোগী সংস্কার বিধান পূর্বক তথায় বাস করিলেন। চক্ষু পীড়ার জন্য চিকিৎসক ও আত্মীয়গণের বিশেষ আগ্রহ ছাড়াইতে না পারিয়া কিছুদিনের জন্য অমেধ্য ব্যবহার স্বীকার করেন। নানা প্রকার ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহার করিয়া ফল না হইলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রাজেন্দ্র বাবুর ঔষধে রোগের উপশম হইল। এই সময়ে বারাসত মহকুমার ভার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঝার বাহারের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। হরিকথা প্রচার করে সজ্জনতোষণী পত্রিকা প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহাতে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রেমপ্রদীপ উপন্যাস ও নিত্যরূপ সংস্থাপন নামক নবীন তত্ত্ব গ্রন্থের ইংরাজী ভাষার সমালোচনা প্রকাশ হইল। বারাসতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে মেলা ও নানা প্রকার আনন্দ হইত। বারাসত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হুত্রে তাদৃশ লোকবর্জন ব্যাপারেও ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সংশয় ছিল কিন্তু স্বার্থক কতিপয় ব্যক্তির তাহাতে ব্যক্তিগত অশ্রাবণ হওয়ার উহার লোকপ্রিয়তার নিষ্ঠ কৃতিপুরুষের উপরও সন্দেহ হইতে পারেন নাই। বারাসত মহকুমার অধীন নৈহাটীতেও মিউনিসিপালিটি ও আবাসন ব্যাপারে দুইটি প্রবলপন্থের বিবাদ ভঞ্জন কার্যে তাঁহার অনেক মৃণাবান্ সময় ব্যথা ব্যস্ত হইয়াছিল। বারাসতে থাকাকালে মাননীয় শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের যত্নে কতকগুলি হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করেন।

তদুপো তাঁহার বহুদিনের ঈক্ষিত শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তিমতের অনুবর্তী শ্রীবিষ্ণুপাথ চক্রবর্তী কৃত গীতার টীকা ছিল। টীকাসহ ঐ গ্রন্থের অনুবাদ ভক্তিবিনোদ মহাশয় পরে প্রচার করেন। গীতা প্রকাশ কার্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত ৬ কৈলাসচন্দ্র বসু কিছুদিন ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়ন করেন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানের অনেক ভক্তিপিপাসু বাক্তি এইকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব ভক্তিবৃত্তি বন্ধনের প্রয়াস করেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রংপুরে সবরেজিষ্টারের কর্ম করিতেন। তিনি এই সময় চিত্রপীড়া গ্রস্ত হন।

বারাসত হইতে শ্রীরামপুরে পরিবর্তিত হইলেন। শ্রীরামপুরে কর্মকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জননী ইহভগৎ পরিত্যাগ করিলে তিনি ছয়মাস পরেই গঙ্গাকৃত্য সমাধান করেন। সজ্জনতোষণী পত্রিকা নিষ্পত্তি প্রকাশের বাধা হইতেছিল এক্ষণে যথাবিধি প্রকাশ হইতে লাগিল। ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ পার্শ্বদ উদ্ধারগদ্য ঠাকুরের স্থান, খানাকুলে অভিরাম ঠাকুরের স্থান, এবং কুলীনগ্রামে বনু রামানন্দের স্থান দর্শন করেন। এইখানে থাকা কালে এখানেই শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, গীতার শ্রীচক্রবর্তী টীকানুগতো বঙ্গানুবাদ, বৈষ্ণব সিন্ধু মাল্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন। পরে চৈতন্যোপনিষৎ ভাষ্য ও ভাষা, আত্মার স্বরূপ, শ্রীচরিতামৃতের ভাষা রচনা ও ভক্তিপ্রচার করে কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য যন্ত্র স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রচার কার্যে কলিকাতার ভিলাসবাগী বৃন্দাবন শিবকান্ত ২তীয়া নামে চৌধুরী মহাশয়ের নামের অর্থ সাহায্য করিয়াও আরেকটি বাদিনের জন্ত এই সাধনামৃত এ. এ. ই. প্রভৃতি স্থানে, শ্রীমদ্ভক্তবসু প্রভৃতি

বঙ্গভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সম্পাদনে  
 শ্রীচৈতন্য বর্ষ হইতে প্রচারিত হয় । শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে তিনি  
 কলিকাতায় কতিপয় ভক্ত দ্বারা বিশ্ব বৈষ্ণব সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা  
 প্রকারে শ্রীগৌরঙ্গ প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিবর্ষের প্রশস্তি করে বিবিধ  
 অনুষ্ঠান করেন । বিশ্ব বৈষ্ণব কল্যাণী নামক পুস্তিকা সম্রাট সভার  
 অনুষ্ঠানাবলী প্রচার করিয়াছিলেন । ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই সময়েই  
 ৬ দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের দ্বারা গোড়ীর বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যকে  
 প্রচলন করেন এবং শ্রীচৈতন্য পুস্তিকা প্রচারে যথোচিত সহায়তা করেন ।  
 নানা তরিসমায় ও বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে হরিকথা প্রচারোদ্দেশে বক্তৃতাদি  
 করিয়া ধর্মপ্রচারের কোন অনুষ্ঠানেরই অনাদর করেন নাট । ভক্তিবিনোদ  
 মহাশয়ের অকৃত্রিম চেণ্টা ফলে সেই সময় হইতেই শ্রীগৌরচন্দ্রোৎসব  
 বঙ্গদেশে জাতীয় পার্বের অগ্ৰতমতা লাভ করিয়াছে । তাঁহারই তৎকালিক  
 আন্তরিক চেণ্টা ফলে গোড়ীর বৈষ্ণব সমাজে গৌরভয়তীর একপ সমাদর  
 বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । গৌরঙ্গের চতুঃশতাব্দীর অন্তে কলিকাতায় যে  
 মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়া বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীগৌর আলোচনার  
 প্রবৃত্তি করায় তাহার একমাত্র সজীব মূল কারণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ।  
 যদিও বিশ্ব বৈষ্ণব সভা প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তের অভাবে অধিক দিন স্থায়ী হয়  
 নাই এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সখদ্ব বিচ্যুত হইয়া সজ্জন তোষণীর  
 পরিচর্যায় অসমর্থ হন তথাপি সেই সভায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তরিতত্ত্ব  
 ব্রহ্মবৃত্ত সিদ্ধ ব্যাখ্যায় অনেকের হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তিবীজ লঙ্ঘুরিত হইয়াছিল ।  
 এই কালেই আমাদের ঠাকুর পাঞ্চরাত্রিক গুরুকুলের নিকট হইতে নিজ  
 ভক্তিবিনোদ সংজ্ঞা গ্রহণ করেন । একপ মানসিক পরিশ্রম ফলে শিরঃ  
 স্খীতায় ক্লিষ্ট থাকিয়া ভক্তিবিনোদ মহাশয় কিছুদিন নিজ মানস চেণ্টামুগ্ধ  
 গৌর দেবা করিতে সর্থ হন নাই । হিন্দু হেরস্ট নামক ইংরাজী

বঙ্গভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সম্পাদনে  
 শ্রীচৈতন্য বর্ষ হইতে প্রচারিত হয় । শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে তিনি  
 কলিকাতায় কতিপয় ভক্ত দ্বারা বিশ্ব বৈষ্ণব সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা  
 প্রকারে শ্রীগোরাঙ্গ প্রচারিত শঙ্ক ভক্তিবর্ষের প্রশস্তি করে বিবিধ  
 অনুষ্ঠান করেন । বিশ্ব বৈষ্ণব কল্যাণী নামক পুস্তিকা সম্রাট সভার  
 অনুষ্ঠানাবলী প্রচার করিয়াছিলেন । ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই সময়েই  
 ৬ দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের দ্বারা গোড়ীর বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যকে  
 প্রচলন করেন এবং শ্রীচৈতন্য পঞ্জিকা প্রচারে যথোচিত সহায়তা করেন ।  
 নানা ভরিসম্ময় ও বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে হরিকথা প্রচারোদ্দেশে বক্তৃতা  
 করিয়া ধর্মপ্রচারের কোন অনুষ্ঠানেরই অনাদর করেন নাট । ভক্তিবিনোদ  
 মহাশয়ের অকৃতকৌ চেষ্টা ফলে সেই সময় হইতেই শ্রীগোরাঙ্গমাৎসব  
 বঙ্গদেশে জাতীয় পার্বের অগ্ৰতমতা লাভ করিয়াছে । তাঁহারই তৎকালিক  
 আন্তরিক চেষ্টা ফলে গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গৌরভরতীর একপ সমাদর  
 বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । গোরাঙ্গের চতুঃশতাব্দীর অন্তে কলিকাতায় যে  
 মহামাহোৎসব সম্পন্ন হইয়া বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীগোরাঙ্গালোচনার  
 প্রবৃত্তি করায় তাহার একমাত্র সজীব মূল কারণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ।  
 যদিও বিশ্ব বৈষ্ণব সভা প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তের অভাবে অধিক দিন স্থায়ী হয়  
 নাই এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সখদ্ব বিচ্যুত হইয়া সজ্জন তোষণীর  
 পরিচর্যায় অসমর্থ হন তথাপি সেই সভায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভরিতত্ত্ব  
 রসামৃত সিদ্ধ ব্যাখ্যায় অনেকের হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তিবীজ লঙ্ঘুরিত হইয়াছিল ।  
 এই কালেই আমাদের ঠাকুর পাঞ্চরাত্রিক গুরুকুলের নিকট হইতে নিজ  
 ভক্তিবিনোদ সংজ্ঞা গ্রহণ করেন । একপ মানসিক পরিশ্রম ফলে শিরঃ  
 স্খীভাষ ক্লিষ্ট থাকিয়া ভক্তিবিনোদ মহাশয় কিছুদিন নিজ মানস চেষ্টামুক্রপ  
 গৌর দেবা করিতে সর্থ হন নাই । হিন্দু হেরস্ট নামক ইংরাজী

সাময়িক পাত্র ভক্তিবিনোদ মহাশয় মহাপ্রভুর চরিত্র বিস্তৃত ভাবে রচনা করেন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই ।

১৮৮৭ সালে ভক্তিবিনোদ মহাশয় মনে মনে স্থির করিলেন যে শ্রীরাম কৰ্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভক্তিভূজ মহাশয়ের সহ জীবনের শেষ ভাগ অথবা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুন পুলিনময় বনে নির্ভরনে ভজন করিবেন । এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সরকারী কার্যোপলক্ষে তারকেশ্বরে গেলেন । তথায় রাতে স্বপ্ন দেখিতেছেন শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব বক্তিতেছেন “তুমি বৃন্দাবনে যাওবে, তোমার গৃহের নিকটবর্তী শ্রীনবদ্বীপ ধামে যে কার্য আছে তাহার কি করিলে ?” ভক্তিভূজ মহাশয়কে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলে তিনি ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে শ্রীরামপুর হইতে নবদ্বীপে কার্যোপলক্ষে বদলী হইবার পরামর্শ দিলেন । এতদ্ব্যতীত অনেক চেষ্টা হইল কিন্তু বাসনা ফলবতী না হওয়ার পরিশেষে গভর্ণমেন্টের অনুমতি হস্তে কৃষ্ণনগরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রাধামাধব বসুর সহিত পরস্পর স্থান পরিবর্তন করিয়া লইলেন । কৃষ্ণনগর যাত্রা করিবার পূর্বেই প্রবল জ্বর উপস্থিত হইল । জ্বরের মধ্যে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণনগরে পৌঁছিলেন কিন্তু দেড় মাসকাল জ্বরে কষ্ট দিল । রোগের কিঞ্চিৎশময় লক্ষ্য হইতে হইতেই রবিবারশুনি শ্রীমহাপ্রভুর স্থান শ্রীনবদ্বীপে কাটিতে লাগিল । প্রভুর লীলাস্থান সমূহ দেখিবার জন্য নানারূপ অনুসন্ধান করেন কিন্তু তথাকার অধিবাসীবর্গ স্থল উন্নয়াদি চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিয়া সে সকল বিষয় কোন শনোযোগ দেন না । এক দিন সন্ধ্যার পর গভীর অন্ধকারময় রজনীতে গঙ্গাতীরে একটা বাড়ীর ছাতে উঠিয়া গঙ্গার উত্তরাংশে একটা আলোকময় আলৌকিক অট্টালিকা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল । তাঁহার পুত্র কমলাপ্রসাদ বাবুও তাহা দর্শন করিলেন । অল্পসময়ানুষ্ঠানে জানিতে পারিলেন যে সেই দিকে হালদীঘী নামক গ্রাম আছে ।

পর সপ্তাহে বহাল দিবীতে রাত যাপন করিয়া গভীর রজনীতেও পদব্রজ  
ঐ সকল জ্যোতির্ষ্ময় স্থান দর্শন করেন এবং পুরাতন লোকদিগের নিকট  
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহাই শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের  
জন্মভূমি । পরে নরহরি পরিক্রমা, ভক্তিরঙ্গাকর, ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত  
আলোচনা করিতে গিয়াও ঐ সমস্ত পল্লীর উল্লেখ দেখিলেন । আলোচনা  
ফলে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে শ্রীনবদ্বীপ ধাম সাহায্য গ্রন্থ রচিত হয় ।  
কৃষ্ণনগরে থাকাকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয় নিজ জন্মভূমি উলার ধ্বংস-  
রশ্মি দেখিতে যান । ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তাঁহার টুনসিলাইটিস্  
বা গলদেশের অভ্যন্তরে ক্ষীতিরোগ দেখা যায় । এই সময়ে আড়াই মাস  
অবকাশ পাইলেন এবং অবকাশ লাভের পূর্বেই শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত  
গোক্ষমদ্বীপে স্বরূপগঙ্গা বাজারের নিকট সুরভি কুঞ্জ নামক স্থান ক্রয়  
করেন ।

অবকাশান্তে শুক ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী প্রার্থনা করায় গভর্ণমেন্ট  
তাঁহাকে ময়মনসিংহের নেত্রকোণা মহকুমার ভার দিলেন । নেত্রকোণার  
নিকটে গারোহিল্‌স্ দেখিতে গিয়া সুসজ্জের রাজবাটা হইতে তাঁহার  
বিশেষ যত্ন হয় । গারো গিরির হাজঙ্গণের ভগবান্ গৌরহরির প্রতি  
বেশ অচলা ভক্তি ও কীর্তনে প্রীতি দেখিয়া ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রচুর  
সুখলাভ করেন । তিন মাস পরে নেত্রকোণা হইতে টাঙ্গাইল মহকুমার  
পরিবর্তিত হইলেন । টাঙ্গাইলে অবস্থানকালে ঢাকা হইতে আনীত বোটের  
বর্গাকালে রক্ষঃস্থলের কার্য্য চলিয়াছিল । পরে বর্ধমান সদরে বদলী  
হইলেন । তথায় থাকাকালে আমলাজোড়ার ভক্তগণ আসিয়া সর্বদাই  
হরি কীর্তন করিতেন । এই সময় শোকশাতন প্রভৃতি কবিতা রচিত  
হয় । ১৮৯০ সালের মার্চ মাস হইতে তিন মাস কালনা মহকুমার ভার  
প্রাপ্ত হইয়া কয়েকবার গোক্ষমে সুরভিকুঞ্জ, কুলিয়া, চুপী, কক্ষালী

ইদ্রাকপুর, বাঘনাপাড়া, পিরারীগঞ্জে নকুল ব্রহ্মচারীর পাট, দেহুড়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট প্রভৃতি দর্শন করেন। বর্ধমানে ফিরিয়া গিয়া তথায় অবস্থানকালে আমলাজোড়া ও গোপালপুরে নামহট্টের কার্যো হরি নাম প্রচার করেন। কিছু দিনের জন্ত রাণীগঞ্জ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় দুর্গাপুর ষ্টেশনে নিকটস্থ বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইয়া আনন্দ বিধান করেন। এখান হইতে দিনাজপুর গেলেন। এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শৈলজা প্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তথায় থাকাকালে বলদেব বিদ্যাবৃষণ প্রণীত ভাষা ও তাহার বিদ্বদ্ভজন অনুবাদ প্রকাশ করেন। দিনাজপুর গিরাই নামহট্টের কার্য অগ্রসর হয়। এই সময়ে দুই বৎসর ফাল্গুন বিদায় লইয়া নাম প্রচারের যত্ন করেন। ঘাটাল রামজীবনপুর প্রদেশে অনেকগুলি সভা ও বক্তৃতা হয় তাহাতে সেই প্রদেশের অনেকেই নামগ্রহণ করেন। গোদ্রুমেও নাম হট্টের কার্য যথেষ্ট চলিয়াছিল। কৃষ্ণনগরে কয়েকটি মত্তী সভা হইয়া শ্রীগৌরকথা ও নাম প্রচার হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কতিপয় ভক্ত সহ বসিরহাট প্রদেশে অনেক স্থানে নাম প্রচার করেন। তথা হইতে ফিরিয়া ঠাকুর মহাশয় বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে আমলাজোড়ায় জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সহ হরিবাসের উৎসব করেন। বৃন্দাবন হইতে বিশ্ববন, ভাগীরথবন, মান সরোবর, গোকুল, মধুবন, কৃষ্ণকুণ্ড, তালব, কুমুদবন, শান্তনুকুণ্ড, রহলা বন, রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনগিরি প্রভৃতি দর্শন করিয়া কয়েকদিন মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া নানাস্থানে নাম প্রচার বক্তৃতা দি করিতে লাগিলেন। এই সময় সজ্জন তোষণীর পুনঃ প্রচার আরম্ভ হয়। বিদ্যারাত্রে আরো জেলার সামারাম মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন। তথায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অপ্রীতি হইয়া বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সেই

সকল কালব্যাপী বৃহৎ মকদ্দমার বিচার সুনিষ্পত্তি করিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃপক্ষের নিকট নিজ কৃতিত্বের ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তথা হইতে ভক্তিবিনোদ মহাশয় পুনরায় কৃষ্ণনগরে কন্স পাইলেন। ১৩০০ সালের মাঘ মাসে কৃষ্ণনগরে একটি সভা হইয়া শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারের ব্যবস্থা হয় এবং ভক্ত সাধারণের অর্থে শ্রীমাদ্রাপুরে সেবা প্রকাশ হইবে স্থির হয়। এই বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তি মহা সমারোহের সহিত শ্রীপ্রভুর জন্ম স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশ তওয়ার কুলিয়ার অনেক লোকেরই হিংসার উদয় হইল কিন্তু তাদৃশ বখা চেষ্টা সভ্যতার কোন অংশে অপলাপ করিতে সমর্থ হয় নাট। ভক্তিবিনোদ মহাশয় গভর্নমেন্টের বিশিষ্ট কন্স করেন সুতরাং কন্সে থাকা কাল পূর্ণান্ত ভক্ত সাধারণের নিকট তাঁহার ঐ শ্রদ্ধাবৎ সেবা কার্যে অর্থ সংগ্রহ সম্ভবপর নহে দেখিয়া এবং তাহাতে মহা-প্রভুর কার্যের বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কর্তৃপক্ষের ও আত্মীয় স্বজনের অনিচ্ছাসত্ত্বে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে স্বতঃই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। অবসর লাভ করিয়া শ্রীমুরভিকুলে নিজভজনোপযোগী স্থান সমুদ্র গঠন ও সংস্কার করাটয়া লইলেন।

শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীমাদ্রাপুরে শ্রীভগবদ্ভক্তির নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি সমিতি গঠিত হইল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সমিতির কার্য্যপতি হইয়া সাধারণের দ্বারে দ্বারে উপনীত হইয়া সংগৃহীত অর্থদ্বারা শ্রীসভার সম্পাদক কর্তৃক শ্রীমন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করাইলেন। হরিসেবা বিরোধী স্বার্থপর সম্প্রদায় শ্রীমাদ্রাপুরের স্থান সম্বন্ধে নানা প্রকার ভিত্তিহীন মিথ্যাসন্দেহ জনক কুতর্ক উত্থাপন করিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রাচীন গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া নানা প্রকার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক

পবেষণা দ্বারা বখা বিতণ্ডাকারী দিগের ভ্রান্ত অসদ্ব্যবস্থা সমূহ নিরস্ত করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাসে ত্রিপুরার বৈষ্ণব মহারাজের বিশেষ আগ্রহক্রমে পার্শ্বত্যা ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গমন করিয়া তথায় তিন চারি দিবস শ্রীহরিনাম প্রচার করেন। প্রথম দিবসে অসংখ্য অশ্রুতপূর্ব বৈদিক প্রমাণ সম্বলিত শ্রীহরিনামের স্বরূপ ও দার্শনিক বৈভব পূর্ণ ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তত্ত্ব পণ্ডিত মণ্ডলী ও বিদ্বজ্জন সমূহ বিস্ময়াব্বিত হইয়া হরিতত্ত্বের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করেন। পরে দুই তিন দিবস তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীগৌরলীলা কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুলবর্গ ও সাধারণে পরমানন্দ লাভ করেন। ত্রিপুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমুরতি কুঞ্জে শ্রীনামহট্টের কার্য্য হইতে থাকে মধ্যে মধ্যে কুমার হট্ট প্রভৃতি স্থানে ও কলিকাতায় সম্মিহিত পল্লীতে হরিকথা প্রচার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার শ্রীগৌরানন্দ স্মরণ মঙ্গলের সংস্কৃত টীকা ও ইংরাজী ভূমিকা লিখিত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এইকালে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর লণ্ডনের রাজকীয় এসিয়াটিক সোসাইটি নামক বিদ্য সংসতের সভ্য পদে মনোনীত হওয়ার ঐপদ স্বীকার করেন। বর্ষাকালে ত্রিপুরা রাজ্যের ইচ্ছাক্রমে কিছুদিন কাশ্মীর ও দার্জিলিং এ অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর ও তৎসন্নিহিত অনেকগুলি গ্রামপদে এবং কাঁথি মহকুমার সাউরী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করে ভ্রমণ করেন। শ্রীরামানুজীর সম্প্রদায়ের দাক্ষিণাত্য বাসী শ্রীরাঘবাচার্য্য নামক একজন প্রধান পণ্ডিত এই সময়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হরিকথা আলোচনা প্রসঙ্গে যাতায়াত করিয়া পরমানন্দ পাইতেন। একদিন রাঘবাচার্য্যর সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠাকুরের অনেক আলাপ হয়। শ্রীরামানুজীর অনুশাসনক্রমে রাঘবাচার্য্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনই ভক্তির সাধন ও ভগবৎ সন্তুষ্টির হেতু

এই কথা স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়া ব্যর্থ হইলে পণ্ডিত মহাশয় চুঃখিত হইয়া প্রস্থান করেন । ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাকে পরমাখ্য সংগ্রহে স্বর্ণাশ্রম ধর্মের অকর্ণ্যগাতা বিবদ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন কিন্তু রাঘবাচারী ল্পণ্ডিত হইয়াও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হন । ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাগবতস্পিচ ত্রীকুঞ্চসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রসিদ্ধ শিশির কুমার ঘোষ এই সময়ের বিংশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অলৌকিক ভগবদ্ভক্তির প্রগাঢ় অহুরাগী হন । শিশির বাবু, ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ত্রীপুরুষোত্তমে অবস্থিতি কাল হইতে পত্র দ্বারা এবং সন্মুখোক্ত হইলে সাক্ষাৎ দর্শন দ্বারা তাঁহার সঙ্গ লাভ করেন ও ত্রীমহা-প্রভুকে স্বীয় একমাত্র প্রভু বলিয়া ধারণা করেন । এই সময়ে এই মহাত্মার নাম প্রচারে সর্বিশেষ উৎসাহ কলিকাতাবাসী মাড্রেই অবগত আছেন । শিশির বাবুর বিশেষ আগ্রহে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ত্রীগৌরানন্দ সমাজের প্রবন্ধে কলিকাতা নগরীতে ও কয়েকটি হরিকথা মূলে বক্তৃত্ব করেন ।

যদি ও ত্রীপাদ ভক্তিবিনোদ মহোদয় পূর্ব্ববর্ণনোক্তের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অবধি তাঁহার তত্ত্ববিজ্ঞানকালাবধি বিংশবর্ষকাল ত্রীগৌর অভিন্ন বিপ্রত ত্রীবার্হভাননী ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনন্তভাবে অপ্রাকৃত্য মানস রস-সেবার অষ্টধাম নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন তথাপি প্রথম দ্বাদশ বর্ষে তাঁহার ত্রীকরকমল হইতে শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী অনেকগুলি ত্রীগ্রন্থ লাভ করিয়াছেন । তাঁহার জৈবধর্ম্ম নামক সন্দর্ভ বর্ত্তমান কালে আপামর পণ্ডিত মুখে সকলশ্রেণীর ভক্তগণের সর্ব্বদা পাঠ্যগ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে । বর্ত্তমান কালে বিনি জৈবধর্ম্মের মর্ম্ম পাঠ করেন নাই তাঁহার ভক্তিধর্ম্মে নানা প্রকার বিকার থাকা বিশেষ সম্ভব । ভাগবতাত্মক মরীচিমালা শুদ্ধ ভাগবত সন্দর্ভদ্বয়ের প্রচুর হিত সাধন করিতেছে । কৃষ্ণ কর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা

ও ভজনায়ুত প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ শুদ্ধ হরিকথাপ্রিয় পাঠকের কিরূপ  
 ক্ষমার বস্তু তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি,  
 ভজনরহস্য শুদ্ধ ভক্তগণের নিত্যারাধ্য বস্তু। এই গ্রন্থদ্বয় বাঁহারা অনুশীলন  
 করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের  
 কিরূপ প্রিয়জন। গৌরহরি তাঁহার নিজজনকে কি উদ্দেশ্যে এখানে  
 পাঠাইয়াছিলেন। আজ কাল সমুন্নত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও বিদ্যাসমূহ  
 ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবার পর ভগবন্তের অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা ও ভজনরাজ্যে  
 কিরূপ অবস্থার পার্থক্য ঘটাইয়াছে এবং সেই প্রাকৃত সুখস্বাদের প্রতি-  
 কূলে কিরূপে বিষয়গন্ধহীন হরিভক্তনের অবস্থিতি হইতে পারে তাহার  
 ব্যক্তিগত আদর্শ শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। হরি ভজন বলিলে কোন  
 কোন মশিক্ষিত দলে আনুষ্ঠানিক ভোগপর কতকগুলি কন্ম সমষ্টিকে  
 লক্ষ্য করেন। কোন কোন দলে বিচার পূর্ণ নির্বিশেষপর আধ্যাত্মিক  
 ভাবেই হরিভজন বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। শ্রীগৌরদাসানুদাস বুদ্ধিতে  
 ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমল চরিত্র ও তাঁহার রচিত গ্রন্থ দ্বারা দেখাই-  
 য়াছেন যে কৃষ্ণ ব্যতীত অপরকোন বস্তুর বাসনা করিলে জীবের কোন  
 অপ্রাকৃত কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। অপ্রাকৃত সর্বিশেষ পরমেশ্বর পর্য্যায়ের  
 অখিল রসায়ুত সিদ্ধ কৃষ্ণ, গৌর, নারায়ণ, বাসুদেব সর্ব্বগ প্রহ্লাদ অনিরুদ্ধাত্মক  
 বিষ্ণু, হরি, পরমাত্মা, পুরুষাবতার নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার, অর্চাবতার,  
 শাস্ত্রাবতার, শক্ত্যবেশ অবতার, মহাস্ত গুরুবতার, ভক্তাবতার প্রভৃতি  
 ত্রিগুণাতীত বস্তু প্রতীতি সমূহ; নিগুণ পর্য্যায়ের কৃষ্ণ ব্যতীত যোগীগণের  
 আরাধ্য পরমাত্মা নির্বিশেষবানীর লক্ষ্য ব্রহ্ম প্রভৃতি তট প্রদেশাত্তর্গত  
 বস্তুগুলি; প্রাকৃত জৈব পর্য্যায়ের কৃষ্ণব্যতীত সদসদভয়ের অনির্বচনীয়  
 ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান বিরোধী ভাবরূপ অজ্ঞান সমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি বলিয়া  
 বিতর্ক সহ প্রধান অজ্ঞানে প্রতিকলিত সর্ব্বজ সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিবৃত্তা,

সদস্য বাক্ত জীব সমূহের অন্তর্ধামী, জগতের কারণ, শিবব্রহ্মাদি দেব  
সকল, ইন্দ্রাদিদেব সমূহ, নিরাকার, নির্বিকার, নিরঞ্জন, নিঃশক্তিক,  
ভূম, পঞ্চোপাসক গণের আরাধ্য পঞ্চদেবতা, পৃথিবীপতি, দেশাধিপ,  
রাক্ষা, প্রাদেশিক মণ্ডল, গ্রামাধিপমণ্ডল, রূপবান্ সংকুল প্রমুত, ঐশ্বর্যা-  
ধিপ, বিদ্যাপতি, বলী প্রভৃতি অসংখ্য দেবীধামান্তর্গত বস্তু সকল লক্ষিত  
হয়। অপ্রাকৃত সবিশেষ পরমেশ্বর পর্য্যায়ের উল্লিখিত বস্তু সমূহ কৃষ্ণ  
সম্বন্ধীয় উহা কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তু নহে। নির্বিশেষ নিশ্চর্ণ পর্য্যায়ের বস্তু  
সমূহে অপূর্ণ কৃষ্ণসম্বন্ধ বলিয়া বাহ্য ভাব মিশ্র। প্রাকৃত ঈশ্বর পর্য্যায়ের কপিত  
বস্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় নহে বলিয়া উহার সর্বকারণ কারণ কৃষ্ণের অগান এবং  
মায়ার বিচিত্র দর্শনে উচ্চাচ্চ ধর্মবিষষ্ট জীবের প্রাকৃত জ্ঞান চেতনার  
অন্তর্ভুক্ত। উহার দুর্বল অপরিস্তর আপেক্ষিক ঈশ্বর বলিয়া প্রাকৃত  
ধারণায় ঈশ্বর সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত মাত্র। বাস্তবিক ঈশ্বর বস্তু নহে। নারী  
বিচিত্রতা প্রভাবে দ্রষ্টার নিকট প্রতিভাত মাত্র। প্রাকৃত ঈশ্বরকে প্রবিধ  
গুণ বিরাজমান। সমুগুণে প্রাকৃত আপেক্ষিক আনন্দ ও কল্যাণ, বজ্রো-  
গুণে চেতা ও তমোগুণে দুঃখ বা মঙ্গলাভাব আছে। অপ্রাকৃত চিন্ময়,  
কৃষ্ণদাম্যদাস জীব যে কালে ভগবান্ কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তুকে  
আপনার পরমেশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করেন সে কালে তিনি নিত্য মুক্ত  
অর্থাৎ মারার স্বধীন, স্বরং প্রভু, বোদ্ধা বা ভোক্তা অভিমান করেন না।  
আবার যখন নিজস্ব কৃষ্ণদাম্য ভুলিয়া মারার ঈশ্বর বলিয়া নিজ অজ্ঞানতা-  
ক্রমে পরম যুদ্ধমান মনে করেন তখন তিনি নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণদাম্য  
ভুলিয়া কৃষ্ণতর বাসনাময়। কৃষ্ণদাম্য বা কৃষ্ণ বিষয় ভাবের দ্বারা  
নিষ্ঠা বর্ত্তিত। একতী ভাব হুঁচ বা কলমে অপরী জ্ঞান বা আনন্দ  
অনেকদূরীত কৃষ্ণদাম্যজনিত জীবের গুহ্য ধর্ম। প্রতিফলনার কৃষ্ণের  
চক্ষুদীপনে পরিণত হইতে হয় না। কর্ম এবং জ্ঞান মার্গের বিখ্যাতের মারপঙ্ক্ত

হরি ভজন সম্ভাবনা নাই। কৰ্ম শব্দে নিত্য নৈমিত্তিকাদি স্থিতি কথিত কৰ্মকে বুঝায়। ভজনীর বস্ত্র কুণ্ডল পরিচর্যাাদি কৰ্ম শব্দ বাচ্য নহে। হরি কৰ্ম কেই কৃষ্ণানুশীলন বলে। জ্ঞান শব্দে এখানে নির্ভেদ ব্রহ্মানু-  
সন্ধান অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসনাকে বুঝায়। ভজনীর কৃষ্ণানুসন্ধান জ্ঞান শব্দ বাচ্য নহে যেহেতু কৃষ্ণজ্ঞানই কৃষ্ণানুশীলন। ভক্তিমাগে তাহার নিশ্চয়ই আবশ্যকতা আছে। নিজ ভোগপর কৰ্ম বা ভোগাতীত জ্ঞান কখনই ভক্তির উপযোগী নহে। নিজ স্বার্থ বর্জিত, হেতু রহিত, কৃষ্ণ সেবা কখনই তত্ত্বাভিলাষ, কৰ্ম বা জ্ঞানমার্গের স্বার্থ তাৎপর্যা বিশিষ্ট ফলের সহিত ঐক্য হইতে পারে না। অতন্ত্র দলে যেরূপ অজ্ঞানভক্তি বা নৈকৰ্ম্য ভক্তির ধারণা, কৰ্ম ও জ্ঞানাবরণ রহিত ভক্তি শব্দে তাহা উদ্দিষ্ট নহে। কৃষ্ণ কৰ্ম ও কৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞানকৰ্ম্মাবরণের কখনই অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং কৰ্মী ও জ্ঞানীর নৈকৰ্ম্য ও অজ্ঞান ভক্তির কথা ভক্তের অজ্ঞাত।

ভগবদ্ভূদেশে শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পাদ সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখা ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার অমুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি সাধিত হয়। তবে ভক্ত প্রাকৃতভাব রহিত হইয়া আপনাকে অপ্রাকৃত শরণাগত বুদ্ধিতে ভক্তির অমুষ্ঠান করিবেন। প্রাকৃত বুদ্ধিতে এই গুলি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষাত্মক প্রাকৃত উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্ত বিহিত হইলে উহা পার্শ্বিক অর্থাৎ নিজভোগপর মেটেরিয়াল সেবা, চলিত ভাষায় “মেটে ভক্তি”। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোন্ দিন কৰ্ম্মমাগীর মেটে ভক্তির বা জ্ঞানমাগীর আধ্যাত্মিক নাস্তিকতার উপদেশ দেন নাই। তিনি বলিতেন মেটে ভক্তির দ্বারা ভক্তির স্বরূপানুভূতি দূরে থাক্ ভক্তির বিপরীত প্রাকৃত সহজিয়াগণের মেকিভক্তি অমুষ্ঠানে জড়ান্তিনিবেশ উত্তরোত্তর প্রবল হইবে তাহাতে হরিতজনের সম্ভাবনা নাই। আবার অধ্যাত্মবাদী জ্ঞানী-

পণে নিত্য অদ্বয়জ্ঞানময় কৃষ্ণলীলার উপলব্ধি না থাকায় তাঁহারা নিজ কৃতকৃত্য স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাজ্ঞানে জ্ঞানী । চতুষ্টয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তির অঙ্গিসেবা, কৃষ্ণধামে বাস, কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীহরিনাম এই পাঁচটি ভক্ত্যাঙ্গে জীবের সর্বার্থ সিদ্ধি হয় । বিশেষতঃ শ্রীগৌরমন্দিরের প্রদত্ত শিক্ষায় শ্রীহরিনামের ভক্ত্যঙ্গকে সর্বপ্রাধান্য তাহাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একমাত্র অনুরোধ ছিল । শ্রীনাম ও শ্রীনামী উভয়েই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন । মাসিক মেটে বুদ্ধিতে যে রূপ পার্থিব বস্তুর নাম রূপ গুণ ও ক্রিয়ার পরস্পর পার্থক্য পরিমিত হয় সেইরূপ অদ্বয়জ্ঞান শ্রীনামী ও নামের, শ্রীরূপবান্ কৃষ্ণের, শ্রীগুণধর নন্দনন্দনের ও লীলাময় কৃষ্ণচন্দ্রে ভেদ নাই । কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈতজ্ঞান ভেদ উৎপন্ন করে । কৰ্ম্ম বাসনাবলে কৰ্ম্মী ভোগীজীব মরণান্তে যে রূপ কৰ্ম্মফল ভোগযোগ্য কৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তির আশ্রিত জড়দেহ প্রাপ্ত হন ত্যাগী জ্ঞানী জীব মরণান্তে যে রূপ কৰ্ম্মভোগ কলবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অশরীরী শুদ্ধ তটস্থ ধর্মলাভ করেন অর্থাৎ সুপণ নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্ততাব প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্ররসাত্ত্বের উদ্দেশ্য লাভ করিয়া কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বা বহিরঙ্গ উত্তরশক্তির আশ্রিত উত্তর শরীরের কোন প্রকার শরীর লাভ করেন না, ভোগবাসনারূপ কৰ্ম্মপথ বা ত্যাগ বাসনারূপ জ্ঞানমার্গ পরিবর্জন করিয়া তত্ত্ব ইহজগতেই তটস্থ স্বরূপ লাভ করিয়া ভাগবত পারমহংস কলেবর বহিরঙ্গ জগতে রাখিয়া অন্তরঙ্গ হরি লীলার হরিসেবোপযোগী নিজ নিত্যমুক্ত চিৎশরীরে সর্বশক্তিমান্ রমিকেশ্বর কৃষ্ণের প্রীতির বিষয় হন । সৌভাগ্যবান্ জীব প্রথম সাধু সঙ্গে বেদ গ্রন্থ হরিশাস্ত্র শ্রবণদ্বারা তদার্থে বিশ্বাস করিয়া প্রদ্বারিত হন । যাহাদের শাস্ত্রোক্তিতে সম্পূর্ণ প্রকার অভাব হয় তাঁহাদের বিধিমার্গাবলম্বনে জড়িত প্রাকৃত সাধন কার্যে হয় । যাহারা শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহাতে

স্বাভাবিক কৃতিবিশিষ্ট তাহাদের রাগানুগত পথে সাধন ভক্তির ক্রম সমূহ উদিত হয়। শ্রদ্ধাবান্ দ্বাতকৃতি ব্যক্তি দ্বিতীয় সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজনরীতি শিক্ষা করেন। ভজন প্রভাবে প্রাকৃত অনর্থ সমূহ নিবৃত্তি লাভ করে। নিবৃত্তনার্থ সাধক কৃষ্ণে অবিচলিত আবিষ্কৃত বুদ্ধিপূর্ব্বক। কৃষ্ণলাভে অভিলাষ এবং নিজ রস সম্বন্ধিনী কৃষ্ণ সেবার উন্নত হন এইরূপ অবস্থায় অনুরঙ্গশক্তির সংবিৎ নারী বৃত্তির আত্মস্বরূপা, কৃষ্ণপ্রেম ভাস্করের কিরণতুল্যা, কৃষ্ণাভিলাষ দ্বারা চিত্তের আর্দ্রতাকারিণী হরি সেবার উদয় হয় পরে কৃষ্ণে অত্যন্ত মমতাময় সমাক আর্দ্রাত্তঃকরণের ঘনভাব কৃষ্ণপ্রেমা ভক্তে প্রকট হয়।

বর্তমান খৃষ্টীয় বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। শ্রীহরিনাস ঠাকুরের সমাধিমঠের নিকটে থাকিয়া ভজন করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইলে তিনি ভজনকুটীরের অন্ততম শ্রীগান্ধারীকী গিরিধারী মঠের সংস্থার সাধন করিয়া তথায় থাকিয়া কিছুদিন ভজন করেন। কতকগুলি বিষয়ী লোক তাহাদের ভোগ প্রবৃত্তির তাড়নায় সেইকালে তাদৃশ মরুভূমিতে ও বিষয়সুখাশ্রয়ী হন এবং নিজভোগপর গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া পুরী নগরের সীমা বর্জন করেন। তাঁহারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃষ্ণাধেবণপর ভাব অনুসরণ করিতে না পারিয়া নানা প্রকারে ঠাকুরের ভজনে ব্যাঘাত করেন। কিছুদিনের মধ্যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মঠের উপলক্ষণে বিষয়ীগণের চেষ্টা নিরীক্ষণ করিয়া সে সম্বন্ধ পরি-  
ত্যাগ করতঃ শ্রীভক্তিকুটী নিৰ্ম্মাণ করেন। ভক্তিকুটীতে থাকিয়া বিষয়ী-  
গণের উদ্দেশ্যে অসংখ্য সমাধি ভজনাদির বাস্য হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর  
সংসার ভোগে দ্বন্দ্বিতা স্বাক্ষরিত হইয়া কৃষ্ণ ভজন করিতেছেন। এত  
বালে গোপাল ভক্ত গোপালকৃত সংকল্পঃ সামগ্ৰী পূর্ণ প্রাপ্তঃ মাধবদে-  
বচার এবং সংসার দীপক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সাধারণ লোকসকল

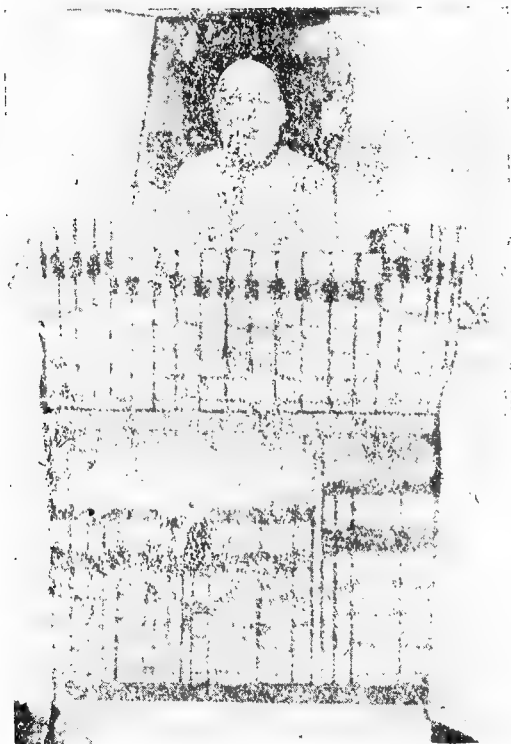
এবং ভক্তিপথের নামধারী সামাজিকগণের সঙ্গ ও তাঁহার অনুক্ষণ ভজনের  
 ব্যাবহাতি বলিয়া ধারণা হয় । ইহাদের সঙ্গ পরিবর্তনমানসে ও জড়বিষয়া-  
 সক্ত প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিষয় প্রবৃত্তি নিরাস কল্পে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে  
 ভাগবত পারমহংস্তু ধর্ম প্রকাশে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি এই কালে  
 স্বনিয়ম দ্বাদশক নামক গ্রন্থ লিখেন । ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ  
 শ্রীকৃষ্ণচ্ছায় লোক চক্ষু পক্ষবধ নামক বাতাময় প্রাপ্ত হন । কতিপয়  
 বিষয়ী লোক এই সুযোগে তাঁহাদের অজ্ঞতাক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্বাসে  
 কর্মবাদ প্রচার করিবার অবসর লাভ করেন কেহ বা শ্রীকৃষ্ণানুগ বিশ্বাসের  
 প্রতিকূলে গৌরমত্ব বিরোধবাদ কেহ বা গৌরনাগরী নায়ী প্রকৃতিবাদ  
 প্রসারণের চেষ্টা করেন । এক্ষেত্রে এসময়ে সামাজিক কার্যে যোগদান করা  
 শ্রীগৌরমুন্দের অভিপ্রেত না হওয়ায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহা  
 হইতে নিবৃত্ত হন এবং তদীয় অনুগণগণের প্রতি এই সকল কুমত নিরাসের  
 ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং অবিচ্ছিন্ন ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকেন । “বত দেখ  
 বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ । নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ স্থখ ।” এই  
 শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পদ্যার্থ আশ্বাদন করিয়া প্রেমে আপ্লুত হইবেন  
 এবং ভাগবত পারমহংস্তু ধর্মের আদর্শ স্বরূপ জগৎকে দেখাইয়াছিলেন ।  
 নানাধিকারীর খর্ব্ব দর্শনে পরমহংসাধিকার বিচারের বস্তু নহে ইহাও  
 পরিনিষ্ঠিত ভক্তের জ্ঞাতব্য তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঠাকুর মহাশয় স্বাধিকারে  
 প্রদর্শন করিয়াছেন । তাঁহার সকল অনুষ্ঠান দিবদভাবে বিধি কঠিনে  
 হইলে সংক্ষেপ দিবরণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এ জন্ত সংক্ষেপে লিখিত হইল ।

১৯১৪ সালের ২৩ শে জুন ৯ই আষাঢ় মধ্যাহ্নের কালি পূর্বদিক  
 শ্রীশ্রীগদাধরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার পারমহংস্তু  
 ভাগবত কবচের দ্বাখিয়া বস্ত্রবিক্ষিপ্তে শ্রীকৃষ্ণানুগজনের একান্ত প্রেমে  
 রাধাসেবায় হইতে হইত বিনোদমুকুন্দ নন্দক নামধারীক বৎস ১৯১৩-১৪

যাত্রা করেন । তখন শুদ্ধ ভক্ত জগৎ দেখিলেন শ্রীগৌরপ্রিয়তম সুধাকরের  
অন্তর্দানে কালবিচারে গৌণ আকর্ষণীয় অমাবস্তা তিথি ও সায়নমতে অয়ন  
সন্ধিকাল পার্থিব জগতে আগত হইরাছে ।

সায়ন উত্তরায়ণ কাল উপস্থিত হইলে শ্রীঠাকুরের অভাবে বিরহকাতর  
শুদ্ধভক্তমণ্ডলী শ্রীরাধাকুণ্ডতটভিন্ন শ্রীগোক্রম স্বানন্দসুখদকুঞ্জে নারায়ণ  
মাসে তাঁহার সমাধি সেবা বিধান করিয়াছেন ।

পরমানন্দ ব্রহ্মচারী  
সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ।



# সঙ্গীত মাধব মহাকাব্যম্ ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।—রাধামাধবমহোৎসবঃ ।

অথ সা ব্রজভীকরগ্রন্থতঃ পরমশ্রেমরসাবশাংকৃতিঃ ।

সমুদীক্ষ্য নিজেশ্বরী সখী পদমূলে ত্রপতৎ প্রহর্ষতঃ ॥

দূরে তব প্রাণধনং কিশোরবদ্বং মুদা ক্রীড়তি কুত্র মোহনং ।

ইথং সনুংকণ্ঠিতয়া তয়োক্তেষ্টাঃ স্নেহপূর্ণা কথয়াত্বভুব ॥

যথা গুর্জরি রাগেণ গীয়তে ।

শ্রীমজলদকটয় কলেবর বিরাজিত চম্পাকদাম ।

বিনলনিজাযুগপদ্বিতনরহরিমণিমণ্ডনধাম ॥ ১ ॥

ভীরে তপনহৃহিতুরষিরামং খেলন্তি সিংখুনমহো অভিরামং ॥ ২ ॥

উন্মদমদনং মহারসবিহবল-মোহনদিবাকিশোভনং ।

অদ্ভুতরূপবিলাসচমৎকৃতিসিদ্ধহৃদয়ধৃতি-চোদনং ॥ ৩ ॥

বন্দাবননবকুঞ্জগৃহোদরতুর্জয়রতিরণলোলং ।

নিধুতিলকপরিখণ্ডিতমণিশরশ্রমজলগলিতকপোলং ॥ ৪ ॥

মিথ উপধায় কুসুমকদলীমিভকোমলমুকুন্দারং ।

স্বপিত্তি কদাপি চ গুপ্ততি বনজৈঃ কমপি মনোহরহারং ॥ ৫ ॥

চুষতি গুপ্তকথা-ছলতঃ কচিদবলকশ্রতিমূলং ।

কচন পরস্পরমতিশয়কুচিপরিধায় যাতি ত্রকূলং ॥ ৬ ॥

কাপি মিথঃ পরিলুপ্ততি মণ্ডতি পশ্যতি নিজ প্রতিবিম্বং ।

তংসমিথুনগতি যাতি করোতি চ নটশিখিযুগলিভুং ॥ ৭ ॥

ক্কাপি পরস্পর-বেগি-বিভূষণ রচিতোদ্যামদ্বিলাসং ।

ক্কাপ্যতি নৃত্যতি হাসতি বিচলতি প্রতিপদমদমবিকাশং ॥ ৮ ॥

কচন গতাধরবিলুপ্তিকুন্তলকটক-মৌক্তিকহারং ।

কৃতপরিবস্তন চুষ্মনশতশত যমুনা-নীরবিহারং ॥ ৮ ॥

রাধামাধব কেলিমহোৎসবমতিরসমধুরিমসারং ।

গায়তি রসিক সরস্বতি বর্ণিতমুজ্জলভাববিকারং ॥ ৯ ॥

নিখিল নিগমদুরং প্রেমমাধবীকপূং ন থলু ভগবদীয়ে নাপি লক্কোপলম্বং ।

তদতি মধুরধামবন্দনানন্দকন্দং কনকমকরতাভং ভাতি বৃন্দাবনেহস্মিন্ ॥ ১০ ॥

প্রথম মুরলিরঞ্জে রঞ্জিতাকৃষ্ণবিষাধরমিহ সখি রাধাং ভাতি গায়নুরারিঃ ।

ইতি চ বিরবচঞ্চলচাক্রমুদ্রাং গুণীনাং নখমণি কুচিবীচিমুদ্রিকালিচ্ছটাভিঃ ॥ ১১ ॥

শ্রদ্ধা রাধা মধুপতি মহানন্দসাম্রাজ্যসারে

দোরাঙ্কারামৃতরসময়ানন্দলীলাবিহারং ।

তৃপ্তিং নৈব ব্রজমৃগদৃশঃ প্রাপ্য সপ্রেমভূয়াঃ

শ্রীরাধায়াশ্চরিতমমৃতং পৃষ্ঠমানাং জগুস্তাঃ ॥ ১২ ॥

তথাহি ভৈরবীরাগেণ গীরতে ।

অভিমতমহু প্রতিকুলকচরিতা । খেদমিবাভজদতিসুখভরিতা ॥

রাধা বিলসন্তি সহ মধুরিপুণা । নবনবরতিরস-কেলিষু নিপুণা ॥ ৩ ॥

কিমপি মৃষা ভয় বেপথুবলিতা । ভরতি রসজ্ঞ ভুজাস্তরমিলিতা ॥ ১ ॥

রমণমহেতুক রেখা-হরয়া । ক্ষিপতি চলতি পদমথসদয়া ॥ ২ ॥

মধুমারুতহং নিজর্তনুবসনা । ভবতি দয়িত পীতাম্বরবসনা ॥ ৪ ॥

তরুবিটপার্ণিত পল্লবকলিতা । প্রিয়কৃত হিন্দোল নবনবচলিতা ॥ ৫ ॥

প্রিয়কুসুমাদিকয়া চলবিরতা । পুনরুপনতমহু হেলন নিরতা ॥ ৬ ॥

কুচমকর-লিখনে মদমহসা । প্রিয়মুখ্যত্ব ইতি নিন্দতি সহসা ॥ ৭ ॥

ঐতিরসভবিত সরস্বতি-ভণিতা । মহমুপযাতু পরামিহ জনতা ॥ ৮ ॥

তথাহি ।

অহো মুখরনুপুর প্রকর-কিঙ্কিনী-ডিঙিম

স্বনাদিবরতাড়নৈনধরদন্তঘাতৈষু তং ।

সুহৃদ্ধরমদাক্ষরোন বনিকুঞ্জপুজাদিকে

তদদ্রুতকিশোরয়োঃ সুরতসঙ্গরো জুহুতে ॥ ৯ ॥

তদাশ্চর্যা প্রাণাধিকদয়িতয়োঃ কেলিবিভবং

নিলীনঃ পশুন্ত্যোভয়মপিরসান্তোষি পতিতাঃ ।

ক্ষণাদপ্যা যযাঃ পদকমলসম্বাহনপরাঃ

প্রিয়ং তৎসংবীজ্যদ্বয়মহং ভূয়ঃ সমুদিতা ॥ ১০ ॥

বদিত্বমিন্দীবরসুন্দরাঞ্চি দিত্ত্বকমেন প্রিয়রোবিলাসং ।

সর্বানুনা প্রেমরসেন রাধা পদারবিন্দং সুর তদ্রসৌধং ॥ ১১ ॥

অথ সা যুগসারলোচনা ধৃতরাধাপদদাস্তলালসা ।

সরসং নিজজীবিতেশ্বরী চরণধ্যান পরেদনুজ্জগৌ ॥ ১২ ॥

তথাহি বসন্তরাগেণ গীষতে ।

বরসীমন্তরসামৃতসারিণী ধৃতসিন্দুরসুরেখাং ।

শ্রীবৃষভানুকুলাশুধিসম্ভব সুভগসুধাকরলেখাং ॥ ১ ॥

স্বরতি মনো মম নিরবধি রাধাং ।

অধুপতি রূপগুণশ্রবণোদিত সহজ মনোভববাধাংনা ১ ॥

সুচরিতরবিবিরাজিত কোমল পরিমল মল্লিসুমালাং ।

মদচলৎগুন-খেলনগগুন লোচনকমলবিশালাং ॥ ২ ॥

মদকরিরাজ বিরাজদনুত্তম চলিতললিতগতিভঙ্গীং ।

অতিসুকুমার কলকনকচম্পক-গৌরমধুরমধুরাঙ্গীং ॥ ৩ ॥

অগণিকেশুরললিতবলয়াবলিমণ্ডিতমৃদুভুজবল্লীং ।

প্রতিপদমদুতরূপচমৎকৃতি মোহন-সুবতিমতরীং ॥ ৪ ॥

মৃদুমৃদুহাসললিতমুখমণ্ডলকুতশশিবিশ্ববিভূষণ ।  
 কিঙ্কিনী জাল ঞ্চিত পৃথুসুন্দর নবরসরাশি নিতম্বাং ॥ ৫ ॥  
 চিত্রিতকঞ্চুলিকা স্থগিদোদ্বট কুচহাটক্খটশোভাং ।  
 ক্ষুরদক্ষাধর সীধু অধারস ক্লতহারমানসলোভাং ॥ ৬ ॥  
 সুন্দরচিবুকবিরাজিতমোহন মেচকবিন্দুবীলাসাং ।  
 সকনকরত্নচিহ্নিত-পৃথু-মৌক্তিককরুচিরুচিরোজ্জলনাসাং ॥ ৭ ॥  
 উজ্জলকান্তি রসামৃতসাগর সারত্ত্বসুখরূপাং ।  
 নিপতিত মাধব মুগ্ধমনো মৃগনাভি অধারসকৃপাং ॥ ৮ ॥  
 নুপূরহারমনোহরকুণ্ডল কুতরুচিমকণ ত্রুকুলাং ।  
 পথি পথি মদনমদাকুল গোকুলচন্দ্র কলিতপদমূলাং ॥ ৯ ॥  
 রসিক রসবতি পীতমহাভুতরাধারূপরহস্তাং ।  
 বৃন্দাবনরসলালসমনসামিদমুপগেষ্মবশ্চ ॥ ১০ ॥

তথাহি শ্লোকঃ ।

সুভগ শিখরলক্ষ্মী কোটিকার্মৈকপাদাপ্তনখমণিচন্দ্রজ্যোতিরামোদমাত্রা ।  
 অতিমধুরচরিত্রানঙ্গলীলা বিলাসা মম হৃদি রসমূর্ত্তিঃ স্মৃতিমায়াতু রাধা ॥১১॥  
 নবরসমদবুর্মাধবপ্রাণকোটা প্রিয়নখমণিশোভা সর্বসৌভাগ্যভূমিঃ ।  
 ক্ষুরতু হৃদি সদা মে কাপি কাম্বীর রোচি ব্রজনগরকিশোরীবৃন্দসীমন্তভূষা ॥১২॥  
 গোবিন্দপ্রাণসর্বস্বং নখচন্দ্রেণ চন্দ্রিকা ।  
 কাপি প্রেমরসোদারা কিশোরীং মম জীবনং ॥ ১৩ ॥  
 চেতঃ কামপি কুন্দসুন্দরসুধা নিশ্চন্দ্রিমন্দস্মিত  
 জ্যোতির্মোহন বক্রচন্দ্র বিলসৎ প্রেমামৃতান্তোনিধিঃ ।  
 প্রত্যঙ্গোচ্ছলিতানুরাগ সহজানঙ্গোৎসবৈকাবধি  
 ক্রীবৃন্দাবনচন্দ্রহর্মদমনশোরাং কিশোরীং স্মর ॥ ১৪ ॥

মুক্তাদামদামনিল প্রসারকবয়ং দামোদরস্তং যতো

নোপীতাম্বর শষরারি স্তভগ স্বং মে গৃহাণাম্বরং ।

হস্তং ন স্তনয়োনিধে হি যমজৌ ভগ্নৌ স্ততুঙ্গৌ যতো

রাধায়াঃ দ্যুতিবাক্যভঙ্গীবিতত স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রাধামাধবমহোৎসবো নাম দ্বিতীয়ঃ স্বর্গঃ ।

## শ্রীতারকব্রহ্ম নাম ।

এই মানস সেবাই ভজনের চরম উপদেশ । নিত্য বৃন্দাবনে স্থলদেহ পতনের পর যেক্রপ ভাবে শুদ্ধ অন্তরঙ্গভক্ত কৃষ্ণ দেবায় নিযুক্ত হইবেন তাহারই আরম্ভ এই মানস সেবা । এই মানস সেবার তাৎপর্য্য এই যে বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্ক রহিত হইয়া আত্মাকে অপ্রাকৃত সখীর অনুগত করিয়া যুগল সেবার নিযুক্ত করা । এই মানস সেবার বিষয় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে । ইহা প্রাকৃত স্থল দেহের দ্বারা সেবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । পদ্মপুরাণে কথিত আছে এক জন ব্রাহ্মণ মানসে পরমায় রাধিয়া কৃষ্ণের ভোগ দিবার কালীন উত্তপ্ত পরমানে তাঁহার অঙ্গুলী স্পৃষ্ট হয় । তাহাতে গরম বোধ হওয়ায় ধ্যান ভঙ্গে চমকিয়া উঠিয়া দেখেন যে তাঁহার অঙ্গুলিতে গরম লাগায় ফোকা হইরাছে । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঐ মানস সেবার বিষয় বর্ণিত আছে । মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন গমন করেন তখন নকুল ব্রহ্মচারী নবদ্বীপ হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত মানসে উত্তম মনোমত রাস্তা করিয়া প্রভুকে লইয়া যাইতেছিলেন রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ ফুল গাছ, প্রভুর পদে ক্রেশ হইবে বলিয়া রাস্তায় ফুল ছড়ান । এই রূপে কানাই নাটশালা

পর্যন্ত লইয়া আসিলেন, পরে ধ্যান ভঙ্গ হইল আর রাস্তা হইল না । তখন তিনি সকলকে বলিলেন প্রভু এবার বৃন্দাবন যাইবেন না । কানাই নাটশালা হইতে ফিরিবেন । বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল । প্রভুর সেবার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই সনাতনকে ও রূপকে উদ্ধার করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন । স্থূল দেহে যে শ্রীমূর্তি সেবা অপ্রাকৃত অনুভবের অভাব হইলে তাহাও অভ্যাসমাত্র । আমাদের ইন্দ্রিয় সকল বহির্বিষয় অনুশীলন করিয়া থাকে বলিয়া কৃষ্ণানুশীলনে অক্ষম । সেই ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ে যদি পরেশানুভূতি হয় তবে তদ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয় না এবং একই উদ্দেশ্যে পরানুশীলন ও প্রত্যাহার হয় । এইরূপ করিতে করিতে বাহ্যানুশীলন থক্ক হইলে মানস সেবা সুন্দররূপে হইবে । দৃষ্টান্ত যথা বালিকারা পুতুল খেলা করে, পুতুলের বিবাহ দেয়, ভোজ্য করে, অন্নপ্রাশন করে এইরূপে খেলা করে । বিবাহ হইলে যখন স্বামীর ঘর করে তখন পুতুল খেলায় যে কার্য্যগুলি করিত, গৃহে আসিয়া সেইগুলিই প্রকৃতরূপে করে ।- বাল্যাবস্থায় যে গুলি খেলা ছিল বড় হইলে প্রকৃতরূপে সেইগুলিই করিতে হয় । মানস সেবাও তদনুরূপ । স্থূল দেহে অপ্রাকৃত অনুভব সহ যে শ্রীমূর্তি সেবা করা যায় তদ্রূপ মানস সিদ্ধ দেহে চিত্ত্রামে চিন্ময় সজ্জিনীর সহিত চিন্ময় রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে হয় ।

নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি নাম করিবার পূর্বে এবং নাম করিবার সময়ে লক্ষ্যদা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং ইহার ভাবার্থ উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে এবং ইহার সত্যতার বিষয় যদি সন্দেহ থাকে উপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট বুঝিয়া লইতে হইবে । ইহাতে সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত আছে ।

১ । পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিভু চৈতন্য । জীবাত্মা তদ্রশি পরমাণুরূপ অণু চৈতন্য ॥

- ২। ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাব রূপবিশেষ নামে কোন অনির্বচনীয় চৈতন্যগত নিত্যধর্মের দ্বারা বিভূ চৈতন্য অণু চৈতন্য হইতে ভিন্ন, অণু চৈতন্য সকল পরস্পর ভিন্ন, চৈতন্যের অবস্থানোপযোগী পীঠ স্থাপন এবং চৈতন্য বস্তু হইতে জড়ায়ুক জগত ভিন্ন হইয়াছে ।
- ৩। জড়ায়ুক জগৎটি চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধাম বিশেষ এবং শুদ্ধা-  
নন্দের বিপরীত কোন প্রকার আভাস রূপ স্মৃৎ দুঃখের পীঠ স্বরূপ ।
- ৪। জড়জগতে জীবাত্মার নিত্য সম্বন্ধ নাই । কেবল বদ্ধাবস্থায় উহা  
জীবাত্মা মাত্র । অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি কর্তৃক বদ্ধজীবগণ জড়ানু-  
যন্ত্রিত হইয়া কেহ বা জড়মুখে আবদ্ধ আছেন কেহ বা চিন্মুখে ।
- ৫। স্বতঃ পরতঃ পরতত্ত্বের প্রতি জীবের অনুরাগ রূপ স্বাভাবিকী  
প্রবৃত্তির নাম জীবের স্বধর্ম । বদ্ধাবস্থায় বিষয় রাগরূপ ঐ স্বধর্মের  
বিকৃত ভাবটী শোচনীয় ।
- ৬। স্বধর্মের স্বরূপাবস্থিতির নাম মোক্ষ । স্বালোচন কার্য অর্থাৎ ভক্তি  
দ্বারা তাহা সাধিত হয় ।
- ৭। অধিকার ভেদে স্বধর্মাত্মশীলন বিবিধরূপ । তন্মধ্যে কতকগুলি  
সাক্ষাৎ ও কতকগুলি গোপ ।
- ৮। স্বরূপ প্রাপ্তি যে সকল অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও অগ্র ফলের  
সম্ভাবনা নাই, তাহার সাক্ষাৎ ।
- ৯। যে সকল অনুশীলন কার্য্যদ্বারা দেহ সম্বন্ধে কোন অবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তি  
সংঘটন হয়, সে সকল গোপ ।
- ১০। সমাধিই প্রধান সাক্ষাৎ অনুশীলন । তৎপোষক জীবন নির্বাহো-  
পযোগী কর্ম্ম সকলকে প্রধান গোণাত্মশীলন বলিয়া বুঝিতে হইবেক ।
- ১১। সমাধি যোগে ব্রজভাবগত রসাপ্রাপ্ত কৃষ্ণাত্মশীলনই জীবের নিয়ত  
কর্তব্য, যেহেতু ঐ ভাবটী জীবের প্রাপ্য বিষয় ।

১২। অধিকার ভেদে পরম মাধুর্য্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় মধুর রসের আলোচনাই জীবের চরম কর্তব্য ।

এই দ্বাদশটি তত্ত্বের মধ্যে, প্রথম চারটি তত্ত্বে কেবল সম্বন্ধ জ্ঞান সংকলিত হইয়াছে । পঞ্চম হইতে দশম তত্ত্ব পর্য্যন্ত জীবের কর্তব্য নিকৃপিত হইয়াছে । শেষ দুইটি তত্ত্বে কেবল জীবের চরম প্রয়োজন রূপ পরম ফলের উদ্দেশ্য আছে ।

১০ দশম তত্ত্বে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে তাহার সাধনাই উপাসনা ধর্ম্মের চরম প্রয়োজন । প্রত্যাহার বা বৈরাগ্যের দ্বারা জড়াসক্তি হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাকে পরমাত্মতত্ত্বে স্থাপন অর্থাৎ ব্যবধান রহিত করিতে পারিলে অনেক গুলি সত্য সমাধি দ্বারা নির্ণীত হয় । সাধকেরা আপনাপন আত্মায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে সত্যতা বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবেন । ঐ আত্ম প্রত্যক্ষ বা সহজ সমাধি দ্বারা জীবের নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্য ক্রিয়া কৃষ্ণ দাস্ত্র সততই সাধু দিগের প্রতীত হয় । আত্মা যখন সহজ সমাধি অবলম্বন করেন তখন প্রথমে আত্মবোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতা বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয় বোধ, চতুর্থে আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্বন্ধ বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণ কর্ম্মাদ্বক স্বরূপগত সৌন্দর্য্য বোধ । ষষ্ঠে আশ্রিত গণের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠ বোধ, অষ্টমে তদগত অবিকৃত কল বোধ, নবমে আশ্রিত গণের ভাবগত নানাস্থ বোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্য লীলা বোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তি বোধ, দ্বাদশে আশ্রয় শক্তি দ্বারা আশ্রিত গণের উন্নতি ও অবনতি বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিত গণের স্বরূপ ভ্রম বোধ, চতুর্দশে তাহাদের পুনরুন্নতি করণ রূপ আশ্রয়ানুশীলন বোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিতজনের প্রত্যাহার দ্বারা স্বস্বরূপ পুনঃপ্রাপ্তিবোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্য

তত্ত্বের বোধোদয় হয় । যাহার সহজ সমাধিতে যতদূর বিষয় জ্ঞান মিশ্রিত থাকে তিনি তত অল্পদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পান । বিষয় জ্ঞানের মন্ত্রী যুক্তির সাহায্য লইতে গেলে সমাধির সত্য সকল দেখিতে পাইবে না । অতএব যুক্তিকে তাহার নিজাধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া যিনি যত দূর সহজ সমাধির উন্নতি করিতে সমর্থ হন, তিনি ততদূর সত্য ভাণ্ডার খুলিয়া অনির্বচনীয় অপ্রাকৃত সত্য সকল সংগ্রহ করিতে পারেন ।

ব্রহ্মসংহিতায় শেষ পাঁচটি শ্লোকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন হে বৎস যদি মহত্ব বিজ্ঞানে প্রজানুষ্টি করিবে তবে নিম্নের পাঁচটি শ্লোকের অর্থ উত্তম রূপ বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে । ভগবান্ ব্রহ্মাকে কহিলেন

ব্রহ্মন্ মহত্ববিজ্ঞানে প্রজা সর্গেচ চেন্মতিঃ ।

পঞ্চ শ্লোকীমিমাং বিজ্ঞাং বৎস তস্তাং নিবোধ মে ॥

১ । প্রবুদ্ধে জ্ঞানভক্তিভ্যামানুত্মানন্দচিন্ময়ী ।

উদেত্যনুত্তমভক্তির্ভগবৎপ্রেমলক্ষণা ॥

২ । প্রমাতৈস্তৎ সদাচারৈস্তদভ্যাসৈর্নিরন্তরং ।

বোধয়ন্নানুনাশ্রয়ানং ভক্তিমপ্যুত্তমাং লভেৎ ॥

৩ । যস্যঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি বয়া নিবৃতিমাপ্নুয়াৎ ।

যা সাধয়তি মামেব ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ ॥

৪ । ধর্মানুত্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্ ।

যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥

কুর্ব্বন্নিরন্তরং কশ্ম লোকোহয়মনুবর্ততে ।

তেনৈব কশ্মণা ধ্যায়ন্ মাং পরাং ভক্তিমিচ্ছতি ॥

৫ । অহং হি বিশ্বস্ত চরাচরস্ত যৌজং প্রধানং প্রকৃতেঃ পুমাংশ্চ

নম্যাহি তং তেজ ইদং বিভূর্বিবিধে বিধেহি স্বমথো জগন্তি ॥

১। শ্লোকানুবাদ সম্বন্ধ জ্ঞান ও সাধন ভক্তি দ্বারা স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে আত্মাতে অনুত্তমা চিন্ময়ী ভক্তির উদয় হইবে।

২। প্রমাণ ( অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণ বা সাধু মুখের প্রমাণ ) সদাচার সাধুদের আচার, সেই সব সদাচার পালনের দ্বারা অভ্যাস করিয়া, আত্মার স্বরূপ ভাব অবগত হইলে, উত্তমা ভক্তির উদয় হয়।

৩। সাধন ভক্তির সাধন করিতে করিতে যখন জড়াসক্তি রহিত হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় তখন প্রেম ভক্তির উদয় হয় এবং পরানন্দ লাভ করে এবং আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। প্রেমই জীবকে ভগবানের সহিত সংযুক্ত করে।

৪। অগ্ৰাণ্ণ সমস্ত ধর্ম্য পরিচ্যাগ পূর্বক ভগবানের ভজন কর; বেক্রপ যেক্রপ শ্রদ্ধার উন্নতি হইবে কার্য্য সিদ্ধি সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে নিষ্ঠা, পরে কৃতি পরে আসক্তি পরে ভাব তার পর প্রেম। এইরূপে ক্রমে উদয় হইবে। লোক সকল কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মের অনুগমন করে। কিন্তু সেই কর্ম্ম করিবার সময় যদি আমাকে বিস্মৃত না হয়, অর্থাৎ ভগবানকে না ভুলা যায় অর্থাৎ ভগবানের তুষ্টির জন্ত এই কর্ম্ম করিতেছি এইটী স্মরণ থাকুক তবে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি লাভ করিয়া উত্তমা ভক্তি লাভ করে।

৫। আমিই এই চরাচর বিশ্বের বীজ, আমিই প্রকৃতি, আমিই পুরুষ, আমিই প্রধান, তুমি যে তেজ বা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমিই তোমাকে দিয়াছি। সেই তেজ বা শক্তি দ্বারায় জগৎ বিধান কর।

শ্রীললিত লাল যোষ ভক্তিবিনাস।

শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীমায়াপুর।

# সজ্জন তোষণী ।

## তোষণী প্রসঙ্গ ।

বেরিলি হইতে পরম মাননীয় ভাগবত স্থলেখক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয় লিখিয়াছেন । পরম পূজনীয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সজ্জন তোষণী যে রূপানুগ ভক্তগণের হৃদয়ের হার তাহা লেখাই বাহুল্য । পরম দয়াল শ্রীমন্নহাপ্রভু আপনি আচরণ করিয়া যে বিগুহ বৈষ্ণব ধর্ম কলিহত জীবের অশেষ কল্যাণের জন্ত শিক্ষা দিয়াছেন তাহা এত অল্প দিনের মধ্যেই অষ্ট-টন ঘটন পটীয়সী ঘায়ার প্রভাবে যেক্রপ উপধর্মের আকার ধারণ করিয়াছে তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে, প্রাণ ব্যথিত হয় ও চক্ষে জল য়াসে । গুরু কৃষ্ণদাসের এ দুঃখ অনুভব করিয়া শ্রীম্ভোগ্যের প্রিয় অনুচর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী চালনা করিয়া যে সমুদয় অমল বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাগ্যবান ভক্তগণ তাঁহাদের হৃদয় সম্পূর্ণে অমূল্য রত্নের স্থায় চির দিন সযত্নে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ।

পূজনীয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর “আমি যাচা বলি তাহা কর, আমি যাচা-করি তাহা করিও না” এরূপ দুর্বল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না । তিনি আপনি শ্রীগোরাঙ্গের ধর্ম্মাচরণ করিয়া জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন । তাঁহার

বিগুহ সিন্ধাস্তের অনুসরণ করিলে ভাগ্যবান জীব সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন  
লীলায় প্রবেশ পথ পাইবে । সজ্জন তোষণীতে হরিভক্তির বিষয় আলো-  
চনা হইতেছে দেখিয়া আমাদের যে কি আনন্দ হইতেছে তাহা লিখিয়া  
প্রকাশ করা যায় না । তবে এক কথা এই—

গোলোকের কথা আমাদের ত্রায় ভজনবিমুখ জনের নিকট  
গোলোকধাঁধা বিশেষ । গোলোকধাঁধাকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা  
“ভুল-ভুলইয়া” বলে । তাহার কারণ লোক গোলোকধাঁধার নির্দিষ্ট স্থানে  
যাইবার সময় সোপানে এমত পথ ভ্রান্ত হয় যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিপথে  
যাইয়া পড়ে, গন্তব্য স্থানে তাহার যাইয়া উঠা ঘটে না । যদি কোনও  
পথপ্রদর্শক সোপানের যে যে স্থানে পথভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা সেই সেই  
স্থানে কোনও সতর্কতার চিহ্ন রাখিয়া যান তাহা হইলে সকলেই সহজে  
সেই নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে পারেন ।

শ্রীসজ্জন তোষণীতে যে বিগুহ বৈষ্ণব ভজনরহস্য প্রকাশিত হইতেছেন  
তাহা আরও সরল ও বিশদভাবে আলোচিত হয়েন এই আমাদের একান্ত  
প্রার্থনা । সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম, মায়াবাদ ও তাহার নিরসন,  
অচিন্ত্য ভেদাভেদ, বিধি ও রাগমার্গ, তিলক ও মালাধারণ বিধি, চারি  
সম্প্রদায় এবং স্তাহার বিধি কথন, সম্প্রদায় ও পরিবার ভেদে তিলক  
গঠনের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়গুলি ধারাবাহিক রূপে আলোচিত হইলে  
শ্রীবৈষ্ণবগণের বড় আনন্দের বিষয় হয় ।

পাইকমাজিটা হইতে নিকপট গুহ ভাগবত শ্রীযুক্ত নাগিকলাল মুখো-  
পাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত ভক্তিমার্গ ও শ্রীগুরু-  
স্বরূপ প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া অত্রস্থ ভক্তমণ্ডলী সকলেই বিশেষ  
আনন্দিত হইয়াছেন । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আপনার অনুভাব্য গোড়ীয়  
বৈষ্ণবগণের পরম প্রীতিদায়ক এবং উহা অতি অপূর্ব হইয়াছে ।

শ্রীমদ্বন্দ্যাবন রাধারমণঘেরা হইতে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রিকা পত্রিকার ষষ্ঠভাগ সপ্তম অষ্টম সংখ্যায় হিন্দিভাষাভিজ্ঞ ভক্তগণের আনন্দ বন্ধনার্থ সজ্জনতোষণীর অষ্টাদশবর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত “অভক্তি মার্গ” শীর্ষক প্রবন্ধ সর্বজনবোধ্য সুললিত হিন্দিভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে । অভক্তিমার্গ শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত ভক্তিপথের বিরূপ পথসমূহ সম্যক্ বর্ণিত হইয়াছে ।

## মুদ্রা ধারণ ।

কেহ কেহ মুদ্রা ধারণকে (ছাপ দ্বারা শংখ চক্র গদা পদ্ম ও ভগবানের নাম অঙ্কনকে ) গোড়ামি ও নিষ্ফল মনে করেন । কেহ কেহ বলেন “অঙ্গ যত দিন ঘর্ম্ম হয়, ততদিন নামাঙ্কন করা কর্তব্য নহে, করিলে পাপ হয় । শূদ্রগণের পক্ষে অধিক পাপ ।” ইত্যাদি । তাঁহাদের ঐ-উক্তি যে অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক, মহাজনগণের অসম্মত ও ব্যবহার বিরুদ্ধ; তাহাতে সন্দেহ নাই । যাহারা ঐ সকল প্রলাপ বাক্য বলেন, তাঁহারা এবিষয়ে নিজ মতের পোষক শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন দিতে কদাপি পারেন না । কেহ কেহ “হরি ভক্তি বিলাসে নামাঙ্কন করিতে নাই প্রমাণ আছে” বলেন । সুনিয়া হাত সঞ্চরণ করা যায় না । হরিভক্তি বিলাসে মুদ্রাধারণের বিরুদ্ধে প্রমাণ একটী ও নাই । কিন্তু মুদ্রাধারণ না করিলে দেবার্চন, শ্রাদ্ধাদি কোন কাণ্ডে আধকার হয় না । মুদ্রা ধারণ না করিয়া অর্চনাদি করিলে, উহা নিষ্ফল হয়, ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই মুদ্রা ধারণ অবশ্য কর্তব্য, এই বিষয়েই ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ আছে । আমি উহা হইতে কয়েকটি বচন মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি ।

অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যামুভয়োৰ্বাহুমূলয়োঃ ।

সমর্চয়েদ্ধরিং নিত্যং নানুথা পূজনং ভবেৎ ॥ ১ ॥

উভয় বাহু মূলে শঙ্খ চক্র অঙ্কিত করিয়া হরির অর্চন করিবে ।  
শংখ চক্র ধারণ না করিলে পূজা নিষ্ফল হইবে ইতি স্মৃতি ।

অদি পুরাণে—

শঙ্খচক্রোঁক্‌পুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্ ।

গর্দভস্ত সমারোপা রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥ ২ ॥

যে ব্রাহ্মণ উঁক্‌পুণ্ড্র তিলক ধারণ, শঙ্খ চক্র চিহ্ন এবং হরি নামাঙ্কন  
না করিবেন, সেই ব্রাহ্মণাধমকে রাজা, গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ  
করাইয়া রাজ্যের বাহির করিয়া দিবেন ।

গরুড় পুরাণে শ্রীভগবদুক্তো—

সর্বকর্ম্মাধিকারশ্চ শুচীনামেব চোদিতঃ ।

শুচিত্বঞ্চ বিজানীয়ান্ মদীয়ায়ুধধারণাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ কহিতেছেন, শুচি ব্যক্তিরই অর্চন, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দানাদি  
সকল কর্ম্মে অধিকার হয় ; আমার আয়ুধ ( শঙ্খ চক্রাদি, আমার নামাদি )  
ধারণেই শুচিত্ব হয় । অন্তথা হয় না ।

পদ্মপুরাণে উক্তর খণ্ডে—

শঙ্খচক্রাদিভিঃশ্চৈহুবিপ্রঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ ।

রহিতঃ সর্বপশ্বেভ্যঃ প্রচ্যুতো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪ ॥

যে ব্রাহ্মণ হরির প্রিয়তম শঙ্খচক্র, গদা, পদ্ম ও হরির নামাদি নিজ  
অঙ্গে অঙ্কিত না করেন তিনি সকল পশ্বে হইতে প্রচ্যুত হইয়া নরকে  
গমন করেন ।

শ্রীতোচ যজুঃকঠশাখায়াম্—

হিতৈর্কিপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী বিষ্ণুঃ পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা ।

অরেণ মন্ত্ৰেণ সদা হৃদি হিতং পরাং পরং বন্ মহতো মহান্তম্ ॥ ৫ ॥

অথর্বণি চ ।

এভির্কিয়মুরুক্রমস্ত চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে স্তভগা ভবেমঃ ।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাক্ষিতা ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

যজুর্বেদ ও অথর্ববেদেও উরুপুণ্ড্রধারণ এবং চক্রাদি চিহ্ন ও হরিনাম অঙ্কন করিতে তারম্বরে উপদেশ ( আদেশ ) দিয়াছেন । উপরের বেদ বাক্যদ্বয়ের সরলার্থ এই উরুক্রমের এই সকল চিহ্ন ( সংখ্যাদি হরিকৃষ্ণাদি নাম প্রভৃতি ) দ্বারা চিহ্নিত হইয়া আমরা সৌভাগ্যশালী হইব । ঐ চিহ্নে চিহ্নিতগণ বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন ।

ব্রহ্ম পুরাণে ।

কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা সন্মানং ন করোতি যঃ ।

দ্বাদশাঙ্গার্জিতং পুণ্যং চাকলায়োপগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণশাস্ত্র ও কৃষ্ণনামাদি চিহ্নে অঙ্কিত ব্যক্তিকে দেখিয়া সন্মান না করিলে দ্বাদশ বৎসরের সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয় । ( অবজ্ঞা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ বশত নরকাদি প্রাপ্তি হয় ) ।

স্কন্দ পুরাণে—

নারায়ণায়ুর্ধৈর্নিত্যং চিহ্নিতং যন্ত বিগ্রহম্ ।

পাপকোটিপ্রযুক্তস্ত তস্ত কিং কুরুতে যমঃ ॥ ৮ ॥

যাহার দেহ নারায়ণের অস্ত্র ও নাম অঙ্কনে ভূষিত, তিনি কোটি কোটি পাপ হইতে মুক্ত হন । যম তাঁর কি করিতে পারেন ?

## ঈশ্বর পুরাণে—

শঙ্খাঙ্কারে তু যৎ প্রোক্তং বসতাং বর্ষকোটিভিঃ ।

তৎফলং লিপিতে শঙ্খ প্রত্যহং দক্ষিণে ভূজে ॥ ৯ ॥

ষৎফলং পুষ্পরে নিত্যং পুণ্ডরীকাদর্শনে ।

শঙ্খোপরি ক্রতে পদ্মে তৎফলং সমবাপুয়াৎ ॥ ১০ ॥

বামে ভূজে গদা যন্ত লিখিতা দৃশ্যতে কলৌ ।

গদাধরো গয়াপুণ্যং প্রত্যহং তন্তু যচ্ছতি ॥ ১১ ॥

যচ্চানন্দপুরে প্রোক্তং চক্রস্বামিসমীপতঃ ।

গদাধো লিখিতে চক্রে তৎফলং ক্রুঞ্চদর্শনে ॥ ১২ ॥

শঙ্খাঙ্কার তীর্থে কোটি বর্ষ বাস করিলে যে ফল হয়, দক্ষিণ ভূজে শঙ্খ অঙ্কিত করিলে প্রত্যহ সেই ফললাভ হয় ॥ ৯ ॥

শঙ্খের উপরে পদ্ম অঙ্কন করিলে পুষ্পরে বাস পূর্বক পুণ্ডরীকাদর্শনের ফল নিত্য হয় ॥ ১০ ॥

বামভূজে গদা চিহ্ন ধারণ করিলে প্রত্যহ গয়াপুণ্য লাভ হয় ॥ ১১ ॥

গদার নিম্নে চক্র চিহ্ন ধারণ করিলে আনন্দপুরে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ফল প্রত্যহ হয় ॥ ১২ ॥

## স্বান্দে

শঙ্খঞ্চ পদ্মঞ্চ গদাং রথাস্তং মংস্তঞ্চ কূর্মাং রচিতং স্বদেহে ।

করোতি নিত্যং স্কৃতস্ত বুদ্ধিং পাপক্ষয়ং জন্মশতার্জিতস্ত ॥ ১৩ ॥

শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম, ও মংস্ত কূর্মাদির চিহ্ন ( এবং ভগবানের নামাদি ) অঙ্গে নিত্য ধারণ করিলে স্কৃতির বুদ্ধি ও অনাদি অসংখ্য জন্মের পাপ ক্ষয় হয় ।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে

কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কবচং তুর্ভেদং দেবদানবৈঃ ।

অধ্বাং সর্ষভূতানাং সুরানাং রাক্ষসামপি ॥ ১৪ ॥

লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী হরবল্লভা ।

নিত্যং তস্ত্র বসেদেহে যস্ত্র শাখাঙ্কিতা তনুঃ ॥ ১৫ ॥

গঙ্গা গয়া কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করাদি চ ।

নিত্যং তস্ত্র সদা তিষ্ঠেদ্ যস্ত্র পদ্মাঙ্কিতং বপুঃ ॥ ১৬ ॥

যস্ত্র কোমোদকী চিহ্নং ভুজে বাথ কলিপ্রিয় ।

প্রত্যহং তত্র দ্রষ্টব্যো গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ ॥ ১৭ ॥

সব্যো করে গদাধস্তাদ্ রণাঙ্গং তিষ্ঠতে যদি ।

কৃষ্ণেন সহিতং তত্র ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১৮ ॥

ত্রয়োহগ্নয়স্ত্রয়ো দেবা বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ ।

নিবসন্তি সদা তস্ত্র যস্ত্র দেহে সূদর্শনম্ ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণমুদ্রা প্রযুক্তস্ত দৈবং পৈত্ৰ্যং করোতি যঃ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহং বান্ধয়ং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

ঐ সকল বাক্যের সারার্থ এই—যাঁহার অঙ্গে শঙ্খাদি চিহ্ন এবং হরিনামাঙ্কন থাকে, তাঁহার শরীরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সমস্ত দেব দেবী, গয়া গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ এবং সপারিকর শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে বাস করেন ।

ব্রহ্ম পুরাণে—

যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ ।

অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণের নামাষ্ট্রাদি চিহ্ন ধারণ পূর্বক তাঁহার অর্চন করিলে অসংখ্য অপরাধ শ্রীকৃষ্ণ মার্জনা করেন ।

ব্রাহ্মে—

পাষণ্ডপতিতব্রাতৈর্নাস্তিকানাংপপাতকৈঃ ।

ন লিপ্যতে কলিকৃতৈঃ কৃষ্ণশঙ্খাস্কিতো নরঃ ॥ ২২ ॥

শঙ্খাদি চিহ্ন ও কৃষ্ণাদি নাম দেহে অঙ্কিত থাকিলে পাষণ্ড, পতিত, ব্রাত্য ও নাস্তিকাদি আলাপ জনিত এবং কলিকৃত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না ।

ব্রহ্ম পুরাণে ব্রহ্ম নারদ সংবাদে—

ধৃত্য নারায়ণীমুদ্রা প্রহ্লাদেন পুরা কৃত্য ।

বিভীষণেন বলিনা ঋবেন চ শুকেন চ ॥ ২৩ ॥

মাক্ষাতৃণাম্বরীষেণ মার্কণ্ডে প্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ ।

শঙ্খাদিচিহ্নিতৈঃ শস্ত্রেদেহে কৃত্বা কলিপ্রিয় ॥

আরাধ্য কেশবাং প্রাপ্তং সমীহিতফলং মহৎ ॥ ২৪ ॥

×

×

×

×

গোপীচন্দন মৃৎস্নায়্য লিখিতং যন্ত বিগ্রহে ।

শঙ্খপদ্মাদিচক্রং বা তন্ত দেহে বসেদ্ধরিঃ ॥ ২৫ ॥

প্রহ্লাদ, বিভীষণ, বলি, ঋব, শুকদেব, মাক্ষাতা, অম্বরীষ ও মার্কণ্ডের প্রভৃতি মুনিগণ, শঙ্খচক্র গদাপদ্মাদি ও শ্রীহরির নাম মুদ্রা ( ছাপ ) ধারণ করিয়া নিজ নিজ উপাসনার অভীষ্টফলসমূহ সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়াছিলেন ।

গোপীচন্দন দ্বারা শঙ্খাদি ও হরিনামাদি অঙ্কন করিলে, দেহে হরির বাস হয় ।

৭ হরি সদা সর্বত্র বাস করেন । কিন্তু সে বাস সাধারণ । তুলসীমালা  
৮ শিখা, তিলক ও হরিনামাদি ধারণ করিলে দেহে ও মনে হরির বিশেষ

বাস হয় । যেমন সূর্য্য জগতে সকল পদার্থে সাধারণ ভাবে কিরণ দান করেন । কিন্তু স্বচ্ছ পদার্থে বিশেষভাবে পতিত হইয়া নিজ প্রতিবিম্ব প্রকাশ করেন । কাষ্ঠাদিতে কিরণ পড়ে কিন্তু প্রতিবিম্ব হয় না । আবার সূর্য্যকাস্ত মণিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে অর্থাৎ সূর্য্য স্বয়ং ঐ মণিতে আবিস্কৃত হন । তদ্রূপ জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিতে ও বস্তুতে সত্তা ব্রহ্মরূপে হরির বাস । মালা তিলকাদি ধারীর দেহে বিশিষ্টরূপে বাস । আবার উপাসনাকারীর দেহে সম্পূর্ণ স্ফুর্তির সহিত বাস ।

ব্রাহ্মে সনৎকুমারোক্তো—

যশ্র নারায়ণীমুদ্রা দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতম্ ।

ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা ॥ ২৬ ॥

দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রৈস্ত নিযুক্তানি কলেবরে ।

আয়ুধানি চ বিপ্রশ্র মৎসমঃ স চ বৈষ্ণবঃ ॥ ২৭ ॥

যিনি কণ্ঠে তুলসীকাষ্ঠমালা ও ধাত্রী ( আমলকী ফল ) মালা ধারণ করেন, উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক, শঙ্খাদিচিহ্ন ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ( শ্রীহরির নামাদি দেহে অঙ্কিত করেন, তিনি সনৎকুমার তুল্য বৈষ্ণব হয়েন ॥

নারদ পঞ্চরাত্রে—

যথা মুদ্রা শীতলাখ্যা তথা তপ্তা ন সংশয়ঃ ।

তপ্তায়াঃ শীতলায়াশ্চ বিভেদো নৈব বর্ততে ॥ ২৮ ॥

নামচিহ্নাদিনা দেহে বহিনা বা মুদ্রাঙ্কনম্ ।

সা দীক্ষা প্রোচ্যতে ভূপ বাহ্যানাং জ্ঞানিনামপি ॥ ২৯ ॥

বৈষ্ণবৈর্বিষ্ণুভক্তৈশ্চ ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ।

সন্ধার্য্যা শীতলা মুদ্রা গোপীচন্দনসংযুতা ॥ ৩০ ॥

দ্বারকাদি তীর্থে শংখচক্রাদি ও নামাদির মুদ্রা, অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বাহমূলে ও অণু অঙ্গে ধারণ করা ব্যবহার আছে । তপ্ত মুদ্রা ধারণ করিলে

সামান্য ফোফা হয়। পরে চক্ষের উপরিভাগে শংখাদির চিহ্ন প্রকাশ পায়। উহা দীর্ঘকাল থাকে পরে প্রায় লুপ্ত হয়। ক্ষতের চিহ্নের মত কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট দাগ থাকে। প্রত্যহ গোপীচন্দনাদি দ্বারা যে ছাপা অঙ্গে ধারণ করা হয়, তাহাকে শীতলা মুদ্রা বলে। এখন শ্লোকের স্থল অর্থ এই শীতলা মুদ্রা ও তপ্তমুদ্রার বিন্দুমাত্র ভেদ বা ফল তারতম্য নাই। অনেকে মনে করেন যে তপ্তমুদ্রার অধিক ফল তাহা নহে। সমান। বেদ পারগ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণ সংকরাদি যে কোনও বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি গোপীচন্দন বা চন্দন প্রভৃতি দ্বারা শংখচক্রাদি চিহ্ন এবং হরি কৃষ্ণ নারায়ণাদি নাম, অঙ্গে অঙ্কিত করিবেন। এই নামাদি ধারণকেও দীক্ষা কহা যায়। নামাদি ধারণ, জ্ঞানীগণের ও কর্তব্য।

### পদ্ম পুরাণে—

কৃষ্ণনামাঙ্করৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা ।

স লোকপাবনো ভূত্বা বিষ্ণুলোকমবাগুয়াং ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণাদি নানাঙ্কর, চন্দনাদি দ্বারা দেহে অঙ্কিত করিলে পবিত্র লোক-পাবন হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ।

### হারীত স্মৃতি

তন্নান্না চাঙ্কিতং সর্বং বসনং ভাজনাদিকম্ ॥ ৩২ ॥

গ্রীহরির নাম দ্বারা বস্ত্র, বাসন তৈজসপত্রাদি ও গৃহ প্রভৃতি অঙ্কিত করিবে। ইতি ।

জনৈক বৈষ্ণবাচার্য্য ।

## শ্রীগোপাল ভট্ট ।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর আপামর সাধারণে কৃষ্ণনাম প্রদান করিবার জন্ত ভারতের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া ছিলেন । শোণপুষ্পবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর, আকর্ষণ বিস্তৃত প্রেমাশ্রুপূর্ণ সূঠাম নয়ন, ভ্রষ্টপদ, সর্বদা মুখে রাম রাঘব পাণ্ডি মাং, কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাং এই কথা বলিতে বলিতে আপন মনে ইচ্ছানুরূপ গতিতে প্রেমবিত্তোরাবস্থায় গমন করিতেছিলেন । সঙ্গে এক মাত্র ব্রাহ্মণ, ঈশ্বরের কোপীন বহির্বাস ও জল পাত্র লইয়া যাইতেছেন । এইরূপে শ্রীনাম প্রেম প্রদান করিয়া চলিতে চলিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাবেরী তীরস্থ শ্রীরঙ্গনাথ দেবের স্থান শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হইলেন । তথায় কাবেরী নদীতে স্নানাদি সমাপন পূর্বক সেই গৌরকান্তি ভুবনললাম প্রচ্ছন্ন-সন্ন্যাসী শচীনন্দন শ্রীরঙ্গনাথ সম্মুখে নর্তন কীর্তনাদি করিতে লাগিলেন । সেই অপূর্ব প্রেমভাব, সেই ভুবন মোহনরূপ, সেই অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক প্রেমাশ্রু আদি সাত্ত্বিক বিকার এবং সেই উদ্ভট নর্তন কীর্তনাদি অলোকসামান্য অভাবনীয় বাপার দর্শন করিয়া আপামর সাধারণ সকলেই মোহিত হইয়া অনিমেষলোচনে নিশ্চেষ্টপ্রায় তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল । ক্রমে তথায় লোকারণ্য সংঘটিত হইতে লাগিল । এইরূপে যখন যেস্থলে মহাপ্রভু উপস্থিত হইতেন তখনই সেই স্থানে তাঁহার দর্শনের জন্ত বহুলোকসংঘট্ট হইত ।

অসংখ্য ভাগ্যবান লোক শ্রীগৌরচরণে প্রপন্ন হইলেন, তন্মধ্যে রঙ্গক্ষেত্রস্থ বোম্বট ভট্ট নামা জৈনৈক শ্রীসম্প্রদায়স্থ রামানুজীয় বৈষ্ণবপ্রবর তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অতীব দৈন্য সহকারে পরমাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিলেন । ভক্তাদীন গৌরসুন্দর সেই প্রীতির নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না । ভাগ্যবান বোম্বট ভট্ট অতীব ভক্তি সহকারে ভুবনমঙ্গলাবতার

শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং সন্তর নির্জ প্রাণপতিকে সুখাসীন করাইয়া স্বয়ং তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া সপুত্র সগোষ্ঠী পরম ভক্তি সহকারে ব্রহ্মার বাঞ্ছিত সেই ছলভ পাদোদক পান করিলেন । সেই ভাগ্যবান পরম বৈষ্ণব ব্যোঙ্কট ভট্টের পুত্র গৌরাঙ্গপ্রিয় শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী ।

শ্রীগোর গোপাল মিলন ১৪৩৩শকে সংঘটিত হয় । ভট্ট গোস্বামী অসাধারণ শ্রীমন্ত ও সুরূপ বিশিষ্ট ছিলেন । তাঁহার অপার্থিব রূপের বিষয় শ্রীভক্তিরত্নাকরে উক্ত আছে :—

“কিবা গোপালের শোভা সর্বোৎকৃষ্ট । জিনিয়া চম্পক চারুবর্ণমনোহর ॥  
কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়ন যুগল । কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জল ॥  
শ্রুতিযুগ গণ্ড কিবা গ্রীবার বলনী । কিবা বাহু, বক্ষুপীন ক্ষীণ মাজাখানি ॥  
কিবা জাহ্নু জজ্বাযুগ চরণ ললাম । পরিধেয় বসন ভূষণ অল্পপম ॥  
তিলে গোপালের বাড়য়ে সৌন্দর্য্য, দেখিয়া অদ্ভুত তেজ কেবা ধরে ধৈর্য্য ॥”

তিলকমলয়, ব্যোঙ্কট ও প্রবোধানন্দ নামক তিন ভ্রাতা পূর্বে মহীশূর দেশে বাস করিতেন । পরে তথা হইতে আসিয়া কাবেরি বা কোলিরণ নদীতীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথদেব নিকটে বাস স্থাপন করেন । ভ্রাতৃত্বয় সকলেই সুপণ্ডিত ও সদ্ভক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ সর্ব শাস্ত্রে সুবিশেষ পারঙ্গত হইয়া সরস্বতী নামে খ্যাত হইলেন । প্রথমে এই তিন ভ্রাতা বিশিষ্টাঐত্ববাদী শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত রামানুজীয় বৈষ্ণব ও শ্রীনারায়ণের নিত্য বিগ্রহের উপাসক ছিলেন । পরে শ্রীগৌরকৃপাবলে শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপালভট্ট অচিন্ত্য ঐত্যাঐত্ব মতাবলম্বী হইয়া ব্রজরসে উন্মত্ত হন ।

বালক গোপাল অতি শৈশবে অনায়াসে ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া পরম বৈষ্ণব নিজখুল্লতাত ও গুরু প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট সর্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরম পণ্ডিত হইলেন । আশৈশব সুপণ্ডিত গুরু ভক্তরাজ

খুল্লতাত প্রবোধানন্দের সংসঙ্গ ও শিক্ষা দীক্ষা নিমিত্তীভূত হইয়া তাঁহাকে গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য রূপে নিশ্চিত করিয়াছিল ।

ভট্টগৃহে শ্রীমহাপ্রভুর পদার্পণে ও তাঁহার পদোদক পানে বালক গোপালের অপূর্ব ভাবোদয় হয়, সহসা সেই বালক মূর্ছিত হইয়া ছিন্নমূলতরুর  
তায় শ্রীগোরচরণে পতিত হইলেন । তাঁহার সর্ব শরীরে রোমাঞ্চাদি  
সাত্ত্বিক বিকার সমূহ বিকশিত হইল । আহা ! পরম দয়াল পতিতপাবনা-  
বতার ভক্তপ্রাণ গৌরমুন্দর অমনি তাঁহার প্রিয় ভট্ট গোস্বামীকে ক্রোড়ে  
ধারণ করিলেন ।

নিত্যসিদ্ধ পার্শদবৃন্দকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবতারিত করিয়া, ব্রজেন্দ্র-  
কুমার, গোপীবল্লভ নন্দায়ুজ কৃষ্ণ স্বয়ং নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুর মিশ্রভবনে  
অবতীর্ণ হন । শ্রীনাম প্রচারের সময় উপস্থিত হইলে ইচ্ছাময় গৌরহরির  
ইচ্ছাক্রমে কোন কোন ভক্ত আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং  
মহাপ্রভু স্বয়ং গিয়া কোন ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন । এক্ষেত্রে  
দক্ষিণ ভ্রমণ ছলে স্বয়ং গিয়া ভট্ট গোস্বামী প্রভুতির সহ মিলিত  
হইলেন । এইরূপে প্রভু ভূত্যের জুত সন্নিবন হইল । শ্রীগৌরমুন্দর  
দয়াময় । দয়ার প্রগাঢ় আকর্ষণ তাঁহাকেই ভট্টালয়ে আকৃষ্ট করিয়া  
জ্ঞানিল ।

ক্রমশঃ

শ্রীগিরীকান্ত নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভৱাচার্য্য ।

## প্রার্থনা গীত ।

কত দিনে আমি দিন পাটব ।

হৃদয় মরোজে, গোরাপদ রজে, পরাগ করিয়ে নাখাইয়া দিব ॥

হেরিব না বিনা শ্রীগৌরাঙ্গ, শুনিব না বিনা গোরাব প্রসঙ্গ,  
করিব না বিনা গৌরভক্ত সঙ্গ, বিনা মূলে গোরাপদে বিকাব ॥  
কবে প্রাণ পাখী ভক্তিতান তুলি, গাইবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবুলি ;  
শুনিব শুনাব হয়ে কুতূহলী, বিষয় বাসনা ছাড়িব ;—  
কবে আমি লঘু হব তৃণ হতে, কবে পার্বো মান রাখতে অমানিতে,  
কবে পাব সেই শ্রীনদীয়া যেতে, (আমি) নামের হাতে দিবা নিশি লুটাব ॥  
কবে হবে আমার সেই পরিচয়, রাখাকৃষ্ণ মিলি গৌরাঙ্গ উদয় ;  
যাঁর পদে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাঁরে ভজেন অজ্ঞ ভব ;—  
কাজল মাধব পড়েছে ছুস্তরে, তবে যদি আস্তে হয় বারে বারে,  
নিত্য গুরু পদে নিরতি কাতরে (আমি) আস্তে যেতে গৌরদাস হইব ॥

ভক্তকুপাভিক্ষু

শ্রীঅশ্বিনী কুমার বসু । বেরেলী ।

## সঙ্গীত মাধব মহাকাব্যম্ ।

২ তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।—রাধাদাস্তমহোৎসবঃ ।

নিজরসধারাকন্দ গোবিন্দ রাধা

মধুর মধুর হাস ক্ষুরতবন্ত্ৰ চন্দ্রং ।

দিশি দিশি পরিচেতুং সঞ্চরন্তৃ চকোরীং

কলিতপুরুষন্তীং দর্শয়ন্ত্যোঃ জগন্তাঃ ॥

মালব গোড় রাগেণ গীয়তে ।

মৃগমদলিপুরুচিরবপুষা পরিরঞ্জিত নূতনঘনসারং ।

ঈক্ষ্যে বেণীভুজঙ্গীরিবাজিতয়া ধ্বতশিখিচন্দ্রকচূড়মুদারং ॥ ১ ॥

সখি হে গোকুলরাজকুমারং ।

রাধিকয়া সহ কলয় মনোজ রসাধিকয়া স্নকুমারং ॥ ৫ ॥

নবচপলা পলাঙ্গরুচা রসবর্ষণবারিজজালং ।

কাঞ্চনবল্লিরিকোজ্জলয়া জ্যতিনির্জিত নীলতমালং ॥ ২ ॥

অনিলতরণ নলিনী স্নললিতয়া মদকর মধুকরনীলং ।

অতিনবসঙ্গমভয়কম্পিতয়া বহুবিধমনুনয়শীলং ॥ ৩ ॥

কোটিপরমরতিশোভনয়াদ্ভুত নবকন্দর্পবিলাসং ।

স্নের সরসকুমুদিনী প্রমুদিতয়া শরদমৃতাংশু প্রকাশং ॥ ৪ ॥

বরকরিণী মদবিহ্বলয়া নবরতিরসমন্তকরীন্দ্রং ।

অদ্ভুতকেলিবিচক্ষণয়া স্মরতন্ত্রমহানিপুণেন্দ্রং ॥ ৫ ॥

উজ্জল-প্রেম-রসামৃতধনয়া পরমসুখাস্বাধিসারং ।

অদ্ভুতগাটকপত্রিকয়া নবমরকতমূর্ত্তিবিহারং ॥ ৬ ॥

নবতারুণ্য নিবেশ মধুরয়া মোহনদিব্যকিশোরং ।

অরুণহুকুল বিরাজিতয়া মৃদু কুঞ্চিতপীতনিচোলং ॥ ৭ ॥

কৃতপনবন্ধন খেলনয়া পিতবাদহৃতস্তনচেলং ।

বহুবিধহাসবিলাসনিপুণয়া প্রতিপদমদুতথেলং ॥ ৮ ॥

রাধামাধব রূপকনোদয়া ইতি শৃণুতাতিমনোজ্ঞং ।

মুদিত সরস্বতি গীতমহো কুরুত হৃদয়মিহাতিরসজ্ঞং ॥ ৯ ॥

নবপরিমলমল্লীদামধমিল্লভারাং

কুচকলসবিরাজংকঙ্কলীভারহারাং ।

দিশি দিশি রসধারামাকিরন্তীমপারাং

মধুরতরবিহারং পশু রাধামুদারাং ॥ ১০ ॥

বলে বিলোকয় কিশোরমঙ্গলীলা

খেলায়মানমদলোলবিলোচনাজ্ঞং ।

সর্বাস্তমুল্লসিতমুৎপুলকং দধানং

রাধাসঙ্গ রসরঙ্গতরঙ্গলোলং ॥ ১১ ॥

শোভাসিন্দুরবিন্দোঃ কচন নবনবোল্লেক্ষ লক্ষ্মীপরাত  
ব্যক্তা কাশ্মীরমুদ্রা কচিদপি ললিতঃ কুত্রচিৎসুজ্জলাকঃ ।

কুত্রাপি ভ্রাজমাণং মণিবলয়ঘটা চিত্রমিথং দধানং  
সাক্ষাদেবৈষ রাধাসুরতরসমহা বীক্ষ্য তাং শ্রামধাম ॥ ১২ ॥

অয়ে কোয়ং চন্দ্রঃ স্বয়মিহ নবা শ্রামলতর-

স্তমালোয়ং নামৌ যদতিললিতং বা ন চলতি ।

নবাস্তোদঃ কস্ম্যাং ভবতু রসদঃ শারদনিশা

পতিবঁ মৃদ্ধাভূন্মধুপতিমুদীক্ষ্য ব্রজবধূঃ ॥ ১৩ ॥

অনঙ্গশ্চ প্রাণাঃ কিমু হৃদয়মেতন্মধুপতে

মহালাবগ্যানামপি পরমবীজং বিজয়তে ।

রসশ্রীবঁ সাক্ষান্মধুরমধুরপ্রেমবিভবৈ-

রতর্ক্যাং শ্রীরাধাঃ কমলনয়নাং তর্কয় দৃশাং ॥ ১৪ ॥

দ্বিধাভূতমিবপ্রাপ সারদ্বন্দং বহিস্থিতং ।

কিশোরমিথুনং দৃষ্ট্বা সা মুগ্ধা প্রেমসাগরে ॥ ১৫ ॥

মহাপ্রীতিরসানন্দ গলদ্বাস্পবিলোচনা ।

গিরা গদগদয়া প্রাহুবন্দ্যমানা নিজেস্বরী ॥ ১৬ ॥

তথাহি রামকেলি রংগেন গীয়তে ।

লিঙ্কয় রামরূপম নিজকল্পিত সংগীতক বহুভঙ্গীং ।

হরিমুপগায়য় মাভবতীমহমীক্ষ্য ঘনপুলকাস্তীং ॥ ১৭ ॥

বন্দে ভবতীমতুলরসরাশিং ।

বুন্দারণ্যানিকুঞ্জবিলাসিনীং কুরু মাং নিজপদদ্রাসীং ॥ ১৮ ॥

ক্ষরয় নিজনাগরচরণদ্বয়পরিচরণং সুখসারং ।

• পরিচারয় হরিণাঙ্গি নবং নবমভিনবকুঞ্জমুদারং ॥ ১৯ ॥

বিরচিতকুসুমশয়নমলুকারয় মধুরমুখেণ নিদেশং ।

সম্বাহয় ললিতাঙ্গি ময়া নিজপদমববন্ধয় কেশং ॥ ২০ ॥

তব তাম্বূল সুচর্চিতমভিমতমাননচন্দ্রনিগীর্ণং ।

শুকগলিতমহং স্পৃহয়ে তব রূপয়া কিমপি বিতীর্ণং ॥ ২১ ॥

তথ প্রিয় শ্রামিকশোর-রসোৎসবমনিশমনস্তমপারং ।

অমুভবিতাম্মি ভবত পদপঙ্কজ কিঙ্করিকে রসসারং ॥ ২২ ॥

নম কলয়ায়চরণ মহিমা দিত বহু চতুরায়িতরীতিং ।

মেলায়িতোষ্মি কদা নিশিয়া হরিণাভবতীং গতভীতিং ॥ ২৩ ॥

অয়ি নবরসিকবুবতিকুলমণ্ডল পদনখচন্দ্রবিলাসে ।

আর্ন্তজনে ময়ি নহি বিমুখী ভব নিজপদদাস্ত্রুতাশে ॥ ২৪ ॥

ইতি বৃষভাসুস্তভা চরণাষুজ নিপতিত বরতলুগীতং ।

ভদ্রসল্লুক্ক সরস্বতি বর্ণিতমতিসুখদং শ্রুতিপীতং ॥ ২৫ ॥

তথাহি শ্লোকঃ ।

অতিরসমদবন্দ্যারণ্যচন্দ্রেণ শশ্বৎ পুলকিত ভুজদণ্ডানাক্ষমারোপ্যমাণা ।

অয়ি নবসুকুমার ক্ষারলাবণ্যমূর্ত্তে রসময়ি ময়ি রাধে স্নিগ্ধদৃষ্টিং বিধেত ॥ ২৬ ॥

অথ সহজবিবুদ্ধম্বেহ বাস্পাকুলাঙ্গা ললিতললিতমূর্ত্তা রাধয়ালিঙ্গিতাঙ্গী ।

নিজরমণপদাঙ্গং বন্দ্যমানা তথৈব প্রণয় কল্পদং সা প্রাহ গোবিন্দচন্দ্রং ॥ ২৭ ॥

সৌরাষ্ট্রি পাহারা রাগেণ গীয়তে

বন্দ্যারণ্যপুন্দরসুন্দর কুন্দকলি বিজবন্দ ।

মন্দহসিত ভুবনৈকমনোহর বদনবিকসদরবিন্দ ॥ ২৮

মাধব রসময় পরমানন্দ ।

নিজ দয়িতাপদ দাস্ত্ররসে মামভিমেচয় সুখবন্দ ॥ ২৯ ॥

রাধাবদন সরোরুহসঙ্গ ভূতসৌধু রসোন্মদভঙ্গ ।

প্রতিপদমুচ্ছলিতাতিরসার্ণব সমুদিত কেলিওরঙ্গ ॥ ৩০ ॥

রাধা-পীনপয়োধরগিরিবরযুগ্মনিষদ্বিতচিত্ত ।

প্রতিবৃদ্ধাক্যভরোদিত দুধুর মদন মহামদমত্ত ॥ ৩১ ॥

রাধাকেলিকুরঙ্গ ততুজ্জলগুণ জালককৃতবন্ধ ।

ইন্দিরয়াপি সুদুলভ লোভন পদমকরন্দ সুগন্ধ ॥ ৩২ ॥

রাধা প্রাণসখীগণসৌহৃদ মুদিতমনোহরবেশ ।

তন্মুখমোহনচন্দ্রবিলোকন-কোতুক ন কৃত নিমেষ ॥ ৩৩ ॥

রাধা-জীবনভূষণ-বৈভব রাধা তনুধন বান্ধব মিত্র ।

নিরবধি রতিরগ খেলন রঞ্জিত বহুবিধ চিত্র সুচিত্র ॥ ৩৪ ॥

রাধামান গরল পরিখণ্ডন বেণুরবামৃত ধাত্ত ।

রাধা মহতি ললিতশ্রুতি প্রেমবিকুঙ্কিত কর্ণ ॥ ৩৫ ॥

অগ্নি কুতূহেন সরস্বতি বিরচিত গীতমিদং বৃধবৃন্দং ।

শ্রুতি চসকেন নিপীয় মহাসুখমিহনুচিহ্নদনুবিন্দং ॥ ৩৬ ॥

জয় জয় সুখধাম শ্যাম কৈশোর লীলা

মধুর মধুর ভঙ্গীক্লেপিতানন্ত কাম ।

শরদমৃতময়ুখ জ্যোতিরানন্দরশ্মি

স্মিতমুখমনু দেহি স্বপ্রিয়াংব্রাজ্যদাসং ॥ ৩৭ ॥

মহারসৈকান্ত্যুপি রাধিকার্নাঃ ক্রীড়া কুরঙ্গ অরবিন্দলাঙ্গং ।

আনন্দমূর্তে নিজবল্লভায়াঃ পদারবিন্দে কুরু কিকরীং মাং ॥ ৩৮ ॥

শ্রীগোবিন্দে বিকসদরবিন্দে ক্ষণ লসৎ

রূপাদৃশ্যাপূর্ণ প্রণয়রসবৃষ্ট্যা নপন্নতি ।

স্তিতা নিত্যং পার্শ্বে বিবিধপরিচর্যৈকচতুরা

ন কেষাঞ্চিদংশং রসিকমিথুনং সাশ্রিতবতী ॥ ৩৯ ॥

রাধাধাঃ কুচমণ্ডলে কবলয় শ্রামঃ স্বকৌয়ং বপুঃ

সক্তাভ্যং সমবেক্ষ্য নীলবসনদ্রাস্তব্য করণে ক্ষিপন্ ।

মা যত্নাং কুরু নো নিরংশুকয়িতুশক্যাবুরোজোমমে

তামোদয়িত বাতরা বিহাসতো মুক্কো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গাত নামবে রাধাদাস্তমহোৎসবে

নাম তৃতীয় সর্গঃ ।

চতুর্থঃ সর্গঃ—রাধাগোবিন্দমিথো দর্শনোৎসবঃ ।

সৈবং সাক্ষদিকেবিলেভ্য সহজদোল্লাসকৈশোরকে

কৌমারাবাধি রাধিকা-মধুপাত স্বচ্ছন্দবিক্রীড়নে ।

সাক্তানন্দরসে সমাপ্নুতবতী বৃন্দাবনান্তস্থয়ো

দিবাং দর্শয়তোর্বাহিনীববয়ো মুক্কা তয়োৰুৎসবে ॥ ১ ॥

কদাচিত্তীরাধা নবনববয়োরূপ মধুরাদ্

ভুতঃ শ্রীগোবিন্দং দিশি'দিশি জনৈর্বর্ণিতগুণঃ ।

স্বভাবাভূতপ্রণয়রস-বৈকল্য বনিতা

স্মরন্তীস্মোদেগং রহসি নিজগাদ প্রিয়সংখীং ॥ ২ ॥

শ্রাম-গুঞ্জরী রাগেণ গীয়তে ।

ঋতিকুপূরে বিনিধাতুম'তস্পৃহমমৃতবচনময়ং রচোচটুলং ।

অতি কাতর মুখচন্দ্রমুদীক্ষিতুমপি চ দৃশ্যচিরগুৎসুকং ॥ ১ ॥

সখি শ্রামলে নম মানসং ।

বলতিবলদিব মদনমদাকুলমতিরস খেলন লালসং ৷ ১ ॥

অতিরসমন্ততয়া গতসাধবসবলিতাং বরচন্দকলং ।

ক্রবুগলং পরিঘূর্ণং ভয়ং জনয়িতুমপি ধৃতকৃচি তঞ্চলং ॥ ২ ॥

প্রিয়ং বলতি ভ্রমপিত সন্তমথো কুচকপুকঃ পাতলকৃতব্রহ্মসজ্জনঃ ।

অতিতর্জনমন্তাডরিভুং করবারিক্রোধেণ সন্তমঃ ॥ ৩ ॥

প্রহরণতং বচনেন তথাপি চ মুঞ্চতি ভরিরিহনগ্রহং ।

ইতি বাদিনমন্তুত্বরিভুং হসিতেন সমাকলনদ্বং ॥ ৪ ॥

নিজরুচিরাং সমুগ্ধে সমপুলকিতমদধতং ভুজমুঞ্জলং ।

মামদিরাপিতবন্তমুদ্রস্তল উপগৃহীতুমতি বিহ্বলং ॥ ৫ ॥

মদধরসীধুসুপারস সমদনেন সমুদ্রচেতনং ।

মোদয়িতুং পরিকুঞ্চিত-লোচনসৌকৃতিচরকৃত চেতনং ॥ ৬ ॥

বহুবিশ সুরত-কলাচতুর প্রিয়পরিতোষকনিজকৌশলং ।

দর্শয়িতুং প্রতিভাবন তংপরমথনিলিতং রসবিহ্বলং ॥ ৭ ॥

তদ্বিতি সখীমন্তুরাধিকরা পরিগীত মনোরথপুঞ্জকং ।

মুদিত সরস্বতি সরভসভাষিতমস্তবিষয় রতি ভঞ্জকং ॥ ৮ ॥

প্রহ্ননচয়নচলাদপ সখীজ্ঞৈর্নির্গতা

বিবেশ হরিমোক্ষিতং মদনজীবনং কাননং ।

ইপয়ং পরিবিচিব্রতী কিমপি পুষ্পকং চিব্রতী

চিরং চকিতলোচনা তরুতলে চ বভ্রাম সা ॥ ৯ ॥

তথাপূর্ণং স্বর্ণচ্ছবিভিরথ বীক্ষ্যাখিলবনং

খগাদীন্তনুভানপি মধুপমানাঃ প্রচলিতাঃ ।

অথাকস্মান্নানুভাপি কিমপি জাতাকুলত্যা

হরিস্বয়ং । খেলাঙ্কিতকৃত তনুল মুগায়াং ॥ ১০ ॥

ততোঃ কপলাবগাদীমাং কিশোরীং

সুদূরে সমালেক্য কাশ্মীর গৌরীং ।

অলদ্বইমৌলির্গলংপীতবাসাঃ

করদ্রোণে পপাতাপ্তমৃচ্ছং ॥ ১১ ॥

স্নাত্তা মনঃ মনঃ নবজলদবৃন্দং তনু কটা  
 বিলিঙ্গীতং রাজদ্বন্দনমরবিন্দং বিদধতং ।  
 তথা তুতং সাপি প্রিয়মভি সমীক্ষ্যন্তি কগতা  
 করম্পর্শেনোন্মীলিতদৃগিতি স্নাধা স্মিতমুখী ॥ ১২ ॥  
 অথ তং প্রাণমুহুদং বিচিন্ন বীক্ষা বিহ্বলং ।  
 লুপ্তস্তং ভূতলে প্রাহ শ্রীদামা স্নেহতাং গতঃ ॥ ১৩ ॥  
 গতা দূরে গাবো দিনমপি তুরীয়াংশমতজদ্  
 বয়ং ক্লুংক্ষমাঃ স্ম স্তব চ জননী বহ্ন লক্ষ্মা ।  
 একস্মাক্ষুধীকে সজলনয়নে দীনবদনে  
 ভ্রুগি ভাক্ত্বা খেলাং নহি নহি বয়ং প্রাণশিববঃ ॥ ১৪ ॥  
 অথ সখাঃ পটী প্রান্ত মৃষ্ট বক্তৃঃ স মোহমঃ ।  
 স্মারং স্মারং প্রিয়মেতাং শৃগলদমিদং জগৌ ॥ ১৫ ॥

দেশ বড়াড়ী রাগেণ গীয়তে ।

স্তবক যুগমুদতং বহতি রসসংভূতাং মদনমদরাশি স্তম্ভসারং ।  
 ক্ষিপতি রস লোভিনং দোলয়তি পরমমুদারং ॥ ১৬ ॥

সখী হে মা বল্লিকাপি স্নাতিতাত্ত মম দৃষ্টিং ।

ভলিতি গলিতাদুতং মদনমদমম্বরং কিরতি ময়ি কিমপি রসবৃষ্টিং ॥ ১৭ ॥

অনুতিমির ভবিভা বিমলবিধুমণ্ডলং তত্র রসলহরীকৃত-দোলং ।  
 হিতয়ধিকচোৎপলং গরলমধুবর্ণিণং নর্ভয়তি মুগ্ধমৃগলোলং ॥ ১৭ ॥  
 অরুণকমলদ্রয়ং কিমপি নবকোমলং গুঞ্জদলিপটলমবিরামং ।  
 রুচিরশশিমণ্ডলং ললিতরুচিবিন্ধতী দর্শয়তি মূলমভিরামং ॥ ১৮ ॥  
 দ্বিতয় মতিতো মহামধুর রুচিকন্দলং দোলয়তি কোমল মৃগালং ।  
 স্তুরদমৃতচন্দ্রিকাং কিরতি রতিদায়িনীং কামমূৰ্ণয়তি কবালং ॥ ১৯ ॥

যদি নিকটমাগতা বদতি মৃদুলীলয়া স্বমসি বরনীল মণিশাখী ।  
 প্রিয়সুহৃদদেষতদাভবতি মম চেতনাস্থাতুঃ মহমহহবনদুঃখী ॥ ২০ ॥  
 অনুস্মৃতনুসপাতঃ কিমপি দধতীভরং চিত্রমিব চরিতমিত দৃষ্টা ।  
 প্রণয়স্বথবর্ষিণী মম হৃদয়কর্ষিণী নৈববত ভবতিবিধিংসৃষ্টা ॥ ২১ ॥  
 স্থলনলিনবন্ধু জীবকতিলক স্তম্বরং কুন্দকলি পংক্তিরুদহারং ।  
 ঈহ হি বিঘন কাননে ব্রততিগৃহ কোটরে বিচি মম জীবতনুসারং ॥ ২২ ॥  
 প্রিয় সুহৃদি রাধিকা রূপনুপদেশতো মধুরগীত কমলীয়াং ।  
 সরসসরস্বতি ভণিতমিদমদ্রুতং গায়ত পরমরমণীয়াং ॥ ২৩ ॥

তথাহি শ্লোকঃ ।

উত্তিষ্ঠ মা কুরু সূচঞ্চল মন্দিরায়

দেহুঃ সমাহ্বয় মহামুরলী রবণ ।

প্রায়ো ব্রজে বসতি কাপ বিমোহিনী তে

নো তুল্যভাপি ভবিতা বৃধমাকুলোহভূঃ ॥ ২৪ ॥

ইথং প্রিয়স্ত সুহৃদো বচনামুতেন

কিঞ্চিং স্থিরীকৃতমতিভবনং প্রবিষ্টঃ ।

নাতিপ্রফুল্লমুখবেদিতয়া জনন্যা

সংলালিতো নিশি চরিন জগাম নিদ্রাং ॥ ২৫ ॥

বিক্রং তীক্ষ্ণশলীমুগৈর্মৃগদংশাপাঙ্গৈরুদীনৈশ্চিরং,

চুলীভূতমহো পয়োধরং গিরন্দেন বর্দ্ধিষ্ণুনা ।

রোমাণী ভজ্যগন দষ্টমপতন্যভি হৃদেমন্মনো

রাধায়া ঈতি বর্ণয়ন্ পরিজ্ঞানৈঃ সাস্রো হারঃ পাতু বঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রাধাগোবিন্দমিথোদর্শনোৎসবো নাম

চতুর্থ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

## শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের

### অপব্যাখ্যা ।

সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীর যেমন বেদ, উপনিষদ, ইসলাম ধর্মাবলম্বীর যে রূপ কোরাণ সরিফ, খ্রিষ্টিয়ানের যেমন বাইবেল, সাধারণ বৈষ্ণবের যেমন পুরাণ ও গীতা, গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সেই রূপ কি ততোধিক প্রামাণিক, পবিত্র ও পূজ্য ধর্ম গ্রন্থ। বস্তুতঃ শ্রীচরিতামৃতের দ্বারা মহিমময় ভক্তিগ্রন্থ জগতের আর কোন ভাষায় আদ্য-প্রকাশ করে নাই। ধর্মজগতের এতাদৃশী উচ্চ নিগূঢ় বার্তা, সূক্ষ্ম রসবিচার আর কোনও ধর্মশাস্ত্রে নির্দেশ করিতে পারেন নাই। তাই শ্রীচরিতামৃত গোড়ীয় বৈষ্ণবের চক্ষে এত সম্মানার্হ ও বরণীয় শ্রীভগবানের দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া সম্পূজিত।

সাহিত্য হিসাবে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মূল্য বা গৌরব কিছু অল্প নহে। এরূপ প্রাচীন কালের এমন ভাব, ভাষা ও কবিত্বপূর্ণ আর দ্বিতীয় গ্রন্থ মাছে কিনা সন্দেহ। যা দু'একখানি প্রাচীন ভাষা গ্রন্থ আছে, তাহা এত উপাদেয় ভাবসম্পদ ও উচ্চ পারলৌকিক তত্ত্বে মণ্ডিত নহে।

আজি ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল হইল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বারা মহামহিম ধর্মগ্রন্থ বিকৃত ভাবে বিকলাঙ্গে বটতলার পুষ্পকাগারের আবর্জনা রূপে নিহিত ছিল, বৈষ্ণব সমাজে ইহার পঠন পাঠন সামান্য ভাবেই চলিত। যাহারা বটতলা হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতেন, তাঁহারা যে কি পড়িতেন, তা তাঁহারা জানেন কোন সংস্কৃত শ্লোকটাই সাবয়বে নাই, এত ভ্রম প্রমাদপূর্ণগ্রন্থ আর কোনো ভাষায় আছে কিনা জানি না,—

পাঠকগণ মধ্যে কাহারও কৌতূহল উপস্থিত হইলে, এখনো বটতলা হইতে নমুনা আনা হইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারেন ।

শ্রীমৎ কেশব নাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ই এই ভগ্নাচ্ছাদিত রত্নকে সুপরিষ্কৃত করিয়া স্মৃতিসমাজ সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সর্ব প্রথমে সচেষ্ট হন । শ্রীরামপুর অবস্থান কালে তিনি শ্রীচরিতামৃত টীকা ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু আদিলীলার কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইতে না হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত হইতে হয়, একারণ শ্রীগ্রন্থ প্রকাশ ও সেই পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যায় । তারপর একাদশবর্ষ পরে ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার আরক্ত ক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে, ভক্তগণ একখানি সর্বদা স্মৃতির ব্যাখ্যা গ্রন্থের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হন । ইতোমধ্যে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় টীকা ও ব্যাখ্যা সহিত শ্রীচরিতামৃত প্রকাশ করেন ; দেখিতে দেখিতে বহরমপুর, ঢাকা, কালনা, শ্রীবন্দাবন প্রভৃতি নানা স্থান হইতে টীকা ব্যাখ্যাসহ শ্রীচরিতামৃত প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন ।

শ্রীগ্রন্থের অনেক গুলি সংস্করণই আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু কোনোখানিই সম্পূর্ণ নির্ভুল বা ভ্রম প্রমাদ শূন্য বলা যায় না । তবে এমন অনেক ভুল আছে যাহা জগতের একটা নির্দিষ্ট ক্রিয়া বলিলেও ক্ষতি হয় না । কিন্তু কতক গুলি শ্রীগ্রন্থ এরূপ অপব্যাক্য্য পূর্ণ যে তাহা ভক্তিপিপাসু তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হস্তে কোন প্রকারেই দেওয়া যাই না ।

জগদীশ্বর বাবু অসাম্প্রদায়িক ছিলেন । তিনি কখন গুরুমুখী হইয়া শ্রীচরিতামৃত অধ্যয়ন করেন নাই, কাজেই তাঁহার ব্যাক্য্য যে মারাত্মক ভুল থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই, এবং সে জন্ত তাঁহাকে মার্জনাও করা যায় । বিশেষতঃ তিনি একাধার প্রথম পথ প্রদর্শক কিন্তু শ্রীগ্রন্থের ব্যাক্য্য করিতে গিয়া প্রথিতনামা জনৈক ব্যাক্যাতা যে বিষম ভ্রম প্রমাদ

করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ! এরূপ ভুল যে কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি করিতে পারেন, তাহা আমাদের পূর্বের জ্ঞান ছিলনা । আমরা দেখিয়া হতবুদ্ধি ও মর্ম্মপীড়ায় ব্যথিত হইয়াছি বলিয়াই ভক্ত সমাজে তাহা উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইলাম ।

অজ্ঞান অবিদ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় ভগবৎ পিপাসুগণ শ্রীচরিতামৃত শ্রীভাগবত প্রভৃতি ভক্তি গ্রন্থ সকল আলোচনার ব্যাপ্ত হন, এই সকল নিরীহ ব্যক্তিগণকে বিপথগামী করা শিষ্টাচার সম্মত কার্য্য নহে, বিশেষতঃ যে ব্যাখ্যাভূষণ ভক্তিপথের আলোক বর্ত্তিকা স্বরূপ, তাঁহার যদি এরূপ অশিষ্ট কার্য্যে অগ্রসর হন তাহা হইলে এ ক্ষোভ রাখিবার আর স্থান নাই ।

শ্রীল ভক্তিবূষণ রায় বনমালী রায় বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীল রাধিকা নাথ গোস্বামি ব্যাখ্যাত এক খানি শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে প্রকাশিত হয়, উপস্থিত তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীমুত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া হিতবাদী সংবাদ পত্রের উপহার গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হইয়াছিল দেখিয়াছি । সে শ্রীগ্রন্থের ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কিরূপ হাস্যজনক হইয়াছে, দু'একটা স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেই পাঠকগণ ব্যাখ্যাতা মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মরাজ্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ট তাহা অল্লায়াসেই বুঝিতে পারিবেন ।

অভিনব পাঠ । ( আদি-৭মপরি । )

কৃষ্ণনামের যে আনন্দ সিন্ধু আশ্বাদন ।

ব্রহ্মানন্দ তার অর্গে খদ্যোতক সম ॥

“খাতোদক”কে ব্যাখ্যাতা মহাশয় “খ্যোতক” করিয়াছেন । “খ্যোতক” বলিয়া যে আবার একটা শব্দ আছে তাহা পূর্বের জানিতাম না ।

একগুণে তাঁহার কৃপায় তাহা জানা গেল । ব্যাখ্যাতা মহাশয় “খন্ডোতক” অর্থে লিখিয়াছেন, “জ্যোৎস্না কীট” । আনন্দ সিন্ধুর সহিত জ্যোৎস্না কীটের যে কি উপমা দাঁড়াইল, তাহা ব্যাখ্যাতাই বলিতে পারেন । উপমের উপমান সম্বন্ধে বাৎপত্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় ।

প্রাপ্ত পদের অন্তর্কূলে প্রমাণ স্বরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীহরিভক্তি সুপোদয় হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন

ত্বংসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাক্ষিস্থিতস্ত মে ।

সুখানি গোপ্পদায়ন্তে ব্রক্ষণ্যপি জগদ্গুরো ॥

হে জগদ্গুরো ! ত্বংসাক্ষাৎকার জনিত আহ্লাদরূপ বিশুদ্ধ সাগরে থাকিয়া আমার ব্রক্ষণুভব জনিত সুখ গোপ্পদবৎ অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হইতেছে ।

ব্যাখ্যাতার এ শ্লোকটী যে কেন দৃষ্টিপথে পতিত হইল না, ইহাও এক আশ্চর্য্যের বিষয় ।

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীরামানন্দসংবাদে শ্রীমহাপ্রভু ও রামানন্দ রায়ের প্রশ্নোত্তরে আছে ।

“মুক্তি ভুক্ত বাঞ্ছে যেই কাহা দাঁহার গতি” ।

‘স্বারর দেহ দেব দেহ বৈছে অবস্থিতি ॥’

ঐ সংস্করণে এ পাঠ মনঃপূত হয় নাই, তাঁহার পাঠ এইরূপ ।

“মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাহা দাঁহার গতি ?

‘স্বারর দেহ দেবদেহ বৈছে অবস্থিতি ॥’

ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ লিখিয়াছেন—

বা মুক্তি অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের ও  
যাহার ক অর্থাৎ প্রেমভক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের গতি কোথায় ?  
এই সন্দেহান্ত উত্তর “মুক্তি ভক্তি—প্রেমাত্মমুকুলে ।” যাহারা

মুক্তি অর্থাৎ সাধুজা মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাহাদের গতি যেন স্থাবর দেহে ( বৃক্ষ পর্বতাদি দেহে ) অবস্থিতি—অর্থাৎ বৃক্ষ পর্বতাদির দেহী সূখভোগে বঞ্চিত ও অজ্ঞানে পূর্ণ ; এইরূপ মুক্তি বাঞ্ছাশীল ব্যক্তিগণ সূখভোগে নিমুখ ও অজ্ঞানে পূর্ণ দেবদেহে যে জীব অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা নিরন্তর সূখ ভোগ করেন ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকেন ; এইরূপ ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি বাঞ্ছাকারী ব্যক্তিগণ সর্বদা সূখ ভোগ করেন এবং অব্যাহত জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকেন । এ স্থলে মুক্তি ভক্তির স্থানে মুক্তি ভুক্তি এইরূপ পাঠ ও অনেক পুস্তকে দেখা যায় । কিন্তু তাহাতে ইহার অর্থ বড় কষ্টকল্পনা করিয়া করিতে হয় ।”

পাঠক কেমন শুনিলেন ? এ পদের এমন সদ্ব্যাখ্যা আর কখন শ্রুতিপথে প্রবেশ লাভ করিয়াছে কি ? ব্যাখ্যাতা মহাশয় কি সুকাল্পনিক, আর সকলে কষ্ট কল্পনায় জড়ীভূত !

মুক্তি লাভ করিলে স্থাবর বা জড় দেহ লাভ ঘটে, কারণ মুক্ত ব্যক্তির সূখ দুঃখ বোধ মাত্র থাকে না এবং যে ভুক্তি বা ভোগ কামনা করে সে দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগভূমি স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ভোগাবসান পর্যান্ত তথায় অবস্থান করিয়া পুনরপি মর্ত্যে অধঃপতিত হয় । উভয়েরই ক্লেশ স্মৃতি থাকে না, উভয় অবস্থাই ভগবদ্ভক্তি লাভের অন্তরায় । একারণ ভক্তগণ কদাচ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না । কবিরাজ গোস্বামীপাদ মধ্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপ শিক্ষায় বলিয়াছেন ।

“ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয় ।

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

এ পদের প্রমাণ স্বরূপ ভক্তিরসামৃতসিঙ্গু হইতে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে ।

“ভুক্তিমুক্তিসৃষ্টা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।

তাবন্তুক্তিসুখশ্রুত কথমভূদরো ভবেৎ ॥”

কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের এই মুখ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যাতা মহাশয়ের হৃদয়স্পর্শ করে নাই, তাই স্বরূপোল কল্পিত পাঠও ব্যাখ্যা করিয়া জগৎকে আব্রহ্মদয়ের পরিচয় দানের অবসর প্রদান করিয়াছেন।

গোস্বামী মহাশয় ও অগ্রাণ্ড ব্যাখ্যাতৃগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের মেরুদণ্ড স্বরূপ “পহিলি” পদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বারাস্তরে তাহা ভক্ত পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত করিতে বাসনা রহিল।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ দাস অধিকারী।

## জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি।

অনেকের ধারণা, তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তি ইহারা পরস্পর পৃথক্। ইহাদের জন্ত পৃথক্ পৃথক্ সাধনের আবশ্যক অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ সাধন-ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য এবং ভক্তি লাভ করিতে পারা যায়। এরূপ, ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শ্রীভজনরহস্য গ্রন্থে অহৈতুকী ভক্তির উন্নতি-লক্ষণ বিচার স্থলে নিম্ন লিখিত ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্তটী দৃষ্ট হয় :—

ভক্তিঃ পারেশানুভবো বিরক্তিরন্তত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।

প্রপত্তমানস্য যথাস্নাতঃ স্ন্যাস্তষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োনুঘাসং ॥

ভক্তজনে সমমানে যুগপদ্দয়। ভক্তিজ্ঞান বিরক্তি তিন জ্ঞানই নিশ্চয় ॥

চিদচিদীশ্বর সম্বন্ধ জ্ঞানে জ্ঞান। কৃষ্ণেতরে অনাসক্তি বিরক্তি প্রমাণ ॥

বেক্রেপে ভোজনে তুষ্টি পুষ্টি প্রতিগ্রাসে। ক্ষুধার নিবৃত্তি এইতিনঅন্যাসে ॥

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতগ্রন্থে উক্ত সিদ্ধান্তটী আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যথাঃ— “সাধন পর্বের একটি রহস্য আছে । অপ্রাকৃতজ্ঞান, ভক্তি ও উত্তমবৈরাগ্য ইহার তিনজনই সমগানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । যে স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় সে স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে ।”

সোনার পাথর বাটী বলিলে যেকোনও অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানহীন অর্থাৎ নিকোঁধ ভজনানন্দী কিম্বা কেবল তত্ত্বজ্ঞানী অথবা কেবল বৈরাগী বলিলেও ঐরূপ কোনও অর্থই উপলব্ধি হয় না । কৃষ্ণভক্তগণ কদাপি অপ্রাকৃততত্ত্বজ্ঞানহীন বা অন্ধবিশ্বাসী হইতে পারেন না । কেননাঃ—”

তুই তাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার ।

তুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥

কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত অন্ধকার কিরূপে বিদূরিত হইবে এবং শ্রদ্ধাই বা কিরূপে দৃঢ় হইবে? সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভজনেচ্ছুগণের প্রথমেই কৃষ্ণের স্বরূপ তাঁর শক্তির জ্ঞান আবশ্যক । মূঢ়তা বিদূরিত না হইলে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কিরূপে উপলব্ধ হইতে পারে? বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু । শুদ্ধ অপ্রাকৃত জ্ঞানের পরিপক্বাবস্থাই বৈষ্ণবদ্বিগুর ভক্তি সুতরাং ভক্তি হইতে তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে পৃথক্ করা যাইতে পারে, ভক্তি বিরহিত জ্ঞান যেকোনও কালে শুদ্ধ হইতে পারে না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান বিরহিত ভক্তিসংগণ দৃষ্ট হইলে নাটকাত্মনয়প্রায় বুঝিতে হইবে । কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না । শাস্ত্রাধ্যয়ন্যপ্যপি ভবন্তি মূর্খাঃ তবে—

ঈশ্বরের রূপালেশ হরিতে যাহারে ।

সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবারে পারে

ন চাত্ত একোহপি চিরং বিচিন্য় ইত্যাদি শ্লোকার্থ বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভের স্বতন্ত্র পন্থা নাই । ভজ্ঞন ফলে ভগবদ্ ভক্তেই তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্ট হয় কেননা শ্রীকৃষ্ণভক্তগণই কেবলমাত্র ভগবৎ প্রসাদলেশানুগৃহীত । অজ্ঞ হইলেও শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ভক্ত সদ্য সর্বজ্ঞ হইতে পারেন । সুতরাং ভজ্ঞনফলে যতটুকু শ্রীকৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি হইতে থাকে তৎসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানও সমমানে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ।

যেদ্রুপ ভক্তিলতা বৃদ্ধির সহিত তত্ত্বজ্ঞান সমপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তদ্রুপ বৈরাগ্যও বর্দ্ধিত হইতে থাকে । অগ্রে বৈরাগ্য পরে ভক্তি একদা কদাপি হইতে পারে না । চিদিতর বস্তুতে বৈরাগ্য চিদবস্তুতে আসক্তি ব্যতীত অত্থথা সিদ্ধ হইতে পারে না যথাঃ—

তাথে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন ।

মারাজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

অপি চেৎ সুহুরাচারো ইত্যাদি শ্লোকার্থ বিচার করিলে দেখা যায় যে ভক্তের কৃষ্ণাসক্তি যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে কৃষ্ণের বিরয়বাসনা ততই শিথিল হইয়া পড়ে । কৃষ্ণভক্তি বিরহিত বৈরাগ্য কোনও কালে ভদ্র হইতে পারে না ।

ন বৈরাগ্যং গ্রাহ্যং ভবতি ন হি যদুত্তিক্ৰমিতং

স্বনিয়ম দ্বাদশকে শ্রীভক্তিবিনোদ ।

ভক্তি বিরহিত বৈরাগ্যচেষ্টার ফলে কেবল অন্তর্দুঃসঙ্গ লাভ হয় মাত্র তজ্জন্মই শ্রীমন্নৃসংপ্রভু শ্রীদাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যথা :—

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল ।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিক্কুকুল ॥

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইঞা ।

সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের জগৎ পৃথক্ পৃথক্ সাধনের আবশ্যকতা নাই । শ্রীকৃষ্ণকৃপাক্রমে তত্ত্বজ্ঞানসঙ্গে ভগ্যবান দ্বীপ সমূহ ভক্তিদ্বারা করিয়া পবিত্র হয়েন এবং তৎসঙ্গে অপ্রাকৃত জ্ঞান এবং বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয় যথাঃ—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিব্যোগঃ প্রয়োজিতঃ ।

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ বদহৈতুকম্ ॥

যে স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে সে স্থলে সাধন পক্ষে নিশ্চিতই দোষ আছে বুঝিতে হইবে । তাদৃশ সাধন শ্রীগৌর প্রকাশিত অপ্রাকৃত ভক্তি নহে ।

এতৎপ্রসঙ্গে জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত্র শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদৈক্যবাণাং প্রিয়ং যস্মিন্ পারমহংস্তমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে । যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিনহিতং নৈকস্ম্যামাবিকৃতং তচ্ছৃণু সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যন্নরঃ শ্লোকটী বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিলে জ্ঞানও বৈরাগ্যের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া ভক্তির সহজ দ্বয় ভক্তের নিজবৃত্তির ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হইবে না ।

শ্রীকিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায় ।

## পতিতের আশা । -

হায় হায় মুই                      পড়িয়া সংসারে

বিষম কূপের মাঝে ।

নিজ সত্তা ভুলি                      স্বপন নেহারি

প্রাকৃত মায়া'র সাজে ॥



নিজ সুখ আশে                      তব শ্রীচরণে

কখন মানত করি ।

বহুলাভ আশে                      আন দেব ভজি

তব পদ পরিহরি ॥

যে ধনে বঞ্চিত                      হইয়াছি আমি

ভুলিয়া নিজাভিমান ।

সে ধন চাহিনা                      চাহি শুধু আমি

জড় ইন্দ্রিয় তোষণ ॥

যেমন ) পিত্ত প্রকুপিলে                      খণ্ডসারে আর

রসনা তৃপ্ত না হয় ।

( তেমন ) মায়া আচ্ছাদনে                      ভুলিয়া স্বধনে

( জীব ) প্রাকৃত সুবিধা চায় ॥

এই সাংসারিক                      উন্নতি লভিতে

সতত তুষিত চিত ।

সে রূপ উত্তমে                      কেহ কি কখনে

লভিয়াছে নিজ হিত ॥

লভি জড়েন্দ্রিয়                      জড়ীয় স্বভাব

জড় আনন্দোদেতে মজি ।

জড়বুদ্ধি লয়ে                      বিচার করিয়ে

শুধু জড় কথা বুঝি ॥

কৃষ্ণভক্তজন                      কৃষ্ণৈক শরণ

লুটিয়ে তাঁহার পায় ।

তাঁর পদরজে                      অভিষিক্ত হলে

এজড় বাসনা যায় ॥

যদি হয় মম স্বরূপ উদয় ।

জড় বুদ্ধি তবে হইবে বিলয় ॥

অনুগত হও কৃষ্ণ ভক্ত পদে

ছাড়িয়া অন্যাভিলাষ ।

গৌরধামাশ্রিত ভকত জনের

শ্রীচরণে মোর আশ ॥

শ্রীপরমানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ।

## অর্থ ও অনর্থ ।

অর্থ ও অনর্থ নিরূপণ বিষয়ে মানবের রুচিভেদে, বিশ্বাস ভেদে মীমাংসা ভিন্ন ভিন্ন । অন্যাভিলাষীর অর্থ কন্মী ও জ্ঞানীর অর্থের সহিত এক নহে ; আবার ভগবদ্বক্ত পূর্বোক্ত তিন সম্প্রদায়ের সহিত এক হইতে পারেন না । তাঁহার ধারণা অভক্তগণ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতেও অসমর্থ ।

সাধুগণ বলেন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবমাত্রেরই অর্থ । কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুর ধারণা মায়িক সুতরাং কৃষ্ণের বস্তুই অনর্থ । ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র অর্থ হইলে ও তাঁহার প্রকাশ স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ ব্যুৎকৃষ্ণ,

কার্ণোদকশায়ী গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী, মৎস্যকূর্মাাদি নৈমিত্তিক অবতার সমূহ বিষ্ণু তত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও অর্থ। কৃষ্ণের বিলাস সহচর তদ্রূপ বৈভব গোলোকাদি ধামসমূহ, কৃষ্ণোন্মুখ জীবাদি নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদ সমূহও অর্থের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই সেখানে অনর্থ বা অর্থ্যভাব পরিদৃষ্ট হয় তাহাই জীবের বিষয় বলিয়া অভিহিত হয়। বিষয়ের মধ্যে অর্থ বা কৃষ্ণ নাই যেখানে কৃষ্ণ বা অর্থ আছে ন তথায় অনর্থ সংসার বা বিষয় নাই। কৃষ্ণসংসারে অনর্থ বা বিষয় নাই। কৃষ্ণবিমুখ জীব অর্থহীন হইয়া বিষয়রূপ অনর্থের সেবায় দিনাতিপাত করেন। কৃষ্ণপ্রেম রত্নসদৃশ মহাধন বন্ধুজীবের বিষয় অনর্থ বা অধন। জীব কৃষ্ণসেবা বিমুখ হইলে অনর্থ প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজ ভোগকেই বহুমানন করেন। সাংসারিক অনর্থজড়িত জীব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন না; মঙ্গলের জন্য ধাবিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যান তজ্জন্ম তাহার আর দুঃখের সীমা থাকেনা। সংসার-দুঃখমগ্ন জীব দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে

অসংখ্য প্রকার যত্ন করেন কিন্তু কিছুতেই তিনি সফল-  
 প্রয়াস হন না। যে কাল পর্য্যন্ত না তিনি কৃষ্ণের  
 শরণাগত হন তৎকালাবধি তাঁহার অনর্থের হস্ত হইতে  
 রক্ষা নাই। জীব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বিষয় হইতে  
 বিরত হইবার বাসনা করেন কিন্তু তিনি কোন  
 প্রকারেই বিষয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পান না।  
 একসময় এই জীব সুখান্বেষী হইয়া যাহাতে তাহার  
 ইন্দ্রিয় তর্পণ সিদ্ধ হয় তজ্জগৎ স্বর্গ ও মর্ত্যভূমি  
 প্রকল্পিত করিতে ত্রুটি করেন না। কখনও বা পুণ্য  
 সঞ্চয় করিয়া আমৃতিক সুখান্বেষণে জৈমিনির শরণাগত  
 হন, মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের সেবা করেন এবং নৈতিক চরিত্র  
 উন্নত করিবার বাসনা করেন। কোন সময় জীব  
 বেদান্তাদি শাস্ত্রকুশল হইয়া কৌপীন গ্রহণ পূর্বক  
 যতিধর্ম্মে অবস্থিত হন এবং আপনাকে নির্বিষয়ী জীব-  
 মুক্ত মনে করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় নিযুক্ত করেন।  
 এত করিয়াও তাঁহার অনর্থ নিবৃত্তি হয়না। জ্ঞানমদে  
 মত্ত হইয়া হেগেল, ক্যান্ট, সপেনহ্যার প্রভৃতি  
 পাশ্চাত্য দার্শনিক চিকিৎসক বর্গের অধীন হইয়া  
 রোগোপশান্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। কখনও বা কন্  
 ফুচি, শাক্য সিংহ কোমত প্রভৃতি মনিষীকুলের

অনুসরণ করিয়া কল্যাণ লাভ করিবেন মনে করেন কিন্তু  
 দুঃখের বিষয় তাদৃশ জ্ঞানীমহাত্মাগণের অনর্থ সমূহ  
 তাহাকে বেক্ষন করিয়া ভবসংসারের বিষয়ে  
 ডুবাইয়া দেয় । কৰ্ম্মবাদের আশ্রয়ে জন্মান্তরবাদের  
 প্রবলতরঙ্গে দোহুল্যমান হইয়া জীবগণ কোনসময়  
 পরোপকার, বন্ধুবর্গের চিকিৎসা, পশুবর্গের অহিংসা,  
 বিগাদানের আনুকূল্য প্রভৃতি ভীমভট্টীয় পন্থার অনুসরণ  
 করিতে থাকেন । কখনও বা কুমারিল ভট্ট উদয়নাচার্য্য  
 অথবা অহঁত সম্প্রদায়ের মতানুকূলে অনুগমন  
 পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রধানতম আচার্য্য জ্ঞানে তাহাদের  
 ধুর বহন করেন । দুঃখের বিষয় তাদৃশ তপস্যাচরণে  
 তাহাদের কোন কল্যাণ দেখিতে পাওয়া যায়না । কেহবা  
 অজ্ঞেয়তাবাদ, সন্দেহবাদ, নিরীশ্বরবাদ বহুশীশ্বরবাদ  
 বহুমানন করিয়া এপিকিউরাস ও চার্কাসাদিরূ দাশ্বে  
 আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া ঔলুক্যমতের পোষণ  
 করেন । ইহারাই যে বিষয়ের হস্ত হইতে মুক্ত  
 হইয়াছেন আমরা একরূপ বলিতে পারি না । সকলেই  
 নিজ নিজ বিষয়ে মুক্ত, কৃষ্ণের জন্ম কাহারও কোন  
 সেবা প্রবৃত্তি দেখিতে পাইলাম না । ঐ সকল বিষয়ে  
 তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছে, বিষয়ের কবল হইতে মুক্ত

হইবার চেষ্টা দূরে থাক, বিষয় গুলিই প্রবল করিবার  
বাসনা দেদীপ্যমান । তাই ঠাকুর নরোত্তম লিখাছেন

বিষয় বিষম বিষ আপনে খাইনু ।

শ্রীগৌর কীর্তনরসে মগন না হৈনু ॥

এক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম যে শ্রীগৌর-  
কীর্তনে জীবের সর্বার্থ সিদ্ধি হয় । যেখানে বিষয়  
নিরস্ত হইয়াছে, অধন সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে,  
নিজের কৰ্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভের যত্ন  
হইয়াছে, অসাধু সঙ্গ পরিবর্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধু সঙ্গ  
প্রাপ্তি হইয়াছে সেখানেই শ্রীগৌর কীর্তন আরম্ভ  
হইয়াছে । যেখানে কপটতা-ধৰ্ম্ম ক্রমে অনর্থকে অর্থ-  
বোধ সেখানেও কোন মঙ্গল নাই । শ্রীগৌর স্বন্দরের  
প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষয়াবিস্ট জীবকে  
বিষয়-হইতে স্বীয় অহৈতুকী করুণা দ্বারা উত্তোলন  
করিতে পারেন তখন জীব বিষয়মুক্ত হইয়া শ্রীগৌর  
কীর্তন করিতে সমর্থ হন । জীবের অনর্থ বিদূরিত হইলে  
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ লাভ ঘটে ।  
শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌর পদাঙ্কিত ভূমিতে অনর্থের কোন  
পূর্ব পুরুষ পর্য্যন্ত ও প্রবেশ করিতে পারে না । এখানে  
কেবল গৌরসেবা উহাই জীবের একমাত্র নিজার্থ । সমগ্র

ব্রহ্মাণ্ডের রত্ন সমূহ শ্রীনবদ্বীপ ধামের এক বালুকণের  
মূল্য দিয়া উঠিতে পারে না । বিরজা নদীর সমগ্র জল-  
স্রোত নিষ্ঠুর জীবকে শ্রীনবদ্বীপধামে প্রবেশাধিকার  
দিতে সমর্থ নহেন । প্রকৃত্যাতাত ব্রহ্মলোকের সমগ্র  
জ্যোতি শ্রীনবদ্বীপের পথ স্তম্ভরূপে আলোকিত  
করিতে পারে না । স্তবরাং নির্বিশেষ জ্ঞানীগণ, সত্য,  
মহ, জন ও তপ লোকবাসী সাধুগণ, স্বর্লোকবাসী  
দেবগণ নিজ নিজ ধনাগারের প্রভূত সম্পত্তি বায়  
করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌর চরণরূপ অর্থ লাভ  
করিতে কোন দিনই সক্ষম হইবেন না । নিক্ষিপ্ত,  
অনর্থ নিবৃত্ত, কৃষ্ণসেবাপর, গৌর ভক্তের চরণাশ্রয়  
করিলেই সর্ব সম্পৎ ধামে বাস ঘটিবে এবং অনর্থের  
কোন লোভ কিছুই করিতে পারিবে না । শ্রীপাদ  
প্রবোধানন্দ বলেন

“কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিংশপুৰাকাশ পুষ্পায়তে  
দুর্দান্তেন্দ্রিয় কালসৰ্পপটলী প্রোংখতিদংষ্ট্রায়তে ।  
বিশ্বং পূৰ্ণস্থায়তে বিধিমহেন্দ্ৰাদিশ্চ কীটায়তে  
যং কারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তমঃ ।

## সমালোচনা ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত । শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও তৎকর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য বার আনা মাত্র । গ্রন্থখানির আয়তন ১৬ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট ডবল ক্রাউনের ১২৪ পৃষ্ঠায় সুন্দর অক্ষরে সকল প্রকার পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত । গ্রন্থকারের ভাষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি । উপজ্ঞান প্রাপ্ত বঙ্গ সাহিত্যে সংসাহিত্যের বিলক্ষণ অভাব একথা কাহারও অবিদিত নাই । বাঙ্গালায় লিখিতএরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাইয়া অনেকেই বিশেষ আদর করিবেন সন্দেহনাই ।

গ্রন্থকারের প্রশংসনীয় দৈন্ত পাঠকের অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদয় করাইবে । বিশেষতঃ তাঁহার বর্ণিত বিষয়টী শ্রীমদ্ভাগবতের অবলম্বনে লিখিত হওয়ার যাবতীয় সঙ্গুণ সমূহ ইহাতে স্থান পাইয়াছে । অশ্বরীষ রাজের উপাখ্যান মূলে শ্রীহরি নামের মহিমা, ভক্তের মহামহিম আসন ও ভাগবত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য পাঠ করিয়া নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তগণ প্রভূত সুখলাভ করিবেন । শ্রীগৌরসুন্দরের ও তদীয় ভক্তগণের ভাগবতধর্ম্ম সুস্বভাবে আলোচনা করিতে করিতে গ্রন্থকারের ভাষাকৌশল আমাদিগকে উত্তরোত্তর আরো সমৃদ্ধি সাহিত্য প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি ভাবীকালে আমাদের আশার সমৃদ্ধি করাইবে । তাঁহার লিপিকুশল গোড়ীয় শুদ্ধ ভক্তি সাহিত্যে নিযুক্ত হইলে গোড়ীয় বৈষ্ণব সংসং তাঁহাদের সমাজের প্রতি শ্রীগৌর গোবিন্দের অপার কৃপা বুঝিতে পারিবেন ।

শ্রীসচ্চিদানন্দ গীতা । শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত ।

এই গীতি গ্রন্থে নব্য ধরণের অনেক গুলি কবিতা রচিত হইলেও ভ্রমধ্যে সারগর্ভ কতকগুলি কথা পাঠকের আনন্দ বর্ধন করিবে ।

মুলা চারি আনা ডবল ক্রাউন বহিঃ পৃষ্ঠাবিত্ত আকারে ১৩৮ পৃষ্ঠায়  
পূর্ণ। গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থান শ্রীকৃষ্ণপুর, জামালপুর ডাকঘর জিলা বর্দ্ধমান  
প্রিন্টকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই গ্রন্থের কবিতার আদর্শ যথা

দূরে ফেল, দূরে ফেল, বাজে কথা যত ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বল অবিরত ॥

হের, বৃন্দাবনে, বনে বনে, ধেনু চরিছে ।

কত, রঙ্গ ভরে, বেগুরবে, নৃত্য করিছে ॥

কিবা, উর্দ্ধমুখ, উর্দ্ধপুচ্ছ 'হুয়া' ডাকিছে ।

মিলি, বৎসগণ, শম্পতলে, বাম্প দিতেছে ॥

কিবা, তাথই তাথই, মেলিপুচ্ছ, শিখী নাচেরে ।

শুন, গুপ্ত শাখে, 'কুহু' ডাকে, পিক কুহরে ॥

হের কুস্তপরে, গোপবধু, যমুনানীরে ।

কিবা, মত্ত হ'য়ে, বেগুরবে সাঁতারি ফিরে ॥

কোথা, গাঁথিমালা, গোপবালা, শ্যামে সাজা'তে ।

হের, উর্দ্ধবাহু, মুক্তকেশ, ছুটে গোঠেতে ॥

'কোথা, ভাগ্যবতী, কুঞ্জতলে লভি কেশবে ।

হের, মগ্ননব রঙ্গরসে, লীলা আহবে ॥

কোথা, বাঁধে করে, ননীচোরে, গোপ কামিনী ।

কোথা, ননীকরে, ডাকে কৃষ্ণ যশোদারাগী ॥

হের, পিতানন্দ, সদানন্দে কোথা ভাসিছে ।

মরি, কৃষ্ণচন্দ্র, উঠি অঙ্গে, কিবা হাসিছে ॥

হের, নিত্যলীলা বৃন্দাবনে ভক্ত নেহারে ।

কিবা, মেশামিশি, প্রাণে প্রাণে, স্মৃথে বিহারে ॥

বল, উচ্চরবে, 'হরি' সবে, প্রেমে মাতিয়ে ।

মিলি, হরি সনে, বনে বনে, খেলি ভ্রমিয়ে ॥

কলিকাতা পশুক্রম নিবারণী সভার ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণী  
আমরা পাইয়াছি। ইহার সহিত বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১  
আইন, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন ১৮৯০  
খৃষ্টাব্দের ১ আইন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন ৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ আইন  
১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন মুদ্রিত আছে। এই সভার কার্য প্রণালী  
ভিসাবাদি এবং দাতৃবর্গের নাম ইহাতে দেখিতে পাইলাম। সভার  
উদ্দেশ্য এবং ইতিহাস শীর্ষক প্রবন্ধে একটা কথা পাঠ করিয়া আমরা  
বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই কথাটি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার  
বদন বিনিঃসৃত। রাজ্যধরগণ মহতীদেবতা, নররূপে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রজার  
কল্যাণ বিধান করেন। দিব্যধামগতা সাম্রাজ্ঞী বলিয়াছেন “ভগবানের  
সৃষ্ট স্বর্গ এমং আশ্রয়কার্য অনিপুণ জীব সমূহের প্রতি দয়া এবং বদান্ততা  
বিস্মৃত না হইলে কখনই মানবীয় সভ্যতাকে সম্পূর্ণ বলা যায় না।”  
এই বাক্য হইতে মহৎ সূসভ্য মানব সমাজ যে অমূল্য উপদেশ লাভ  
করিয়াছেন উহা ভারত সাম্রাজ্যের রাজ পুরুষ বর্গের প্রধান সূচী  
স্বরূপ গৃহীত হইলে ভারতীয় সভ্যতার নৈতিক জীবনের সর্বোচ্চতা  
উপলব্ধি করিবে।

জিহবার সন্তুর্ণগোদেবে বা শারীরিক পাশববল বৃদ্ধির জন্ত অনেক  
স্থলে অনুভূতি বিশিষ্ট জীব সমূহকে হনন করিয়া তাহাদের পুষ-শোণিত-

ময় মাংসপিণ্ড ভোজ্য বলিয়া গৃহীত হয় । কোন কোন স্থলে আত্ম  
কল্যাণের ছলনায় পবিত্রতার নামে ধর্মের দোহাই দিয়া, জীব হনন  
প্রথা অবোধে চলিতেছে । বৌদ্ধ সভ্যতার প্রসারণ কালে ভারতীয়  
রাজত্ববর্গের শাসনে অনেক স্থলে জীবহিংসা উৎসাদিত হইয়াছিল । পশু-  
দিগের রক্ষা নৈতিক জীবনে একটা প্রধান কর্তব্য কর্ম । পশু বধ প্রতীতি  
অপকর্মে বর্তমান কালে ভারতে কোন দণ্ডের বিধান নাই বলিয়া 'নীতি-  
বিচার রহিত মানব সমাজে জীবহিংসার এতাদৃশ প্রচণ্ড উৎসাহ লক্ষিত  
হয় । সাধুগণ বলেন প্রবৃত্তিপূর মানব সমাজ পশুবধাদিতে কোন দণ্ডের  
ব্যবস্থা না করিলেও প্রত্যেক মানব নিজ মানবোচিত মহত্বের প্রতি লক্ষ্য  
করিয়া জীবের মাংসদ্বারা নিজহিংসাবৃত্তির চরিতার্থ না করেন ।

উদর বা জিহবার লোভ ক্ষুদ্রস্বার্থ জাত । মানবোচিত উদারতা তাদৃশ  
নিষ্ঠুরতাকে ত্যাগ করিতে পারে । এই জন্তই ভগবদ্ভক্তগণ কোন  
জীবকে কোন প্রকারে উদ্বেগ দেন না । জীবহিংসা করিলে কৃষ্ণসেবা  
প্রবৃত্তি থাকে না । এজন্তই অনুদ্বেগদায়িতা চতুষ্টয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গের  
মধ্যে একটী ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ ।

বিগত ২৮ শে কার্তিক খুসনা জেলার দৌলতপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বনমালী দাসের  
অযত্নে মহাত্মা কৃষ্ণদাস বাবাজীর বিরহ মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে ।

পাবনা জেলার অন্তর্গত দোনাতলা গ্রামে বিগত ১৭ই পৌষ রবিবার দিবসে শ্রীকালী  
কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে কীর্তন মহোৎসব হইয়াছে ।

বশোহর লোহাগড়া নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বনমালী দাসের যত্নে ও অর্থ ব্যয়ে পরমহংস পরিত্রাজক শ্রীশ্রী ২৭ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি মঞ্চ নির্মিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরেশ চন্দ্র ভাগবতরত্ন, বাবাজী মহারাজের অনুমোদিত পক্ষে অবস্থান করিয়া তাঁহার বস্তু সমাধিকালে সেবা করিতেছেন। পরমহংস বাবাজী মহারাজ অনর্থ জড়িত কতিপয় বিষয়ীগণের শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন সেই অর্থে অনেকগুলি বিষয়ী লোভপ্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কর্ম পছায় পরোপকারের জন্য, কেহ কুলিয়া নবদ্বীপ পুস্তকাগারের উন্নতির জন্য, কেহ সামাজিক বৈকল্য নামধারী বিষয়ীগণের উদরভৃষ্টির জন্য তাক্ত অর্থ ব্যয় করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। কেহ বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া সরকার বাহাদুরের কোষাগারে বাজেয়াপ্ত করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীগৌর হৃদয়ের বাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।

পত্রান্তরে প্রকাশ হইয়াছে যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীবল্লাবনে শিকার প্রথা নিবারণের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। অযোধ্যা এবং আগ্রা যুক্ত প্রদেশের গবর্নেন্ট প্রজমণ্ডলে শিকার প্রথা সম্বন্ধে নবপ্রবর্তিত নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন। জীবের হিংসা করিলে সামাজিক হিংস্র মানব কুনীতির প্রশ্রয় দেন। হিংসা প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করা মানবের মনুষ্যতা ও সন্তোষের অনুমোদিত। পশুকুলেও হিংসা প্রবৃত্তি আছে। সত্য মানব তাহা বুঝিতে পারিয়া অহিংসাকে সামাজিক ধর্মের পরম ধর্ম বলিয়া একবাক্যে অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা আশা করি সকল সহৃদয় উন্নত হৃদয় মানব জীবে দয়া করিতে সমাজকে উপদেশ দিবেন।

# সজ্জন তোষণী ।

—\*::\*—

## বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ।

জীব বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত এই তিনটী অবস্থার অধিষ্ঠিত । ভগবানে এই অবস্থা ত্রয় অবয়ব ও ব্যতিরেক ভাবে অবস্থিত । বদ্ধাবস্থার সত্তা ভগবান্ হইতে উদ্ভূত না হইলে তাহার স্থায়িত্বের মিথ্যা হয় । মায়াবাদী বলেন প্রাকৃত বদ্ধাবস্থা মিথ্যা কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নশ্বর ( অর্থাৎ কালক্ষুর ) । জীবসত্তার বদ্ধত্ব বিবর্তবাদের উদাহরণ অর্থাৎ স্থূল দেহকে দেহীজ্ঞান বিবর্তবাদ প্রসূত ; প্রকৃত বস্ত তত্ত্বজ্ঞানা-ভাবেই বিবর্ত বলে ।

ভগবান্ কখনই বদ্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হন না আবার বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ভাবত্রয় তাহা হইতেই সম্ভূত । ভগবানের বহিরঙ্গ বা মায়াশক্তি পরিণত হইয়া এই বদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করে । তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি পরিণত হইয়া জড় মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করেন । ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্তী তটস্থা শক্তি পরিণত হইয়া অসংখ্য অগুচৈতন্য বা জীব প্রকটমান হন । বিভূ চৈতন্য ভগবান্ তটস্থ শক্তি জাত নহেন । অগুচৈতন্য জীব তটস্থ শক্তির

পরিণাম বলিয়া গোলোক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থান কালে অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রিত। যখন জীব জড় জগতে অবস্থান করেন তখন তিনি বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তির অধীন। জড়জগৎ ও বৈকুণ্ঠ উভয় ধামে জীব অবস্থান করিতে পারেন বলিয়া তিনি তটস্থ শক্তির পরিণাম। যেরূপ জল ও ভূমির মধ্যবর্তী গণিতাগত রেখাকে তট বলে তদ্রূপ ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির অনির্বচনীয় অস্থঃস্থলে তটস্থা শক্তির অধিষ্ঠান। বিভূ চৈতন্য যেকালে প্রপঞ্চে উদিত হন তৎ কালে তিনি তটস্থ শক্তি-পরিণত জীবের আয় বদ্ধভাব লাভ করেন না। কেন না শক্তি, শক্তিমানের অধীন এবং তদাশ্রিত শক্তি তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সর্বশেষমুখীসম্পন্ন আচার্য্য প্রবর শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরান্ধ প্রচারিত বেদান্তের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত মত ব্যক্ত করিতে গিয়া স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিটি বিশেষ সংজ্ঞায় তত্ত্বের নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবত্তা স্বরূপ বিগ্রহ; গোলোক, বৈকুণ্ঠ, পার্শ্বদ ও তথাকার বস্ত-সকল তদ্রূপ বৈভব বিগ্রহ; জীব তটস্থ বিগ্রহ এবং প্রধান, অবিভা ও মায়াময়। প্রধানের পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থ ভাব, তদ্রূপ বৈভবের পরিণাম মুক্ত ধাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোক।

ভগবান্ অম্বর ভাবে তদ্রূপ বৈভবে লক্ষিত হন, ব্যতিরেক ভাবে দেবীধামের অস্তিত্ব সম্পাদন করেন, তটধামে অম্বর ও ব্যতিরেকের যুগপৎ অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া জীবের অস্তিত্ব বিধান করেন।

জীব তটস্থশ্রবণতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পরিচয়ে অভিহিত হইবার যোগ্যতা বিশিষ্ট। যখন তিনি প্রকৃতির অধীন তখন তাঁহার স্থল শরীর ও প্রাকৃতিক জ্ঞানে লিঙ্গ শরীর বা মন তাহার আশ্রয় দাতা। জীবের প্রাকৃত অভিমানের নাম বদ্ধাবস্থা। সজ্জনগণ বলেন জীবের কৃষ্ণশক্তি

বিশ্বরণ চটলেই জীব ইহ জগতে নিজাস্তিত্ব অনুভব করেন বস্তুত তিনি কৃষ্ণদাস । অন্য সাম্প্রদায়িকের মতে জড়োপাধি রাহিত্যই জীবের মুক্ত স্বরূপ । তাদৃশ মায়াবাদীগণ বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের নিত্য অদিষ্টান নিজ বদ্ধধর্মের প্রাবল্যে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না । সুতরাং তটস্থ দম্ব বর্জন করিয়া বিচার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করেন । নিরীশেষ বাদের বুদ্ধি চাতুরী তটস্থ ধর্মের অক্ষুট বিকাশ মাত্র ।

বেদান্তমতের সবিশেষ ব্যাখ্যায় তটস্থধর্মের স্পষ্টাভিধান লক্ষিত হয় । মায়াবাদী নিরীশেষমত অবলম্বন করিয়া ভগবানের নিত্য স্বরূপ ও অনন্তৈশ্বর্য্য বিকাশিনী শক্তি লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তদ্রূপ বৈভবের নিত্য অদিষ্টান ধারণা করিতে অসমর্থ হন । মায়াবাদীর ইহা আত্ম-বন্ধনামাত্র যেহেতু মায়াবাদীর মতে শক্তিমাত্রই প্রাকৃত, ছেয় ও কাল-ক্লক্ক ! নিত্যবদ্ধ মায়াবাদী কখনই নিত্যমুক্ত হইতে পারেন না তজ্জন্ত তিনি বিবর্তবাদের আগ্রয়ে আপনাকে জীবশুক্ত বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করেন । আবার তাদৃশ মিথ্যা কল্পনাতে সত্য আরোপ করিয়া নিজবাদের অকস্মণ্যতা প্রদর্শন করেন । তজ্জন্তই শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য নিরীশেষ মতের অকস্মণ্যতা বুঝাইতে গিয়া দুইটি কথার অবতারণা করিয়াছেন । রামানুজ বলেন নিরীশেষবাদীর কল্পিতমত প্রচারে সত্যতা নাহি । যদি মায়াবাদী মিথ্যার হস্ত হইতে পরিজ্ঞাপ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার বিশ্বাস সত্য হয় তাহা হইলে উপদেশটা ও উপদেশ গৃহীতার মধ্যে ভেদ নিরস্ত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ নিরীশেষবাদী যদি তাঁহার প্রচারিত সত্যে উপনীত হইতে না পারিয়া কতকগুলি কল্পিত মিথ্যা মায়াবাদ উপদেশ করেন তাহাহইলেও তাঁহার নিজ অক্ষমতা বশতঃ সত্যানুরূপে অধিকার হয় নাই । জীবের বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয় কখনই মুক্তরাজ্যের স্বরূপ পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না । আপনাকে বদ্ধবিশ্বাস করিয়া মুক্তি

বর্ণন করিতে গিয়া নির্বিশেষবাদ গ্রহণ পূর্বক তটাবস্থাকেই মুক্তাবস্থা জানিয়া ভ্রান্ত হয় । তটস্থাবস্থায় নির্বিশেষ মত অধিষ্ঠিত । মায়াবাদী তটস্থরাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত মুক্তরাজ্যে ঘাইতে পারেন না সেখানে তাঁহার অস্থিতা পুনরায় মায়া শক্তির কবলে গ্ৰস্ত হইয়া পড়ে । আজকাল মায়াবাদী সম্প্রদায় শ্রীমহাপ্রভুর অমল শিক্ষাকে তাহাদেরও পণ্যদ্রব্য বলিয়া প্রচার করিতেও ক্রটি করেন না । বস্তুতঃ কেবলাদ্বৈতবাদের চিন্তাস্রোত কখনই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত এক নহে । অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত বাদে জীবের বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থান সত্য বলিয়া স্বীকৃত কিন্তু কেবলাদ্বৈত মায়াবাদে বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থা দ্বয়ের নিত্য সত্যত্ব অস্বীকৃত । নির্বিশেষবাদী মুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত সবিশেষের কথা জানেন না, বা জানিয়া ও সত্য অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন ।

সাধুগণ বলেন ভগবৎ সংসারে অপ্রাকৃত সেবার নিযুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি । মায়াবাদী বলেন তটস্থ লক্ষণ লাভই মুক্তি । মায়াবাদীর কল্পিত নির্বিশেষ বিধি অচিন্ত্য অনন্তশক্তি সম্পন্ন ভগবান্ স্বীকার না করিয়া তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিরলে পূর্ণৈশ্বর্যে নিত্যবিরাজমান অপ্রাকৃত রাজ্য অব্যাহত রাখিতে পারেন এবং তাহার অনুকরণে জীবের বদ্ধসংসার বা দেবী ধামরূপ মায়াশক্তি পরিণাম যুগপৎ প্রকট করিতে পারেন । জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্ত যেমন বদ্ধজীবের অবস্থা ত্রয় তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাবস্থান তটস্থ শক্তি বিশিষ্ট জীবের দেবীধামে বদ্ধ সংসার গ্রহণ অবস্থা ত্রয় লাভকর্য্য নিত্য ধর্ম্ম ।

# সঙ্গীত মাধব মহাকাব্যম্ ।

পঞ্চমসর্গঃ—রাসানুশয়ঃ ।

অথাত্তুঙ্গং শৃঙ্গং নিজদয়িত গোবর্দ্ধনগিরে-

মমাকৃষ্টাশেষব্রজনিগমবিজ্ঞপ্তনয়নঃ ।

বিলোকা শ্রীদামা কিমপি বুধভানুর্গৃহমগ্নিঃ

করাদ্বল্যা সংভোরিত হৃদয় চৌরিঃ সমুদ্ভূতঃ ।

তদারভা ক্ষুভা হৃদয়মভিলুভ্যৎ স্তম্ভুরং

লধানো রাধায়াঃ ক্ষুরদধরসৌধুস্বদয়িতুং ।

ব্রজস্ত্রীমৈকান্তে ব্রজনগয়বীথাং মধুপতি-

বিলোকা প্রেয়স্তাঃ প্রিয়সহচরীং গ্রাহ রূপণঃ ॥

তথাহি কণাটরাগেণ গীয়তে ।

বিনিবেদিত বাজে সুধভরেণ নিরুত্তরহেনয়ানাং ।

সমুত্তরমুপমাতরতা কৃতকহুত্তরবচনবিতানাং ॥ ১ ॥

ললিতে শ্রীবুধভানুকিশোরীং ।

ব্রমর ময়াদুত কেলিমনোরথমুদিতমনোমগ্নি চৌরীং ॥ ২ ॥

কলিত পটংগলমতিমদনাকুল মনসা মৌক্তিক দন্তীং ।

মৃগ মৃগ চটুলে শ্রীবিভঙ্গুর ক্রলতিকং নিগদন্তীং ॥ ৩ ॥

অর্পয়তামগ্নি বেণুমথোপরমুজ্জ্বলমপি পদমূলে ।

পদহতি দূর নিবাসকরীমপি মদ্বি বিষখীমমুকুলে ॥ ৪ ॥

বদ ভৃগকাকুলতৈরুপরেণ নিরন্তর নহি নহি ভাষাং ।

পতিতবতাচরণে কিমপীক্ষিত মৃদুমৃদুহাসবিলাসাং ॥ ৫ ॥

নীতবতা ঘনপলকিত ভ্রূজমবলম্ব্য নিভৃতনবকুঞ্জং ।

রতিতরসাকুলিতাং ময়া ভূজতা দ্রুতি কোতুকশৃঙ্গং ॥ ৬ ॥

দৃঢ়মুপগৃহ্য মৃষা রুদতীমপি পিবতাদ্বরসসারং ।

কুচকোরক নখলেখপরেণ বিপাচিত রুচিরবিকারং ॥ ৬ ॥

করযুগং নীবি নিবেশয়ত। বহুকৃতবিনিরোধপ্রয়াসাং ।

স্বরত মহারসরঙ্গপরেণ সস্তুপদমদনবিকাশাং ॥ ৭ ॥

ইতি মধুসূদন রসময় বৈভবভাবনয়া রমণীয়ং ।

মুদিত সরস্বতীগীতমিদং রসভাববতা কমণীয়ং ॥ ৮ ॥

তথাহি । প্রাণাস্তবৈব বপুসা সচ মে মৃগাক্ষি

রাজোজ্জ্বলাং মুরলিকাং লয়মুদ্ভিকাং চ ।

আস্তাং পরং সহদপি স্মরবেপিতাভাং

দোৰ্ভ্যাং তব প্রিয়সখীং দৃঢ়মাংসজামি ॥ ৯ ॥

কথং ঘনরসপ্রদো ন বলতাং তড়িদ্ভূতিবং

কথং স্যু মধুসূদনসাজ্জত তাদৃশীং পদ্মিনীং ।

কথঞ্চন হি সঙ্গতো ভবতু রাধয়া মাধব-

সুদতাললিতে যথোচিত বিচারমেবাচর ॥ ১০ ॥

ব্রজনূপকিকুমারে কোটিকন্দর্পসারে

বদন্তি বিকলমেবং প্রোহ সা গৃঢ়ভাবা ।

স্বপ্নরপুরুষসঙ্গে সর্বদা সা নিরাক্রা

ভবতি পবন সাদা মা সখী তে বিমুক্তা ॥ ১১ ॥

অগ সখ্যমি লোকসংগতে বিমুগ্ধস্তং বত মার্গতো তরিং ।

ললিতাপি তদৈব রাধিকামিদমুচে সমুপেত্য সাদরং ॥ ১২ ॥

শুভ্ররীরাগেণ গীয়তে ।

সমুত্তমভিলাষক কমলাদিক সকলবিলাসিনিবন্ধং ।

চিরমপহারত বৈরপদাশুভপরিমলকৃতরতিবন্ধং ॥ ১ ॥

রাধে ভজ ব্রজরাজকুমারং ।

সুহৃদমভিসর মম বচনেননু মা কুরু মনসি বিচারং ॥ ৫ ॥

পথি পথি তব দাসী জন পদতল বিলুষ্ঠিতমৌলিশিখণ্ডং ।

সা কুবিলোচনমবনীলোচনমতিপাণ্ডুরমৃহগণ্ডং ॥ ২ ॥

বিষম কুসুম শরশরভর জর্জরমতিসুকুমারশরীরং ।

নিরবধি তব সঙ্গ রসলালস মানস যশমধীরং ॥ ৩ ॥

অদ্বুতকোটিমনোভবমোহনগুণলাবণ্যনিধানং ।

তব পদ দাসতয়ার্পিতবস্ত্রং স্ব যুগলদভিধানং ॥ ৪ ॥

নিভৃতনিকুঞ্জতলে তব নাগরি নামপদানি জপস্তং ।

ধায়ত তবরূপ বিলাসং সাস্তুতয়া নিবসস্তং ॥ ৫ ॥

ত্বয়ি সহজানুরাগ রস বিহ্বলমপি ন স্পৃহ তনুগেহং ।

অনলঙ্ঘ্য মার্জিত জনিতোজলঃ পীতাম্বরবরদেহঃ ॥ ৬ ॥

প্রাণকোটীসু নিরাজিত সুললিতপদনখরুচিলেশং ।

তব পরিরন্তণে রসপরিমাশাধৃতজীবন মণিমেঘং ॥ ৭ ॥

শ্রীব্রষভানুসূতা পদরজজীবন রসদ সরস্বতীগীতং ।

জনয়ত তদ্রসমৃষ্টিপদাধুজভাবমুদারমধীতং ॥ ৮ ॥

অয়ি কিমপি কুরু ত্বং রক্ষলোকক্লেশং মম তু সখি গঠেব প্রায়শো জীবিতাশা ।

চরকতমণিভাস্য তেন জাম্বুনদাভ্যাং তব যদি ন হি বীক্ষ্যে ভ্রূসীমক্ভূষাং ॥ ৯ ॥

মঞ্জুস্তং কুচকুম্বাক্ষমুনাতির্যোদকে বেণুভি-

স্তুতাঃ শ্রীপদপঙ্কজাঙ্কিতভুবঃ সর্বাঙ্গসম্মার্জয়ন্ ।

তদ্ব্যষ্যেব গতাগতং বিচরয়ন্নিত্যং সহ প্রেক্ষণেঃ

কোপি শ্রামকিশোরকো ব্রজপুরস্ত্রীলম্পটঃ পাতু বঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রাসানুনায়ে নাম পঞ্চমঃ স্বর্গঃ ।

ষষ্ঠসর্গঃ—চতুররাধেশঃ ।

প্রতিমধুর বিচিত্রকলতানর্তনে  
 প্রহিতসমর সখ্যং খেলয়ন্তী মনোজং ।  
 ললিতগতিবিলাসৈনুপুরুষানরম্যৈঃ  
 ক্ষণমপি নহি রাধামাধবে ধৈর্য্যমাধাৎ ॥ ১ ॥  
 বহিঃ কিং নির্যায়াদপি ন ভবিতা তদুগুরুজনঃ  
 কিমু স্মিতা স্মিতা ময়ি কুটিলদৃষ্টিং রচয়িতা ।  
 বিলম্বা স্থানাদপ্যধিকপটেন প্রিয়সখি  
 যথাপৃচ্ছেন্মুগ্ধা নবঘনরুচিঃ কোয়মিতি মাং ॥ ২ ॥  
 ইতি বহুবিধচিত্তা ব্যাকুলো গোকুলেন্দুঃ  
 শ্রমজসলিলবিন্দু শ্রীমুখো ভক্তবজ্রঃ ।  
 ব্রজপুরউপহতা মৎসবে কপি যাত্তীং  
 রহসি নিজসখীভির্বাণ্য রাধাং জগাদ ॥ ৩ ॥

শ্রামগুঞ্জরীরাগেণ গীয়তে ।

দেহি বিবৃত্য কুপামৃতদৃষ্টিং  
 সময় মম অর শরশিখি বন্ধিচি বৃষ্টিং ॥ ১ ॥  
 রাধে ব্রজপতি নন্দকুমারং  
 পরিচিন্তু মামধিগতরসসারং ॥ ২ ॥  
 দর্শয় হাস্তমনোহরমাস্ত্রং  
 বিতর সুধাকরকোটীসু হাস্তং ॥ ২ ॥  
 ত্বয়ি রুচি দামিনি সুচরধ্বতাশং ।  
 কিমপি সমাদিশ নিজপদদাস্ত্রং ॥ ৩ ॥

তব কুচপরিবৃত্তপরলোলং ।

মামবলোকয় গলিতনিচোলং ॥ ৪ ॥

নিজকরগত তাম্রলম্বাণ্ডং ।

বিতর কৃপা যদি বিকসিতগণ্ডং ॥ ৫ ॥

অভয়মলজ্জমলং কুশচেষ্টং ।

কথমিব পশুসি মম ন কৃতেষ্টং ॥ ৬ ॥

ভবতুমমাত্ত শুভা রজনীয়ং ।

তনু তব রতিসুখমনুভবনীয়ং ॥ ৭ ॥

ইতি রসসার সরস্বতিগীতং ।

রচয়তু হরিপদ রসমুপনীতং ॥ ৮ ॥

তথাহি । বদ বহু তব কক্ষং পশু মাং শ্বেন দৃষ্ট্বা

কুরু চরণপ্রহারং গচ্ছ বা চাবহেলং ।

প্রেমদমনমাত্তনু কুবাহ্যাস্তরাগ্না

ন খলু ন খলু কুষো রাধিকে ত্রাং জহাতি ॥ ৯ ॥

ন হি নৃপতিভয়ো মে নো পুনরলোকলজ্জা

ন চ মম কুলশীলখ্যাতিরক্ষাত্তপেক্ষা ।

তব কুটিলকটাক্ষস্তীক্ষ্ণবাহুৈঃ ক্ষতোহং

তব কুচপরিবৃত্তে নৈব জীবামি রাধে ॥ ১০ ॥

অথ প্রেমরসাগাধা রাধা সাধারণক্রমাৎ ।

প্রাহ প্রিয়সখীমেতত্তপশ্চতি মাধবে ॥ ১১ ॥

যথা মালব গোড় রাগেণ গীয়তে ।

ভুবনবিদিত পরিগুদ্ধকুলদয় ময়ি নিধুতকলঙ্কং ।

মম চ সুবিশ্রুতশীলমহোদয়মদধীরয়গতশঙ্কং ॥ ১ ॥

সখি হে বারয় ব্রজপতিস্নহুং ।

ন হি পরপুরুষে মম রতিরূদয়ে যদি কলয়ে নিশিভাং ॥ ১ ॥  
 গোকুলভদ্রকৃতোহস্য যুজ্যতেহয়মতিচূর্ণয়লীলা ।  
 রাগজ নষ্টগণেপি বিরাজতি কিমু মতি রসিক সুশীলা ॥ ২ ॥  
 তিষ্ঠতি পথমবরুদ্ধ তথাঞ্চলমপি কলয়িতুমুসারী ।  
 সকলমিদং বিনিবেদয় নিজসুতমবতু ব্রজেশ্বরনারী ॥ ৩ ॥  
 নাস্বকৃতে বিদধাসি স্মৃৎ সখি যমুনা নীর বিগাহং ।  
 কিমু কলং চাটুশতং কুরুতে ময়ি যদতি নিয়ম কাচনাহং ॥ ৪ ॥  
 বৃন্দাবননির্দাপনেতি প্রফুল্লিত নবনবমল্লিবিভানং ।  
 প্রতিদিনমহমুপযামি কুসুমচর উহ প্রতিষেধতি যানং ॥ ৫ ॥  
 নিদ্রিত রতিজননিকরে যদি মম গৃহ মমৈতি নিশান্তে ।  
 অহমতি জাগরণেন কৃতস্তিতিরপি ভবিতাস্মি নিশান্তে ॥ ৬ ॥  
 যদি নহি নহি বচনেন কথঞ্চন ধাত্ততি সখি মম বাহং ।  
 কলয়সি যদি মম সতানহো সখি মোহততিং তুরনাহং ॥ ৭ ॥  
 ইতি রসসার সরস্বতিবর্ণিতরাধাবচনবিলাসং ।  
 অতি চতুরায়িতচারুতরঞ্চিকমুপগায়তি সবিলাসং ॥ ৮ ॥

তথাহি । কথয় সখি যশোদা নন্দনং রাধিকা তে

পততি চরণমূলমুগ্ধতাং মোক্ষয়স্ব ।

স্বর বশকুলজায়াঃ কেলিরঙ্গপ্রসঙ্গাৎ

বিরম কুরু স রামঃ কাননে নিত্য খেলাং ॥ ১০ ॥

শ্রবণেন নিপীর রাধিকা রসবৈদগ্ধ্য গভীর ভাবলীং ।

ললিতাথ জগাদ নির্ভর প্রণয়ানন্দরসাতিপেশলং ॥ ১১ ॥

যথা গুর্জরীয়াগেণ গীয়তে ।

নিপততি চরণে গুঞ্জাভরণে গোকুলরাজকুমার ।

বিধুমুখি ভাগ্যং পরমপি মৃগ্যং কিমপরমিহ সংসারে ॥ ১ ॥

শ্রাম শরীরে মদনাধীরে ন কুরু হ সখি রাধে ॥ ৫ ॥

নিরবধিসদয়ে তুঃখিতহৃদয়ে প্রকটয় করুণা যোকে ॥

ন গণয় লোকং নাশয় শোকং কুরু সন্মিতমবলোকং ॥ ২ ॥

পরিহৃতসকলং প্রিয়মতিবিকলং ঘনঘনকুতনিঃশ্বাসং ।

প্রতিপদমধুরং স্মর শরবিধুরং জীবয় নিজপদদাসং ॥ ৩ ॥

মা বদ পরুষং কুরু ময়ি ন রুষং বিরচয় ন ক্রভঙ্গীং ।

হরিমুখকমলে নবরসবিমলে খেলয় লোচনদৃষ্টিং ॥ ৪ ॥

দর্শয় বদনং বিস্মিতমদনং রাকাচক্রমনোজ্ঞং ।

বঞ্চয় ন গণং নিজমতস্বজনং ললিতানঙ্গরসসঙ্গং ॥ ৫ ॥

ব্রজপতিতনয়ে কতবহোবিনয়ে ত্রিভুবনমোহনরূপে ।

নেয়মুপেক্ষা তব শুভকক্ষা জাগ্রতি মমথভূপে ॥ ৬ ॥

নিগদ সহাস্তং দয়িত বত স্বং পরিচরেঙ্গিতমঙ্গং ।

ভ্রমদলিপুঞ্জং নবনবকুঞ্জং কুরু সখি কিশলয়তঙ্গং ॥ ৭ ॥

শ্রুতিহর চরিতা নধুরিনভরিতা মঞ্জুল রস মঞ্জুষা ।

রসদ সরস্বতি রাগতি মধুমতি ভবতু তব শ্রুতিভূষা ॥ ৮ ॥

এ সখি কিমু সখি ত্বং নৈব পীতাম্বরান্তে

কুচযুগমপরস্বস্পর্শযোগাং কথঞ্চিৎ ।

বদনকমলগন্ধৈঃ কৃষ্ণভঙ্গোন্নয়ন

ভ্রমতি তব কথাং বাস্যতা কারয়ন্তি ॥ ৯ ॥

কোয়ং দ্বারি বিধুঃ প্রিয়াণি তদশাবলম্বতাম্বরং

বালে নায়ক এষ তে কিল তদাহারান্তরে তিষ্ঠতু ।

মুগ্ধে মাধব দোসহাক্ষরিত হু ন্যাস্যং নোভবেৎ

রাধায়া ইতি বাক্চলেন সহসা শ্লেষী হরিঃ পাত্ত বঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে চতুররাধেশো নাম ষষ্ঠঃ স্বর্গঃ ।

## আনন্দ ।

“শ্রীচৈতন্যপ্রভুঃ বন্দ্যে বালোহপি বদন্তুগ্রহাৎ ।

তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত-সাগরম্ ॥”

কি চাও ? মন, সত্য বল,—প্রতারণা করিও না, আপনি ঠিকিবে,—  
যথার্থ বল, তুমি চাও কি ? তোমার প্রার্থনার বস্তু কি ? তোমার অখিল  
অনুজ্জগৎ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, তুমি আমার এই প্রশ্নের  
সহৃদর প্রদান কর । ভয় নাই আমি নিশ্চয় বলিতেছি,—তোমার  
প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিব ।

ভাবিতেছ ? বেশ ; উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখ ; ভাবিয়া, বল । কি  
বলিতেছ ? বল ! আনন্দ !” হাঁ, যথার্থ বলিয়াছ ;—ইহাই তোমার  
যথার্থ প্রার্থনার বস্তু ; আনন্দই তোমার যথার্থ মূল প্রয়োজন ;—আমিও  
তাঁহা বেশ জানি । তুমি ঐকান্তিক আনন্দেরই একান্ত কাঙ্গাল । এই  
আনন্দ লাভের জন্তই তুমি বিরাট্ ভবের হাটে পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়া  
নানাস্থানে কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিতেছ । তাহারই জন্ত তুমি  
তোমার সর্বস্ব ব্যয় করিতেও প্রস্তুত । বেশ ; মন, আজ আমি  
তোমার সরল ভাব দেখিয়া,—চিরবন্ধ তুমি, তোমার সরল ভাব দেখিয়া  
পরম প্রীত হইয়াছি ; চির চঞ্চল তুমি, তোমাকে অল্প ক্ষণের জন্তও  
আজ এরূপ অচঞ্চল দেখিয়াও আমি বড় সুখী ! আচ্ছা, এখন সত্য বল  
দেখি,—কিরূপে কোথায় কোথায়, তুমি আনন্দের অন্বেষণ করিয়া কি  
কি ফল পাঠিয়াছ ?

মন বলিল,— তবে বলি শুন ; আমি এই অতি বিচিত্র অত্যাশ্চর্য্য  
ভবের হাটে, প্রথমেই দেখিলাম, একটি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী নব-

সুবহী ভুবন মনোমোহন বেশে সকলের কেন্দ্র দেশে উত্তম আসনে উপবিষ্টা আছেন । তাঁহার পার্শ্বে আর একটি পরমা সুন্দরী নবীনা-রমণী, প্রথমার সখী রূপে বিরাজ করিতেছেন । সম্মুখে একটি সুবর্ণ পাত্রে অতীব লোভনীয় রূপে চারি প্রকারের চারিটি ফল সজ্জিত রহিয়াছে । তার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, এই মূল চারি প্রকার ফলই নানা প্রকারে প্রস্তুত করিয়া, নানা ভাবে সুরক্ষিত করিয়া শত শত বিপণী সাজাইয়া, শত শত বাক্তি, ঐ অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই সহকারী রূপে থাকিয়া, বিভিন্ন ক্রেতাদিগকে বিবিধ মূল্যে বিবিধ পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে । লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নর নারী বাল-বৃদ্ধ মন্ত্রমুগ্ধের ছায় আকৃষ্ট হইয়া, পরমানন্দে, আপন আপন ইচ্ছা ও অভিরুচিমত ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেছে । কেহ বা তুচ্ছ বিষয় লইয়া মহাদম্ভে বিষম বাদানুবাদ—কলহ কোন্দলে রত হইয়াছে । ঘোরতর ‘হট্টগোল আরম্ভ হইয়াছে । ‘আমি’ ‘আমি’ ‘আমার’ ‘আমার’ অনিবারে এই শব্দই উঠিতেছে । শুনিলাম, ঐ দেবীর নাম ‘বিষ্ণুমায়ী’ আর তাঁহার গ্রাণপ্রিয়া সখীর নাম অবিদ্যা বা জীবের অহমিকা’ ।

“অত্যাশ্র জীবগণের ছায় আমি ও কি জানি কি মোহিনী-শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ঐ অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীরই সমীপবর্ত্তি হইলাম । তিনি অতিমধুর স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি চাই ? আমি বলিলাম আনন্দ । তিনি তখন মধুরতর মুছ হাসিতে ঘোহের কাঁসীতে আমাকে মুগ্ধ ও বদ্ধ করিয়া কহিলেন—”ওরে জীব, তুই যখন এখানে আসিয়াছিস্ তখন আর তোর ভাবনা কি ? উচিত মূল্য দিলে এই স্থলেই তুই তোর সমস্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু অনায়াসে হস্তগত করিতে পারিবি । এই যে চারিটি ফল দেখিতেছিস্ ইহাদের নাম,—ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ ।

কল্পবৃক্ষের ইহাই অতি উৎকৃষ্ট ফল । আনন্দ রস ইহাদের মধ্যেই নানা ভাবে পূর্ণ আছে । তুই আমার এই বিরাট হাটের মাঝে যেখানে যেভাবে যেটী ইচ্ছা লইয়াই আশা পূর্ণ করিতে পারিবি । তাহার কথা শুনিয়া, তাহাতেই বিমুক্ত হইয়া এই হাট, যে যখন যাহা চাহিয়াছে তখন তাহাকে তাহাই দিয়া,—এমন কি হৃদয়ের শোণিত অবধি অকাতরে অজস্র ঢালিয়া দিয়া,—আমি একে একে নানা প্রকার ঐ প্রথম ত্রিবিধ ফলেরই পুনঃ পুনঃ আশ্বাদ গ্রহণ করিয়াছি । কিন্তু কিছুতেই আমার আত্মা পারিতৃপ্ত লাভ না করায় শেষে সর্বস্বান্ত হইয়া ঐ মোক্ষ নানক শেষ ফলটী লইয়া, অনেক নাড়া চাড়া করিয়াও, তাহার অতি কঠিন জগাবরণ ভেদ করিতে না পারিয়া স্তবরাং তাহা হইতে কোনও রসই না পাইয়া,—হে অন্তরের অন্তরতম মহাপুরুষ,—আমি অবশেষে আজ তোমারই শরণাপন্ন হইয়াছি । আমি অতি দীন—একান্ত সম্বল হীন । এখন রক্ষা কর তুমিই আমাকে ! ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ আনার ওষ্ঠাগত !”

হায় রে, মায়ামূঢ় মন ! তোমাকে আর বলিব কি ? তোমাকে বলিবার আর কি আছে ? ‘ছরতারা, মারাই তোমার মাথা খাইয়াছে । ~~তোমাকে~~ সর্বস্বান্ত করিয়া সে তোমাকে বিষম বঞ্চনা করিয়াছে । তুমি সাধু মহাজনের শ্রীচরণে সুপরামর্শ না লইয়া, কুজনের কুহক ছলনে, ‘পুষ্পিত বচনে, বিমুক্ত হইয়া, কুস্থানে পড়িয়া, কুরসের পুনঃ পুনঃ আশ্বাদনে একবারে মহা বিকারগ্রস্ত হইয়া মরিতে বসিয়াছ । হায়, হায়, তাম না তুমি, কি ভয়ঙ্কর কালকূট বিষ ফল আদর করিয়া তুমি হাতে তুলিয়া লইয়াছ ! কিন্তু ভাগ্যবান তুমি,—এই অবস্থায় আমার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছ । যদি আসিয়াছ এস, কাছে এস ;—অনন্ত লক্ষ্য হইয়া আমার দিকেই এস,—স্থিতিতে এই স্থলেই উপবেশন কর,

আমারই হাতে ঐ গরল ফলটি অর্পণ কর, আমিই তোমার বিকার নাশের ও ক্ষুৎ পিপাসা শাস্তির বিহিত ব্যবস্থা করিতেছি ।

ওরে মানন্দের কাঙ্গাল, আনন্দ কি তোমার এতই স্থলভ, যে তুমি তাহা যথা তথা যে কোনও উপায়ে প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইবে ? না না, তাহা হইবার নয় । তবে, তাহার ঈষৎ-অনুভাব-যুক্ত তাহারই অত্যন্ত আভাসে, বিফল অনুকরণে ক্লান্ত, কোন কিছু কোথাও কখন পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু হৃৎকের পিপাসা ঘোলে মিটিবে কেন বাপ ? ধর্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, সকলই তো কালনাশ্য বস্তু ; এই আছে, এই নাই, পাইয়াও কাহাকে ইচ্ছামত উপভোগ করিতে পার না । দেবীধাম ব্রহ্মাণ্ডের চরম সীমা ব্রহ্মলোক হইতেও কালবশে জীবকে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইতে হয় । ইহাতে কি কখন যথার্থ আনন্দ লাভ হইতে পারে ? তবে এখনও তোমার সন্দেহ আছে এই শেষ ফলটিকে লইয়া ; ভাবিতেছ, যদি ইহা হইতে তোমার আশা পূর্ণ হয় । বেশ, এস, ইহাও আমি তোমার সাক্ষাতেই ভাঙ্গিয়া দেখাইতেছি, ইহাতেও তোমার অভিলষিত বস্তুর যথার্থ বিद्यমানতা নিশ্চয়ই নাই । ইহাতেও তোমার প্রয়োজন সিদ্ধি কদাচ হইবে না ।

মোক্ষের অপর নাম 'মুক্তি' । মায়ার হাতে ইহা বিক্রয় হইলেও, তথাকার ক্রেতৃগণ ইহাকে লইয়া কিছুকাল নাড়া চাড়াই করে । তাহারা স্বইচ্ছায় ইহাকে ভাঙ্গিতেও পারে না, সুতরাং ইহার রসও আনন্দন করিয়া সাধ মিটাইতে পারে না । ইহাতে তাহাদের কাকের বিল ফল আনন্দনের মতই ফল হয় । স্বয়ং শ্রীভগবানে কোনও সম্বন্ধ ব্যতীত কেহই অল্প কোনও উপায়ে কদাচ এই ফল প্রকৃতপক্ষে পায়ও না, ভোগও করিতে পারে না । মায়ার ছলনার মুগ্ধ হয় মাত্র । যাহার বন্ধন, অর্থাৎ যিনি বাঁধিয়াছেন, স্বয়ং সেই সর্বমুলাধার সর্বশক্তিমান

অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ব্যতীত, আর অন্য কাহার সাধ্য যে তাঁহার বাঁধা বাঁধন স্বইচ্ছায় মোচন করিয়া বন্দীকে মুক্ত করেন? বন্ধন মোচন না হইলে তো আর মোক্ষ নয়? প্রথমতঃ, একটি চিত্র দেখাইয়া বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ঐদেখ এককেন্দ্রী কয়েকটি মণ্ডল। ইহার অভ্যন্তরস্থ মণ্ডলটিকে গোলোক তদ্বহির্দেশস্থিত বৃত্তটী পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ ধাম জানিবে। ইহার বাহিরের মণ্ডলটিকে জ্যোতির্শ্ময় সিদ্ধলোক বা মোক্ষলোক (‘অমৃত’) মনে কর এবং সর্বশেষের মণ্ডলকে কারণার্ণব বলিয়া স্বীকার কর। (এই কারণার্ণবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্বপের জ্ঞান অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান রহিয়াছে। পরে এই চিত্রটী সন্মুখে রাখিয়া, স্বয়ং শ্রীভগবানের অঙ্গ স্বরূপ, সর্ববাদবিধগুণিত, সর্বশাস্ত্রসারাৎসার সুপ্রস্থিত, সর্বোপরিস্থিত চরম ও পরম সিদ্ধান্ত গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোক্ত অংশ গুলি সাবধানে পর্যালোচনা কর।

“ব্রহ্মসামুদ্র্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি ।

বৈকুণ্ঠ বাহিরে তা সভার হয় স্থিতি ॥

বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্শ্ময় মণ্ডল ।

কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জল ॥

সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার ।

চিৎস্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥

সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্বিশেষ ।

ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥

\*

\*

\*

“বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্শ্ময় ধাম ।

তাঁহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি ।

অনন্ত অপার, তার নাহিক অবধি ॥”

মুক্তি পাঁচ প্রকার, সালোক্য, সামীপ্য, সার্টি, সাক্ষ্য এবং সাযুজ্য। প্রথম চারি প্রকার মুক্তিতে জীব মায়াযুক্ত হইয়া, বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের পার্শ্বদ হন। ইহারাও ভক্ত। মায়ার অধিকারের ব্রহ্মনিষ্ঠ, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী বা নিরাকারবাদী নহেন। ভাব-বিশেষে ভক্তই এই সকল সবিশেষ শ্রেষ্ঠ মুক্তি বা গতি লাভ করিয়া দিব্যদেহে, বৈকুণ্ঠে বাস করেন। যাহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ সাধক তাঁহারা ঐ সকল গতি প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা তন্মিয়ে সাযুজ্য মুক্তির বা আত্ম বিনাশের অধিকারী। মুক্তি বা মোক্ষ বলিতে বিশেষ অর্থে ইহাকেই বুঝায়। ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকগণ শুদ্ধ জীবাত্মানুভূতি রহিত কণ্ঠ-তিরিক্ত কল্পনাগ্রন্থত অত্মানুভূতিকে মুক্তি বা মোক্ষ বলিয়া লক্ষ্য করেন। অনেক কৃচ্ছ্রসাধনার পর, কদাচিত্, ক্রোধেচ্ছায়, স্বীয় সাধন পথে নিজাত্মার শুদ্ধ অনুভূতি ছাড়িয়া কাল্পনিক অনাত্মবস্তুকে আত্মভ্রান্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিলেও ব্রহ্মানন্দী সিদ্ধগণ, এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীহস্তে নিহত দুরন্ত দৈত্য দানবগণও, ঐ জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোকেই আপনার শুদ্ধ আত্মার সত্তা হারাইয়া, সাযুজ্য বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ইহাই বদ্ধজীবের মর্কটনাশ কৃষ্ণবিমুখের ইহাই চরম দণ্ড Capital punishment ইহাই শুদ্ধ আত্ম-বিনাশে দুঃখের ও একান্ত নির্বাপন হয় মাত্র। তাহাকেই যাহা বল, বলিতে পার; কিন্তু, যথার্থ সুখ বা আনন্দ বলিয়া কিছু অনুভব করিবার শুদ্ধাত্মা কেহই এখানে থাকেন না। মায়াবাদ দ্বারা অনাত্মাকে একাত্মা কথিত হয় মাত্র তাহাই মায়াস্বরূপ। তথায় ভোক্তা ভোগা ভেদ থাকে না। তজ্জন্মই কৃষ্ণানুরক্ত ভক্ত মহাত্মাগণ, যাহারা কেবল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-বানের নিত্য সেবানন্দে তাঁহার অনুপম সেবার জন্তই একান্ত লালসিত,

তঁাহারা ভগবৎ সেবা নামী নিত্যাবুত্তির হিংসারূপ নির্বাপন মুক্তির নাম  
মাত্রই ভীত ও ঘৃণাযুক্ত হন । তঁাহারা তঁাহাদের প্রাণ কৃষ্ণের-শ্রীপাদ-  
পদ্ম সেবা বুদ্ধি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ভীষণ নরকমধ্যেও প্রবেশ করিতে  
প্রস্তুত, তথাপি এই সর্বনাশ কোনক্রমেই লইতে প্রস্তুত নহেন । তঁাহারা  
আপন স্মৃথ ভৃংখের প্রতি কদাচ লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান না ; তঁাহারা  
কৃষ্ণস্মৃথেরই একান্ত অভিলাষী । বাঞ্ছা কল্পতরু ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দও  
তঁাহার এই প্রাণ প্রিয়তম ভক্তগণকে নিত্যদেহে আপন নিত্যানন্দ ধামেই  
স্বীয় লীলা পরিকররূপে গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ করেন । তঁাহারা সিদ্ধ-  
লোক অতিক্রম করিয়া, বৈকুণ্ঠ এবং তত্‌পরি—সর্বোপরি শ্রীগোলোকে  
গতি লাভ করিয়া তথায় নিত্য নব কৃষ্ণপ্রেমানন্দের অধিকারী হন ।

“সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম ।

শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥”

ইহা শ্রীবৈকুণ্ঠেরই অন্তর্নিহিত একটি পরমোন্নত পরম নিভৃত লীলা  
নিকেতন । সুবিশুদ্ধ প্রেমভক্তগণই এই স্থলে স্বরূপানন্দের নিত্যানন্দী ।  
ইহা অতি গুহ্য হইতেও গুহ্যতম ।

মন, এখন বুঝিলে কি,—কি বস্তু ঐ গোক্ষ ফলটি ? বুঝিলে কি,  
দেখিলে কি, কি ভীষণ সর্বনাশকর কালকূট ইহার অভ্যন্তরে রক্ষিত ?  
দেখ, বতক্ষণ অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা, ততক্ষণই বিরূপ আত্মসুখেচ্ছা বা অনাস্ব-  
সুখেচ্ছা, বতক্ষণ অনাস্বসুখেচ্ছা, ততক্ষণই আনন্দ লাভের পথ রুদ্ধ । \*

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

“অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব ।

ধর্ম্ম অর্থ কাম গোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব ॥

\* “ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিণ্ডাচী যদি বর্ত্ততে ।

তাবদ্ভুক্তিস্থস্তাত্ৰ কথমভ্যাসয়ো ভবেৎ ॥” ( ভক্তিরসামৃত সিন্ধু । )

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান ।

• যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্বান ॥

• কৃষ্ণভক্তির বাধক বত শুভাশুভ কৰ্ম্ম ।

সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্ম্ম ॥”

অতএব, বেশ বুঝা যাউতেছে,—তুমি বাহার জন্ম জগৎ ঘুরিতেছ, যথা তথা অনুসন্ধান করিতেছ, তোমার সেই চির আশার ধন আনন্দ এই অজ্ঞান তমো-ধর্ম্ম-ময় মারার রাজ্যে তোমার সেই প্রভু অভিমানে কখনই মিলিতে পারে না । ভবের হাটে কাম-মূল্যে তাহা কেহই কিনিতে পারে না । কালনাশ ধর্ম্মার্থকামে তাহা তো থাকিতেই পারে না ; অধিক কি যোগীজনবাঞ্ছিত কালাতীত মোক্ষও তাহা একান্তই অসম্ভব । স্বয়ং ভগবান্ সর্বকারণ কারণ শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধ-ভক্তিযোগ ব্যতীত এবং তাহার অনুরায় অত্যাশ্রয় সর্ববিধ অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম বিষয়ের চিন্তা পর্য্যন্ত বর্জন দ্বিন্ন, অত্ৰ কোনও উপায়ে, কেহ কদাচ যথার্থ আনন্দের অধিকারী হইতে পারেন না । এই পরম সত্য ঐকান্তিক আনন্দের একমাত্র আশ্রয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম !!!

ঐ শুন, তাঁহারই সাক্ষাৎ কথিত সেই শ্রীমুখপদ্ম নিঃসৃত মহাবাণী ;—

“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতম্যাব্যয়স্য চ ।

শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মশ্চ সূখসৌকান্তিকস্য চ ॥

( শ্রীগীতা ১৪।২৭। )

সাধবানে এই শ্লোকটি পর্যালোচনা কর । জান, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র “সর্বাশ্রয়” “সর্বধাম” ; তাঁহাতেই “সর্ববিশ্বের বিশ্রাম শ্রীচরিতামৃতে—“কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম । কৃষ্ণের শরীরে সর্ববিশ্বের বিশ্রাম ॥” এই শ্লোকে সেই কথাটি তিনি বলিতেছেন । এক ইক্ষুদণ্ডেই যেমন রস, গুড়, চিনি ও মিশ্রী আছে ; এবং বিভিন্ন

প্রক্রিয়া হইতে যেমন তাহাদের উত্তমাত্মতম বস্তু উদ্গত হয় ; প্রায়\*  
 তেমনই, এক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সাধক, ভিন্ন ভিন্ন সাধনার  
 দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ করেন । এই শ্লোকে তিনি বলিতেছেন,—  
 “আমি ( স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ) ব্রহ্ম, অব্যয়, অমৃত, শাস্তত ধর্ম এবং  
 ঐকান্তিক সূত্রে প্রতিষ্ঠা ( আশ্রয় । ” ) এখন দেখ, ইহাতে পর পর  
 চারিটি বস্তুর উল্লেখ হইয়াছে, যথা,—

- (১) ব্রহ্ম
- (২) অব্যয় অমৃত
- (৩) শাস্তত ধর্ম
- (৪) ঐকান্তিক সূত্র ।

অতঃপর, একে একে এই গুলির তাৎপর্য আলোচনা কর—

(১) ব্রহ্ম;—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিই ব্রহ্ম । “যদদ্বৈতং  
 ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্ত তনুভা ।” এই ব্রহ্ম রূপ ‘তনুভা, বা অঙ্গকান্তিই  
 সর্বময় সর্বব্যাপী বিরাট চৈতন্য । ইহারই আভাস ক্ষেত্রবিশেষে স্নানো-  
 জ্জলভাবে প্রতিকলিত হইয়া জড় প্রকৃতিকে চৈতন্যময়ী করিয়া, ব্রহ্মাদি  
 কীট পতঙ্গাবধি সর্ব জীবে বিবিধ বৈচিত্র্য বিকাশ করেন । ইহাকে না  
 জানিয়াই জীব আপন ‘স্বরূপ’ হারা হইয়া, “আমি অমুক” বলিয়া  
 একটি মিথ্যা অভিমান ও অভিধান প্রাপ্ত হয় । অবিদ্যা এই মিথ্যা  
 বোধোদয়ের কারণ । সুবিহিত সাধনার দ্বারা জীবের এই ভ্রম নষ্ট হইলে,  
 সে আপন চিত্তরূপ স্বরূপ অনুভব করিতে পারে । তখন সে সর্বস্থলে  
 এক—অদ্বিতীয় চৈতন্য ( ব্রহ্ম ) রস্তুই দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় ।

\* ‘প্রায়’ বলিবার তাৎপর্য ; পূর্বেই বিষয়ে জীব ইচ্ছামত যে কোন বস্তু প্রস্তুত  
 করিয়া লইতে পারে ; কিন্তু শেরোক্ত বিষয়ে কৃষ্ণেচ্ছায়ই একান্ত বলবতী । ইহা তাহাকেই  
 সম্পূর্ণ অধীন ।

কিন্তু, দূরদৃষ্টিহীন শিশু যেমন সুদূরাকাশে সূর্য্যদেবকে না দেখিয়া, অধোদেশে প্রস্থত উজ্জল কিরণ রাশিই দেখে মাত্র, তেমনই, ঐ সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনকারী সাধক ও তখন, ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে না পারিয়া, কেবল তাঁহার অঙ্গকান্তি রূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুই দেখেন। এইরূপ ব্রহ্মদর্শনে ঐ রূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মবিৎ সাধক ও জীবমুক্ত হন। কিন্তু, “শুক জ্ঞানে জীবমুক্ত অপরাধে অধোমজে ॥” অর্থাৎ এইরূপ জীবমুক্ত অবস্থা হইতেও তাঁহাকে পুনর্ব্বার অবিস্থার ঘোর অন্ধকারে মগ্ন হইতে হয়। এ অবস্থা অনব্যয়।

(২) অব্যয় অমৃত ;—ইহাই নিত্য মোক্ষ ; ইহা নাশরহিত। ইহা প্রথমোক্ত ভাবেরই বিশেষ। কৃষ্ণেচ্ছায়, প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে বাহাদের অধঃপতন না ঘাট, তাঁহারা উক্ত আত্মধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ পরমাত্মধর্মে স্থিত হইয়া, বহু সাধনার পর, এই গুণাতীত অব্যয় অমৃতের অধিকারী হন। এই অমৃত লাভ ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে কদাচিৎ হয় ; হয় না বলিলেই হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত, কিন্তু, এ অবস্থাকেও মাত্র একতম সোপানরূপে অতিক্রম করিয়াই, পরমোর্দ্ধে পূর্ণানন্দের প্রতিই একলক্ষ্যে প্রধাবিত হন। কিন্তু, কৃষ্ণেচ্ছাক্রমেই, বাহাদের মুমুক্শুরূপ দুর্কাসনাই প্রবল হয়, তাঁহারা এই অবস্থাকেই সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া ইহাতেই সানুজ্ঞা আশা করেন। ইহাই তাঁহাদের নিজ সর্ব্বনাশ !

(৩) শাস্ত্রত ধর্ম্ম ;—ইহাই পরমার্থ বা ভাগবত ধর্ম্ম অথবা জনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের সমাক্ষ অতুষ্ঠান হইতেই জীবের সমস্ত শুদ্ধি ঘটে। যে সমস্ত শুদ্ধির অভাবেই, উক্ত দুর্কাসনার প্রভাব জীবে অক্ষুণ্ণ থাকে ; সুতরাং, আনন্দ লাভের পথও চিররুদ্ধ হয়। এক চিন্তা ভাবে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণসেবাই এই শাস্ত্রত ধর্ম্ম। একমাত্র ইহার আশ্রয়েই ক্ষুদ্র মহৎ উত্তম অধম সকল জীবই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া, সর্ব্বোপরি

‘পঞ্চম পুরুষার্থ’—‘মূল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেমানন্দের অধিকারী হইতে পারেন—নিশ্চয়ই পারেন । সাধুগুরু কৃপায়, পরমসৌভাগ্যে এই পরমার্থ ধ্বংসে যাহার যথার্থ রতি হয়, একমাত্র তিনিই চরমে সর্বব্যর্থসাংসদ্বি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন । ভাবের ইহাই একমাত্র যথার্থ অকুতোভয় পথ !!!

(৪) ঐকান্তিক স্মৃতি ;—কৃষ্ণ প্রেমানন্দই এই ঐকান্তিক স্মৃতি । ইহাই মূল প্রয়োজন । ইহাই যথার্থ আনন্দ । ইহাই নিত্য পরিপূর্ণ এবং নিত্য নূতন । ইহাই শুদ্ধ সাধুভক্তের চির বাঞ্ছিত পরম পুরুষার্থ । ইহার আগে অপর সনস্ত ভোগ স্মৃতিই অতঃপর তৃণতুচ্ছ । শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রিতাম্বুতে ;—

“কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ ।

যার আগে তৃণতুলা চারি পুরুষার্থ ॥

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু ।

মৌজাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥”

মন, এইবার বেশ বুঝিয়াছ বোধ হয়,—তোমার এ মৌজা ফলও অক্ষিপ্ণজ্ঞানার্থ ; তোমার অভিলষিত বস্তু আনন্দ ইহাতে ও একান্ত অসম্ভব । সে আনন্দ একমাত্র প্রেমের নিহিত । সেই প্রেমের পরাশ্রয় ( প্রতিষ্ঠা ) সর্বমুলাধার সর্বময় সর্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রী গোবিন্দেরই শ্রীপাদপদ্ম !!! আর চিন্তা কি ? আর ইতস্ততঃ কেন ? মন রে, তোমার এই দারুণ পিপাসার স্তম্ভীতল বারি,—দারুণ ক্ষুধার অক্ষয় সূধা, যে যথার্থ কোথায়, তাহার সত্য সন্ধান এইবার তো প্রাপ্ত হইলি প্রাপ্তির পথও তো নিশ্চয় করিলি ? তবে, সকল পশ্চাদাকর্ষণ সমূলে ছেদন করিয়া—স্বপ্নে জয় গৌর গোবিন্দ “জয় রাধাকৃষ্ণ !—জয় নিত্যা-

মন বলিয়া, আয়না এইবার আমার সাথে সাথে ! আমরা উভয়ে আনন্দের  
অন্তল স্নগরে শ্রীগোবিন্দ প্রেম সেবা সুখা গ্রাণ ভরিয়া পান করি !!!

সজ্জন চরণ রেণু

শ্রীচণ্ডী চরণ সুখোপাধায় ।

শ্রীকৃষ্ণপুর, বর্দ্ধমান ।

## গোহিতে পূর্বাদেশ ।

The late Secretary of Provisions necessitating to us to take some cows from the Gentues ( Hindoo ) inhabitants to supply the fleet of which they are making complaints to the President and offering to pay four Rupees per head per annum rather than have their cattle killed, being assured we can have a sufficient supply from Scindees Country, and this will be annual emolument to the Rt. Hon. Co.

“Ordered that the Secretary to prepare a proclamation forbidding all persons to kill cows belonging to the Gentues and directing the heads of each caste to collect four Rupees per annum on all cattle belonging to them, and pay the same to the Collector of the Revenues”.

Then again there is article 16 of the Treaty concluded by The British Government with H. H. The Rao of Cutch in January 1815 which contains the following stipulation :—

(2) “The slaughter of cows and bullocks being directly at variance with the religion of the Jharejas and greater portion of the natives of Cutch, the Hon. Company engage to abstain from the slaughter of these animals within the limits of Cutch, and from violating the religious prejudices of the Rao's Subjects.”

Furthermore, it was stipulated in Article 21 of the Treaty of 1819 with the same State :—

(3) "It being contrary to the religious principles of the Jharejas and people of Cutch that cows and bullocks should be killed. The Hon. Company agree not to permit these animals to be killed in the territory of Cutch or to permit in any way the religion of the natives to be obstructed."

Even in the British territory the Hon. East India Co. at times issued proclamations "forbidding all persons to kill any cows belonging to the Gentues" at the following extract from the Bombay Diaries recently published, clearly shows :—

(4) The Translation of what is in Persian on a photograph. "As the land of Baraj, this is to say Mathura, is a great place of worship and devotion of the Hindoos in this land, it is necessary and incumbent that no kind of injury and hurt whatever should be caused to the cows by anyone, nay, they ought to be treated with kindness and mercy. Therefore, His Excellent Honour, one possessing high titles, Samsam-ud-doulah, Sharul-ulMulk khan Dourankham the valiant General Lord Lake Saheb Bahadur Jang Sepahsalar, in whose heart the Great Creator has implanted kindness and mercy, was graciously pleased to issue an order as follows :

"Nobody from the butchers' community etc. whether he be an inhabitant of the city of Mathra or he be a man belonging to the army, or he be one visiting the said city or the army, or he be one belonging to the suburbs of the said city of Mathra, shall kill cows. Therefore, an advertisement is given in this matter that none should kill cows in the above mentioned land, and should anyone be guilty of his act he will be visited with adequate punishment because his excuse will never be accepted in this matter" written on the third of the month of July in the Christian Year 1803, corresponding with the fifth of the month of Rabi-us-Sani in the Hijri year 1220."

In addition to these we find a Purwana or General order dated 20th July 1839, issued by the Governor General of India, to the following effect :—

(5) "As for this, the town of Sirsa has been newly built and the Hindoos from the kingdom of Bagorh within the territories of the Rajasthan have generally settled themselves in it, this general order is therefore issued, as it has been considered fit and proper to do so to avoid complication, that there should absolutely be no slaughter of cows and the like regarded as domestic by the people of this place. It is seriously required that each and all must at all times keep themselves acquainted with the order and must not act in violation thereof, and that whosoever be found to infringe the same would be answerable for the offence of disobedience to order".

শ্রীমাথুর মণ্ডল ও শ্রীগোড় মণ্ডল অভিন্ন । মাথুর মণ্ডলে গবাদির হিংসা বিষয়ে পূর্বাদেশ উপরে উদ্ধৃত হইল । শ্রীগোড় মণ্ডলের কেন্দ্রে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ অবস্থিত । তথায় করুণাবতার প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগোর স্নন্দরের বিহারস্থলী । সেখানে অহিংসাই জীবের নৈসর্গিক স্বভাব । হিংসাবাদ পোষণ করিয়া তথায় কাহারও জীবের দয়ার অভাব না হয় ইহাই বাঞ্ছনীয় ।

## ঝারিখণ্ড পথ ।

ভুবনমঙ্গলাবতার শ্রীমদগোরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর শ্রীনীলাচলে অবস্থিতি করেন এবং সন্ন্যাসের পর চতুর্থ বৎসরে ঝারিখণ্ড পথে বারাণসী হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন । মহাপ্রভুর পর শ্রীল সনাতন গোস্বামীও এই পথে নীলাচলে আসিয়াছিলেন, সুতরাং পথটী তৎকালে একেবারে গমনাগমনের অযোগ্য ছিল না ইহাও বুঝা যায় । এই ঝারিখণ্ড কোথায় জানিবার উৎসুক্য অনেক দিন হইতে আমার হইয়াছিল এবং শ্রীগোর স্নন্দরের রূপায় আজ সেই ঝারিখণ্ডে বসিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি ।

এই স্থলে নিজের একটী কথা উল্লেখ করিব । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যখন দেখিলাম যে মহাপ্রভু বনপথে যাইবার কালীন ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ

প্রভৃতি বহুপশুগণ পালে পালে মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিত তাঁহাতে মনে করিতাম যে ‘পালে পালে’ কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্য না হইতেও পারে, হয়ত গ্রন্থকার দার্ঢ্য জ্ঞাত কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীমৎকবরাজ গোস্বামীর চরণে এই অপরাধ করিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় গোস্বামী প্রভু নিজগুণে দাসকে ক্ষমা করিয়া ঝারিখণ্ডে আনিয়া তাঁহার গ্রন্থের প্রতিবর্ণ যে সত্য তাহা এই অজ্ঞানকে দেখাইয়া দিলেন।

উৎকল ভাষায় ‘ঝাড়’ বলিতে বন বুঝায়; এবং ‘আড়’ বলিতে সমতল ক্ষেত্র বা সমুদ্র তীরবর্তী স্থানকে বুঝায়। ঝাড়খণ্ড বা ঝাড়িখণ্ড অর্থে বহু প্রদেশ বুঝায়। ইহা ছাড়া ভৌগোলিক সীমাবিশিষ্ট কোন নির্দিষ্ট প্রদেশ ঝাড়িখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই। উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর, কটক ও পুরী জেলা ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ যাহাকে গড়জাত বা করদরাজ্য বলে, তাহা সমস্তই ঝারিখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা ছাড়া বিহারের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ ও ছোটনাগপুর ও মধ্য প্রদেশের অনেক অংশ ঝাড়িখণ্ডের অন্তর্গত। অর্থাৎ কটক হইতে কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই ঝারিখণ্ডের অন্তর্গত। এইক্ষণে দেখা যাউক মহাপ্রভুর কোন পথে গমন সম্ভাবনা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামতে দেখা যায়।

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা ।

কটক ডাহিনে রাখি বনে প্রবেশিলা ॥

পুরী হইতে বনে আসিতে হইলে কটক ডাহিনে রাখিয়াই আসিতে হয়, তাহা হইলে ত্রিকবার কাটজুড়ি নদী পার হইয়া পুনরায় মহানদী পার হইতে হয় না, কারণ কাটজুড়ি মহানদীর শাখা, কটকের ২৩ মাইল পশ্চিম হইতে বর্হর্গত হইয়া কটক বামে রাখিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই কাটজুড়ি অত্যন্ত প্রশস্ত মহানদী অপেক্ষা বরং বড়ই হইবে, সুতরাং তৎকালে নদীপারের বিশেষ অসুবিধা থাকায় অনর্থক কাটজুড়ি পার হইয়া

কটকের প্রান্ত দিয়া আবার মহানদী পার না হইয়া কটক ডাহিনে রাখিয়া কাটজুড়ির মোহনার কিছু পশ্চিমে পার হওয়াই সম্ভাবনা । মহানদীর এই স্থানে একটি প্রসিদ্ধ ঘাটও আছে, কিন্তু তাহা মহাপ্রভুর সময়ের কিনা তাহা নির্ণয় করা যায় না । মহানদী পার হইয়াই প্রথমে আটগড় রাজ্যে, (পূর্বে যে গড়জাত বা করদ রাজ্যের কথা বলিলাম ইহাই তাহার পূর্ব সীমায় অবস্থিত) আটগড়ের উত্তর পশ্চিমে ঢেনকানাল তাহার পর ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিম দিকে কেউল্লুর, সিংহভূম, রাঁচি ও প্যালামৌ জেলা, তথায় শোননদী পার হইয়া সাহাবাদ জেলার মধ্য দিয়া মোগলসরাইর নিকট রামনগর বা ব্যাসকাশীর নিকটে গঙ্গা পার হইয়া কিছুদূর গেলেই কাশী । আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বোধ হয় প্রায় কাশী পর্য্যন্তই বন ছিল বর্তমানে মহানদী পার হইলেই বনে প্রবেশ করিতে হয় । রাস্তার দুইধারে বনও পাড়াড় অর্থাৎ গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়াই রাস্তা গিয়াছে । এখন অবশ্য পাকা রাস্তা হইয়াছে, মটরগাড়ী পর্য্যন্ত চলে । কিন্তু তথাপি স্থানে স্থানে দিবাভাগে ভ্রান্তভীতি হইয়া থাকে । ঢেনকানাল রাজ্যের উত্তর পশ্চিম অংশে পালে পালে হস্তা এখনও বেড়াইয়া থাকে । মহাপ্রভু কোন পথ দিয়া বা কোন গ্রামের ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ; কারণ পাকা রাস্তা হওয়ায় তাৎকালিক প্রসিদ্ধ বন্য পথের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছে, তবে এখনও মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের উপর দিয়া খণ্ড বন্যপথ সমূহ বিদ্যমান আছে ।

ঢেনকানাল রাজ্যের মধ্যে বহু প্রাচীন সৌম্য গোংশল ও জয় গোপাল শ্রীবিগ্রহ আছেন । যদি তৃতীয় দিবসে প্রভুর গোপাল দর্শন করা ঠিক হয়, তাহা হইলে এই গোপাল হইতেও পারেন, আবার কেহ কেহ বলেন ঢেনকানাল রাজ্যের উত্তর পূর্বদিকে কপিলাশ পর্বতে প্রতাপরুদ্র প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ আছেন মহাপ্রভু ঐশিব দর্শন করিয়াছিলেন । এ বিষয় বিশেষ

প্রমাণ অভাবে, নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না তবে এই প্রদেশের মানচিত্র দৃষ্টে যে যে স্থানের কথা উল্লেখ করিলাম ঐ সমস্ত জেলা ও ক্ষুদ্ররাজ্যের মধ্য দিয়াই যাওয়া সম্ভব । এই স্থান সমূহ এখনও হিংস্র জন্তুসকুল নিবিড় জঙ্গলে আকীর্ণ । জনপদগুলি বহু দূরে দূরে অবস্থিত । ভিন্নপ্রায় লোক অর্থাৎ অসভ্য আদিম নিবাসী বাঘমাংসসেবী লোক এখনও বিদ্যমান আছে ।

আর একটি কথা শুনিয়াছি যে আটগড়ের মধ্যে খুঁটনি নামক স্থানের ৩ মাইল উত্তরে কৃষ্ণপুর গ্রামে একখানি প্রস্তরের উপর দুইটি পদচিহ্ন আছে উহা মহাপ্রভুর পদচিহ্ন বলিয়া খ্যাত, কিন্তু তাহা শ্রীগৌরান্ধমহাপ্রভুর কি, কি অস্ত্র কাহার, তাহা নির্ণয় করা যায় না ।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর জনৈক শ্রীভক্তিবিনোদ দাস ।

চেনকানাল ।

## সমালোচনা ।

পাগল রাধামাধব । প্রথমখণ্ড । শ্রীরসিক লাল দে দাস এই গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশক । ইহার বিক্রয়লব্ধ আয় সেবা ভাণ্ডারে অর্পিত । আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ডিমাই ১২ পেজীর ৮০ ভূমিকা ও ৭২ পৃষ্ঠা আছে । পাগল রাধামাধবের দেহযাত্রার উপযোগী ১/১ এক সের তণ্ডুল আর চারিটি পয়সার প্রয়োজন । এই গ্রন্থে পাগলের কিছু পরিচয় আছে । তিনি বর্দ্ধমান জেলার মানকর গ্রামের রাইপুর পল্লীতে বাস করেন । গরীব ভাণ্ডারের অতিথিরূপে রসিক বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় । রসিক বাবু বলেন তাহাঁদিগকে কৃতার্থ করিতে সর্ব্ব বর্ণ নিঃশেষে জগতের মঙ্গল সাধনোদ্দেশে পাগল আগমন করিয়াছিলেন । তিনি সাম্প্রদায়িকতা শূন্য খাঁটী বাউল । পাগল লিখিয়াছেন তিনি শ্রীধাম

গোলোক বৃন্দাবন হইতে বংশীরবে রসিক বাবু দিগকে ডাকিতেছেন ।  
 শ্রীভগবান তাঁহার দ্বারা বংশীরব করিয়া ডাকিয়াছেন । তাঁহাকে আর  
 ভবে আসিতে হবে না মা অভয় দিয়াছেন । রসিক বাবু লিখেন  
 “বিজয় দাদা বলেন চরিতামৃতের শুদ্ধমত যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন তবে  
 এই পাগল মানুষ ।” রাম প্রসাদের “মা আমি কি আটাসে ছেলে,  
 আমি ভয় করি না চোক রাজ্যালে । সম্পদ আমার ও রাজ্য পদ,  
 শির ধরেন যা হৃদকমলে ॥” এই ভাবে রাধামাধব অনুপ্রাণিত ।  
 পাগলের মতে “মহাপ্রভু নিগুণ । নিগুণ হইয়াও সগুণ হইতে  
 পারেন । সগুণ দেহ নিগুণ আত্মা । পুণ্যবানের দল ঘোর নামাপরাধী  
 তাহাদের আশু ধ্বংস অনিবার্য । পুণ্যবানের শেষপ্রাপ্তি স্থান ঐশ্বর্য  
 ধাম । পুণ্যবান বিধির ব্যবস্থা লইয়াই বিব্রত । বিধিভক্তি গোণধর্ম  
 ইহা হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত হয় । শ্রীগোপাল ভট্ট তাঁহারই রূপাদেশে  
 বহিরঙ্গা বিধিভক্তির অনুসারে সেবা পূজার বিধি প্রচার করেন ।  
 প্রেমের সাধন গৃহীরই হইতে পারে সন্ন্যাসীর পক্ষে দুর্লভ । সন্ন্যাসীর  
 বিচার পাগল চান না, চান মহাপাপী । যাহারা হরিভক্তি বিলাস  
 সম্ভ্রত সত্য ত্রেতাদির ধর্ম আচরণ করেন তাহারা প্রভুর নিকট অপরাধী  
 হন মাত্র । রাগমার্গ বলপূর্বক প্রচার করাই যুগধর্ম । মাধুর্য্যভাব  
 স্ত্রীলোকের অতি সহজ, পুরুষগণ অনন্তকাল ধরিয়া তর্ক করিলেও  
 এভাব বুঝিতে অক্ষম । নব ছিদ্র বিশিষ্ট মানুষ দেহ যখন নিগুণত্ব  
 প্রাপ্ত হয় তখন ঐ দেহ দ্বারা পরব্যোম হইতে যে শব্দ বাহির হয় তাহাই  
 বংশীধ্বনি । চণ্ডীদাসের ভজনে সিদ্ধের পর প্রকৃতি সঙ্গ । অনুমান  
 অনুসারে ষুগল দেবা প্রকাশিত হয় ইহাতে জগতের ঘোর অমঙ্গল  
 হইয়াছে এবং প্রভুপাদ গোস্বামীগণও এই কারণে ধ্বংসের মুখে অগ্র-  
 সর হইয়াছেন । শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বৃন্দাবনেষ্ণরী । শ্রীমহাপ্রভুর

আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ সিদ্ধের পর বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া সহজ ভজন পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন।” এইরূপ অনেকগুলি কথা এই গ্রন্থে পাঠ করিলাম।

সজ্জন তোষণীর বিজ্ঞ পাঠকবর্গ রাধামাধবের হৃদয়ত ভাবসমূহ উদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতেই জানিতে পারিবেন। আমরা ব্যক্তি-বিশেষের কথা আলোচনা করিয়া কালোত্তপাত করিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু পাগল এক্ষেত্রে অনেকগুলি লোককে তাহার কথায় সংগ্রহ করিয়া উহাই শুদ্ধ ভক্তিব্যঙ্গ বলিয়া প্রচার করিতেছেন ও বুঝাইতেছেন তাহাতে অনেকেই পথদ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এজন্য এই সকল কথা সংক্ষেপে এই স্থলে আলোচনা করিতেছি। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ খাঁটি বাউল নহেন। তাহারা পাগল রাধামাধবের ছায় প্রাকৃত স্ত্রীভক্ত বলিয়া আপনাদিগের ভজন প্রচার করেন না। যেহেতু স্ত্রীভক্তগণকে ব্যাকরণে স্ত্রৈণ বলে, বিষ্ণুভক্তকে বৈষ্ণব বলে। পাগলের ধারণা পুণ্যবানগণ ঐশ্বর্য্যমার্গে অবস্থিত এবং বৈধভক্ত; কিন্তু শাস্ত্র বা গোস্বামীগণের তদ্রূপ ধারণা নহে। পাপ বা পুণ্য কস্মীগণের প্রাপ্য, তাহাতে জীবের বিরূপ ভোগ আছে। স্বরূপ বৃদ্ধিতে কৃষ্ণসেবা নাই। বিধিমার্গের ভক্তগণ কস্মী নহেন। তাহারা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণের দাস। সাধন ভক্তিতে বিধি ও রাগ উভয়মার্গ লক্ষিত হয়। ভাবভক্তির প্রাকট্য বিধিভক্তি রাগানুগায় পরিণত হয়। ভাবোদয়ে বৈধ সাধন থাকে না। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর সাধনভক্তিলক্ষ্যীর ১৪৯ শ্লোকে লিখিয়াছেন।

বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধি।

অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কং অন্তকূলমপেক্ষতে ॥

এইকথা পাগল মহাশয় আলোচনা করেন নাট বা শাস্ত্র দেখেন নাই। পাগলের প্রার্থনা /১ চাল ও চারিটী পয়সা কিছু অযোগ্য নহে তবে

শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস পরমহংস মহারাজ বলিয়া গিয়াছেন যে নিষ্কপটে এক লক্ষ হরিনাম করিলে তাহাকে চারিটি পরমা দেওয়া যাইতে পারে । এই হারে পাগলের প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম করিয়া ভক্তগণের নিকট ১/১ চাল ও চারিগুণ পরমা পাওয়া উচিত । নতুবা নিজ ভোগময় শরীরের জন্মচাল ও অর্থ গ্রহণ করিলে নিহেতুক ভক্তির সাধন হইবে না । প্রাকৃত সকল ভরসা ছাড়িয়া যদি কেহ অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা করেন তাহা হইলে তাঁহার চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহের জন্ম কৃষ্ণ প্রসাদের অভাব হয় না । পাগলের বংশীরবে ডাকা এবং নবছন্দ বিশিষ্ট মনুষ্যদেহ যখন নিগুণস্থ প্রাপ্ত হয় তখন ঐ দেহদ্বারা পরব্যোম হইতে যে শব্দ বাহির হয় তাহাই বংশীধ্বনি এই সকল কথা রসিক বাবুর স্থায় পাগলের ভক্তের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা ভাল । তাহা হইলে গম্ভীরায় ভক্ত হত্যা হইয়াছে বলিয়া বাগাড়ম্বর করিতে হইবে না । মহাপ্রভু নিগুণ প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা যদি প্রাকৃতগুণের নিরাণ করিয়া থাকেন তাহা হইলেই ভাল নতুবা অপ্রাকৃত বোধের অভাব পাগলকে প্রাকৃত রাজ্যে প্রাস করিয়াছে বুঝিতে হইবে । কিন্তু সগুণ দেহ নিগুণ আত্মা বলিতে গিয়া দিম্বু কলেবরে দেহদেহী ভেদ করিয়াছেন, ইহা মায়াবাদ । পাগল মহাশয় তারার ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তি সংজ্ঞাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন । রাম প্রসাদাদির চিত্তবৃত্তিকে ভক্তিভ্রমে স্বরূপবিভ্রম করা ভক্তজীবনে বিষম দোরাওয়া । বিধিভক্তির অনুশীলনে শ্রীনারায়ণের সেবা লাভ ঘটে । আমরা অনুরোধ করি যে পাগল মানুষ যেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ভাল করিয়া পাঠ করেন এবং শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু অনুগ্ৰহ আলোচনা করেন তাহা হইলে তাঁহার শুদ্ধভক্তি জগতে অশেষ উপকার করিতে সমর্থ হইবে । নতুবা সূখাদ্য বলিগা আবর্জনা খাইতে অনুরোধ করা শোভনীয় নহে । প্রেমের সাধন, গৃহী বা সন্ন্যাসী উভয়েরই

দুপ্রাপ্য বস্তু । কেননা প্রেম অপ্রাকৃত বস্তু গৃহী ও উদাসীন উভয়ই প্রাকৃত বস্তু । প্রাকৃত ধর্ম তিরোহিত না হইলে অপ্রাকৃতের প্রকাশ নাই । শ্রীহরিভক্তিবিলাসের অনুগমন করিলে জীবের অশেষ মঙ্গল হয় । হরিভক্তি বিলাসের অনুষ্ঠানে জীব শুদ্ধভক্তি লাভ করিলে ঐকান্তিক নামাশ্রয়া প্রেমভক্তির অধিকারী হন । ভক্তিবিরোধী ব্যক্তিগণের নিকট হরিভক্তিবিলাসের আদর নাই । হরিভক্তিবিলাসের অনুগমনকারী বৈষ্ণব-গণ মহাপ্রভুর নিকট অপরাধী হওয়া দূরে থাক তাঁহারাই মহাপ্রভুর পদাশ্রিত । যাহারা আচার্য্যের বিরোধী তাঁহারাই মহাপ্রভুর বিরোধী, খাঁটী বাউল হইতে পারেন । শুদ্ধ বৈষ্ণবের তাদৃশ সঙ্গ নিতান্ত অবৈধ । রাগমার্গ বলপূর্ব্বক প্রচারের প্রস্তাবই বিধিমার্গ, পাগল তাহা নিরপেক্ষ আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন । চণ্ডীদাস প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভক্তের প্রকৃতি সঙ্গ সোনার পাথর বাটীর স্থায় । রামানন্দ রায়ের চরিত্র আলোচনা করিলেই পাগল ইহা বুঝিতে পারিবেন । রুচিমার্গের অভাব দেখিলেই তাদৃশ ব্যক্তিকে বিচারমার্গে অর্চনাদি বিধির উপদেশ গৌরহরির উপদেশ । বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূশক্তি ও ভক্তিস্বরূপিণী তিনি বৃন্দাবনেশ্বরীর অনুচরী । শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী স্বয়ং নিজকাস্ত কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত একত্রিত হইয়া মহাপ্রভুতে বিরাজমানা । শ্রীগদাপর পণ্ডিত গোস্বামীতে ও শ্রীদাস গদাপরে শ্রীবার্ষ-ভানবীর প্রাকট্য ভক্তগণ দেখিয়াছেন কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীতে পারকাশ রস মাধুর্য্যের অধিষ্ঠান ঐশ্বর্য্য প্রধান দৃষ্টিতে সম্প্রতি লক্ষিত হইলেও তাহা বিশৃঙ্খলতার উৎপাদক । অপ্রাকৃত রসবোধ থাকিলে এইরূপ রসভাস প্রচার করিবার যোগ্যতা হয় না । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ বলদেব তাঁহার কন্ম ফলভোগে কোন সিদ্ধি নাই তিনি বিভূ চৈতন্য বস্তু, ক্ষুদ্র অনুচৈতন্যের স্থায় তাঁহার স্বভাব নহে । তিনি কখনও সংসারে প্রবেশ করেন না, কৃষ্ণসংসারে তাহার নিত্য অধিকার । সুতরাং সহজিয়াদিগের

জ্ঞান প্রাকৃত বুদ্ধি বিশিষ্ট হইতে কোন দিন তাঁহার নিত্য সেবক গণকে উপদেশ দেন নাই ।

• শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রতি পাগলের আনুরক্তি, শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ এবং রাগানুগা মার্গের সর্বোত্তমতায় বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকটি গুরু বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারের অনুমোদন লক্ষ্য করিয়া পাগলের বাহাতে কৃষ্ণানুরক্তি সত্য সত্য বৃদ্ধি হয় তজ্জন্ত আমরা গুরু ভক্তগণের চরণে তাঁহার জন্ত—আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি ।

মঙ্গল নির্যোয । চতুর্থ প্রচার । ১৬১ নম্বর হারিসান্ রোডস্থিত ভাগবত ধর্ম মণ্ডলের অনুমোদনে প্রকাশিত । শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী স্বাক্ষরিত ও শ্রীগোরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত । বিনা মূল্যে বিতরিত । এই গ্রন্থে প্রতিজ্ঞাপত্র, ভাগবত ধর্মমণ্ডলের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী, এক পৃষ্ঠা ইংরাজীতে অনূদিত সমাজের স্থনীচস্তরে অবস্থিতগণের উন্নতি সাধনের প্রস্তাব এবং ৩৭ পৃষ্ঠা নির্যোযের দ্বিবিব বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । ধর্মমণ্ডলের চতুর্থ উদ্দেশ্য গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের জ্ঞানি দূরীকরণ এবং অষ্টম উদ্দেশ্য আচার্য্য সন্তান ও বৈষ্ণব পণ্ডিতগণকে মণ্ডলের কার্য্যে আমন্ত্রিত করা । এই দুইটী বিষয়ে আচার্য্যদেব বক্তব্য এত যে জ্ঞানিবর্জিত পদম নিষ্পন্ন বৈষ্ণবধর্ম্মে কি প্রকারে বর্ত্তমানে জ্ঞানি উপস্থিত হইবে আমরা বুঝিতে পারি নাই । নিয়মসর ধর্ম্মে জ্ঞানি থাকিলে ভাড়া কিকল্পে দূর হইতে পারে ? যদি উদ্দেশ্যের গঠনকারী লেখক ধর্ম্মের বর্ত্তমান জ্ঞানি বলিতে গিয়া অযোগ্য অবৈষ্ণবগণের উপাস্ত ধর্ম্মে জ্ঞানি দেখিয়া থাকেন অবশ্যই তাহা দূরীকরণের জন্ত উত্তম প্রশংসনীয় কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে জ্ঞানি আছে একরূপ মনে করিলেও শ্রীচরিত গুরু বৈষ্ণব চরণে অপরাধ আসয়া পড়ে । গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্য সনাতন পরম নিষ্পন্ন এবং তাহাতে কখনও মানবোচিত জ্ঞানির কোন অংশ স্পর্শ করিতে পারে না । কাহারও

মানি বৈষ্ণবধর্মকে কলঙ্কিত করিতে পারে না ইহাই নিতা সত্য ও আমাদের বিশ্বাস । বৈষ্ণবধর্মের বর্তমান মান্যকারকগণকে দূরীকরণ প্রয়াসই সমীচীন ।

আচার্য্য সম্মান যদি বৈষ্ণব পণ্ডিত হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমন্ত্রিত করা ধর্মমণ্ডলের কর্তব্য । বৈষ্ণবগণ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট নামের আচার ও প্রচার করিবার উপদেশ পাইরাছেন । বৈষ্ণবগণ ভাগবত ধর্ম আচরণ করিলে তাঁহারাষ্ট আচার্য্য হন । প্রচার করিলে তাঁহারাষ্ট প্রচারক হন । আচরণ না করিয়া আচার্য্যদের সম্ভাবনা নাই । বৈষ্ণব আচার্য্যের সম্মান, ভূত্যের বা অনুগত মণ্ডলীর পরম গৌরবের পাত্র সন্দেহ নাই । আচার্য্য সম্মান, নাম ভজনের আচরণ করিলেই তিনিও আচার্য্য । আচার্য্য কুলে উদ্ভূত না হইলেও পূর্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভাগবত সংসতের অশেষবিধ কল্যাণ বিধান করিয়া আপনাদিগের শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম প্রচার করিয়াছেন । ধর্ম মণ্ডলের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করিবার সময় অর্কিঞ্চনের কথা দুইটা স্মরণ করিলে বিশেষ অসুবিধা হইত না । ধর্মমণ্ডলের অপর সাতটি উদ্দেশ্য ভালই বলিতে হইবে । এতদ্ব্যতীত আমাদের বিবেচনার আরও কতিপয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যিক । ভাগবতধর্ম সম্প্রদায় বলিতে বর্তমানকালে চার প্রকারের বিভিন্ন সমাজের সভ্যগণদ্বারা মণ্ডল গঠিত হওয়া আবশ্যিক । প্রথমতঃ চাতুর্কর্ণ ও শঙ্করাদিবর্ণে উদ্ভূত জাতরতি আচার্য্য ভাগবত মণ্ডল দ্বিতীয়তঃ আচার্য্য সম্মান সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব তৃতীয়তঃ অচ্যুত গোত্র প্রবিষ্ট বর্ণাশ্রম-তীত বিরুদ্ধ শুদ্ধ ভাগবত মণ্ডল এবং চতুর্থতঃ অচ্যুত গোত্র প্রবিষ্ট চাতুর্কর্ণ-তীত গৃহস্থ সংসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় । এই চার সমাজের মধ্য হইতেই ভাগবত ধর্ম মণ্ডল গঠিত হওয়া আবশ্যিক । চারি সমাজের একটি সমাজ বর্ণাশ্রমতীত ও অপর তিনটি গৃহস্থ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ।

নিয়মাবলীর পাঁচটি দফা পাঠ করিলাম । প্রথম দফায় লিখিত আছে যে “আচার্য্যসন্তানগণ ও শুদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই সভার সভ্য” । শুদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণব বলিলেই তদন্তত্বুক্ত অধিকার ভেদে আচার্য্য বুঝায় । অবশ্য কোন কোন আচার্য্য সন্তান শুদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণব না হইতেও পারেন । তবে তাদৃশ অবৈষ্ণব আচার্য্য সন্তানগণের ভাগবত ধর্ম্ম মণ্ডলের সহিত সম্বন্ধ থাকা কিরূপে সম্ভব হয় ? শুদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণবগণই তাঁহাদের মহা ভাগবত অধিকার স্বাভাবিক দৈত্বের বশবর্ত্তী হইয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিম্নাধিকার প্রদর্শন করিবার ছলে আচার্য্যেরও কার্য্য করিতে বাধ্য হন, এবং অনুগত বৃন্দকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করিয়া অর্চনাাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন । কনিষ্ঠাধিকারী শত শত জন্ম শ্রদ্ধার সহিত অর্চন করিতে করিতে ভাগবতাদিকারে শ্রীনামাশ্রয় করেন । শুদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণবই স্বীয় শুদ্ধ ভজনে ক্ষতি স্বীকার করিয়া কৃষ্ণবিমুখ জীবের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদান করতঃ কৃষ্ণোন্মুখ করেন । আচার্য্যের এই কার্য্যের বিনিময় স্বরূপ শুদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য, শিষ্যের সর্ব্বস্ব প্রাপ্ত হইতেও সেট আচার্য্য, শিষ্যের কোন কপর্দকই গ্রহণ করেন না যেহেতু যখন প্রাকৃত অর্থরূপ মল গ্রহণ করিলে মনুষ্যজীবির দোষ সমূহ তাঁহাকে আশ্রয় করিবে । শুদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণব সর্ব্বতোভাবে সকল সময়ে আচার্য্য সন্তানের সামাজিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন কেন না উচ্চাচ সাকল জীবেরই যখন তিনি সম্মান দিয়া থাকেন তখন আচার্য্য সন্তানের গৌরব হানি করা তাঁহার কখনও শোভনীয় নহে । তবে আচার্য্য সন্তান প্রাকৃত দেহদ্রবির জনতা লোভাদি কৃষ্ণ ভজন বিরোধি অবৈষ্ণব মত স্থাপন করিতে আসিলে তাঁহাকে সামাজিক সম্মানের সহিত বিদায় দিবেন এবং তাহাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, বা তাহাকে ভাগবত ধর্ম্ম মণ্ডলে থাকিতে দিবেন না ।

নির্বোধের তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রেম, মহাভাব ও তহনির্গম বলিবার পক্ষে “গতি দুই প্রকার—স্বর্গভোগ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলোক বাস। কিন্তু ইহা অপেক্ষা সাধ্য—ভক্তি” লিখিয়াছেন। আমরা, এই সকল কথা ধারাবাহিক প্রণালী বুঝিতে পারিলাম না। “ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে “এইরূপ ছিল বৈষ্ণবধর্ম। সেই বৈষ্ণবধর্মে বহু কলঙ্ক বহু গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে।” বৈষ্ণবধর্ম নিত্য; উহা পূর্বে ছিল এক্ষণে নাই এরূপ নহে। জীবের কৃষ্ণোন্মুখ প্রবৃত্তি হইলেই তখন তিনি ঐ গুলি উপলব্ধি করেন মাত্র। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব ধর্ম নিত্য, কালক্ষুদ্রক বস্তু নহে সুতরাং বহু কলঙ্ক ও বহু গ্লানি বদ্ধ জীবের হৃদয়ে ও অন্তঃস্থানে ক্ষণকালের জন্য উদয় হইয়া তাঁহা কেই কেবল কৃষ্ণনেবা বিমুখ করে মাত্র। কৃষ্ণ বিমুখ জীবের কলঙ্ক ও গ্লানির জন্য নির্ম্মৎসর ধর্ম কোনকালেই দায়ী নহেন। নির্বালীক বৈষ্ণবে বা তাঁহার শুদ্ধ ধর্মে গ্লানি ও কলঙ্ক নাই। যেখানে কপটতা, যেখানে মায়ায় কৈঙ্কর্য্যকে বৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া ভ্রম তথায় স্বার্থান্ধগণের মতে উহাষ্ট ধর্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে বৈষ্ণবধর্ম্ম তজ্জন্ত দায়ী কখনই নহেন। অবৈষ্ণবগণের ধারণা বা অনুষ্ঠান কৃষ্ণবিমুখতা মাত্র তাহা কখনই বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে চলিতে পারে না। দশম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন “বৈষ্ণব সমাজের অধিকাংশ নেতৃবর্গ দীক্ষা প্রদান ব্যবসায় মধ্যে পরিণত করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই স্বার্থান্ধ রজতখণ্ড লোলূপ গোস্বামীগণ বৈষ্ণব সন্তাস বা বেদাশ্রয়কে ভেদ প্রদান নামে রূপান্তরিত করেন।” আমরা এইরূপ অসংযত ভাবে লিখিবার পক্ষপাতী নহি। পরমহংস গোস্বামীগণ কোন দিনই রজত খণ্ড লোলূপ নছেন। ইন্দ্রিয় সমূহের বেগসহনশীল গোস্বামীগণ সকলেই অকিঞ্চন এবং বরাকান্তিমাত্র। তাঁহারা কাঞ্চন বা সামান্য রজত খণ্ড লইয়া কি করিবেন? আচার্য্যের সম্মানদিগকে সম্মান করিয়া গোস্বামী বলা হয় তাঁহারা গৃহস্থ হইলে অপরকে তাঁহাদিগের দৃষ্টাপত্ত

অনধিগত বস্তুই বা কি প্রকারে দিবেন ? গৃহস্থগণের নিকট কোনকালে কোন বিরক্ত বৈষ্ণব পারমহংস বৈষ্ণব গ্রহণ করেন নাই এবং যাঁহাদের বিরাগবশ্মের ধন নিজেদেরই নাই তাঁহারা কোথা হইতে তাহা অপরকে দিবেন ? একাদশ পৃষ্ঠায় পাঠ করিলাম “গত সপ্তদশ বর্ষ হইতে ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সজীবতার স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে ।” কথিত বাল হইতে নিম্নবয়স বৈষ্ণবধর্মকে প্রাকৃত করিবার প্রয়াস কতিপয় জীব লক্ষিত হইতেছে । তাহারা কেহ বা প্রাকৃত অর্থ লোভে, কেহ বা প্রতিষ্ঠার প্রসিদ্ধি উদ্ভূত হইয়া কেহ বা হুজুগ করিবার উদ্দেশে অপ্রাকৃত ধর্মকে নিজ নিজ ক্রোড়া পুত্তলী করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন দেখিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীকৃপামুগ শুক্লমত জগতের জীবকে জানাইবার স্তম্ভ এই কালের আরোও সপ্তদশ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ চৌত্রিশ বর্ষ পূর্বে হইতে ত্রীপত্রিকা প্রকাশপূর্বক কতট না প্রয়াস করিয়াছেন । নির্ঘোষের বর্ণনীয় বিষয় ১৩৬ নং মাণিকতলা রোড, নিবাসী দানশোভা শ্রীযুত দীননাথ দাস নানক এক হরিমন্ড্রে দীক্ষিত ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা । আচার্য্য প্রভু সন্তানগণের সামাজিক সম্মান স্বরূপ উক্ত বদান্তবর মহোদয় ৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ আচার্য্য সন্তানগণের প্রত্যেককে ২৫ টাকা এবং পাথের প্রদান করিয়াছেন । তাহাতে প্রভু সন্তানগণ উক্ত দেবালয়ে গমন করেন এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিকট বিগুহভাবে যথা বিধানে নিবেদিত দ্রব্যাদি সেবা করেন । দাতা অবরকুলে উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার অর্থদ্বারা সেবিত ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণে অবৈষ্ণবগণের আপত্তি থাকিতে পারে কিন্তু বৈষ্ণব এবং তদনুগ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের তাহাতে অসম্মতির কোন কারণ দেখা যায় না । তবে আচার্য্যসন্তানগণ প্রাকৃত অর্থ গ্রহণ না করিলেই ভাল হইত । ভগবানের উদ্দেশে বা বৈষ্ণবাচার্য্যের উদ্দেশে প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিলে দাতার স্বভাব, বৃত্তি প্রভৃতি গৃহীতাও লাভ করেন তজ্জন্ত

কোন বৈষ্ণবাচার্য্যই অশ্রের অর্থ গ্রহণ করেন না কিন্তু এ ক্ষেত্রে আচার্য্য সন্তানগণ উহা গ্রহণ না করিলেই ভাল হইত। প্রাকৃত বিষয় গ্রহণ করিবার পরিবর্তে অপ্রাকৃত ভজন বুদ্ধির জন্ত যত্নই প্রভু সন্তানের একমাত্র কর্তব্য ইহা অবশ্যই তাঁহারা জানেন। আমাদের ঐ সকল কথা বলা বাহুল্য মাত্র ।

## কৃষ্ণভজন শ্রেষ্ঠ কেন ?

নোমি তং গৌরচন্দ্রং বঃ কৃতক্ক'কক্ক'শাশয়ং ।

সার্বভৌমং সর্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরং ॥

এই প্রশ্নে পাঠক মনে করিতে পারেন আমি একজন গোঁড়া বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই এই প্রশ্নের অবতারণা করিতেছি। এই সংশয় দূর করিবার জন্ত এখানে একটু আত্মপরিচয় আবশ্যক ।

পাঠক মহাশয় ! অকপট হৃদয়ে বলিতেছি আমি আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানি না, তবে শিশুকাল হইতে ভগবন্তত্ব জানিবার বিশেষ এক উৎকর্ষা বলবতী ছিল। শ্রীবিগ্রহে তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না এবং নিজের ক্ষুদ্রত্ব অর্থাৎ আমি যে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব ইত্যাদি দোষ দুই তাহার একেবারেই বোধ ছিল না। সেই জন্ত আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া শুদ্ধ জ্ঞানচর্চাতেই দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলাম। বিত্তা বুদ্ধি কিছুই ছিল না। সুতরাং একরূপ অবস্থায় পদে পদে ভ্রমে পতিত হইবারই সম্ভাবনা। এই রূপে নানা ভ্রান্তির মধ্য দিয়াই জীবন পথে অগ্রসর হইয়াছি। বর্তমান কালে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহাও ভ্রান্ত কি না জানি না। যদি

ইহাও ভ্রান্ত হয় এবং কোন সদাশয় মহাত্মা কৃপাপরবশ হইয়া এই ভ্রান্তির সংশোধন করিয়া দেন এই প্রত্যাশাতেই আজিও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছি ।

সংস্কৃত ভাসার ব্যুৎপত্তি নাই. কেবল পণ্ডিত মহাশয়দিগের টীকা টিপ্পনির উপর শাস্ত্রজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনায় যে টুকু জ্ঞান লাভ সম্ভব তাহাতে এই মাত্র বুঝিয়াছি যে নানা মুনিব নানা মত। তর্কপ্রিয়ের নিকট সামঞ্জস্য এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে সমর্থ হন নাই এবং হইবেন বলিয়াও বোধ হয় না। কেবল সাম্প্রদায়িক বাদানুবাদ মাত্র রহিয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন তর্কোহপরিষ্ঠঃ প্রত্যয়ো বিভিন্নঃ নাসার্বৈর্গম্য মতং ন ভিন্নম্। যদ্যস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যায়ং মহাজনো যেন গতঃ স পস্থা ।

বৈষ্ণব সমাজের এক মহাত্মাও এই কথা বলিয়াছেন “মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুরক্ত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার ।”

এও আবার এক বিসম সমস্তা। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আদর্শ দেখিয়া সাম্প্রদায়িক উপাসনার তারতম্য বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। জ্ঞানমার্গের শুক সনক সনাতন এবং নবযোগেশ্বর প্রভৃতি শুনিয়াছি জ্ঞানচর্চায় জীবনুকৃত হইয়া অবশেষে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ছিলেন। আধুনিক শ্রীশঙ্করাচার্য্য যিনি শ্রীশঙ্করের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহার আদর্শ অনেকে অনুকরণ করিয়া থাকেন। কথিত আছে শঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবানের আজ্ঞা ক্রমেই মায়াবাদ অবলম্বন করিয়া উপনিষদাদির ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে পদ্ম পুরাণে এই রূপ লেখা আছে:—

মায়াবাদমসচ্ছাত্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ । সর্ব্বস্ত জগতোহপ্যস্ত নাশনার্থং কলৌ যুগে । বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।” তথাহি উক্ত

পুরাণে উক্তর খণ্ডে সহস্রনামকথনে দ্বিষষ্টিতমোধ্যায়ে এক ত্রিংশ শ্লোকে  
ত্রীশিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং :—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈশ্চক্ৰ জনান্মদিমুখান্ কুরু । মাঞ্চ গোপয় যেন স্তাৎ  
সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ।” শাস্ত্রের কথা নিম্প্রয়োজন । কিন্তু শঙ্কর স্বামীর  
“শিবোহুহং” এবং তৎপথাবলম্বী সাধারণ জীবের “শিবোহুহং” বলায় অনেক  
পার্থক্য আছে । যাহা হউক শিবের বিষয়ান এবং শঙ্করের হাফরস্তু দ্রব  
ধাতুপান করার ক্ষমতা আজ পর্য্যন্ত কাহাকে প্রাপ্ত হইতে দেখা বা শুনা  
নায় না । আচার্য্য পঞ্চ উপাসনার বিরোধী ছিলেন বলিয়া বিবেচনা  
হয় না, বরং ভক্তিমার্গে তাহার স্বাভাবিক আস্তা ছিল বলিয়া অনুভব হয় ।  
তাহার কৃত গোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি অনেক স্তোত্র এখনও বিদ্যমান আছে ।  
যথা :—

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং

“গোষ্ঠ প্রাঙ্গণরিঙ্গলোলমনায়াসং পরমাশাসম্ ।

“মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং

ক্ষমানাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ১

মৃতস্ফামংসীহেতি যশোদাতাড়ন শৈশব সস্ত্রাসং

বাণীত বক্ত্রালোকিত লোকালোক চতুর্দশ লোকালিম্ ।

লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং

লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ২

ত্রৈবিষ্টপ রিপুবীরঘ্নং ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নং

কৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্ ।

বৈমলাক্ষুটচেতোবৃত্তি বিশেষভাসমনাভাসং

শৈবং কেবলশাস্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৩

গোপালং প্রভুলীলা-বিগ্রহ-গোপালং কুলগোপালং

গোপীখেলন-গোবর্জনদৃত-লীলালালিত-গোপালম্ ।

গোভিনিগদিত গোবিন্দক্ষুটনামানং বহনামানং

গোধীগোচরদূরং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৪ ॥

গোপীমণ্ডল-গোষ্ঠীভেরং ভেদাবহ ভেদাভং

শব্দং গোপূর নিধুতোদ্ধতপুলীধুসর-সৌভাগ্যম্ ।

শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দমচিস্রাং চিস্তিত সদাবং

চিস্তামণিমাণং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৫ ॥

শ্রানবাকুল গোবিদ বহুগুণাদায়াগমদাক্রুতং

বাদিত সম্মীর্থং দিগ্‌বস্ত্রং বস্ত্রাদাতুমৃপাকর্ষন্তম্ ।

নিধুতদয় শোক বিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তুঃস্থং

নতমাত্রাশ্রয়ীরং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬ ॥

কান্তং কারণকারণমাদিমনাদি কালঘ্নং ভাসং ।

কালিন্দীগতকালীয়া শিরসি মূর্ছশূঁখঃ স্তনুতান্তম্ ।

কালং কালকলাতীতং কলিতাশেবং কলিদোষঘ্নং

কালত্রয়গতিহেতুং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবনভূবি বৃন্দারকগণবৃন্দ বোধিত বন্দেহং

কুন্দাভামল মন্দম্ভের স্তপানন্দং সুহৃদানন্দম্ ।

বন্দ্যাবেশমহামুনি মানস বন্দানন্দপদধ্বন্দং

বন্দ্যাবেশ গুণাঙ্কং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮ ॥

গোবিন্দাষ্টকমেতদবীতে গোবিন্দার্পিতচেতা যো

গোবিন্দাচ্ছাত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি ।

গোবিন্দাজি সুরোজধানসুধা-জলধৌত সমস্তাবে

গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমন্তুঃস্থ স সমভ্যেতি ॥ ৯ ॥

ইংরাজী ১৮৬৭ সালে ৮ কাশীধামে কিছু দিন বাস করিয়াছিলাম । তথায় তখন ব্রৈলঙ্গ স্বামী বর্তমান ছিলেন । তাঁহার দর্শনে ও চরিত্র শ্রবণে এই মাত্র মনে ধারণা হইয়াছিল যে স্বামী মহাশয় শরীর তটতে আত্মাকে পৃথক্ জানিবার পথে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন । তাঁহার পূর্বে আর এক মহাত্মা ঐ নামে খ্যাত ছিলেন । শুনিয়াছিলাম তিনি অনেক বিস্ময় জনক দৃষ্ট দেখাইয়াছিলেন । এই রূপ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় অন্ত্যান্ত সম্প্রদায়ের সাধকেরাও অনেকে দেখাইয়া গিয়াছেন । সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে গেলে অনর্থক প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া যাইবে ।

যোগমার্গগামী মহাত্মাদিগের উচ্চ আদর্শ আমার দর্শন পথে এ পর্য্যন্ত পতিত হয় নাই । সৌভরি শ্রমাদির কথা শাস্ত্রে আছে, সেখানেও ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র । বাল্যকালে স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম ভূকলাসে এক যোগীকে কোন জঙ্গল তটতে পরিয়া আনা হইয়াছিল, ঐ সময়ে তাঁহার ফটোগ্রাফও দেখিয়াছিলাম । উক্ত যোগীকে জলমগ্ন রাখা হইত, তাহাতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ বা অন্য কোন প্রকার শারীরিক বিকৃতি লক্ষিত হইত না । পরে তাঁহার চৈতন্ত সম্পাদনের উদ্দেশে তাঁহার জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া আহারীয় তরল পদার্থ তাঁহার গলাধঃকরণ করা হয়, ইহার দিন কতক পরেই পেটের পীড়ায় যোগীর দেহত্যাগ হয় । পঞ্জাবে রণজিত সিংহের রাজসভায় একজন যোগীকে আনা হইয়াছিল । তাঁহাকে কএক মাস কাল ভূগর্ভে প্রার্থিত রাখা হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি জীবিত ছিলেন । এ সকল ক্ষুদ্র ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক আদর্শ মাত্র ।

ক্রমশঃ ।

শ্রীবামনদাস মজুমদার ।

মুজের ।

## শ্রীক্ষেত্র দর্শন ।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগোরাঙ্গ রায় ।

জয় নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমপূর্ণকায় ॥

জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত ঈশ্বর ।

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর ॥

রূপ রঘুনাথ গদাধর মহাশয় ।

শ্রীস্বরূপ রামানন্দ সার্বভৌম জয় ॥

ভকতিবিনোদ জয় আমার ঠাকুর ।

কেবলা করুণা যঁার জীবিতে প্রচুর ॥

নিখিল দয়ার নিধি শচীর নন্দন ।

মায়াপুরে অবতার শাস্ত্রের বচন ॥

মাধুর্য্যপূরিত প্রভু মহা কৃপাময় ।

ভক্তের বান্ধব নিত্য ভক্ত ছাড়া নয় ॥

ধামের মাহাত্ম্য শাস্ত্র করেন প্রকাশ ।

নিত্যধামে নিত্যলীলা করয়ে বিকাশ ॥

স্বতন্ত্র প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল ।

অপ্রকাশ হয়ে ধাম ছিল বহুকাল ॥

ভকতিবিনোদ দেব পতিতপাবন ।

গোরাঙ্গ পার্শ্বদ তঁহ নিত্য সিদ্ধজন ॥

প্রকাশ করিল ধাম গৌরকৃপাবলে ।

শ্রীমূর্তি দর্শনে ধন্য হইলা সকলে ॥

ক্রমশঃ ।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ।

বনগ্রাম ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ ।

মাঘের দশ্যভাগে শ্রীশাস্তিপুরে মহারাজ শ্রীশুক্ত সার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাজুরের গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীয় বার্ষিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । কোন সংবাদপত্রসম্পাদক আলোচনা করিয়াছেন যে এই সম্মিলনীর পঞ্চকোষ কাশিম বাজারের জুপতি মহাশয়ের একমাত্র চেষ্টা হইতে গঠিত । ইহাতে সকলের সহানুভূতি নাই । আমরা ঐ শ্রেণীর পত্র সম্পাদকগণের সহিত একমত হইতে পারিলাম না । যেখানে পাঁচ জনের আধিপত্য দেখলে বাস্তবিক কোন কার্যই হইতে পারে না । পঞ্চাইতের প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচিবশে অশ্রুত উদ্দেশ্যে বিঘ্ন সম্পাদন করিবেন মাত্র তাহাতে বাগ যুদ্ধ, কাব্যভাষণ ও পরিশেষে মত্তভেদজনিত পরিতাপ মাত্র অবশেষ থাকে । সম্মিলনীর উদ্যোগকারী একজন হওয়াই সমীচীন এবং তাঁহার অভিপ্রায়মত কায্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় । অথচ কর্তা মহাশয়ের একটী নিরপেক্ষ শুদ্ধ মন্তব্য পর্ব হওয়া উচিত । সেই পর্বদে মন্ত্রীবর্গ নির্ম্মৎসর নিশুদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণব হওয়া অনিবাধ্য । মন্ত্রীবর্গের কোন পরতন্ত্রতা, সাপেক্ষতা, স্বার্থ, মৎসরতা উদ্দেশের ব্যাঘাত না করে ইহাই দেখিতে হইবে । কৰ্ম্মফলাদ, ভানবাদ, অজ্ঞানভিলাষ প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে আচ্ছাদন করিলে বৈষ্ণব সম্মিলনীতেও কক্ষলের পরিবর্তে অশুদ্ধ ধর্মমণ্ডলের স্ফাব আর কিছু কামফল উৎপন্ন হইবে । অশুদ্ধবর্ণণ, বৈষ্ণবের নিম্নল স্বার্থ যে হরিসেবা তাহা বুঝিতে পারেন না । তাঁহার বদ্ধজীবের ক্ষুদ্রস্বার্থকেই হরিসেবা মনে করেন সুতরাং উদ্দেশের ব্যাঘাতকারী ভগ্নদ্বীর সঙ্গকেও বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রয়োজনীয় মনে করেন । সম্মিলনীতে মহারাজের একমাত্র কর্তৃত্বে বাদবিসংবাদ স্থাপন করিবার প্রয়াস ত্যাগ করিয়া তাদৃশ বৈষ্ণব মহারাজকে প্রকৃত সাহায্য করাই নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব গণের বিধেয় ।

# সজ্জন তোষণী ।

( শ্রী শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্ৰী )

—\*:\*—

জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ ।

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ । শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির ।

১লা ফাল্গুন ৪২৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ ।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ৫ই চৈত্র ১৮ই মার্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগোরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসাম্মেলন, মনোহরসাহী কীর্তন, নামকীর্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, বৈষ্ণব ভ্রামণ ও অতিথিসেবা যাত্রামহোৎসব প্রতিদিন হইবে। রবিবার ৬ই চৈত্র অপরাহ্নে ৩০ টার সময় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীগোরাঙ্গের প্রিয়কাৰ্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সদানুষ্ঠান স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপারকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ পরম আনন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে মহাশয়ের ত্রায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বহৎ শুভানুষ্ঠান কল্পজলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসম্ভব।

সজ্জনকঙ্কর

সম্পাদক—শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরীভক্তিভূষণ। ( রায়বাহাদুর )

শ্রীনরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ ( এম্ এ বি এল্ )

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামীপ্রভৃতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলা প্রসাদ ভক্তচিহ্নাঙ্ক সরস্বতী শ্রীসভার কাৰ্য্যাবাহক মহাশয়ের নামে শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, বামনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া, টিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং উহার যথারীতি হিসাব সভার পত্রিকা সজ্জন তোষণীতে প্রদর্শিত হইবে।

## শ্রীক্ষেত্র দর্শন ।

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৫২ পৃষ্ঠার পর )

মম ভাগ্যে হৈল যবে ধাম দরশন ।  
 সংহতি ছিলেন প্রভু অধমতারণ ॥  
 শ্রীভক্তিবিনোদ দেব মম প্রভুবর ।  
 যাঁহার কৃপায় নাম স্ফুরিল অন্তর ॥  
 জন্মোৎসবে মায়াপুরে করিয়া গমন ।  
 গৌরচন্দ্র মুখ হেরি জুড়াল নয়ন ॥  
 কিবা সে চাঁচর কেশ দেখিতে সুন্দর ।  
 গলদেশে ফুলমালা অতি মনোহর ॥  
 শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ কিবা, কমল নয়ন ।  
 অধরে অমিয় হাসি ভুবন মোহন ॥  
 বামে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তিস্বরূপিণী ।  
 দক্ষিণে দাঁড়ায়ে লক্ষ্মী জগত জননী ॥  
 বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আনন্দিত মনে ।  
 প্রভুজন্ম মহোৎসবে করেন কীর্তনে ॥  
 চৈতন্যচরিতামৃত সিদ্ধান্ত মধুর ।  
 পাঠ করে ভক্তগণ আনন্দ প্রচুর ॥  
 ভক্তসঙ্গে গ্রন্থাস্বাদে অতি সুখোদয় ।  
 শ্রবণ করিয়া মোর প্রফুল্ল হৃদয় ॥

ঈশং হাসিয়া প্রভু জগতের প্রাণ ।  
 অনুভবে দেখাইল নিদয়ার স্থান ॥  
 কেন আত্মা দিল প্রভু না জানি কারণ ।  
 ক্ষেত্র দরশনে মন হৈল উচাটন ॥  
 নিদয়ার ঘাট দিয়া চৈতন্য ঈশ্বর ।  
 সন্ন্যাস করিল গিয়া কাটোয়া নগর ॥  
 নীলাচলে শেষলীলা নিজ প্রয়োজন ।  
 প্রকাশিলা রহি কাশীমিশ্রের ভবন ॥  
 বুঝিতে না পারি প্রভু করুণা-কৌশল ।  
 জগন্নাথ দরশনে হইলু বিকল ॥  
 বহুদিন হৈতে ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবল ।  
 দেখিব সন্ন্যাস স্থান পুরী নীলাচল ॥  
 কৃপা করি এ অধমে করি আকর্ষণ ।  
 তব লীলাস্থান প্রভো করাও দর্শন ॥  
 পতিত পাবন তুমি জগৎ ঈশ্বর ।  
 নিজলীলা স্থানে বাস দেহ নিরন্তর ॥  
 সেইত আনন্দ ধাম চিন্ময় ভবন ।  
 অধমের ভাগ্যে কিবা হবে দরশন ॥  
 কাশী মিশ্রালয় আর হরিদাস স্থান ।  
 দর্শনে হইবে ধন্য এপাপ পরাণ ॥

হরিদাস সমাধি, সমুদ্র মনোরম ।

হেরিয়া অন্তর কবে জুড়াইবে মম ॥

এইমত বল্‌চিস্তা মনোমধ্যে হয় ।

কখনও বা ঝরে আঁখি, ব্যাকুল হৃদয় ॥

\* \* \*

কত দিনে ক্ষেত্রধামে করিয়া গমন ।

জগন্নাথ মুখচন্দ্র করিনু দর্শন ।

দেখিনু সে মুখচন্দ্র কমল নয়ন ।

জগন্নাথ বিশ্বম্ভর ভুবনপাবন ॥

বামপার্শ্বে বলদেব স্নভদ্র! সহিত ।

নীলাচলে শ্রীমন্দিরে নিত্য বিরাজিত ॥

বিচিত্র ব্যাপার অতি সেবা রাজোচিত ।

শত শত দাসে স্নেহে করে অরিরত ॥

গরুড় স্তম্ভ সদন, রহি করি দরশন,

জগন্নাথ, জগত ঈশ্বর ।

শ্রীক্ষেত্র দ্বারকাপুরী, জগন্নাথ রূপ হরি,

দারুব্রহ্মরূপে অবতার ॥

বানে শ্রীরাহিণীসুত, মধ্যে শ্রীস্নভদ্রাযুত,

নিরুপম ঐশ্বর্য্য বিলাস ।

সান্নাৎ বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব, মহাপ্রসাদ মহত্ত্ব,

রাগাঙ্ঘিকা ভক্তি স্বপ্রকাশ ॥

শ্রীমন্দির শোভা অতি, ব্রহ্মা আদি করে স্তুতি,  
ভূত্যাগণে সেবে নিরন্তর ।

ভোগ হয় অবিরত, সেবার বৈভব কত,  
সে সৌন্দর্য্য অতি মনোহর ॥

নরসিংহ শ্রীদেবতা, কমলা বিমলা মাতা,  
শ্রীমন্দির নিকটে আবাস ।

রহি নীলাচল পুরী, স্বীয় প্রভু সেবা করি,  
চুঁছ সতী পান প্রেমোল্লাস ॥

শ্রীচৈতন্য শ্রীচরণ, চিহ্ন শোভে অতুলন,  
মন্দিরের উত্তর অঙ্গনে ।

হেরি সেই শ্রীচরণ, কৃতকৃত্য ভক্তগণ,  
আলিঙ্গন করে মনে মনে ॥

রাধাকৃষ্ণ একরূপ, গৌর রূপ অপরূপ,  
নবদ্বীপ ধামে অবতার ।

সন্ন্যাসীর বেশ ধরি, আসি নীলাচল পুরী,  
বিতরিল প্রেমের ভাণ্ডার ॥

লুকাইয়া নিজরূপ, রাধাকান্তি অপরূপ,  
ধরি করে প্রেম আশ্বাদন ।

ভক্ত সনে সংকীৰ্ত্তনে, ভ্রমে প্রভু স্থানে স্থানে,  
কভু যায় গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণ ॥

বৃন্দাবন সমবন,                      দেখি প্রভু হৃষ্টমন,  
ব্রজপ্রেমে করেন রোদন ।

লভিতে সে প্রেমধন,                      কৃষ্ণনাম সুসাধন,  
আচণ্ডালে করে বিতরণ ॥

সর্ব অবতার সার,                      শ্রীচৈতন্য অবতার,  
সেই পদ করিয়া আশ্রয় ।

আমি প্রভু হীন ছার,                      তব কৃপা বিনা আর,  
উদ্ধারের নাহিক উপায় ॥

একদিন আসি প্রভু এই রম্যস্থানে ।

জগন্নাথ দরশনে হৈলা অচেতনে ॥

সেই সিংহদ্বার সেই মন্দির প্রাঙ্গণ ।

গরুড়ের স্তম্ভ সেই ভুবনপাবন ॥

শ্রীনৃসিংহ দেব আর জগন্নাথ রায় ।

এইস্থানে সার্বভৌম দেখিলেন যায় ॥

জীবভাগ্যে অদ্যাবধি রয়েছে বিদিত ।

তব পাদপদ্ম নাথ পাষণে নিশ্চিত ॥

পরশিয়া ধন্য হউ এই মূঢ় জন ।

অঙ্গুলির চিহ্ন আর তব শ্রীচরণ ॥

পাষণ দ্রবিল প্রভু শ্রীঅঙ্গ পরশে ।

কি অদ্ভুত সেই প্রেম না জানি বিশেষে ॥

\*                      \*                      \*

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি এই পরম সুন্দর ।

তব লীলা স্থান দেখি জুড়ায়ে অন্তর ॥

একাকী অঙ্গনে বসি স্মরি অনুক্ষণ ।

একে একে তব লীলা প্রাণ বিমোহন ॥

গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা অচিন্ত্য চিন্ময় ।

ভক্তিবলে অনুভব হয় সমুদয় ॥

হৃদয় নিম্নল ঝাঁর বিশুদ্ধ ভকতি ।

সেই হৃদে গৌরচন্দ্র করে অবস্থিতি ॥

অন্তরে প্রবেশি প্রভু জানায় সকল ।

কৃষ্ণনাম নিত্যবস্ত্র মাধুর্য্য প্রবল ॥

নামে রূপ গুণ স্ফুর্তি আনন্দ হৃদয় ।

সাধনে স্বরূপ সিদ্ধি মহা প্রেমোদয় ॥

বিদ্যাবল্লভা সমলীলা স্ফূরে নিরন্তর ।

কভু স্ফুর্তি হয় কভু সাক্ষাৎ গোচর ॥

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ ।

বনগ্রাম ।

## কৃষ্ণভজন শ্রেষ্ঠ কেন ?

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৫০ পৃষ্ঠার পর )

এই সকল সম্প্রদায়ের চরম লক্ষ্য মুক্তি । মুক্তির মোটামুটি অর্থ বন্ধন-মোচন অর্থাৎ জীব অনাদি কাল হইতে মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া যে ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার নাম মুক্তি । ইহা যে অনাদরের বস্তু নহে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । ত্রিতাপ দূর হইয়া যদি চিরানন্দ মিলে তাহা হইলে তদপেক্ষা প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে ?

বটতলার গ্রন্থ পাঠে আমার রুচি মাত্র ছিল না এবং স্থূলবুদ্ধি বৈষ্ণব চিহ্নধারীদিগের গ্রন্থ বলিয়া এক প্রকার ঘৃণা ছিল । কোন এক বন্ধু বল-পূর্বক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গুনাইতে আসিতেন, আমিও গুনিবনা, তিনিও ছাড়িবেন না ; এইভাবে কিছু দিন গত হইল । একদিন এক গোস্বামী প্রভু কোন হরি সভায় উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন । তৎকালে তাঁহার ব্যাখ্যা স্নমধুর বলিয়া বোধ হইল । পরে গ্রন্থ খানি কোন ভক্তিমান ব্যক্তির সাহায্যে পাঠ করিয়া বুকিলাম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে, গুণে, পাণ্ডিত্যে, বৈরাগ্যে, ভগবত্ত্বক্তিও প্রেমে এক অদ্ভুত ও অতুলনীয় আদর্শ । তাঁহার পারিষদেরা এক এক জন দীর্ঘজয়ী পণ্ডিত ছিলেন । তৎসাময়িক বহু সংখ্যক 'সোহহং' মতাবলম্বী ও দার্শনিক তর্কবাগীশাদি মহাপ্রভুর রূপে গুণে মুগ্ধ, পাণ্ডিত্যে ও বৈরাগ্যে বিম্বিত এবং ভক্তি প্রেমে সরল ও তরল হৃদয় হইয়া কেবল যে ভক্তিপথাবলম্বন করিয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান জ্ঞানে পূজা করিয়া গিয়াছেন । মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে । তবে মহাপ্রভুর শাস্ত্রোপদেশ এবং আচরণ অনাহুত । আধুনিক আর আর সকল সাম্প্রদায়িক আচার্য্য

গাণের ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আজ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব ।

ইতিহাস পাঠে বুঝা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই একজন পরম পুরুষ পরমেশ্বর আছেন বলিয়া স্বীকার করেন । মহাপ্রভুও ঐরূপ এক স্বয়ং ভগবান মানিয়া গিয়াছেন । তিনি বলেন এই পরমেশ্বরের স্থিতি তিন রূপে—স্বয়ং রূপে, তদেকাত্ম রূপে এবং আবেশ রূপে । সেই স্বয়ং রূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনের নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ । বাসুদেব সংকর্যণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ তাঁহার তদেকাত্ম রূপ এবং নারদ বেদব্যাসাদি তাঁহার আবেশ রূপ । এখানে অবতারের কথা এবং প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টিপ্রকরণাদির বৃত্তান্ত বলিবার আবশ্যক নাই বলিয়া উল্লেখ করিলাম না । সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ করাই পরম পুরুষার্থ । অতএব কৃষ্ণ ভজনই শ্রেষ্ঠ । মহাপ্রভুর কৃষ্ণ আবার পূর্ণ, পূর্ণতর এবং পূর্ণতম । সেই পূর্ণতম কৃষ্ণের তত্ত্ব এইরূপ :—

“ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।

সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥

সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ।

সর্বৈশ্বর্য্য সর্বশক্তি সর্বরস পূর্ণ ॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন ॥

কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন ॥

পুরুষ যৌষিৎ কিস্বা স্থাবর জঙ্গম ।

সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষান্নানুত মদন ॥

নানা ভক্তে নানা মত রসায়ুত হয় ।

সেই সব রসায়ুতের বিষয় আশ্রয় ॥

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্তিধর ।

অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্বচিত্তহর ॥”

( চৈতন্যচরিতামৃতে )

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যিক । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে “এই মত যে মহাপ্রভুর নিজের মত তাহার প্রমাণ কি ? তাহার জীবনী লেখকেরা আপন আপন মত তাহার মত বলিয়া প্রচার করিতেও পারেন ।” বৈষ্ণব চরিত্র পাঠ করিয়া যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস যে মহাপ্রভুর সম সাময়িক বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের দ্বারা যে মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া আপন আপন মত প্রচারিত হইবে ইহা অসম্ভব । মহাপ্রভু কেবল মত প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, স্বয়ং আচরণ করিয়া লোকশিক্ষা দিয়াছেন । তাহার উপদেশ এই যে আপনি আচরি ধর্ম অত্মকে শিখাবে । যে সম্প্রদায়ের লোকেরা দূর পথ চলিবার কালে পথিমধ্যে কোন শরণাগত কুকুরকে স্থায়ী গৃহিণী অন্ন দিতে ভুলিয়াছেন শুনিয়া দিবারাত্র উপবাস করিয়া পরদিন প্রভুুষে ঐ কুকুরের দর্শন প্রাপ্তিতে তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণামান্তে তাহার নিকট আপনার অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা ভগবানের ভোগ দিবার জন্ত প্রস্তুত করা রুটী বজ্র শৃগালকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বলেন মহারাজ রোটিমে ঘি লাগার দেয়, সুখা থানেমে তক্লিফ্ হোগা, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বদা জীবের নিকট এবং ভগবানের নিকট সকল বিষয়ে অপরাধের

করে ভীত আমি সে সম্প্রদায়ের মুখা হুখা ব্যক্তিদিগকে সর্বং খলিদং ব্রহ্ম” বলিয়া নিন্দাকারী পণ্ডিতাভিমानी ব্যক্তি অপেক্ষা নূনভাবে দেখিতে বা কপটাচারী মনে করিতে পারি না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি এই মহাপ্রভুর চরিত্র স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়া সাধারণের উপকারার্থে বঙ্গভাষায় লিখিয়াছেন তিনি যে এ-চরিত্র অতিরঞ্জিত করিবেন ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

“যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে,  
ইতর জন নারিবে বুঝিতে ।

প্রভুর যে আচরণ, সেই করি বর্ণন,  
সর্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥

নাহি কঁহা সে বিরোধ নাহি কঁহা অনুরোধ,  
সহজ বস্তু করি বিবরণ ।

যদি হয় রাগ ঘেঘ, তাহা হয় আবেশ,  
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥

( চৈ, চ, )

“শৃঙ্গার রসরাজময় মতি” প্রভৃতি রসের কথা বলিতে গেলে মহা অনর্থ-পাত উপস্থিত হইবে। স্বামীজী দণ্ড উঠাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইবেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয় শাস্তি প্রদান করিয়া আওড়াইয়া নানা কথা বলিতে ক্রটি করিবেন না। আমার মতন যে কেহ গৃহস্থ মহোদয়গণ নাক সিটকাইয়া অনেক বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর উপর অসম্মান ফেলিবেন। দয়ানন্দী মহাশয়দিগের ত কথাই নাট। তবে যেখানে “রসো বৈ সঃ রসং হ্যোবাযং লঙ্কানন্দী ভবতি” “শ্রীঃ সঃ বৈ পরমং দৈবতম্” ইত্যাদি লেখা আছে সে কটা পাতাকে প্রাণে ধরিয়া ছিঁড়িতে তৎপর হইবেন।

মহাপ্রভুর শাস্ত্রবাখ্যা মতে স্বয়ং ভগবানের যেমন ঐশ্বর্যের সীমা নাই তেমনি মাধুর্যেরও সীমা নাই । ঐশ্বর্যের বিরাট মূর্তি যেমন শ্রীঅৰ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া দেখাইয়াছিলেন তেমনি মাধুর্য রসের পরিপূর্ণতা শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন লীলায় নিত্য প্রকট তাহা অপ্রাকৃত অতএব প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে । ঐশ্বর্যযেমন মন বুদ্ধির অগোচর ভগবানের মাধুর্য্য সেই রূপ মন বুদ্ধি গোচরীভূত হইতে পারে না । প্রাকৃতিক জগতে যেমন রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধাদি আছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহেও তাহাই আছে তাঁহার নামনামো অভেদ বিধায় নাম পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে । এবিষয়ে মহাপ্রভু এক স্থানে কাশীধামের প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামক তৎকালীন পরম পণ্ডিত এক অদ্বৈত মার্গের সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—

প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী ।

ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি ॥

অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাম ।

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান ॥

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন এক রূপ ।

তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ ॥

দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ ।

জীবের ধর্ম্ম নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ ॥

অতএব কৃষ্ণনাম দেহ বিলাস ।

প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা বৃন্দ ।

কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ ।

অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥

\*

\*

\*

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে ।

মায়াবাদিগণ যাতে মায়া বহিন্মুখে ॥

ক্রমশঃ

শ্রীবামনদাস মজুমদার ।

মুম্বের ।

সন ১৩২১ সালের

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার

আয় ব্যয়ের হিসাব ।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৮ ।

জমা —

গতবর্ষের বাকীজমা

১২৬/১০

বর্তমানবর্ষের খুচরা প্রণামী

১০৪৭/১০

দৈনিক ভোগ দরুণ খুচরা প্রণামী

৭৬/ ৭/১

উদ্ভক্ত দ্রব্যাদি বিক্রয়

১৮ / ৫

মার্কার্ভোম পরীক্ষার প্রদেয়

২/

শ্রীশ্রীযুক্ত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর	৩০০
“ মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃদ	২১
প্রণামী	১৫
শ্রীমদ্বক্তাবিনোদ ঠাকুরের স্মরণার্থে	৪
শ্রীযুক্ত ভক্তিবৃন্দ মহাশয়ের স্মরণার্থে	২
“ কমলাপ্রসাদ দত্ত এম, এ বি এল	২০
“ ললিতাপ্রসাদ দত্ত	২০
“ রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বি এল	১২
“ রাধামাধব নারায়ণ হিকিম	১১ ১/২
শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র	১০
শ্রীযুক্ত প্রসন্নময়ী ( চাতরা )	১০
“ রাণী বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী ( সন্তোষ )	১০
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী	১০
“ বিরজাপ্রসাদ দত্ত	১০
“ বীরেশ্বর দত্ত	১০
“ ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ	৭
“ সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ	৭
শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ	৭
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ নারায়ণ ভক্তিবৃন্দ	৬
“ অমর নাথ বসু	৬
“ গৌর গোবিন্দ বিশ্বাস	৬
“ চারু চন্দ্র মিত্র	৬
“ নকুলেশ্বর রায়	৬
“ বনমালী দাস	৬

শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম	৬
স্বধামপ্রাপ্ত মন্থন নাথ রায় ভক্তিপ্রকাশ	৬
শ্রীযুক্ত শৈলজা প্রসাদ দত্ত এল্ এম্ ই	৬
“ ডাক্তার সিদ্ধেশ্বর মজুমদার এল্ এম্ এন্স	৬
“ হীরা লাল বিশ্বাস	৬
“ অনন্ত চরণ মহান্তি ভক্তিরত্ন	৫
“ উমা প্রসাদ মাইতি	৫
শ্রীমতী কৃষ্ণ বিনোদিনী মিত্র	৫
শ্রীযুক্ত রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরের পরিবার	৫
“ নরেন্দ্র কুমার দত্ত	৫
“ বরদা প্রসাদ দত্ত ভক্তিভূষণ	৫
“ বিশ্বম্ভর মিত্র মহাশয়ের পরিবার	৫
“ বিহারী লাল মজুমদার	৫
“ শৈলজাপ্রসাদ দত্তের মাতা	৫
স্বর্গীয় ক্ষীরোদ কুমার দত্তের পরিবার	৫
শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত	৪
শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র মিত্র	৪
“ কুমুদ কান্ত ভৌমিক	৩
“ পার্শ্বতী চরণ দাস	৩
“ রাম গোপাল বসু	৩
“ ক্ষেত্র মোহন ব্রহ্ম	৩
শ্রীমতী সরোজ বাসিনী	৩
“ সরোজিনী বক্সী	৩
শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্রদাস বৈষ্ণব	২১০

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଗରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବନ୍ଧୁ

“ ଅକ୍ଷୟ ଭୂଷଣ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ	୨୧
“ କରୁଣା କୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ	୨୧
“ କାଞ୍ଚାଳୀ ଚରଣ ସାହୁ	୨୧
“ ଗଦାଧର ସାହୁ	୨୧
“ ଗୋପୀ ନାଥ ମହାନ୍ତି	୨୧
“ ଗୋଲୋକ ନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଭକ୍ତିଗିରି	୨୧
“ ଗୋଲୋକ ନାଥ ନାୟକ	୨୧
“ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୈଭବାଚାର୍ଯ୍ୟ	୨୧
“ ଶୁକ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ	୨୧
“ ଚୌଧୁରୀ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର	୨୧
“ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଘୋଷ	୨୧
“ ଜ୍ଞାନକୀ ନାଥ ମଞ୍ଜୁମଦାର	୨୧
“ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଘୋଷ ( ଯଶୋହର )	୨୧
“ ତାରିନୀ ଚରଣ ସମାଜଦାର	୨୧
“ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ନାଥ ରାୟ ଭକ୍ତି-ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୈଭବାଚାର୍ଯ୍ୟ	୨୧
“ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ରାୟ	୨୧
“ ନନୀ ଲାଲ ଚୌଧୁରୀ	୨୧
“ ରାୟ ନଳିନୀକାନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବାହାଦୁରର ପୁତ୍ରବଧୂ	୨୧
“ ନୀଳାଦ୍ରର ରାହା	୨୧
“ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ମିତ୍ର	୨୧
“ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଏଲ୍ ଏମ୍‌ ଇ	୨୧
“ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ	୨୧
“ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କର ଅଧିକାରୀ	୨୧

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন	২১
” ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র	২১
” রজনীকান্ত মণ্ডল	২১
” রজনীকান্ত বসু বি, এল	২১
” রবীন্দ্রনাথ দত্ত	২১
” রবীন্দ্রনাথ দত্তের মাতা	২১
” রাধিকাপ্রসাদ শেঠ	২১
” ললিত লাল ঘোষ ভক্তিবিলাস	২১
” প্রভু হীরালাল গোস্বামী	২১
” শরচ্চন্দ্র বসু	২১
” সতীশচন্দ্র বসুর মাতা	২১
” সারদাচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী	২১
শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারী দেবী	২১
” নিস্তারিণী দাসী	২১
” প্রমীলা সুন্দরী দাসী	২১
শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন রায়	১৬০
” তারিণীচরণ হালদার ভক্তিভূষণ	১১০
” নৃসিংহ প্রসাদ অধিকারী	১১০
পরলোকগত অভয়চরণ সমাজদার	১১
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১১
” অমরেন্দ্র নাথ সোম	১১
” অযোধ্যা নাথ রায়	১১
” অরবিন্দ নয়ন দত্তের মাতা	১১
” আনন্দ সাত্তরা	১১

শ্রীযুক্ত	১
" ডা	১
" উদ	১
" এক	১
" কাল	১
" কুড়া	১
" কৃষ্ণচন্দ্র	১
গণেশ চন্দ্র দত্তের মাতা	১
" গয়ারাম ঘোষ	১
" গোপাল মাইতি	১
" গোপীনাথ সাহু	১
" ঘনশ্যাম বাগ	১
" জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের মাতা	১
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী বি, এল	১
" দিগেন্দ্রচন্দ্র দাস অধিকারী	১
" দীনবন্ধু মাইতি	১
" দারকানাথ চক্রবর্তী	১
" নরসিংহ চরণ অধিকারী	১
" নরোত্তম দাস	১
" নিত্যানন্দ মাইতি	১
" পঞ্চানন্দ হালদার	১
" পহলি সাহু	১
" পীতাম্বর দাস	১
" প্রমথ নাথ সাত্তাগ	১

শ্রীযুক্ত প্রমোদ গোপাল দাস মহাপাত্র	১
„ প্রসন্ন কুমার কুমার সান্না	১
„ বন্ধু বিহারী সান্না	১
„ বাসুদেব সান্না	১
„ বিনোদ গোপাল দাস মহাপাত্র	১
„ বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়	১
„ বিনোদ লাল বসু	১
„ বিপিন বিহারী পোন্ধার	১
„ বিপিন বিহারী সমাজদার	১
„ বিহারীলাল বসু	১
„ বিশ্বেশ্বর দত্ত	১
„ বৃন্দাবন চন্দ্র বসাক	১
„ ভগীরথ সেন	১
„ ভাগবত চন্দ্র পাত্র	১
„ ভিকারী চরণ দাস	১
„ ভৈরব চন্দ্র পাত্র	১
„ মতিলাল মজুমদার	১
„ মধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী	১
„ মধুসূদন ভূঞা	১
„ মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত	১
„ মহেন্দ্র নাথ দত্ত	১
„ মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়	১
„ মুক্তারাম ঘোষ	১
„ মুচিরাম দাস মহাপাত্র	১

শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন জ্যোতিঃশাস্ত্রী	১
„ রঘুনাথ পাল	১
„ রজনী কান্ত রায়	১
„ রজনীকান্ত শেঠের মাতা	১
„ রমণী মোহন রায়	১
„ রসিক লাল বসু	১
„ রাজেন্দ্র নাথ কুণ্ডু	১
„ রাধাকৃষ্ণ সাত্ত	১
„ রাধানাথ ঘোষ	১
„ রাধা নাথ পোদ্দার	১
„ রাধাশঙ্কর দাস মহাপাত্র	১
„ রাধানোহন পাত্র	১
„ লোকনাথ পাল	১
„ লম্বোদর মুখোপাধ্যায়	১
„ ললিত গোপাল দাস মহাপাত্র	১
„ হরিচরণ দাস	১
„ হরি দাস	১
„ হরিনাথ ঘোষাল	১
„ হরিনাথ চক্রবর্তীর পরিবার	১
„ হেমচন্দ্র ঘোষ	১
„ হেমনাথ ঘোষ	১
„ হরচন্দ্র ঠাকুরদার	১
„ শশী ভূষণ রায়	১
„ শিবপ্রসাদ দাস	১

শ্রীযুক্ত শ্রীমসুন্দর সরকার

” • শ্রীধর সাহু

” সখী চরণ রায়

” সতীশ চন্দ্র দত্ত

” সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

” সীতানাথ সাহা

” সৌমেন্দ্র নাথ দত্ত

” ক্ষুদিরাম কুণ্ডু

” ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়

” ক্ষেত্র মোহন দাস

শ্রীযুক্তা কিরণ শশী বসু

” কুমুদিনী দত্ত

” কুমুম কুমারী বসু

” কুমুম কুমারী মিত্র

” গঙ্গামণি চৌধুরাণী

” চারু বালা বোষ

” প্রিয়তমা বসু

” মতি

” মুণালিনী দেবী

” রমণী সুন্দরী মজুমদার

” লতিকা বালা

” সরস্ব বালা মিত্র

” সরস্বী বালা

” স্বর্ণ লতা

শ্রীমতী সাবিত্রী

" সিদ্ধেশ্বরী

" সুশীলা বালা ঘোষ

মোট জমা

১১২৫১/১২১০

খরচ

মেরাফ ও মহাবদ খানা ইত্যাদিতে

৪০৭/২১০

বাসন ও অলঙ্কারে

১১৮/০

গান কীর্ত্তন ও মহাবদাদিতে

৫৬৮/১৫

ভোগরাগাদিতে

২৭৩৮/১৫

আলোকসজ্জা, পারিশ্রমিক ও অত্যাচার

৬২৮/১৭১০

অধ্যাপক সম্মান, ডাক ও মুদ্রাক্ষণাদিতে

৭৭৮/৫

এমারত সংস্কারে

১৬১৫

শ্রীমুর্তিদিগের দৈনিক সেবায়

৪১৭৮/১৫

মজুত

১৬২৮/৭১০

মোট ব্যয়

১১২৫১/১২১০

শ্রীমণিমাধব মিত্র ভক্তচূড়ন

তিসার রক্ষক ।

শ্রীসানকট চাটোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ

শ্রীবসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম

আরব্যার পরীক্ষকদ্বয় ।

শ্রীরায় যতীন্দ্র নাথ চেধুরী ভক্তভূষণ

সম্পাদক ।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী, কার্য্যাধ্যক্ষ ।

## নূতন খেলা ।

( ১ )

জীবন বেলায়,                      নূতন খেলায়,  
খেলিতে আনন্দ আবার কে,  
আনিল টানিয়া,                      'কি ছুটে উলিয়া',  
কি মোহে খেলিল মানস রে ?

( ২ )

কি আবার খেলা,                      খোঁজব এ বেলা ?  
ভব-পার-ভেলা বাঁধিতে যে,  
হ'বে গো এখন,                      করি দরশন,  
পাথার ভীষণ ঐ গরজে !

( ৩ )

আনুমনা হ'য়ে,                      এমন সময়ে,  
খেলা ধূলা ল'য়ে কিসে থাকি ?  
খেলি বা কেমনে,                      শুনিয়ে শ্রবণে,  
ও-কাল-গর্জনে !                      হয় তা' কি ?

( ৪ )

কেরে তুই খেলী,                      বাহু দুটি মেলি  
ধ'রে ল'য়ে এলি মোরে হেথা :

শুধু ধূলা খেলা,            তোর সারা বেলা,  
তোর সনে মেলা মোর বৃথা !

( ৫ )

ভূলায়ে রাখিবি,            কত খেলা দিবি,  
তুই তো খেলিবি ভোর দিবা,  
এ পারেই বাস,            তোর বার মাস,  
হবে তাহে নাশ তোর কিবা ?

( ৬ )

মরিতে মরিব,            আমিই মজিব,  
আধারে হইব পথহারা ;  
ল'য়ে মিছে খেলা,            কাজে করি হেলা,  
পাথারে অবেলা হ'ব সারা ।

( ৭ ) . . .

মিনতি আমার,            ওরে সংসার,  
করিস্ না আর টানাটানি ;  
আছে খেলী শত,            খেল সাধ যত,  
দে আমায় পথ, কঁাদে প্রাণী !

( ৮ ) . . .

বেলা ব'য়ে যায়,            কথায় কথায়,  
পারে যে আমায় যেতে হবে ;

এই বেলা যাই,                      বাঁধি ভেলা ভাই,  
আর কাজ নাই কলরবে !

( ৯ )

হরি-নাম-গান,                      হরি সেই জান,  
ল'য়ে অবিরাম হরি কথা,  
মিলি সাধু জনে,                      শ্রীহরি চরণে,  
থাকি মতি সনে পতিরতা !

( ১০ )

অকূল-কাণ্ডারী,                      কেশব কংসারি,  
পদ সেবা তাঁরি ভব-ভেলা,  
মিলিবে তা' হ'লে,                      তরিব কুশলে,  
ভীম ভব-জলে করি হেলা !

( ১১ )

চুপে চুপে কানে,                      তখন স্নতানে,  
কহিল কে জানে মোরে ডাকি,  
কি কহ পাগল,                      কাহারে বিফল ?  
রাখ এ সকল হৃদে ঢাকি !

( ১২ )

“খেলনা !—খেলিবে,      প্রাণ কেন দিবে ?  
পরাণ সঁপিবে হরি পদে ;

পারিবে জিনিতে,      এ বাজি ত্বরিতে,  
হবেনা মজিতে মোহমদে !!”

সজ্জন চরণ রেণু

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়  
শ্রীকৃষ্ণপুর ( বর্দ্ধমান )



## সঙ্গীত মাধব মহাকাব্যম্ ।

সপ্তম সর্গঃ—মুক্তমাধবঃ ।

•

গতায়াং রাধায়াং হৃতপদমপি স্বীয়ভবনং  
সখী বা তৎ প্রেষ্ঠং ত্বতুলরসমাভাষ্য কিমপি ।  
প্রবিষ্টঃ শ্রীবৃন্দাবনবিপিনগানন্দসদনং  
স গোবিন্দো নবিন্তত কচিমপীন্দোরুদয়তঃ ॥ ১ ॥  
ন চন্দ্রেলিস্বংদ্রেণ চ পরমসাক্ষে মলয়জে  
ন কালিন্দিনীরা নীলকমলমালাসু স হরিঃ ।  
জনাদ্রং স্বং পীতাম্বরমপি তনৌ ব্রহ্ম ন জহৌ  
মনাগ্ বাধাং রাধাবিরহদহনজ্বালবিকলঃ ॥ ২ ॥  
লোলংপল্লবিনীং বিলোক্য মধুপো ধুষ্টাং বিদূরে লতাং  
রাধা সাহস্ররতীতি হর্ষবিগলং পীতাম্বরৌ ধারিতঃ ।

কালিন্দীকলহংসকোমলহরধবানেন লোলেক্ষণা

১ বারম্বারমভুং প্রতাপিত সতি বৃন্দাবনে মাদবঃ । ৩ ॥

বক্ষোজং স্তবকে মুখং দিমকরে নেত্রং কুরঙ্গীগণে

নৃত্যংবহঁকলা পরাবকবরীং নালীষু দোঃ কন্দলীং ।

ইথং কিঞ্চন সাধু তত্র কামপ্যাধসা সংধুক্ষিতো

রাধায়া ললিতাজ্জকালি স হরির্বদ্রাম বৃন্দাবনে ॥ ৪ ॥

অথ কুচপরিরঘুচুষ্ববিম্বাধররসপানবতোংসবে নিমগ্নঃ ।

কিমপি জুদি যমাহিতোপি কালিমদকলিতাবরুতৈঃ প্রমুগ্ধাসীৎ ॥ ৫ ॥

ততঃ কমলপত্রাক্ষঃ কদম্বতলকেতনঃ ।

ধিললাপাতিকরুণং বাষ্পগাণদয়া গিরা ॥ ৬ ॥

শ্রীরাগেণ গীয়তে যথা ।

সমভিলষন্তুহমীক্ষিতুমুচ্ছল শ্রীমুখহিমকরবিষং ।

নয়তি চ হস্ত তদন্ত্ৰদিশং প্রতি-নিহিত-চেলমবিলম্বং ॥ ১ ॥

হরিহরি কথংজীবমিদানীং ।

রাগা ন বদতি বাবদানং কিমপি মিতাময়ি বাগীং ॥ ২ ॥

সম্পূর্ণমহমভিষামি নিকটমিয়মত্চ চলতাতিদূরং ।

ন চ শৃণুতে মম দুঃখনিবেদনমপি পশ্যতি ন ক্রুরং ॥ ২ ॥

যদি কুসুমাবচ যাতৈতাবনমিহকুসুমহঁচত্রং ।

নৈবাম্পৃশদপি মদুপকৃতং বত কিমিদং মধুরবঁচত্রং ॥ ৩ ॥

সহজা হ্রিয়া নবমপি নোল্লময়তি স্তন্দরতাসমুৎপন্দং ।

কিমমজনিতমহং নবগাহে সান্দ্রসামৃতসিদ্ধুং ॥ ৪ ॥

নিরবধি দুঃসহ মন্থথলুক্কক বিদ্ধমনা প্রলপামি ।

ন প্রসাদতি বৃষভামুকিশোরী বি শোরী বিষ্ণুর ৎ কবচুয়ানী ॥ ৫ ॥

মণিময়মুদ্রিক যাতি-মনোহর রত্নোজ্জ্বল নিজবংশা ।  
 পরমপ্রলোভনমহকৃতংবহো মনুতে নৈব বয়স্তা ॥ ৬ ॥  
 হাহা জীবিত ন ত্রপসে ত্বং কথমিহ দুশ্চরিতেন ।  
 ক্ষণমপি তাং রসধামবিনা যন্তিষ্ঠসি পরমসুখেন ॥ ৭ ॥  
 ইতি বিরহাতুর হরিপরিদেবন রঞ্জিতগীতমুদারং ।  
 গায়তি সরস্বতী বিরচিত পরমরসনিধিসারং ॥ ৮ ॥

তত্রৈব ।

পূরো রাধা পশ্চাদপি চ মম রাধা তত ইত  
 ক্ষুরতোষা সমাগ্ বসতি মম রাধান্তরগতাং ।  
 অধশ্চাক্ষং রাধা বিটপিসু চ রাধা কিমপরং  
 সমস্তং মে রাধাময়মিদমহো ভাতি ভুবনং ॥ ৯ ॥  
 কর্ষাকস্মিক উদ্বিষ্যতি-মৃগী-নেত্রে তবাত্রাগমো  
 দৃষ্টু মামতিকাতরঞ্চ করুণা কার্যাকরী ভাবিনী ।  
 যথা যাস্মি কদাচবাণ্ডিরমৃতৈরাশ্বাস্ত ধৃত্বা করে  
 জা রাধে বৃষভানুন্দিনী কদা ত্বামঙ্কমারোপয়ে ॥ ১০ ॥  
 বিনাপ্রাণং দেহঃ কথমিহ ভবেৎ কো নু সলিলং  
 বিনাশ্রীনশ্চন্দ্রো বিলসতি বিনা কো নু রজনীং ।  
 বিনা নু কা প্রাণস্থিতিরহহ কুষোপি লিতষাং  
 বিনারাধাং প্রেমোন্মদমদনলীলা-রসনিধিং । ১১ ॥  
 যোগীন্দ্রা যুগয়ন্তি যৎপদরজস্তেনাপি যন্মৃগাতে  
 বিশ্বং যেন বিমোহিতং চলদৃশা তস্তাপি যন্মোহনং ।  
 পূর্ণানন্দময়োহপি যদ্রসনবাস্বাদেন ধ্যানায়তে  
 তস্বামঙ্কিত-চম্পকচ্ছবিচিরং রাধাভিধং পাতু বঃ ॥ ১২ ॥  
 ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে যুগ্মমাধবো নাম সপ্তমসর্গঃ ।

অষ্টম সর্গঃ—রমোদ্ধতমাধবঃ ।

যথা ব্যচয়চ্চকৈশ্চতুর চক্রচূড়ামণি

বিচিন্ত্য কুচিরং মদাচলচকোররাধাং দৃশাং ।

তচ্চকুচকর্ষণাচলমুদঞ্চিতে নো রসা

নিপীত্য সহসোচ্চয়ং বিরচয়ন্নুপায়াবলাং । ১ ॥

কদাচিৎ কালিন্দী জল বিলসদিন্দীবরবনে

লিনীলোৎমজ্জিতা মদকলভনীলো মধুপতিঃ ।

অনর্ঘাং রাধায়াবিরতকুচকুস্তোভয়তটী

পরীরম্ভং রম্ভা বিজয়িলসহুরোরনলভং ॥ ২ ॥

পূরস্থিতে কাণ্ডে রচিতমথ নির্বপ্য সপদি

প্রদীপং ফুংকারৈঃ স তমসি গৃহে নীলবসনং ।

বিমুক্তা স্ত্রী ভোজং ন পরিধৃতরত্নভরণকঃ

কদাচিদ্ভাষায়া অকৃতপরিরম্ভোৎবসনৌ ॥ ৩ ॥

কচন নবনিকুঞ্জে কৃষ্ণ আলক্ষ্য সখ্যা

তরলিতমতি খেলাং হ্রযামানঃ কদাচিৎ ।

তদতিনিভ্রতবল্লী মন্দিরাস্তং নিলীনাং

সহসিতমূপ গুহ্যানন্দকার্ণাং স্বলেভে ॥ ৪ ॥

নববুভিত্সুবেশং কারয়িত্বা কদাচিৎ

পরমচতুরসখ্য-প্রমিতং প্রাণনাথং ।

তদতিমধুরকপেগোৎসলং প্রেমসিদ্ধুঃ

স্বনিকটমুপযাতি প্রাচ রাধা বিমুক্তা ॥ ৫ ॥

যথা রামকিরী রাগেণ গীয়তে ।

নীলনলিনদল-কোমলমুজ্জলমঙ্গমধিকস্বকুমারং ।

মোহনরূপমিদং তব বল্লবি বিহরতি মমাস্তরসারং ॥ ১ ॥

বিধুবুধি কাণ্ডমহো মধুরে প্রিয়সখি ভব মম চারুভরে ॥ ১ ॥  
 ষেষমহো তব বিশ্ববিমোহন লালিতাপাঙ্গবিভঙ্গী ।  
 জনমতি খঞ্জন পার্শ্ববিভজ্ঞনমভিভয়মেতি কুরঙ্গী ॥ ২ ॥  
 কস্তা স্তুতাসি চলন্তকুণ্ডলমাণ্ডিতমূলকপোলে ।  
 নন্তমতঙ্গজগামিনী নবরতিকেলিকলাসু বিলোলে ॥ ৩ ॥  
 মা কুরু বঞ্চনমিহ সখি কিঞ্চন তব পৃচ্ছামি রহস্তং ।  
 ত্বামপি চকিত মুদেক্ত কিমু হরিরিতি মম বাচ্যমবশ্যং ॥ ৪ ॥  
 লোচনতাপহরে স্তম্ভধ্বনি দেহি নিবিড় পরিরস্তং ।  
 হং প্রাপ্যাকর বেন মনো মম ভজতি হরেকপলস্তং ॥ ৫ ॥  
 তাস্তমুহো তব লাস্তমহো তব বচনমহো মধুধারা ।  
 স্নানশয়ন-ভোজন-গমনাদিবু বিহর ময়া স্তমুদারা ॥ ৬ ॥  
 ইতি বরবুধী-বেশধরো হরিরতিরসসিকুমগাধাং ।  
 পুলকিত বহুসহাসমসমোদত চিরমুপগুহ্য স রাধাং ॥ ৭ ॥  
 মুগ্ধ সরস্বতীগীতমহাদুত মাধব-কেলি-বিলাসং ।  
 কণ্ঠকটে কুরুতাতিরসং কিল শিথিলধুবতিভূজপাশং ॥ ৮ ॥  
 বিতত্য নিজমুজ্জলং কপিশমুস্তরায়ং তলে  
 তদৈকদিশি বংশিকামপি নিধায় রাধেব্রিতঃ ।  
 বিচিত্র কুসুমান্যপাতয়ত নীপমাক্রত্বাক-  
 নধাকিমপি ভাবয়ন্ রসিকশেখরঃ কহিচিৎ ॥  
 সখ্যা তত্র পুরঃ স যা কুলবধুসংমোহিনীং শ্রীহরে-  
 বংশীমাগ্নহিতায় গোপয় তদিদৃষ্টে করে ত্বস্ততাং ।  
 নীপৈশ্চৈঃ পরিমণ্ডিতাং নিজপটচ্ছিন্নাঞ্চ শাখাস্তরে  
 লীলাং বাগ্য ততোহ্যত্যাঁ সহসা যাস্তীমবারুদ্ধসঃ ॥ ৯ ॥  
 অপাতিমধুরপি কুরঙ্গভঙ্গী গভীরয়া ।

গিরা মুদা ললিতয়া প্রাহ রাধাং রসাকুলাং ॥ ১০ ॥

যথা শ্রাম গুঞ্জরৌ রাগেণ গীষতে ।

মণিময়ঃ পদার্থঃ কপদার্থ মম নবগংকালমুদারং ।

নীপমনল্ল ক মসি চ সুদূরত হরমুকুতাভনিবিসারং ॥ ১ ॥

কেয়ঃ ব্রজপুর চতুর সুচৌরৌ ।

ভ্রমতি বনে মম ললিতকিশোরী ॥ ২ ॥

মুঞ্চ মমাঞ্চলমিতি বহুঞ্চল লোচনকমলবিভঙ্গী ।

নিগদতি হস্ত মৃষা পরিরোদিতি কলিতমহাদুতরঙ্গী ॥ ২ ॥

সোঢ়মখিলমথ বত কঙ্কুসগতঃ দ্বিতরকদম্বমুদারং ।

কিমু ন দদাতি বিশ কিমথাপি তু রচয়তি বিবিধবিকারং ॥ ৩ ॥

প্রথয়তি বত চতুরত্মমহোবর যুবারিশ্চুস্বতীয়ং ।

উদমধুনাপি শ্রেষ্ঠপৃথুকুচতর ইতি কথামিব কথনীয়ং ॥ ৪ ॥

দেখুগণো নম দূরগতো বত বিকলমখিলমপি মিত্রং ।

ক্রতমর্পয় মম পরমরসপ্রদকুটুলযুগমতিচিত্রং ॥ ৫ ॥

তব যদি নিশ্চয় এষ ন দেয়ং হরিরপি দৃঢ়মভিমানী ।

অস্ত্র কৃতেপি চ হাশ্বতি জীবনমিতি মমনামৃতবাণী ॥ ৬ ॥

ইতি হটপাটিত নবকঙ্কুসপট উল্লসিতো বনমালী ।

লক্ষমহোহতি বিবিধমগ্নোদত রাধাকুচযুগশালী ॥ ৭ ॥

ইতি রসসার সরস্বতী বর্ণিত মাধবমধুরবিলাসং ।

বিশত গুরোঃ পদভক্তিপরিশিচরমুজ্জলভাববিহাসং ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্লোকঃ ।

পাণিভাং পিদধৎ কদাপি সুদৃশঃ পশ্চাদগতো লোচনে

স্মরন্তংকরপল্লবেন ললিতে মুঞ্জেতি চোজ্জ্বলতঃ ।

শুশ্রূষাশ্চ শনৈঃ শনৈর্জঘনতঃ ক্ষিপ্তোরসশ্চাশ্বরং  
 সংশ্লিষ্টপ্রলিখনৈঃ স মুমুদে বোধেহপি মীনদৃশঃ ॥ ১ ॥  
 রাধেহং ললিতাগতাস্মিকপটী দৃষ্টোতি পত্রাবলাং  
 তন্মাসাঃ কুচয়োশ্চিরং বিরচয়ন্নাপীড়য়ন্মুদঃ ।  
 তীক্ষ্ণাগ্রৈর্বিলিখনৈশ্চ ধৃতপুংভাবোহতি মুগ্ধং হসন্  
 রাধায়াঃ সখী কিঙ্কমেতদিতি তত্ত্বতো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রসোদ্রুতমাধবো নাম অষ্টম সর্গঃ ।

## পাঠকের দৈন্য ।

পরম ভাগবত শ্রীযুত নটবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোয়ামারা হইতে  
 লিখিয়াছেন ।

এ পুরীষকীট, যে রূপা পাইবার যোগ্য নয় “তোষণীর” বর্ষণে তাহাই  
 দিয়াছেন । তোষণীর ৪র্থ সংখ্যার সহিত আমার প্রভুপাদ চঠাৎ এ  
 দিনের কুটীরে উদয় হইয়া ঘর আলোকায় করিলেন । আম'ন পূর্ব স্বাভা  
 হদয়ে হু হু কাবুয়া জ্বলিয়া উঠিল । এ নববেশ যে আমরা দেখনা এ  
 বেশ আমার প্রভুকে কে করাইল ? ভাবিতেছি এ দয়া কেন ? আমিত  
 চাহিনা । আম'ন তোমায় ডাকিনি তবে এলে কেন ? আমিত রাম-  
 জীবনপু্রে তোমায় হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়াছি মাত্র কিন্তু আরত ভাবিনা  
 তবে বেচে দেখা দিলে কেন ? সেই দিনেই তোমার চরণে অগ্রজ ভক্তি  
 ভূষণের রূপায় তোমার চরণে বাধিয়া লইয়াছি । পাপ হৃদয় এখনও

অলিয়া ছারখার হতেছে না কেন ? আমি যে তোমার নামহাটের বঞ্চক  
ব্রাজক নিপাণি । আমাদিগকে বিনা লাভে পণ্য লইয়া বিক্রয়ের আদেশ  
ছিল । কিন্তু এ শঠ মূলধন গুদ্র আত্মসাৎ করে পলাইয়া আসিয়াছিল ।  
খুঁজিয়া বাহির করলেন কিরূপে ? প্রভু হে আমরা কেবল ঐ নাম গান  
করিতেই ভালবাসি । আবার সেই দিন মনে হলো । যে দিন প্রথমে  
রামজীবনপুরে প্রথম শ্রীপদার্পণ করেন সে দিন উভয় ভ্রাতায় গাইয়াছি,—

“ও নিমাই এলি কি নদীয়াপুরে ।

নদেবাসীর দুঃখ নিশি কি পোহাল,

শচীমাতার শোক নিদ্রা কি ভাঙ্গিল ।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেহে প্রাণ কি আইল

ভাসে কি সুখসায়রে ॥

পুন কি নিতাই বসি সিংহাসনে, পাতিয়াছে হাট নদীয়া ভুবনে,

জাগাইতে সব নদেবাসী গণে, হরিদাস কি ঐ ফুকারে ॥

ভকতি বিনোদ, ভকতি ভঞ্জে, গোড় দেশে ঐ বিচরে রঞ্জে,

ভক্তিनिधि তায় মিলেছে সঞ্জে, জীবের দুঃখ নাশিবারে ॥

দীন হীন দিগ্ধ যদুনাথে, ব্রাজক বপণিগণে লয়ে সাথে,

ডাকিছে কাতরে, নিতাই তোমারে, বাঁধি কহি ভক্ত ভোরে ॥

এ পাগলের উক্তি পাপদগ্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস মাত্র । অনেক অনেক  
কথা দিন ফুরাইয়া যায় । কবে স্বানন্দসুখদকুঞ্জের ধারে বসিয়া কাঁদিতে  
কাঁদিতে এই নাম গাইব, সে দিন ভাগ্যে আছে কি ! তবে যখন প্রভুপাদ  
তোষণী দিয়ে রূপা প্রদর্শন করিতেছেন তখন আশা এক একবার উদয় হয় ।

আমরা গুড়ের ব্যাপারী যে রস বর্ষণ করিতেছেন ইহাতে কেবল ডুবিয়া  
হাবুডুবু খাইতেছি । এ পাপিষ্ঠের ঐ সব রসান্বাদের অধিকার হইতে  
পারে না ।

## প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত।

আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখে অপ্রাকৃত শব্দ শুনিতে পাই। ভক্তিগ্রন্থাদিতে প্রাকৃত শব্দের ও অনেকস্থলে উল্লেখ দেখা যায়। এই শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রকার ও বক্তাগণ কি লক্ষ্য করেন তাহাষ্ট আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়।

প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়া সর্বকারণকারণরূপে নিজাশ্রিতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে। প্রকাশমান কোন কার্যের কারণ প্রকাশিত হইলে তাদৃশ প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবুদ্ধিব স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। মানব জ্ঞান যে কালে কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত প্রকৃতি সংজ্ঞা দেন। প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্যসম্বন্ধীয় ভাব সমস্তই প্রাকৃত। জীব ঐগুলি জ্ঞানকশ্মেদ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাহার নিজেদ্রিয়ের প্রীতি হয় কখনও বা অপ্রীতি বা দুঃখের উদয় হয়। প্রকৃতির অধীনে তিনটি গুণ প্রকাশমান আছে। তাহাদিগকে রজ সত্ত্ব ও তম আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে। সত্ত্ব গুণের ধর্ম প্রকাশসত্তা রক্ষা করে। তমোগুণের ধর্ম প্রকাশিত বস্তুসত্তার বিলোপ সাধন করে। সত্ত্ব প্রারম্ভে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমোগুণ সূত্রঃ ঐ অসৎ গুণদ্বয়ের সত্তা প্রাকৃত সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটি গুণের গুণী তিনটিকে ভগবানের পুরুষ অবতার বলা হয়। সত্ত্বগুণের ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু। সত্ত্বগুণের অধীশ্বর হইয়া ও তাঁহাকে প্রকৃতি বা জড় ফল ভোগ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তবে তাঁহার আশ্রিত রজোগুণাধীশ্বর ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতিবাধ্য হইয়া

পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমধর্ম্যে অধিকারী হন না । বিষ্ণু প্রকৃতির অধীশ্বর । ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতিপতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন । ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সর্বশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই । সেটী জ্ঞাতি ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অষ্টটনষটনপটিনসী বিষ্ণু মায়াশক্তির পুত্র বলিয়া অভিহিত হয় । বিচাররহিত অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটী গুণাধীশ্বরের সহিত সমজ্ঞানে অপরাধ করিয়া বসেন । শাস্ত্র বলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।

সমদ্বৈনৈব বীক্ষ্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্বিবং ॥

বিষ্ণো সর্বেশ্বরেণে তদিতরসমধীর্ষস্ত বা নারকী সঃ ।

প্রাকৃত রাজ্যে ফলভোক্তা বদ্ধজীব । তিনি কখনও বা ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা কখনও বা রবিকিরণ তপ্ত গতচেতন স্থাণু । এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অনিত্য বদ্ধ ভোগকামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই । দেবীপামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দশ ভুবন সমস্তই প্রাকৃত । এই চতুর্দশ ভুবনে ভ্রমণকারী পথিকরূপে অন্নাভিলাষের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতভিমাণে বিচরণ করেন । প্রাকৃত, অনিত্য, অনুপাদেয় জড়দ্রব্য-ভোগবুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃত ভোগের কঠোর নিগ্রহ ভোগ করেন । ইহাই তাঁহার স্বরূপ বিভ্রান্তি বা মতিভ্রংশতা । আপেক্ষিক দুঃখভার লাঘব করিতে সমর্থ হইলে অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতভিমাণে আপনাকে সুখী মনে করেন আবার ভোগপিপাসার প্রাবল্যে ভোগ্যদ্রব্যের অপ্রাপ্তিতে সুখরহিত দরিদ্রতায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে দুঃখী জ্ঞান করেন । প্রাকৃত বস্তু সত্তার মূল শক্তি প্রকৃতি । বদ্ধজীবের নিশ্চল জড় ভোগরহিত নিজ স্বরূপানুভূতি তটস্থ ধর্ম্মে আবদ্ধ । গুণ প্রকৃতি ও

জীব প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। একটি বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি ও অপরটী তটস্থা শক্তি। তটস্থা শক্তি পরিণত জীব, বহিরঙ্গা শক্তির গুণ সমূহকে আধাহন করিলেই জীবের বদ্ধাবস্থা বা প্রাকৃত্যভিমান।

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তি পরিণামই অপ্রাকৃত চিজ্জগত। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই তথাকার একমাত্র ভোক্তা, তদ্রূপ বৈভবের আনুগত্যে শুদ্ধজীব ভগবানের ভোগ্যরূপে সেবা বিধান করেন। জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের সুখভোগাভিলাষে ব্যস্ত নন পরন্তু হরিভজনই তথায় তাঁহার নিত্য কৃত্য। প্রাকৃত জগতে নারার সুখহুঃখ ভোগের অন্তরালে জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিনানে বদ্ধ হন অপ্রাকৃত রাজ্যে ভগবৎসেবা তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্য্যে আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। নির্বিশেষ মতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তটস্থ ভাবময় নিগুণতা অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াক্রিয়াতে বিচিত্রতা আবদ্ধ, সুতরাং তন্মতে অপ্রাকৃত শব্দের অর্থ নিত্য বিচিত্রতা হীন অধ্যাত্ম শব্দ বাচ্য। কিন্তু অধ্যাত্ম শব্দে নির্বিশেষবাদী শক্তিরহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে ত্রিবিধ তাপে প্রতপ্ত হইয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শক্তি নানা বিচিত্রতা প্রকাশ করিত পারেন এরূপ তথ্যের কোন সংবাদই রাখে না। বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃতগুণ সমূহ নিষ্ক্রিয় হইলে অপ্রাকৃত পরম চমৎকার চিত্রৈচিত্র্য-প্রকাশনসমর্থ অন্তরঙ্গাশক্তি, জড়ের হেয়তা সসীমতা কালনাশিতা প্রভৃতি ধর্ম সমূহ রহিত করিতে পারেন। বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাপরতাই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবের প্রাকৃত ভোগ নাই। ভগবৎ সেবাজনিত আনন্দ ও জীবকে ভোগে নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব বদ্ধরাজ্যে অনুভববিশিষ্ট হইয়াও তাহা পরিহার পূর্বক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন।

কেবল জড় নিষ্ক্রিয়তায় ও নিজের বদ্ধ ভোগাভিমান পোষণ করিয়া হারসেবা-বিমুখ তর্কজ্ঞানাদির বাধ্য হইলে জীবকে কখনই প্রাকৃত অভিমান ছাড়িয়া দিবে না । বৈকুণ্ঠ বস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগ বাসনা বিদূরিত হয় । পার্থিব বা মাটীয়া অস্থিত বদ্ধজীবের ভোগপর কল্পকল । অপ্রাকৃত শরীর দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতসেবা-পর হইলে প্রাকৃত জড় বলের ফল্গুতা উপলব্ধি হয় এবং নির্বিশেষ জ্ঞানের ফল্গু গরিমার লবুত দৃষ্ট হয় । জ্ঞানীর অধ্যাত্ম শব্দে অপ্রাকৃতত্বের খণ্ডচিত্র থাকিলে ও উহা কখনই অপ্রাকৃতশব্দোদ্ভিষ্টে নিম্নল রাজ্য নহে । অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বলিলে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপর নরগণ নিজ বদ্ধ-ভোগপর প্রদেশ বিশেষ বুঝেন । আবার নির্বিশেষ মতাবলম্বী মুমুক্শুগণ নারায়ণশক্তিরহিত চিহ্নচিত্রতা হীন আধারকে বুঝিয়া থাকেন । তাহা তাহাদের উভয়ের মাটীয়া জ্ঞানের পরিচয় মাত্র । তাদৃশ জ্ঞানগম্য প্রদেশ অপ্রাকৃত নহে । নারায়ণশক্তির ক্রিয়া রহিত চিহ্নচিত্রা কৃষ্ণসেবাময় ত্রিপাদ বিভূতি বিশিষ্ট ভূমি অপ্রাকৃত । অপ্রাকৃত বিচিত্রতার সহিত প্রাকৃত বিশেষের কোন কোন বিষয়ের অঙ্গরতা আছে আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকত্ব ও দৃষ্ট হয় । জ্ঞানী সম্প্রদায় মনে করেন যে অপ্রাকৃত লীলা ও তদ্রূপ বৈভব তাঁহাদের জড় ভোগচিন্তার অগ্রতম অথবা মনোময় ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যের আখ্যায়িকা বিশেষ । কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ ভাব প্রাকৃত । অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধ ভাব বিশিষ্ট । ভগবত্বাকে নারায়ণশক্তির অন্তর্গত মনে করায় তাঁহাদের অপরাধ ফলে একরূপ ধারণা । ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকার-ভেদ, অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র । উহা নিত্য হরিসেবাপর, অবিনাশী, সম্বন্ধ বিশিষ্ট ও নিত্য অধিষ্ঠিত ।

## ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা ।

জগতের মধ্যে মানবের স্থান অত্যাশ্চর্য জীবগণের অপেক্ষা উচ্চ । মানবগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কেহ বা লৌকিক অর্থী কেহ বা কৰ্ম্মী কেহ বা জ্ঞানী এবং অপরে ভক্ত । সুতরাং এই চারি শ্রেণীর জীবের নিজ নিজ উদ্দেশ্যের উন্নতির জন্য চারি প্রকার শিক্ষা প্রণালী আছে । ভক্তিমার্গে উন্নতি লাভের জন্য আচার্য্যপাদগণ গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন এবং তত্ক্ষণ প্রণালীতে হরিসেবা করিয়াছেন । ভক্তিশাস্ত্রের প্রসারণ কল্পে শ্রীধাম প্রচারিণী সভা কতিপয় বর্ষ পূর্বে হইতে সার্বভৌম উপাধি পরীক্ষার অন্তর্গত দশটি বিষয়ে ভক্তি শিক্ষাকে বিভাগ করিয়া আচার্য্যোপাধি দ্বারা কৃতি ব্যক্তির নির্দেশ করিতেছেন । কিন্তু বর্তমান কালে ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ করিবার সমর প্রারম্ভিক উপকরণ পর্য্যন্তও অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না । যাহাতে আচার্য্য পরীক্ষা প্রদানের পূর্বে ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষার্থীগণ ভক্তি বিষয়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞান লাভ করেন তজ্জন্ত সহজ ও সুখপাঠ্য অঙ্গসংখ্যক গ্রন্থ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত । আমার বিবেচনায় ভক্তিশিক্ষার প্রারম্ভে প্রত্যেক ভক্তের ১ । শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৭ ভক্তি রত্নাকর ২ । শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ৩ । সংস্কার দীপিকাসহ সংক্রিয়া সার দীপিকা এবং ৪ । জৈব ধর্ম্ম পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যিক । এই কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠ করিবার পর যদি পরীক্ষার্থীগণ ভক্তিশাস্ত্রের বিশেষ বিষয়ে পরীক্ষা দেন তাহা হইলে তাহাদের ভক্তিশাস্ত্রে নিশ্চয়ই প্রবেশ ঘটিবে এবং তাদৃশ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিকে ভক্তিশাস্ত্রী উপাধি দেওয়া বাইতে পারে । এই ভক্তিশাস্ত্রী ইচ্ছা করিলে যে কোন বিষয়ে আচার্য্য উপাধি পরীক্ষা প্রদান করিয়া তত্তৎ বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে সমর্থ হইবেন । ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা বৎসরে দুইবার হওয়া উচিত । ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ স্থানে পরীক্ষা-

কেন্দ্র হইলে পরীক্ষার্থীগণের বিশেষ সুবিধা হয় । বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব প্রধান স্থানে ভক্তিশাস্ত্রের বিদ্যালয় হওয়া সম্ভব । বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণ্ডল শ্রীধাম প্রচারিণী সভার অধীনে স্ব স্ব বিদ্যালয়ের যথোপযুক্ত শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিতে পারেন । ছুটিবিষয়ে ছুটিদিন পরীক্ষা হইতে পারিবে এবং পরীক্ষার প্রদেয় ২২ টাকার অধিক না হয় । শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও শ্রীগৌর প্রকট পূর্ণিমায় পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয় । আচার্য্য পরীক্ষার নিয়মাবলী ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষায়ও গৃহীত হইতে পারিবে ।

শ্রীললিতলাল ভক্তিবিলাস

শ্রীবাসঅঙ্গন ।

## অন্তর্দীপ ।

নবদ্বীপের অন্তর্গত নয়টি দ্বীপের অগ্রতম অন্তর্দীপ । ইহার চলিত নাম ছিল আতোপুর । সেই গ্রাম মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে । শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমরাপুর । ঐ গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব কোণে এত গ্রামখানি ছিল । কালক্রমে জলঙ্গী ধারার বিক্রমে ও অগ্ন্যাগ্ন কারণে গ্রামখানির কথা এক্ষণে স্থানীয় কেহই অবগত নহেন । শ্রীকৃষ্ণলীলার ব্রহ্মা গোবৎস চরণ অপরাধে দুঃখিত হইয়া এই আতোপুর গ্রামে শ্রীমহাপ্রভু জন্মের পূর্বে তপস্তা করেন । শ্রীমহাপ্রভু সাক্ষাৎকার হইয়া ব্রহ্মার অন্তরের কথা শুনিয়াছিলেন এবং প্রকটকালে ব্রহ্মা নীচকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া হরিদাস মূর্তিতে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিয়া নিজাহঙ্কার প্রশমন করিবেন প্রার্থনা করেন । ব্রহ্মার অন্তরের কথা বলিয়াছিলেন

বলিয়া গ্রামের নাম আতোপুর। ইহাই প্রাচীন আখ্যায়িকা  
 শ্রীভক্তিরত্নাকর লেখক সেই গ্রন্থে, নবদ্বীপ পরিক্রমা গ্রন্থে ও নবদ্বীপ ধাম  
 পরিক্রমা নামক কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযশশ্যাম দাস বা  
 শ্রীনারহরি চক্রবর্তী ঠাকুর এই অন্তর্দ্বীপকে গঙ্গার পূর্ব পারের একটি দ্বীপ  
 বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই অন্তর্দ্বীপের মধ্যেই শ্রীমায়াপুর গ্রাম।  
 আতোপুর গ্রাম হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত গ্রাম  
 সমূহের মধ্যে সুবর্ণ বিহার ও মায়াপুরের উল্লেখ আছে। সে কালে জলঙ্গী  
 নদী, আতোপুর মায়াপুর গ্রামের ও সুবর্ণ বিহারের মধ্যে প্রবাহিতা ছিল  
 না। অন্তর্দ্বীপের ভূমিগুলি আজও দ্বীপের মাঠ বলিয়া খ্যাত আছে।  
 দ্বীপের মাঠের জমি ও বাহিরের দ্বীপের মাঠের জমির নির্দেশ আজও  
 কৃষক দিগের মুখে শুনা যায়। বাহিরের দ্বীপের মাঠের জমির স্বতন্ত্রতা  
 জগৎ ভিতর দ্বীপের মাঠ বা সাধুভাষায় অন্তর্দ্বীপের মাঠ প্রকাশ হইয়া পড়ে।  
 প্রকৃতপ্রস্তাবে মূল নবদ্বীপ বা প্রাচীন নিজ নবদ্বীপ অন্তর্দ্বীপেরই মধ্যে।  
 শ্রীমায়াপুরই নবদ্বীপের নামান্তর ছিল। আজকাল মায়াপুরের প্রকৃত  
 সীমা করেকটি কারণে লবুতা লাভ করিয়াছে। বল্লালদীঘি নামক নিম্ন  
 ভূখণ্ডের পাহাড় প্রদেশ তন্নাম লাভ করায় এবং মায়াপুরের যে অংশে  
 সেন বংশীয় রাজাগণের গৃহ ছিল ঐ অংশ বামনপুখুর গ্রামের অন্তর্ভুক্ত  
 হওয়ায় ঐ ঐ পল্লী মায়াপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়াপুর গ্রাম ক্ষুদ্রতা লাভ  
 করিয়াছে। আরোও বর্তমান বাঞ্ছোড় বা পরে যাহাকে জলকর দমদমা  
 সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ঐ স্থানে গঙ্গা ধারা প্রবল হওয়ায় কিছুকালের জগৎ  
 বর্তমান মায়াপুর বল্লালদীঘি ও বামনপুকুর গঙ্গার পূর্বপারে ও টোটা,  
 শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, রুদ্রপাড়া, নিদরা প্রভৃতি গ্রামসমূহ  
 গঙ্গার পশ্চিম পারে পড়িয়াছিল। এই ধারার প্রবলতা কালে দীঘি  
 'ত মায়াপুরের অনেক অংশ গঙ্গা গর্ভজাত হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে উহা

পুনরায় মায়াপুরের সহিত সম পার্শ্বাবস্থিত হইয়াছে । একই গ্রন্থকার পরিক্রমা গ্রন্থে ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে গঙ্গার পশ্চিম পারে রুদ্রদ্বীপ স্থির করিয়া বর্ণন কালে মহৎপুর পশ্চিম পারে ও রাহুপুর পূর্ব পারে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন । সম্প্রতি রুদ্রপাড়া গঙ্গার পূর্বপারে আদিয়াছে পশ্চিম পারে নূতন চর রুদ্রপাড়া উঠিয়াছে ।

অন্তর্দীপে গঙ্গাধারা :—শ্রীচৈতন্য চতুর্থ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে (৩৯০-৪২৭) গঙ্গার ধারা যেখানে প্রবহমানা, পূর্বে এইস্থানে ছিলেন না । অন্তর্দ্বীপ বাসীগণ কুলিয়ার দহ নামক স্থানে সে কালে গঙ্গাস্নান করিতেন । আবার সাক্ষি ত্রিশত চৈতন্যদের পূর্বে অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া অন্তর্দ্বীপের অধিবাসীগণ বর্তমান গুড়গুড়ে নামক জলধারায় গঙ্গাস্নান করিতেন । এইখানে গঙ্গার স্রোত প্রবল হওয়ায় শিমুলিয়া গ্রামখানি নষ্ট হইয়াছে । এক্ষণে চরকাঠশালী বা কাঁটালিপোতার চর যে স্থানে আছে ঐখানেই সীমন্তদ্বীপের সংস্থান ছিল । গুড়গুড়ে জলধারা যেকালে এই ভাবে ছিল না গঙ্গা প্রবাহ তখন জলকর দমদমা নামক নিম্ন ভূখণ্ডোপরি বিরাজমান ছিল । খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জলকর দমদমাই মড়িগঙ্গা বা সম্প্রতি গঙ্গাভরাটী বাঙ্গুড় নামে খ্যাত আছে । এই জলধারা বঙ্গালদীর্ঘিকার পশ্চিমের অস্তিত্ব বিনাশ করিয়াছে । ভক্তিরত্নাকর ও শ্রীধাম পরিক্রমায় রুদ্রপাড়া, ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম মায়াপুরের পারে কথিত হইয়াছে । ধাম পরিক্রমায় বামুনপুকুর গ্রামের নামোল্লেখ এবং সীমন্তদ্বীপান্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে । বিষ্ণুপুষ্করনীকে রুদ্রপাড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ।

শ্রীমহাপ্রভুর সময় ও অব্যবহিত পরে মায়াপুর ও কুলিয়ার মধ্যে গঙ্গা প্রবহমানা ছিলেন । চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, চৈতন্য চরিত মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থই এবিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ । যদি ও কুলিয়ার গঞ্জের

পশ্চিম দিয়া মড়িগঙ্গা নামক এক বন্ধুধারা প্রবাহ পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বের  
মানচিত্রে দেখা যায় ঐ ধারা শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট কালের দেড়শত বৎসর  
পরে প্রবল হইয়াছিল এবং দেড়শত বর্ষ পরে লুপ্ত হইয়াছে দেখা যায় ।  
শিবেরডোবা প্রভৃতি বিল সকলই প্রাচীন গঙ্গা ধারার নিদর্শন । গাদিগাছা  
ও মারাপুর আতোপুরের মধ্যে খড়িয়া না থাকায় এই সকল গ্রামে সর্বদা  
মহাপ্রভু যাতায়াত করিতেন ।

ভক্তিরত্নাকরোক্ত প্রাচীনবাক্য ।

ধোয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং ।  
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে ॥  
অন্তর্মধ্যাদিনবধা দ্বীপদিব্যান্মনোহরং ।  
তৎপঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শং ॥  
মারাপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্ ।  
“গঙ্গাপূর্ব পশ্চিমে তীরেতে দ্বীপ নয় ।  
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয় ॥  
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্ঠয় ।  
কোলদ্বীপ ঋতু জহু মোদ্রুম আর ।  
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ।”  
গঙ্গা পূর্ব ধারে রাহুপুর গ্রাম হয় ।  
এই রাহুপুর পূর্ব রুদ্রদ্বীপ নাম ॥  
গ্রাম লুপ্ত হইল এবে আছে মাত্র স্থান ।  
চলে বেল পোখেরা গ্রামেতে হুঁষ্ট হইয়া ।  
ঐছে কত কহিয়া ঠাকুর ঈশান ।  
চলয়ে ভারুই ডাঙ্গা মহাপুণ্য স্থান ॥

নবদ্বীপ মধ্য মায়াপুর নামে স্থান ।  
 যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥  
 মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা আতোপুরে ।  
 বহু কালাবধি লুপ্ত হইল এই গ্রাম ।  
 পূর্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার ॥

ভক্তিরত্নাকর । ১২ তরঙ্গ

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায় ।  
 আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি ।  
 তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥  
 বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া ।  
 গঙ্গানগর দিয়া গেলা শিমুলিয়া ॥  
 নদীয়ার একান্তে নগর শিমুলিয়া ।  
 কাজির বাড়ীর পথ ধরিল ঠাকুর ॥  
 এত মত সকল নগরে শোভা করে ।  
 আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ে নগরে ॥  
 নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে ।  
 জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি ।  
 নগরে আইলা পুনঃ গৌরানন্দ শ্রীহরি ।  
 সর্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায় ।  
 গাদিগাছা সরডাঙ্গা আদি দিয়া যায় ॥

নদীয়ার একান্তে নগর শিমুলিয়া এই চৈতন্য ভাগবতোক্তি হইতে  
 মায়াপুরের সীমা জানা যায় । কায়স্থ কৌস্তভ নামক ১২৫১ সালের

মুদ্রিত গ্রন্থে (বল্লাল) সেন রাজগণের প্রাসাদ মায়াপুর রাজধানীতে ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । উহা ৭১ বৎসর পূর্বের কথা । আবার হাণ্টার সাহেবের ষ্টিটিস্টিকাল একাউন্ট গ্রন্থে চাকলা শলিমাবাদের অধীন বৈরা বয়ড়া পরগণা নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি ক্রত হইয়াছেন যে বর্তমান জিলার সীমার নিকটে মায়াপুর নগরে হোসেন সাহ গোড় নরপতির গুরুর সমাধি আছে । এই সকল হইতে জানা যায় যে বর্তমান মায়াপুরে যে টুকু ভূমি আছে উহা পূর্বের শ্রীমায়াপুর হইতে অনেক কম । বল্লালদিঘী নামক গ্রামের নাম সেকালে হয় নাই । বামনপুকুরের নাম ভক্তিরত্নাকরে নাই তথাপি পরিক্রমা পদ্ধতিতে দেখা যায় মাত্র । বস্তুত ঐগুলি মায়াপুরেরই অন্তর্গত । নদীয়া রাজের ইশলানপুরও বাগোয়ান পরগণা যেকালে ছিল তৎকালে জনৈক স্থানীয় মুসলমান জমিদারকে আঘাত স্বরূপ মৌজা মায়াপুর সমেত বল্লালদিঘী দেওয়া হয় এবং লাথরাজ স্বরূপ মায়াপুরের একাংশ সেনরাজদিগের পূর্ব নিবাস বাদে তাহাদের দেওয়া হয় । কালে মায়াপুরের কিয়দংশ বাগোয়ানের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে । কুটন কুইনিয়ল রেজিষ্টারে শ্রীশ্রীমায়াপুর শব্দ গ্রামের নামে উল্লেখ আছে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । নামের পূর্বে শ্রী থাকায় ইহার অত্র গ্রাম অপেক্ষা পার্থক্য আছে । বর্তমানের যে মুসলমান বংশ এই গ্রামে বাস করিয়াছে তাহাদের পূর্ব পুরুষ রমজান মণ্ডল শালিগাঁ হইতে একশত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এখানে আগন্তুক হইয়া আসিয়াছে মাত্র । শ্রীভগবদগৃহ যোগপীঠ এক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব বলিয়া স্থির আছে । কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান উহা খরিদ স্বত্রে দখলিকার মাত্র আছেন । তিনি শ্রীধাম প্রচারিণী সাত্তর নিকট কর গ্রহণ করেন ।

# সজ্জন তোষণী ।

—\*::\*—

## প্রকট পূর্ণিমা ।

প্রেমময়বিগ্রহ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব তিথি আগতপ্রায় । গৌর-  
ভক্তের নিকট তাঁহাদিগের প্রিয়তম গৌরহরির জায় গৌর প্রকট পূর্ণিমা  
পরমানন্দের বস্তু । এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে বদ্ধজীব কতই না আপাতমধুর  
পরিণাম বিবময় ফলাকাজ্জ্বল উদ্গ্রীব । শ্রীগৌর ভগবান যখন অনিত্য ফল  
পিপাসু মর্ত্য জীবকুলের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া অভিনব অপ্রাকৃত নিত্য  
চমৎকারিতার পথ দেখাইয়া দিলেন তখন কলিহত জীবের মৌভাগ্য আত্মা-  
রামবৃন্দের ও লোভনীয় পদবী হইল । জগতে অনেকপ্রকার উৎসব আছে  
কিন্তু প্রকট পূর্ণিমোৎসব সর্বোপরি অবস্থিত । শ্রীগৌর সুন্দর যেরূপ  
সর্বোত্তম জনাধায তাঁহার প্রকট তিথির উৎসব ও সর্বোৎসাহকর ।

শ্রীগৌরহরি আনন্দময় বসন্তঋতুর ফাল্গুন পূর্ণিমায় প্রকট হইয়া সংসার  
হঃখরূপ শীত জাড়ের অপনোদন করিয়া জীবকে উদ্ধার করতঃ নিত্য  
কৃষ্ণ সংসারের পথ দেখাইয়াছেন তাঁহার পবিত্র পদানুসরণে জীবের  
সর্বোত্তম লাভ, শ্রীরূপ প্রমুখ গোস্বামিপাদগণ জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন ।  
শ্রীগৌরান্বয়ের নিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চম

শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রী প্রকট পূর্ণিমার অলৌকিক মহিমা ভক্তগণের হৃদয়ে সমুদ্রাসিত করিয়াছেন। তাই আজ বঙ্গের উচ্চনীচ অনেকের গৃহে প্রকট পূর্ণিমার মহিমা নূনাধিক জাতীয় পর্বরূপে লক্ষিত হইতেছে। ইতিপূর্বে শ্রীগোরাঙ্গ ও তাঁহার মহিমা তাঁহার পার্শ্বদে বংশে ও তদাশ্রিত কুলে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এক্ষণে ক্রমশই বঙ্গদেশে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে গোরকথা প্রকাশমান হইয়াছেন। আজ বঙ্গের অনেক কৃতিসন্তান গোরঙ্গের প্রাণাকর্ষিনী বাণীর অনুগমনে হরিকীর্তন ভগবৎ সান্নিধ্যের হেতু ও তাঁহার সেবার একমাত্র উপায় বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং শ্রীগোরহরির স্থান হৃদয়ের অত্যাচ্চ প্রদেশে রক্ষা করিবার বললাভ করিয়াছেন।

শ্রীগোরসুন্দরের হৃদয়ের কথা, তাঁহার জন্মস্থান এবং তাঁহার অমিক্র লীলা জগতে প্রকাশ করিবার জন্ত যিনি তাঁহা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ প্রভুর আজ্ঞা সমাধান পূর্বক নিত্যলীলায় পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন সেই মহাত্মা শ্রীগোরসুন্দরের প্রকট স্থানে শ্রীগোরহরির মূর্তি প্রকট করাইয়া শ্রীগোর জন্মতিথিতে মহোৎসবের প্রবর্তন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃপালুগ শুদ্ধ ভাগবতগণকে সর্বদা আহ্বান করিয়া যোগদানকরিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার কথা লইয়াই এক্ষণে আমরা ও গোরহক্ত সাধারণকে শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠে আনন্দ সম্মেলনে যোগদান করিতে সনির্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছি। বৎসরের সকল দিনে আমরা জড়রসে উত্তরিত হইয়া জড়ৈন্দ্রিয় তর্পণে রত আছি এবং এই রসের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতেছি। তাই বলি প্রাকৃত জগৎ হইতে একদিনের অবকাশ লইয়া একদিন অপ্রাকৃতির উদ্দেশ্যে ব্যস্ত করি। ইহাতে আমাদের ইন্দ্রিয় তর্পণের যে ব্যাঘাত টুকু হয় তাহা শ্রীগোরসুন্দরের সেবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইল বলিয়া জানিব এবং তাহাতে অজ্ঞাত মুকুতিপুঞ্জ উদয় হইয়া কালে প্রেমভক্তির অবতারণা করাইবে। পাঠক অবশ্যই জানেন ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষময় চতুর্ভুজ প্রেমের

তুলনার কত ক্ষুদ্র। এমন অসীম লাভ ছাড়িয়া ভবসমুদ্রে নিনয় হওয়া  
কখনই ভাল নহে।

মাদ্রাজ নগরীতে ও শ্রীগৌরজন্মদিনে একতী সম্মেলন হইবে জানিয়া  
আমাদের বিশেষ আনন্দ হইল। মাদ্রাজবাসীগণ সেই সভায় যোগদান  
করয়া শ্রীগৌরহরির জন্মোৎসব করিতে সমর্থ হইবেন।

## শ্রীক্ষেত্র দর্শন ।

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৫৯ পৃষ্ঠার পর )

এইত চিন্ময় ভূমি গৌরভক্ত জন ।  
অনুভবে নিত্য লীলা করে দরশন ॥  
বলগাণ্ড উপবনে প্রভু প্রেমাবেশে ।  
গজপতি আসি পদ সেবিতা বিশেষে ॥  
মহাপ্রেমে মহারাজ গৌর কৃপা আশে ।  
রাসমীতা শ্লোক পড়ে, কৃপা অবশেষে ॥  
সমুদ্রে যমুনা স্ফুর্তি আবেশে পতন ।  
লীলা অনুভবি কভু করেন রোদন ॥  
শ্রীচৈতন্য লীলা হয় গম্ভীর অপার ।  
অধিকারী ভেদে আছে সিদ্ধান্ত বিচার ॥

অহৈতুকী কৃপা পায় ভাগ্যবান্ জন ।  
 রস ভেদে প্রাপ্ত লীলা বিচিত্র কথন ॥  
 অচিন্ত্য অগম্য সেই শাস্ত্র অগোচর ।  
 জড়বুদ্ধিজনে কভু না হয় গোচর ॥  
 সুরম্য সমুদ্রে তাঁরে স্ফুৰ্ত্তি বৃন্দাবন ।  
 প্রেমোল্লাসে কৃষ্ণনাম করি উচ্চারণ ॥  
 গোবর্দ্ধন ভ্রমে চটকের প্রতি ধায় ।  
 ভাবের আবেশে কভু লুপ্তিত ধরায় ॥  
 প্রভাত তপন জিনি রূপ মনোহর ।  
 দীন হীন বেশ, কৃষ্ণ বিরহে কাতর ॥  
 সেই বেশ সেই শিক্ষা ভক্তে আচরণ ।  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণনামে ভেদ না জানে সে জন ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদ যার প্রাণ ধন ।  
 এসব লীলার অধিকারী সেই জন ॥

\* \* \* \*

প্রথমে বাইলু মোরা কাশী মিশ্রালয় ।  
 সন্ন্যাস করিয়া প্রভু রহিলা যথায় ॥  
 স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে রস আশ্বাদন ।  
 রাধাভাবে কৃষ্ণলীলা স্ফুৰ্ত্তি অনুক্ষণ ॥  
 ব্রজের মধুর ভাব সকল সিদ্ধান্ত ।

জানাইলা ভক্তগণে মাধুর্যের অন্ত ॥  
 বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গীত সংকীর্তন ।  
 কর্ণায়ত ভাগবত শ্লোকের পঠন ॥  
 কৃষ্ণরূপ গুণ লীলা স্মৃতি সর্ববর্ণন ।  
 অধিকৃত মহাভাবে কভু অচেতন ॥  
 দেখে যাব সে গম্ভীরা অতীব সুন্দর ।  
 করিলা এ লীলা যথা প্রাণের ঈশ্বর ॥  
 দেখিনু নয়ন ভরি গম্ভীরা ভবন ।  
 মনোহর সেই স্থান অতি সুনির্জ্বল ॥  
 বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সেই লীলা স্থানে ।  
 স্মরণ মঙ্গল পাঠ করিলা যতনে ।  
 অমিয় পূরিত স্তোত্র গৌরাঙ্গ স্মরণ ।  
 ভকতিবিনোদ প্রভু করিলা রচন ॥  
 সংহতি ছিলেন তিনি মিশ্রের ভবন ।  
 কহিলেন শ্রীচৈতন্য লীলা বিবরণ ॥  
 গম্ভীরা দর্শনে অতি প্রফুল্লিত মন ।  
 গৌর রূপ গুণ লীলা হইল স্মরণ ॥  
 মহাপ্রভু শিফাকটক শ্লোক অনুসারে ॥  
 ভজন নৈপুণ্যে লীলা স্মরণে অন্তরে ।  
 গম্ভীরা ভিতরে প্রভু নিজ অভিপ্রায় ।

ব্রজরস আশ্বাদিলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥  
 তবে রাধকান্ত দেব করিনু দর্শন ।  
 সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত মদন মোহন ॥  
 সর্বদা অঙ্গ নিরুপম লাবণ্য সুন্দর ।  
 নবীন নীরদ জিনি রূপ মনোহর ॥  
 শ্রীঅঙ্গে সৌন্দর্য্য তায় কমল নয়ন ।  
 মধ্যম আকার প্রভু জিনিয়া মদন ॥  
 শ্রীবিগ্রহ রূপে তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন ।  
 স্ব স্বরূপে বিহরয় হেন লয় মন ॥  
 হেরিয়া যুগলরূপ আনন্দ অপার ।  
 মহানন্দে মগ্ন হই হেরি বার বার ॥  
 তবে তথা হৈতে মোরা করিনু গমন ।  
 করি সবে শ্রীসিদ্ধ বকুল দর্শন ॥  
 অতি সুনির্জ্জন সেই হরিদাসাবাস ।  
 ভজন প্রভাবে নিত্য আনন্দ বিলাস ॥  
 অগ্ন্যবধি আছে বৃক্ষ অমর অক্ষয় ।  
 শ্রীসিদ্ধবকুল নাম কল্পবৃক্ষপ্রায় ॥  
 তার তলে বসি মোরা করিনু শ্রবণ ।  
 হরিনামাচিন্তামণি গ্রন্থ বহুক্ষণ ॥  
 প্রতিপদে সেই গ্রন্থ ভক্তিরসস্বর ॥

নামের মাহাত্ম্য যথা শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

পরিপাটী বিরচন মধুর শ্রবণ ।

নামেতে অনন্য ভক্তি লভে শ্রোতাগণ ॥

শ্রদ্ধায় শুনিলে কৃষ্ণভক্তির উদয় ।

অনন্য শরণ হয়ে করে নামাশ্রয় ॥

কৃষ্ণ কৃপা হয়, অতি স্বল্প দিনে তার ।

শ্রীনাম মহিমা গ্রন্থ অতি সুবিস্তার ॥

\*

\*

\*

\*

তথা হৈতে গৃহে আসি সে রাত্রি বঞ্চিয়া ।

পেভাতে সমুদ্রতীরে উপনীত হয় ॥

সমাধি দিলেন হরিদাসে গৌররায় ।

সমুদ্রে যমুনা জ্ঞানে হৃদয় জুড়ায় ॥

সমাধি অঙ্গনে বসি হরিনাম গাই ।

আনন্দে উন্মত্ত চিত্ত ফিরিতে না চাই ॥

তবে টোটা গিয়া দেখি বলদেব সাথ ।

সেবিলা পণ্ডিত যথা প্রভু গোপীনাথ ॥

শাস্ত্রমাধুমুখে শুনি প্রভু গৌররায় ।

ভক্ত সঙ্গে ভাগবত শুনেন তথায় ॥

নিভৃত টোটায় গৌরগদাধর সনে ।

রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস করে আশ্বাদনে ॥

গোপীনাথ শ্রীচৈতন্য একই স্বরূপ ।  
 ন্যাসীরূপ বংশীমুখ ভিন্নমাত্ররূপ ।  
 স্রবণের রেখা আছে জানুর উপরে ।  
 লুকাইলা গৌর গোপীনাথ কলেবরে ॥  
 একদিন বহু নৃত্য উচ্চসংকীৰ্তন ।  
 কৃষ্ণনাম প্রেমানন্দে ভরিত অঙ্গন ॥  
 অঙ্গন পবিত্র প্রভু শ্রীপাদ পরশে ।  
 দেখি ধন্য হই এবে লীলা অবশেষে ॥  
 তিন্তিড়ীর শাক যথা পণ্ডিতঠাকুর ।  
 ভোগ দিত গোপীনাথে অতি সুমধুর ॥  
 গৌরচন্দ্র সেই শাক করি আশ্বাদন ।  
 পণ্ডিতের মহাপ্রেমে মগ্ন সর্ববক্ষণ ॥  
 গোপীনাথ দক্ষিণেতে শ্রীরোহিণীসুত ।  
 দেখিয়া গুণ্ডিচা গৃহে হৈলু উপনীত ॥  
 কি অদ্ভুত সেই স্থান অতি মনোরম ।  
 বৃন্দাবন সমবন শোভা অনুপম ॥  
 নানাজাতি বৃক্ষ সব শোভে চারিভিত ।  
 গুল্মলতা ফুলদলে সেশ্বান বেষ্টিত ।  
 বৃক্ষোপরি পক্ষীগণ আনন্দেতে গায় ।  
 বহু লতাকীর্ণ স্থান জনশূন্য প্রায় ॥

রত্নময় শ্রীমন্দির সুন্দর প্রাঙ্গণ ।

মন্দির মার্জ্জুন লীলা হয়ত স্মরণ ॥

গুণ্ডিচা মন্দির প্রভু করি প্রক্ষালন ।

কীর্ত্তন করিলা লয়ে নিজ ভক্তগণ ॥

প্রভুর পূর্ব লীলা করিয়া স্মরণ ।

নয়নে আনন্দ অশ্রু বহে অনুক্ষণ ॥

হা গৌরাঙ্গ দয়াময় পতিত পাবন ।

ক্ষেত্রধামে তব লীলা বিচিত্র কথন ॥

সেই জগন্নাথ দেব গুণ্ডিচা মন্দির ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নরেন্দ্রের তীর ॥

সেই পথ সেই জ্যোৎস্না সমুদ্রের কুল ।

চটক পর্বত রাজ সুষমা অতুল ॥

আইটোটা রাজপথ সেই উপবন ।

জগন্নাথ বল্লভের সুন্দর কানন ॥

বহু নৃত্য ভক্ত সঙ্গে ভ্রমণ উদ্ভানে ।

সর্বত্র লীলার চিহ্ন আছে বর্ত্তমানে ॥

হরিদাস সিদ্ধিস্থান নিকট ভবন ।

ভজন কুটীর নাম প্রসিদ্ধ এখন ॥

সেইস্থানে প্রভু সঙ্গী নিজ ভক্তগণ ।

থাকিত সমুদ্র কূলে শুনি বিবরণ ॥

তদবধি সিদ্ধ ভক্ত কভু কভু রয় ।  
 ভজন কুটীর নাম বিজ্ঞজন কয় ॥  
 সেস্থানে ছিলেন এবে ভক্ত মহাজন ।  
 শ্রীভক্তিবিনোদ নাম বিখ্যাত ভুবন ॥  
 নবদ্বীপ গাদিগাছা জাহ্নবী নিকটে ।  
 স্বানন্দসুখদকুঞ্জ সরস্বতী তটে ॥  
 বহুদিন তথা বাস করি প্রভুবর ।  
 বহু গ্রন্থ কৃষ্ণনাম প্রকাশি বিস্তর ॥  
 চৈতন্যের শেষ লীলা ভূমিতে গমন ।  
 রহিয়া সমুদ্র তীরে করিলা ভজন ॥  
 তাঁহার শ্রীমুখে লীলা করিয়া শ্রবণ ।  
 নীলাদ্রি কাহিনী এই করিনু বর্ণন ॥  
 ভক্তগণ অধমের ক্ষমি অপরাধ ।  
 লীলা পাঠে কর দীনে উত্তম প্রসাদ ॥  
 আমারে করুন্ দয়া চৈতন্য ঈশ্বর !  
 শ্রীধামে হউক মোর বাস নিরন্তর ॥  
 শ্রীমন্দির সন্নিকটে নরেন্দ্রের কুল ।  
 রাধাকুণ্ডলীলা স্ফুর্তি সর্বসুখমূল ॥  
 অচিরে তথায় বাস হউক আমার ।  
 জগন্নাথ দেহ দানে সেই অধিকার ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদ যার প্রাণধন ।

এ অধম জীব সেই অতি অকিঞ্চন ॥

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ ।

বনগ্রাম ।

## কৃষ্ণ ভজন শ্রেষ্ঠ কেন ?

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৬৫ পৃষ্ঠার পর )

বাস্তবিক কারণ না থাকিলে কার্য্য থাকিতে পারিত না । তবে এখানকার রূপ রসাদি ক্ষণভঙ্গুর, সেখানকার নিত্য । এই রূপ রসাদির নিত্যত্ব আছে বলিয়া জীবের ভোগাভিলাষ মেটে না । জীব শরীর হইতে পৃথক্ হইতে চাহেন না । কামনার পরবশে নূতন নূতন শরীর ধারণ করিয়া আসিতেছেন, যাইতেছেন । যে শরীর দ্বারা যে কামনা পূর্ণ হইবে সেই শরীর প্রাপ্ত হইতেছেন । জীব অনাদি কাল হইতে এষ্ট চক্রে ভ্রাম্যমাণ । সুখরূপী কৃষ্ণের আকর্ষণে তাহার অন্বেষণে বিষয় হইতে বিষয়াস্তরের আশ্বাদন করিয়া চলিয়াছেন । সেই চিদানন্দ বিগ্রহের তিন শক্তি প্রধান । সং অংশে সন্ধিনী, চিৎ অংশে সন্নিৎ যাহা জ্ঞান নামে অভিহিত এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী । এই শক্তিত্রয়কে স্বরূপ শক্তি বলে । এই জন্ত স্বয়ং ভগবানের শাস্ত্রে ত্রিশক্তিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ আছে । জীব এবং মায়াও ভগবানের শক্তি বিশেষ । জীব তটস্থ

এবং মায়া বহিরঙ্গা শক্তি । এই জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস এবং তাঁহার ভেদাভেদ প্রকাশ । ভেদ এই যে ভগবান মায়াধীশ, জীব মায়াবশ । অভেদ এই যে ভগবান চিন্ময় এবং জীব চিৎকণ । যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণ অগ্নিরাশি ও অগ্নিস্থলিঙ্গ । সূর্য্যকে ছায়া আবৃত করিতে পারে না । কিন্তু কিরণকে পারে, অগ্নিরাশিকে অন্ধকার আবৃত করিতে পারেনা কিন্তু স্থলিঙ্গকে পারে । এই জীব আবার দুই প্রকার । এক নিত্য মুক্ত সদাট কৃষ্ণোন্মুখ, কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন আর এক নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণবহিঃশূন্য অতএব সংসারী । এই বদ্ধজীব ভগবানের সহিত নিত্যসম্বন্ধ ভুলিয়া অনাদি বহিঃশূন্য সেইজন্য মায়ার দাস । মায়া তাহাকে কন্মানুসারে সুখদুঃখ দিতেছেন কখন স্বর্গে উঠাইতেছেন কখনও নরকে ডুবাইতেছেন যেমন দণ্ডার্ক ব্যক্তিকে রাজা নদীতে চুবাইয়া দণ্ড দিয়া থাকেন । জীব যত দিন না কৃষ্ণের শরণাগত হইবেন ততদিন এই দুর্গতি ।

দৈবী হোষা গুণময়ী নম মায়া দুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

দয়াল ভগবান জীবের প্রতি সদয় হইয়া বেদ পুরাণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং শাস্ত্ররূপে গুরুরূপে এবং আত্মারূপে আপনার পরিচয় দিতেছেন । কিন্তু মোহবশতঃ জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না ।

তবে কেমন করিয়া কেহ কেহ লাভ করেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন :—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে ।

নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় ।

সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥

কৃষ্ণ যদি রূপা করে কোন ভাগ্যবানে ।

গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥

চৈ চ মধ্য ।

অর্গাৎ যেমন নদীর স্রোতে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে কোন কোন খণ্ড বহিয়া যাউতে যাউতে কূল প্রাপ্ত হয় সেইরূপ চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন অনির্দিষ্ট ভাগ্যক্রমে ( এ ভাগ্য পুণ্য কস্ম'জনিত নয় ) শ্রীগুরু রূপ কৃষ্ণের বা ভগবদ্ভক্তের অহৈতুকী রূপায় জীব কৃষ্ণোন্মুখী হয়েন এবং ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হয় । শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্তনাদি, শ্রবণ কীর্তনাদি হইতে সর্ব্ব অনর্থ নিবৃত্তি তাহা দ্বারা ভক্তি নিষ্ঠা হয়, নিষ্ঠা হইতে শ্রবণ কীর্তনাদিতে রুচি উৎপন্ন হয় । রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে চিত্তে রতির অঙ্কুর জন্মে সেই রতি গাঢ় হইয়া প্রেম জন্মে এবং প্রেম গাঢ় হইয়া মেহ, মান, প্রণয়, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জীব ভগবানের সান্নিধ্য এবং পূর্ণপ্রাপ্তি লাভ করিয়া চরিতার্থ হন ।

এই কৃষ্ণ প্রেম নিত্যসিদ্ধ, সাধন সিদ্ধ নহে যথা :—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় ।

শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥

আর এক স্থানে বলিয়াছেন :—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম

যেন জাম্বুনদ হেম

হেন প্রেম নুলোকে না হয় ।

যদি হয় তার যোগ

তবে না হয় বিরোগ

বিরোগ হইলে কেহ না জীয়ায় ॥

( চৈ চ মধ্য )

এ আবার বিষম কথা ! যে বস্তু সাধন করিলে পাওয়া যায় না তাহার জন্ত মাথা ব্যথা কেন ?

আবার যে প্রেম নরলোকে নাই তাহার আবার আশা কি ?

জ্ঞান যোগাদির ত্রায় সাধন নাই বলিয়াই কৃষ্ণ ভক্তনের কথ্য বলিয়াছেন এবং ঐ ভজন শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । মুক্তি লাভের পর কৃষ্ণ ভজন আরম্ভ হয় ।

ঐরূপ গোস্বামীকে মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন :—

“জগতে স্থাবর জঙ্গম ভেদে অসংখ্য জঙ্গমের মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্প, মনুষ্য মধ্যে স্নেহ পুণ্ড্র বৌদ্ধ শবর অধিক, বেদ নিষ্ঠ অতি অল্প এই বেদনিষ্ঠ মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক বেদ মুখে মানে এবং নিষিদ্ধ পাপ করিয়া থাকে ধর্মকে কন্মের মধ্যেই গণনা করেনা । আবার ধর্ম আচারের মধ্যে অধিক লোক বাগ যজ্ঞাদিক কন্মনিষ্ঠ, কোটি কন্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, কোটি জ্ঞানী মধ্যে একজন মুক্ত এবং কোটি মুক্ত মধ্যে তুল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত । কৃষ্ণভক্ত নিকাম অতএব শাস্ত ; ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশাস্ত ।”

এখন প্রশ্ন হইতেছে—কৃষ্ণপ্রেম কেমন করিয়া লাভ হয় এবং কোথায় তার স্থিতি ? যেমন সূর্যের কিরণ সর্বত্র বিস্তৃত হইলেও স্বচ্ছ স্ফটিকাদি পদার্থে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম সর্বব্যাপী হইলেও শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা যে চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যে চিত্ত হইতে ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা একেবারেই বিদূরিত হইয়াছে সেই চিত্তে স্বয়ং উদ্ভিত হন ।

কোন ভাগ্যে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলে জীব নামের আশ্রয় লয়েন । নাম লইবার উপদেশ মহাপ্রভু এইরূপ দিয়াছেন :—

“ত্ৰণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা গানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥”

( মহাপ্রভুর কৃত শ্লোক )

“তৃণ অপেক্ষা সূনীচ অর্থাৎ মাটি হইয়া, বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন ছেদন করিলেও কিছু বলে না, শুকাইয়া মরিলেও জল প্রার্থনা করে না বরং কোটরে স্থান দিয়া নিজে উত্তাপ সহ্য করতঃ ছায়া দিয়া, ফল দিয়া এবং নিজে ভিজিয়া বৃষ্টি হইতে জীবগণকে রক্ষা করে তদ্রূপ সহনশীল হইয়া, এবং নিজে নিরভিমानी হইয়া অতুল্য সন্মান দিয়া কৃষ্ণনাম লইতে হইবে ।

এই অবস্থা এক প্রকার মুক্তির অবস্থা । এইজন্ত এক স্থানে মহাপ্রভুর একজন পারিষদ বলিয়াছেন যে “যে মুক্তির জন্ত যোগ বাগ ইত্যাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে, সে মুক্তি নামের আভাসেই লভ্য হয়, তাহার স্বতন্ত্র সাধন করিতে হয় না । সূর্যের উদয়ের আগেই যেমন অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ নামাভাসেই সংসার ক্ষয় অর্থাৎ মুক্তি হয় এবং নিরপরাধ হইয়া নাম লইলে প্রেম লাভ হয় ।”

এই নাম, পুঙ্কেই বলা হইয়াছে, চিন্ময়তা প্রযুক্ত প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে । অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় কখন হয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

“দৌক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।

অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ সেবয় ॥”

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে মনুষ্য চিন্ময়তা প্রাপ্ত হন । এই চিন্ময় অবস্থা না হইলে কৃষ্ণভজন হয় না এই জন্ত কৃষ্ণভজন শ্রেষ্ঠ ।

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ মুখের কথা নহে । যাহার সে সৌভাগ্য হয় তিনিই করিতে পারেন এবং তিনিই কৃষ্ণ ভজনের অধিকারী । তবে যে সাধারণ লোকে ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিতেছেন, তাঁহাদের কি অনুষ্ঠান বৃথা হইতেছে ? আমার বিশ্বাস যিনি কৃষ্ণ নামে শ্রদ্ধা পাইয়াছেন তিনিই

ভাগ্যবান । কেন না মহাপ্রভু আপন শ্রীমুখে বলিয়াছেন ঐ নামে এমন এক শক্তি আছে যে শক্তিতে অহরহ নাম করিলে জীবের জন্ম জন্মান্তরের পাপনষ্ট হয়, চিত্ত দর্পণ মার্জিত হয়, ভবদাবাগ্নি নির্বাপিত হয় ইত্যাদি কথা

চেতো দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং

শ্রেয়ঃ কৈরবচাল্লিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।

আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সর্বাঙ্গম্পর্শনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনং ॥

আর এক নিজকৃত শ্লোকে বলিয়াছেন :—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

দ্বিতীয় প্রশ্ন । কৃষ্ণ প্রেম নর লোকে হয় না, তবে কোথায় পাওয়া যায় ?

মহাপ্রভুর ব্যাখ্যানুসারে সে প্রেমের স্থিতি শ্রীবৃন্দাবনে । শ্রীবৃন্দাবনে শান্ত দাস্ত্র সখ্য বাৎসল্য এই পঞ্চরসই বিদ্যমান সেখানে নিত্য সিদ্ধগণ সখা সখী, পিতামাতা প্রভৃতি সেই প্রেমের অবলম্বন । ইহ জগতে যাহারা চিন্ময়তা লাভ করিয়া লোভ বশতঃ ব্রজ গোপ গোপীর ভাব এবং আশ্রয় লইয়া কৃষ্ণ ভজন করেন তাঁহারা দেহান্তে সেই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ ভাবানুসারে নিত্য সিদ্ধ গণের সহিত কৃষ্ণ সেবা প্রাপ্ত হন । নিশ্চল হওয়ায় ভক্তের যে শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদি এবং তৎকালীন যে সাত্ত্বিক হর্ষ, কম্প, পুলকাদি বিকার লক্ষিত হয়, তাহা ভক্তের চিত্তবৃত্তিতে নিত্যসিদ্ধগণের চিত্তবৃত্তি মিলনে সম্পন্ন হইয়া থাকে এই ক্রিয়াকে আপাততঃ সাধন উপলব্ধি হয় । কোন কোন ভক্ত এই দেহে ভজনাধিক্যে মানসসিদ্ধ দেহে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় স্বপ্নবৎ বৃন্দাবন নীলা দর্শন প্রাপ্ত হন ।

তৃতীয় প্রহ্লাদ সেই বৃন্দাবন কোথায় । শ্রীমহাপ্রভুর ব্যাখ্যানুসারে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে, এক এক বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা আছেন । পর্য্যায় ক্রমে ঐ এক এক ধামে এক এক লীলা নিয়তই হইতেছে । এই জন্ত এই লীলা নিত্য ।

মহাপ্রভুর ব্যাখ্যানুসারে স্বয়ং ভগবানের গোপ বেশ গোপ অভিমান । আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনুষ্যজাতির মধ্যে গোপবালকদের বালা, পৌগণ্ড এবং কিশোর অবস্থায় যে সরলতা, শাস্তি, ক্রীড়াশীলতা, সখা এবং আনন্দ আছে তাহা আর কোন শ্রেণীর বালকে নাই । সেইজন্ত তিনি গোপ বালক । সেই কৃষ্ণকে পূর্ণরূপে পাইতে হইলে এই গোপ গোপীর ভজন অর্থাৎ ভক্তির সহিত ভজন ভিন্ন অত্র উপায় নাই । তাই অজ্ঞান মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

“মন্মনা ভব মত্তস্তো মদৃষাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈষ্যাসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥”

ভক্তির অর্থ শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে :—

সর্বোপাধিবিশ্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং ।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥”

আর একস্থানে বলিয়াছেন :—

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুপযাস্তি তে ॥”

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ মাতৃতাড়নায় কাঁদেন; প্রিয়া বিবরহে কাতর এসকল কি নাট্যাভিনয় ? মহাপ্রভুর ব্যাখ্যানুসারে এসকল সঠিক লীলা । মায়া যেমন জীবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে সুখ দুঃখ অনুভব করান তেমনি শ্রীভগবানের অবটনঘটনপটীয়সী চিৎশক্তি যোগ মায়া ।

তাহার ও ঐশ্বর্যজ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রেমানন্দ সম্ভোগ করান ;  
 ভাবের বন্ধন কারাবাসীর লৌহশৃঙ্খলের মত, ভগবানের প্রেম শৃঙ্খলে বন্ধন-  
 ভঙ্গের কমলকোবে আবদ্ধ হওয়ার ত্রায় । মিছরি সুমিষ্ট পদার্থ, ভোক্তা সকল  
 লেহন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন কিন্তু তিনি নিজে জড় তাহার মিষ্টতার অনু-  
 ভব নাই । যদি মিছরিকে ঐ মিষ্টতা আস্বাদন করাইতে সক্ষম কোন শক্তি  
 থাকিত তাহাতে কি দোষ ছিল ? বাস্তবিক ঐশ্বর্যজ্ঞানে প্রেমের হ্রাসই হইয়া  
 থাকে । অর্জুন যে কৃষ্ণকে সখা জানিয়া সুখ অনুভব করিতেছিলেন সেই  
 কৃষ্ণের বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বিষয়ে জড়ীভূত হইয়া পূর্বকার সখা সম্ভো-  
 গনের ভক্ত সঙ্কুচিত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । মহারাজাধিরাজ বর্দ  
 ক্ষুদ্রাদর্পি ক্ষুদ্র এবং দরিদ্রের কন্ঠার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন,  
 দাম্পত্য লীলাবস্থায় রাজার ঐশ্বর্য জ্ঞান এবং দরিদ্রের কন্ঠার ক্ষুদ্রত্ব  
 যোগ স্বভাবতঃ লুপ্ত হইয়া উভয়ের প্রণয় রস সম্ভোগ হইয়া থাকে । প্রেম  
 সম্বন্ধে মহাপ্রভুর আর একটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব ।

কাম, প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ ।  
 লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥  
 আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম ।  
 কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥  
 কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল ।  
 কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল ॥  
 বেদ ধর্ম্য লোক ধর্ম্য দেহ ধর্ম্য কর্ম্য ॥  
 লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্য ॥  
 হৃত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন ।  
 স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভৎসন ॥

স্বর্গত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন ।

কৃষ্ণের স্তুতি হেতু করে প্রেম-সেবন ॥

উহারে কহিলে কৃষ্ণে দৃঢ় অতুরাগ ।

স্বচ্ছ দীপ্ত বস্ত্রে ঘেঁষে নাহি কোন দাগ ॥

অতএব কান, প্রেম বহুত অনুর ।

কান অকৃতম প্রেম নিম্নল ভাস্কর ॥

কানে রোগ, শোক, মৃত্যু, প্রেম নিত্য এবং চিরানন্দ লাভ হয় ।

কৃষ্ণকে বৈষ্ণবদের দেবতা জানিয়া যদি নান পরিবর্তন করিতে কেহ ইচ্ছা করেন করিতে পারেন কিন্তু সেই স্বয়ং ভগবান স্তূপরূপে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিতে ক্ষতি দেখা যায় না। একপ প্রাকৃত বৃত্তি নান নানীতে ভেদ উৎপন্ন করে । নান নানীর অভেদত্ব অনুভব হইলে ভক্ত এইরূপ বলেন :—

“তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে ছুণ্ডাবলীং লক্শ্যে

কর্ণকোড়কড়ম্বিনী বটয়তে কণ্ঠাঙ্গদেভাঃ স্পৃহাং ।

চেতঃ প্রোঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ষেঙ্গিরাগাং কৃতিং

নো জানে জনিতা কিরন্তিরমৃতঃ কৃষ্ণোতি বর্ণবরী ।

আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বাহ্য কিছু দণ্ডা তইল এসকল বৈষ্ণবদিগের মনের ভাব মাত্র, রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রভৃতির বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই । এই মহাত্মারা যদি আপন আপন হৃদয় সরোবরে ডুব দিয়া দেখেন তবে অবশ্য দেখিতে পাইবেন তাঁহারা কোন নী কোন ভাব তরঙ্গের তিলোলে দেখালামান হইয়া হাসিতেছেন কাঁদিতেছেন । যেভাবে জনের আনন্দ করেন, যে ভাবের তরঙ্গে ভক্ত আনন্দাশ্র বর্ষণ করেন, পুনকে

রোমাঞ্চ আনন্দাতিশয়ো মূর্ছাদি প্রাপ্ত হন, যে ভাবের বিচ্ছেদ নাই, সে ভাব সাপনে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় অলাভ নাই ।

পাঠক এখন বিচার করিয়া দেখুন মহাপ্রভুর মতামুসারে কৃষ্ণভক্তন শ্রেষ্ঠ কিনা ?

শ্রীবামন দাস মজুমদার ।

মুম্বের ।

## অন্তর্দীপ ।

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৯৬ পৃষ্ঠার পর )

চৈতন্য ভাগবতের “সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়” পশ্চিম পারে গঙ্গা চৈতন্য চরিত কাব্যোক্তিতে ও ভক্তিরত্নাকরের লিখায় স্পষ্টই জানা যে নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্য দিয়া মহাপ্রভুর সময়ে গঙ্গা প্রবতমানা ছিলেন । বিশেষতঃ এক্ষণে কুলিয়ার গঙ্গা নামক পাড়া ও কুলিয়ার দহ নামক পূর্ব গঙ্গাথাত কুলিয়া গ্রামের নির্দেশক আবার পঞ্চাশত্রে সেনরাজ দিগের প্রাসাদ, দীর্ঘিকা, নগরান্তে শিমুলিয়ার নিকট বামনপুকুর গ্রাম প্রভৃতি সকল কথা হইতেই নবদ্বীপ মায়াপুরের বর্তমান সংস্থিতি সুপ্রমাণিত হয় ।

ভক্তিরত্নাকরের উক্তিতে মায়াপুর ও আতোপুর হইতে সূবর্ণবিহার দৃষ্ট হয় এই কথার সার্থকতা অত্র কুত্রাপি সিদ্ধ হয় না । চৈতন্য ভাগবতের কীর্তন পথ অনুধাবন করিতে গিয়া কেহ কেহ আতপপুর দেওয়ানগঞ্জকে

মায়াপুর বলিয়া ভ্রম করেন। ঐ দিক্ হইতে কীর্তনের পথ ধরিলে পর পর অমিল না হওয়ায় এইরূপ ভ্রমের উদয় হয়। তথা হইতে বামনপুকুর পর্যন্ত মায়াপুর মনে করা অতিশয় কল্পনা শক্তির প্রকাশ হয় কেন না ব্যবধান ৪৫ মাইল হইবে। রামচন্দ্রপুর দেওয়ানগঞ্জ হইতে গাদিগাছায় গৌরাজের মাধ্যাত্মিক লীলা সংঘটনের সামঞ্জস্য কম।

ভক্তিরত্নাকর লেখক নরহরি ষেকালে স্বচক্ষে মায়াপুর দর্শন করিতেছেন সেকালে রমজান মণ্ডল মায়াপুরে আসে নাই। পুত্র বাকেরের নামে জমা বা মিলিক মোল্লাপাড়া নামক সুবহৎ জমা ও পত্তন হয় নাই। বাঙ্গোড়ের দক্ষিণে মায়াপুর। মায়াপুরের উত্তরে আবড় বা খড়িয়া নদী অথবা মোল্লার জোলা। সুতরাং ভারুইডাঙ্গা হইতে সুবর্ণবিহার যাইতে নদী পার নাই। মায়াপুর হইতে যাইতে তৎকালে খড়িয়া পার হইতে হইত।

বর্তমান শ্রীনাথপুর ও ভারুইডাঙ্গার মধ্য দিয়া তৎকালে গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ায় এবং যোগপীঠের নিকট খড়িয়া ও গঙ্গার মিলন হওয়ায় মায়াপুরের অপর পারে কিছুদিনের জন্য ভারুইডাঙ্গা অবস্থিত ছিল।

## সঙ্গীতমাধব মহাকাব্যম্ ।

নবম সর্গঃ—মুদিত রাধামাধবঃ ।

একদা বিরচিতাঙ্কুচাত্রগং মাষবেন রমিতা যথা সুখং ।

স্বাস্থিকাং রসনিমগ্নমানসা শোকভাগীব সমীমভাবত ॥

মালব গৌড়রাগেণ গীয়তে ।

ক্কাপি গতেখিল গৃহজনত্র কলসীদৃশিমন্দির গায়ং ।

নম সমকক্ষমলক্ষিত্যাগত আকুল বাহুলতায়ং ॥ ১ ॥

সখি হে শৃণু মম গতদিনবৃত্তং ।

ভরি হরি ধৃত শিরোমণি ভরিণা ভুংখং বত বহু দত্তং ॥ ১ ॥

দ্বারি তদৈব বহি নিজ গৃহপতি অভি সমুদীক্ষ্য বিহস্তা ।

প্রোবেশয় মম সন্তগৃহমহ মাতুলক কিলহস্তা ॥ ২ ॥

তত্র মহামদনোন্মদমতিরয়নারভতাতি কুচেষ্টাং ।

অশ্রু সনুপুৰ কাঞ্চিময়ী বলনেতি সম্বপর নিভৃষ্টাং ॥ ৩ ॥

ক্লম্ব কনচ্ছিদদ লিখদুরোকহ মথনথরে নলিকামং ।

দৃঢ়পরিবৃত্তনমকৃত তথাধরদংশমহো অবিরামং ॥ ৪ ॥

শিথিলিত নীবিমচেষ্টেত দুর্দ্ধর মদনমদোন্মদভাবং ।

কণমপি নাকরবং বর বারগনহস্ত নৈতি চ বারং ॥ ৫ ॥

চঞ্চলভরমণ পূর্ণগনোরগনতিকাতর মুক্তবাচং ।

বিচরিত কুক্রিয়াং রসবৃত্ত তজুরত নোজসপাতিং ॥ ৬ ॥

অহমপি বিপুল নিচোল স্তমবৃত্ত স্তুরত স্তম্বকণদেহং ।

আশ্রু গমনমপনীয় ভুজং গৃহ কো ন গতা বিরতেহং ॥ ৭ ॥

মন্দতমসিরবশং কৃতনুপুৰমশ্রু বহি প্রতিযানে ।

কোয়মিতাক্রান্ত জনপদি পতনহমতিভীতি বিভ্রানে ॥ ৮ ॥

ঐতি নবমধুরসাম্যত মেবধি রান্না বচন বিলাসং ।

কল্মষিতুমহত সবিস্মৃতিমানসমুদ্দিনামিহ বিধুতাশং ॥ ৯ ॥

তথাহি

কুতা দৃষ্টিঃ ক্রূরা কটু বচন কোটি বিরচিতা

সতোবোদ্ধঃ কল্মষতি পুনর্মাং ততদৃতঃ ।

অহো ধন্যং ধন্যং কলিতবহুলীলামুদহতি

ক যামঃ কিং কুশুঃ সখি মম কিমেতন্নিপতিতম্ ॥ ১০ ॥

কটাক্ষানাক্ষিপ্তা কৃতমপি ন সাকৃত ললিতং  
 স্মিতং নোদ্যৎ কামং কিমপি ভুজমূলং প্রকটিতং ।  
 ন চানেন স্বেয়ং হরিতপরিহাসাদি বিহিতং  
 কৃতং কিং মে গোপীততিষু যদয়ং খেদয়তি মাং ॥ ১১ ॥  
 সানন্দং পরিচুষিতং হস্মি হরি শ্রীমন্মুখং নেক্ষিতং  
 সংপীড়োল্লিখিতং নৈখেষ্টনতটং শোভানমালোকতি ।  
 নীবীড়রমুদামি হস্ত ন মনাগৃহ্ণা তদুরুচ্ছবিঃ  
 শোচন্নিখমলক্ষিতোহপি রমিতো রাধাং হরিঃ পাতু যঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে মুদিত-রাধা-মাধবো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥

### দশম সর্গঃ—উত্তমুন মাধবঃ ।

ভূয়ো ভূয়ঃ সুরতসুধয়া মোদয়িত্বা সরাদাং  
 চিত্রোপায়ৈশ্চতুরতিলকোপ্যৎসুকাং রাসভাবাং ।  
 বন্দাটব্যাং পুনরপি তয়া রংসামাণা যথেষ্টং  
 প্রেষ্ঠাং চক্রে নিজমুরলিকা কাকলীমেব কৃষ্ণঃ ॥ ১ ॥  
 সাপি শ্রদ্ধা তমথ বিকলা মোহনং বেণুনাদং  
 নিজ্জামন্তী পুনরথ গুরুন্দারি দৃষ্ট্বা বিশন্তী ।  
 পূর্ব্বং বজ্রায়িতমপি মনো মাদ্ধবেনাতিঘূর্ণাৎ  
 বিভ্রাণাথ প্রিয়সহচরীং কাপি সোৎকর্ষমুচে ॥ ২ ॥

হুঃখীবরাড়ী রাগেণ গীয়তে ।

দিশিদিশি খিড়িয়াতিমদবিহ্বলমবলোকয় নটনীলং ।  
 তেন মনো যম বাদকপুরুষং মনুতে নবধননীলং ॥ ১ ॥

প্রাণসখি কুরু মম জীবনদানং ।

হরিতভরণং নয়্য মামতিবিধুরাং যত্র মুরলিকলগানং ॥ ১ ॥

উচ্চাটনমতিমোহনমাদন মন্ত্রমিবাতিশুসিক্তং ।

পঠতি যুবতিজনবৈরীমদন ইব হৃদি কুরুতে শরবিদ্ধং ॥ ২ ॥

কশ্য মধুরতর রসভরিতাধরসীধুসুখালহরীয়াং ।

ধ্বনিক্রুপিণি মম শ্রুতিঘটপূরিণি লুপ্ততি গৃহকরণীয়াং ॥ ৩ ॥

নিরবধি হৃদিকলি কুরুতে মম জনয়তি বিষমিবগেহং ।

তৎপদমূলে দ্রুতমধুনেব হিত্তশ্রুতিং নিজদেহং ॥ ৪ ॥

প্রেমমহাশুধিকচ্ছলিতং মম যনুরলীরসপানে ।

প্রাণাধিকতম এষ প্রিয়ো মম পরমিহ কিমপি ন জানে ॥ ৫ ॥

কংময়শীলং কৌর্তিকুলম্বা কা মম গুরুজনলজ্জা ।

বিষমকুসুমশরবিষশরবর্ষণ জর্জরিতা মম মজ্জা ॥ ৬ ॥

চতুরতয়া যদি নয়তি ন ভবতীং পশু চলাশ্রহমেবা ।

তাদৃশ্যৈ বিলক্ষ্যং নিরঙ্কুশমতি মদবিহ্বলবেশা ॥ ৭ ॥

রাধাপদগতি দীনসরস্বতি রক্তবহতি সদাশাং ।

স্বপ্রিয় মিথুনমিলনকরণোৎসুকমতিব্রতিভাববিকাশাং ॥ ৮ ॥

দন্তে করোমি হনকং চরণে পতামি

ক্ৰীতাং কুরু প্রিয়ভমে সখি প্রাণরাধাং ।

তং শ্যামসুন্দরকিশোরবরং প্রদর্প্য

মজ্জীবিতং গতমিবাশ্র নিবর্তয়েথা ॥ ৯ ॥

অগ্নি সখি কতিনোক্তং পূর্বমেতন্ময়া তে

হরিরয়মভিমানী কীদৃশো নাশ্রুতমানে ।

ভবতু তদপি যামি স্বংকৃতে প্রাণসারে

প্রথমমিমমদীক্ষ্য তাড়িতাহং ন যামি ॥ ১০ ॥

ইতি নিগন্ত সখী সুখদায়িনী হরিমুপেত্য কদম্বতলে স্থিতং ।

ন পরিলোক্য পূরেব কৃতাদরং রসিক মৌলিমভাষত্ কাতরং ॥ ১১ ॥

দেশাখ্যা রাগেন গীয়তে ।

উদয়তি শীতকরে বর রামা । মুখমন্ময়তি চুস্থিত কামা ॥ ১ ॥

রাধিকা রমতে ত্বয়ি মাধব ॥ ৫ ॥

যদি কলয়তি তব বেণু নিনাদং । গণয়তি নৈব তদা জনবাদং ॥ ২ ॥

ভবতি কলিত নব মেঘবিলাসা । উত্তত কৃত পরিরন্তনবাসা ॥ ২ ॥

যদি দৃশি নিপততি চন্দ্রকমালা । পরম চমৎকৃতি মুঞ্চতি বালা ॥ ৩ ॥

লিখতি রহসি তব রূপমুদারং । মুহুরিহ ঘটয়তি নিজ কুচভারং ॥ ৪ ॥

বহিরধিগত ভবদমৃত স্নানমা । বিকল বিকলমিব ধাবতি বামা ॥ ৫ ॥

প্রপততি চাতিতরামতিমুগ্ধা । তব রতি-কেলি-সমাধি নিরুদ্ধা ॥ ৬ ॥

ত্বয়ি পরমায়ুত বপুষি বিলগ্না । প্রণয় সুধারস সিন্ধু নিমগ্না ॥ ৬ ॥

ইতি রসবর্ণিতসরস্বতিগীতং । জনয়তি হরিপদভাবমধীতং ॥ ৭ ॥

তথাহি শ্লোকঃ ।

রাধা রাধেত্যসকুদধুনৈবাত্র গাত্রং স্তৃমাসীঃ

কিং মা মারাদহহ কলয়ন্ কৃষ্ণ তুষণীং স্থিতোসি ।

রাধায়াং তে সহজমধুর-প্রেমসাগ্রাস্ত্যালক্ষ্মীঃ

খ্যাতৈবাতো ন কুরু কপটং দর্শয়ান্তং স্নহাস্তং ॥ ৮ ॥

নবনিভূতনিকুঞ্জং সোহথ শঙ্কতরিত্বা

দয়িত সহচরীং তাং প্রাহিণোদ্রাধিকায়াং ।

সুললিতপদমন্দানন্দবেগান্তয়াপি

দ্রুততরমপি গম্য প্রাণসংখ্যে ভবেদং ॥ ৯ ॥

নামৈবাতুলকং করোতি পরমোন্নতঞ্চ কাঞ্চীরবো

রাধায়াশ্চকিতাং প্রকুরুতে মুগ্ধং তদঙ্গচ্ছটা ।

তেনৈকান্তগতং চরিত্যতি পরঞ্চাক্রম্য কৃত্বাধ তে

সা মাং ত্বং ললিতে চলেতি নিগদন্ সাক্ষো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীত মাধবে উত্তমুনমাধবো নাম দশমসর্গঃ ।

### একাদশ সর্গঃ—বিহ্বল রাধিকঃ ।

অথ বিহিতবিলম্বে দুর্বহ-শ্রোণি-বিলম্বে

পরিজন হতি রাধা নাম্নি জীবাবলম্বে ।

প্ৰমদমদন-বেগভ্রাস্ত-চেতা বিচিহ্ন-

রূপনিজগৃহ্মাসানীপথগে বিষমঃ ॥ ১ ॥

সখ্যা চ নীতা গুরুমধ্যতোপি কেনাপি চাতুর্গারসেন রাধা ।

সঙ্কেতকুঞ্জে মুদিতা নিপুঞ্জে প্রিয়ং ন দৃষ্ট্বা বিকলা বভূব ॥ ২ ॥

কৃত্বাশ্চ তন্ত্ৰাঃ পরিমাত্বলং সখী সত্যঃ প্রাকোষ্ঠাচ্যাতকঙ্কনায়াঃ ।

গত্বালয়াদ্যহকদম্ব দর্শিনং কদম্ব খণ্ডিহরিমাবভাষে ॥ ৩ ॥

দুঃখিবরাড়ী রাগেণ গীয়তে ।

পশ্চাতি দিশি দিশি শ্যাম মনোহর বেণুবরং কণরস্তুং ।

স্বরতরলং শিখিপিজ্জ্বরং মুহু বনমালিন্দ্য হসন্তং ॥ ১ ॥

মাধব প্রাণসখী মম রাধা ।

অহহ বিষীদতি নিরবধি বর্দ্ধিত দুঃসহমন্মথবাধা ॥ ২ ॥

কণমপি যাতি বহিঃকণমন্তঃ প্রবিশতি কুঞ্জকুটীরং ।

উচ্চাটনমপি ভজতি প্রিয়া তব সংস্পৃশ্যেনচ্চীরং ॥ ২ ॥

তা নাথেতি মহাককুণং মুহুরতিবিকলং বিলপন্তী ।

সিঞ্চতি নেত্রজলেন লতা তরুনিকরং ক্ষিতিষু লুণ্ঠিতী ॥ ৩ ॥

ক্ষণমপি ধারতি নিপততি মূর্ছতি বিলুপিতকুন্তলভাং ।

পটুমবপাটভনক্তি চ বলয়ং ত্রোটতি গণিময়হারং ॥ ৪ ॥

সুগয়তি কামপি বল্লিমথেচ্ছতি যমুনাগমনমজস্রং ।

গচ্ছ গৃহং সখি তচ্চরণে কুরু নতিমিতি গদতি চ সাশ্রং ॥ ৫ ॥

ত্বং পদনিবিড় প্রেমরসবিহ্বল হৃদয়া হস্ত ন জানে ।

জীবতি নাথ চিরাগমনে মম নেতি চ রাধা জানে ॥ ৬ ॥

মোহন নিত্য মহারসদং কিল যুবয়ো বেদ্বি স্বভাবং ।

যদি নি জীবকলাং কলয়িষ্যসিঞ্চন চল কৃতভাবং ॥ ৭ ॥

ইতি রস লোল সরস্বতি বর্ণিত রাধা প্রিয় সখী ভাষা ।

বিলসতি মাধব জনিত মহাদ্ভুত প্রেমোৎকর্ষবিলাসা ॥ ৮ ॥

বাদন্তি মৃগপক্ষিণো ন বিকসন্তি বল্লিঙ্গমাঃ

শরদ্বিমলচন্দ্রমা মলিনভাবমালম্বতে ।

বহন্তি ন সমীরণাঃ সহজশীতলা মোদিনঃ

ক্ষণাদিরহকাতরে নবরসপ্রদে ধামনি ॥ ৯ ॥

সহসা সমুপেত্য মাধবস্তত উদ্বেল ইবামৃতাস্বধিঃ ।

পরিবন্তন চুষ্মনাদিনা রমণীং তাং রময়াংবভূব সঃ ॥ ১০ ॥

লজ্জা সঙ্কুচিতা ভূশং তরলয়োর্মৌনৈকবৃত্তিপ্রিয়া

নাপৈকোৎকুকয়োঃ সুপত্রশয়না সম্পৃথলাৎকর্ষণে ।

প্রত্যাখ্যানপরায়ণা প্রহবতো দীনোক্তি নিষ্পীড়িনো

রাধা মাধবযোগর্বে মিধুবনে কোপি ক্রমঃ পাতু বঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে বিহ্বলরাধিকো নানৈকাদশঃ সর্গঃ ।

## টাকার খেলা ।

“তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্ত যো দর্শনামৃতৈঃ ।

বিচ্ছেদাবগ্রহমান ভক্তশস্ত্রাশ্রয়ীভবঃ ॥”

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী ও জন্মভূমির শ্রীপাদপদ্মে বিদায় গ্রহণ করিয়া, সর্বকারণকারণ সর্বময়কর্তা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিজয়িনী ইচ্ছায়, আমি সম্প্রতি এক অপূর্ব স্থানে আগমন করিয়াছি । এই স্থানটির দুই দিকে দুইটি বিভিন্নভাবে দুইটি বিচিত্র চিত্র, এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে । একে সম্ব, অন্ত্রে রজঃ; দুইটি চিত্র, প্রকৃতির দুইটি বিভিন্নগুণের প্রত্যক্ষ প্রতিমাস্বরূপ হইয়া রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের অসীম সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অত্যন্ত আভাসমাত্রেই ভাবুক হৃদয়ে কি মধুর ভাব-তরঙ্গের বিকাশ করিতেছে !

ভাব চক্ষে চাহিয়া দেখিলাম,—এক দিকে প্রেমের মেলা, অন্য দিকে কামের খেলা । প্রথম চিত্রে, চিত্ত আমার স্বভাবতঃ প্রথমেই আকৃষ্ট হইল । আ-মরি, কি ভুবনমোহন সুন্দর দৃশ্য ! একটি বহুদূর বিস্তৃত জন-মানব-শূন্য বিজন প্রান্তর । নব বসন্তের শুভাগমনে মনোহর পুষ্প সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া পুষ্প পুষ্প পলাশবৃক্ষ ঐ প্রান্তরটিকে একটি পরমানন্দ-ময় কুঞ্জকাননে পরিণত করিয়াছে । ‘পরশা’ নামিকা শুভ্র বালুকাময়ী শূন্যসলিলা একটি ক্ষুদ্র নদী উহার মধ্যদেশে প্রবাহিত হইয়া, পলাশ-লোহিত-বসনা শোভনা কুঞ্জবালায় কটীতটে মোহন রজত মেখলার মত শোভা পাইতেছে । এইরূপ সুসজ্জিতা, পতিসঙ্গতা, সতী কুঞ্জরাণী বিবিধ-বিহগ-কাকলি-কণ্ঠে পরম প্রেম-সুখে প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের মহিমা কীর্তন করিতেছে । আহা,—আ-মরি-মরি,—কি অপূর্ব অমিয়-ধারা প্রেমিকার প্রতি অঙ্গে উথলিয়া পড়িতেছে !

এই শান্তিময় কুঞ্জকাননের কেন্দ্রদেশে একটি শীতল উপলথণ্ডে একাকী উপবেশন করিয়া, স্থিরচক্ষে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে, দেখিতে পাইলাম,—প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি পত্র, প্রতি পুষ্প, প্রত্যেক অণুপরমাণু, সকলেই সদানন্দময়ী কৃষ্ণস্বতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমে গরগর হইয়া প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের যেন অনতিপূর্ব্ব-স্পর্শ-সুখে একান্ত পুলকিত বিগলিত হইয়া, তন্ময়ভাবে অবস্থান করিতেছে ! দেখিতে দেখিতে অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই আমিও তাহাদের ভাবেরই বিভোর হইয়া পড়িলাম । আমার অন্তরের সকল গ্লানি অপনীত হইয়া, তাহা গঙ্গাজল ধৌত রত্নপীঠের ত্রায় নিম্নল হইয়া গেল । ভুবনদুর্লভ ভগবদ্ভাব সেই নিম্নল হৃদয়াসনে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া, বিরাজমান হইল । অহো, কি শান্তি—কি তৃপ্তি তখন আমার অন্তর-ভবন উদ্ভাসিত করিয়া আমাকে এই তাপময় সংসারের বহু উর্দ্ধে লইয়া কি এক অলৌকিক আনন্দরাজ্যে প্রবেশ করাইল ! সেই নিত্যানন্দের নিত্য-নিকেতনের স্বরূপ তথ্য ক্ষুদ্র ভাষার বর্ণনায় প্রকটিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব । আভাসেও কখন সেই অব্যয় আনন্দের আন্বাদ, পরম সৌভাগ্যে, যিনি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কেবল সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত বিষয় আপনার অমল অন্তরে দীক্ষা অনুভব করিতে পারিবেন ।

মহাভাবে মগ্ন হইয়া আমার হৃদয়নাথ শ্রীমসুন্দরের মধুময় শ্রীপাদপদ্ম-মুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বহুক্ষণ আমি অচল প্রতিমার ত্রায় তথায় বসিয়া রহিলাম । অপূর্ব্ব আনন্দেরসের তর-তর তরঙ্গ আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া মানস-সরসে নৃত্য করিতে লাগিল । এই ভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল । তখন যেন কাহার কুসুম-কোমল-কর-স্পর্শে সহসা আমার ধ্যান ভঙ্গ হইল । চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কে গা তুমি ? এই বিজ্ঞান বন প্রদেশে তুমি কে গা ? উত্তর পাইলাম না । পশ্চাতে ফিরিয়া

দেখিলাম, একটি সপুষ্প গুল্মশাখা ধীর সমীরে সঞ্চালিত হইয়া আমার পৃষ্ঠদেশে স্পর্শ করিতেছে। গুল্ম-শিশু সুকোমল কর-স্পর্শে আমাকে আহ্বান করিয়া নূহ হাঁসিয়া কি যেন বলিবার উপক্রম করিতেছে। ধীরে ধীরে আমি তাহার হাতটি ধরিলাম; আমার কঠোর স্পর্শে যেন কাতর হইয়া, অথবা সংসারের অশুচি জীবের অনধিকার স্পর্শে বুকি সঙ্কুচিত হইয়া সে হাতটি সরাইয়া লইল। বলিল, ছাড় ছাড়; ধরোনা আমরা। আমরা ধড়া বাঁধার শ্রিয় সামগ্রী; ধরা-বাঁধার বড় বিরোধী আমরা। অত্বে ঠাই অথবা ধরা দিতে—ধরা থাকিতে আমরা কখনই পারি না। তোমরা সাধ করিয়া ধরা দাও; ধরা থাকিতেই ভালবাস; তাহাতেই বাওয়া-আসা, উঠানামা করিয়া বৃথা কালপাত কর। আমরা কিন্তু, ভাই তা' ভালবাসি না। আমরা মুক্ত-ক্ষেত্রে মুক্ত-চিত্তে মুক্তি-পদেই সতত নিবিষ্ট থাকিতে ভালবাসি। সেই ধ্বজবজ্রাস্কুণ-লাঞ্ছিত শিব-বিষ্ণু বাঞ্ছিত শ্রীপদেরই আমরা নিত্য কাঙ্গাল। তোমাদের মত বিফল বিষয়ে মজিয়া, গভীর মোহকূপে বদ্ধ থাকিতে আমরা কখনই পারি না। তাহার নামমাত্র আমরা শিহরিয়া উঠি। মোহ-কূপের ক্রমি জীবগণকে দেখিলেই আমরা ছুঃখ পাই। তাহাদের সঙ্গ আমাদেরই বড় তাপ দেয়। আমরা মুক্ত হৃদয় ভক্ত-সঙ্গেরই নিত্য ভিখারী। তাঁহারাই আমাদের—শুধু আমাদের কেন, জগতের পরম সুহৃদ। তাঁহাদের পবিত্র স্পর্শ—পবিত্র সঙ্গ পরম পবিত্র পদরজঃ পাইবার আশাতেই আমরা সংসারের সূদূর অন্তরে এই বিজন প্রান্তরে বাস করি। কৃষ্ণ স্বেভার জন্তই আমাদের জীবনধারণ। আমাদের দেহ মন ও প্রাণ কৃষ্ণ সূত্র সম্পাদনের জন্তই সতত লালায়িত। হৃদয় আমাদের শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মেই সর্বদা নিহিত সমাহিত! এই বলিয়া পুনর্ব্বার মূহুর্হাসি হাসিয়া হেলিয়া ছলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি

এখানে কেন আসিয়াছ ভাই? এখানে তোমার কি লাভ হইবে? মানুষ যাহা চায়, যার জন্ত চারিদিকে ধায়, পুনঃ পুনঃ আসে যায়, এখানে তো আর তাহা নাই! তবে, তুমি এখানে কেন?

শিশু নীরব হইল। যেন উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে। আমিও তাহার কথায় অবাক হইয়া, কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া নীরব रहিলাম। পরে উত্তর করিলাম; “কেন ভাই, তুমি এমন বলিতেছ? সকল মানুষ কি সমান? তাহাদের উপর তোমার এত বিরাগ দেখিতেছি কেন? তা’রা কি চায় ভাই?” শিশু একটু যেন বিরক্ত হইয়া কহিল; “ছাই চায়! চাহিবে আর কি? কালের আগুনে যাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তারা তাহাই চায়! সেটা কি, তা, তুমি জান’ না কি? ত্রাকা সাজিতেছ? ছি! আপন হৃদয়টাই খুঁজিয়া দেখ দেখি, সেটা যে তথায় মৃতিমান হইয়া বাসিয়া আছে; তাহার জন্তই তোমার গতি এত দূরে। বুঝেছ কি,—কি সেটা? সেটা, অর্থ-অর্থ-অর্থ! তোমরা যা’কে বল, টাকা টাকা-টাকা; ? শিশুর কথায় আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, কথা তো মিথ্যা নহে; সে তো সত্যই বলিয়াছে। মানুষ তো এই অর্থ-লাভের জন্তই একান্ত লালায়িত। তাহার যাহা কিছু চিন্তা, তাহার যাহা কিছু চেষ্টা, সমস্তই তো এই অর্থের জন্ত। গৃহ হইতে বাহির হইয়া, অশ্বযানে, বাষ্পযানে ও পর্য্যটনে, এই বে এত দূর আসিলাম; কত দেশ, কত মানুষ, কত ব্যাপার, কত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলাম; — সর্বত্রই তো এক অর্থ চেষ্টা; সর্বস্তলেই কেবল—‘টাকা’—‘টাকা’—‘টাকা’ শব্দ। টাকাই যেন এ দেশের পরম পুরুষার্থ; গৃহস্থের গৃহে, দরিদ্রের কুটীরে, ধনীর অট্টালিকায়, ব্যবসায়ীর পণ্য বীথিকায়, পথিকের পথে, তীর্থযাত্রীর তীর্থে, দেবসেবীর দেবালয়ে, ‘সন্ন্যাসী’র মঠে, দস্যুর গুহায়, শিশুর পাঠশালায়, —কোথায় নয়?—সকল ক্ষেত্রেই ঐ অর্থের কথা, অর্থের চেষ্টা। সারা

সংসারটা ব্যাপিয়া একটা বিরাট ‘টাকার খেলা’ চলিয়াছে ! কিন্তু, আমার হৃদয়ে ? সেখানেও কি তাই ? হায় হায় হায়, সে কি আমারও হৃদয় অধিকার করিয়াছে ? হরি মন্দিরে অশুচি চণ্ডাল গিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছে ? দেখি দেখি !—ও কি ? ঐ যে আমার অন্তরের একদেশে বিকটমূর্তি কে এক জন দাঁড়াইয়া আমার প্রতি ভীষণ ক্রোধ করিয়া কঠোর স্বরে বলিতেছে,—ক্ষুধা ! ক্ষুধা ! অলস অক্ষরে তাহার ললাটফলকে লিখিত রহিয়াছে, অভাব ! কিন্তু, ও আবার কে ? কে ঐ ভুবন আলোকরা সকল তাপহরা শাস্তিময়ী মহাদেবী, বরহস্ত উত্তোলন করিয়া, আমার অন্তরের কেন্দ্রদেশে, অতি উচ্চাসনে দাঁড়াইয়া, অতি মধুর অথচ দৃঢ় স্বরে আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, ভয় নাই ! বিভীষিকায় বিচলিত হইও না ! আমি আছি ! যাহা ষথার্থ পরমার্থ ভবক্ষুধার যাহা সিদ্ধ মহোষধী তঁহা আমিই দিব । কোনও অভাব থাকিবে না । ‘অভাব’ বলিয়া ভ্রমে যাহা দেখিতেছ, তাহা ‘স্বভাব’ ছায়ার খেলা মায়ার ছলা ! ভুলিও না ভুলিও না, উহাতে ভুলিও না !! কে ইনি ? বেশ বুঝিতে পারিলাম না ; তিনি পলকমধ্যেই অন্তর্হিতা হইলেন । সেই মসিবর্ণ বিকটমূর্তি পিশাচও দেখিলাম, পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেছে, মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতেছে, ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে । দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল ।

চিন্তার বিরামে, আবার আমি আমার সম্মুখস্থ সেই সুন্দর বন-বালককে সম্ভাষণ করিয়া কহিলাম ; —“ভাই, বলিয়াছ যা’, তা কখনই মিথ্যা নহে । ভাই রে, আমি যে এই বিজ্ঞ বনে, তোদের সনে ছ’ দণ্ড বসবাস করিয়া, তোদের বিমল হৃদয়ের ছ’টি বিমল কাহিনী শুনিয়া, তোদের কাছে ছ’টি প্রাণের কথা কহিয়া, আমার এই তপ্ত প্রাণ শীতল করিতে আসিয়াছি, তাহা ঐ জ্বালাতেই । চারিদিকে, জলে স্থলে, গৃহে বাহিরে, দেশে

বিদেশে, ধর্ম্মে অধর্ম্মে, কেবল ঐ এক জগদ্ব্যাপী ‘টাকার’ খেলা’ দেখিতে দেখিতে, তাহার সদাধ্বন্দ্বময় মহা কোলাহল শুনিতে শুনিতে, প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে ! ওরে, আমার এই প্রবল পিপাসা-কাতর শ্রবণ ও নয়ন, এরা উভয়েই যে ভাগবত শ্রবণও দর্শন সুখ লাভের জন্তই একান্ত আকুল হইয়া আছে ! সতৃষ্ণ নয়ন চারিদিকে ধায়,— ছটকট করিয়া বেড়ায়, যদি কোথাও সে পায় একটী মাত্র হরি-পরামণ সাধু সূজন । উৎকণ্ঠিত শ্রবণ উৎকর্ণ হইয়া থাকে, যদি কচিৎ কোথাও সে শুনিতে পায় একটী মাত্রও সুধামাখা ‘কৃষ্ণ’নাম আভাসেও একটু অমিয় মধুর কৃষ্ণকথা । কিন্তু, বুথা, বুথা, বুথা আশা তাহাদের ; এই জনপূর্ণ বিরাট ভবের হাটে, মহামারায় অথও আধিপত্যে, অবিচ্ছিন্ন ‘টাকার’ খেলার বিশাল ক্ষেত্রে, প্রায় প্রত্যেকের কাছ হইতেই তাহারা সম্পূর্ণ ‘বিফল মনোরথ হইয়া, এবং অধিকন্তু বিপরীত আচরণে বিষম ব্যপা পাইয়া, ফিরিয়া আসে !

“ও ভাই বিমল হৃদয় বনবাসী দেবশিশু, ও ভাই কৃষ্ণপ্রিয় কৃষ্ণগত প্রাণ তাপস কুমার, আমি বড় দীনহীন ! চিরদিন হৃদয় আমার এইরূপ নৈরাশ্রের অসহ্য উত্তাপেই দগ্ধ হইয়া গেল ! এই দারুণ উত্তাপে, পরম শাস্তিপ্রদ সুশীত তরুতল, সুবিমল স্নিগ্ধজল একমাত্র সাধু গুরুর শ্রীপদ-কমল, আর সাধু মুখাগৃতময় রস নিলয় কৃষ্ণকথা । আমার ভাগ্যে, আমার পোড়া অদৃষ্টে, তা’ তো কখনই মিলিল না । পরম সৌভাগ্যে যদি কখন মিলে, তা’ও ক্ষণকালের জন্ত । তাপ দূর না হইতেই, পিপাসা না মিটাতেই, নিদারুণ কস্মচক্রে চালিত হইয়া, আবার সেই জ্বলন্ত অনল কুণ্ডেই পড়িতে হয় । এই সদা প্রজ্জ্বলিত ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে সূতীল আকাঙ্ক্ষার অনল, অবিরত ভোগের আহুতি পাইয়া, অবিশ্রান্ত ধূ ধূ শব্দে জলিতেছে ! ধর্ম্ম কস্ম শাস্ত্র বিধি সমস্তই তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে !

ভাই রে, বড় জালা—বড় জালা ! ছুটিয়া আসিয়াছি তাই তোদের কাছে ।  
ওরে, বনই আমার মনের মত ; বড় ভালবাসি আমি বন । কেন ভালবাসি  
জান ? আমার সেই মনচোরা ধন বনমালীর জীবন্ত স্মৃতি, এইরূপ বিজন  
বনের প্রতি অঙ্গেই আমি অশেষ প্রকারে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই । কৃষ্ণ-  
প্রেমের তর-তর তরঙ্গ যেন তার প্রতি অঙ্গেই উথলিয়া পড়ে, আমাকে  
ভাসাইয়া ডুবাইয়া দেয় ; আমার সকল জালা জল হইয়া যায়,—সকল  
মলা দূরে সরিয়া যায় ; আমি কৃষ্ণময় হইয়া তাঁহারই ভাবে বিভোর  
হইয়া যাই ।

“মানুষ বলিয়া, মানুষের সঙ্গে মানুষের দেশে থাকি বলিয়া, আমাকে  
তুমি ঘৃণা করিও না ভাই ! তোমাদের কাছে আমি অতীব ঘৃণার পাত্র  
সত্য ; কিন্তু, তা, হইলেও তুমি ঘৃণা করিও না । মহতের তা, ধর্ম  
নয় । আমি তোমাদের কাছে জুড়াইতে আসিয়াছি ; তোমাদের শ্রীমুখের  
সুধা সুরম্বর তারকথা শুনিয়া, আমার এই প্রবল পিপাসা কাতর অন্তরকে  
শান্ত করিতে আসিয়াছি ;—তোমরা যদি আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ ;  
আমার প্রতি বিমুখ হও ; তবে যে আমার আর ছুঃখ রাখিবার ঠাই  
থাকিবে না ভাই ! আমি আর এমন কাহার কাছে গিয়া প্রাণ জুড়াইব  
ওকি ভাই ?—ওকি ? তুমি আমার কাছ হইতে এখন সরিয়া সরিয়া  
যাইতেছ কেন ? আমাকে কি তুমি স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ ?  
সেকি ভাই !—আমি যে তোমাকে বুকে করিয়া, বুক জুড়াইবার জন্য  
লালায়িত হইয়া, পুনঃ পুনঃ হস্ত প্রসারণ করিতেছি ;—তুমি কি আমার  
কাছে আসিবে না ? না, না ;—এস, এস ভাই ; কাছে এস ; তোমাকে  
আমি একবার বক্ষে ধারণ করি । তোমাতে কৃষ্ণ-অঙ্গের ভুবন মনোমদ  
গন্ধ যে আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে ! তুমি আমার প্রতি বিমুখ  
হইয়া, আর আমাকে ব্যথা দিও না ।”

এবার সেই স্মরিত কুসুম শোভিত সুরূপ বন-কুমার, আমার কাতর প্রার্থনার, যেন বড় দয়ার্দ্ৰ হইয়া, আমার কোলের কাছে আসিল, এবং হাসিয়া হাসিয়া বলিল—“তুমি সত্যই যে পাগল হইলে, দেখিতেছি ! বলিতেছ কি ? আমাদের ধন্যই যে পরার্থে স্বার্থত্যাগ করা । আর যথার্থ দেখিতে,—আত্ম-পরই বা কে ? সকলেই তো আমাদের সেই জীবন জীবন ক্লেশধন আছেন ! মায়ার গুণে নানাবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র বহিরাবরণ গুলি যদি সকলের তুলিয়া লওয়া যায়, তবে তো এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলের অভ্যন্তরেই সেই এক অবার বস্তুই দেখিতে পাই । তবে আর কতাকে ঘৃণা করিব,—কাহাকেই বা আদর করিব ? কিন্তু, একটি কথা আছে ; হৃদয়ের কথা তোমাকে খুলিয়াই বলি ; গোপন কিছু করিব কেন ? দেখ তাই মানুষ, কেমন যে কুণ্ঠেচ্ছা, কেমন যে তাঁর প্রেরণা,—আমরা ক্লেশগত প্রাণ পূতাত্মা মহাত্মা দিগকেই বড় ভালবাসি ; তাঁহাদের প্রতিই আমাদের চিন্তের নিত্য আকর্ষণ ; এটি আমাদের স্বভাব সিদ্ধ । এতে যদি দোষ দাও, দিতে পার ।”

আমি তখন বড় আদরে, বড় যত্নে, তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, তাহার কচিমুখে পুনঃ পুনঃ চুষন দিয়া, কহিলাম,—“দোষ কেন দিব তাই ? কথা তো দোষের নহে । তাঁহারই তো শ্রীমুখবাণী,

“সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥”

আরও বলিতেছেন—

“সাদবো হৃদয়ং গচ্ছং সাধুনাং হৃদয়স্থহম্ ।

মদন্তস্তে ন জনন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥”

ভক্ত-ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ তো এমনই । ভগবান্ যেমন ভক্ত ভিন্ন আর কিছুই জানেন না ; ভক্তও তেমনই ভগবান্ ভিন্ন অত্র কিছুই

জানেন না । ভাই, ধন্য,—তোমরাই ধন্য ! সার্থক তোমাদেরই জন্ম গ্রহণ ! তোমরাই শ্রীভগবানের যথার্থ অনন্ত চিত্ত ভক্ত ; তোমরাই তাঁহাকে যথার্থ ভালবাসিতে শিখিয়াছ ; তাঁহার পরম দুর্লভ ভালবাসা যথার্থ তোমরাই পাইয়াছ । তাঁহার প্রতি আমাদের এ ভালবাসা, কপট ভালবাসা ! কপট বই আর তাহাকে বলিব কি ? তাহার গতি যখন সহস্রদিকে, তখন তাহাকে বিশ্বাস কি ভাই ? সকল দিকের আকর্ষণ সমূলে উচ্ছেদ করিয়া, কৈ সে তো আজিও, সাগর গামিনী সতী গিরি-কন্য়ার ন্যায়, একটানা স্রোতে এক সেই জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলেই প্রবাহিত হইতে পারিল না ? সে কোন্ দিকে না যাউতেছে ? কিসে না মজিতেছে ? হায়রে, এমন ব্যভিচারিণী যে ভালবাসা, সে কি কখন সেই গোপীজনানন্দ শ্রীগোবিন্দ প্রেম লাভ করিতে পারে ! মোহান্ন মানব আমরা, নায়ার কুহকে মুগ্ধ হইয়া, সংসারের শত সহস্রটিকে প্রিয়বস্ত্র ভাবিয়া, শত সহস্র প্রকারে তাহাদিগকে এই ভালবাসার অংশ পূর্ণনাট্রায় প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট এককণা মাত্র, কচিং কখন, সেই আনন্দ চিন্ময়-রস পূর্ণ শ্রীগোবিন্দকে অর্পণ করি, তা'ও আবার কোনও স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা লইয়া । ইহাতেই আমাদের আবার ভক্ত অভিমান কত ! হা ধিক্, হা ধিক্,—শত ধিক্ আমাদের !!

“ভাই বন-বালক তোমার যে শ্রীভগবানের একমাত্র নিত্য নিবাস নিকেতন স্বরূপ সাধুভক্ত ভিন্ন অন্ম কাহাকেও কদাচ দেখিতে পার না, অন্ম কাহারও সঙ্গ চাহ না, অন্ম কোনও চিন্তাকেই চিন্তে স্থান দাও না সে কেবল তোমাদের শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তিরই প্রকৃষ্ট পরিচয় । বিগুহ্ন ভাগবতজনের হৃদয় অধিকার করিতে একমাত্র হৃদয়নাথ হরি ভিন্ন অন্ম কেহই পারেন না । কৃষ্ণোচ্ছায়, সংসারের সহস্র কর্ষে ব্যাপ্ত থাকিলেও সকল সময় সাধুগণ তাঁহাদের চিত্তকে মূলতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণপাদ-

পাশ্বেই সন্নিবিষ্ট রাখেন । তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়েশ্বর হরিকে হরি-ভক্তের হৃদয়েই প্রত্যক্ষ করেন । তাই আবার ভক্তকে তাঁরা ভালবাসেন এত । ভক্তই তাঁহাদের মস্তকের মুকুট-মণি । 'ভক্তই তাঁহাদের একমাত্র আপনার জন । তাঁহারা ভগবানকে রাখিয়া ভক্তকে বরণ লইতে পারেন ; তবু ভক্তকে রাখিয়া ভগবানকে লইতে পারেন না । কারণ তাঁহারা বেশ জানেন, ভক্তকে আপনার করিতে পারিলেই ভগবানও আপনার না হইয়া থাকিতে পারিবেন না । রত্নাকরকে আপনার করিতে পারিলে, আর কি রত্নের অভাব হয় ? রত্নকে পাইলে রত্নস্বামীর তাহা লইতে কখন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে ; কিন্তু, রত্নাকরকে আঁয়ত্ত করিতে পারিলে, তাহাতে রত্ন সদা বর্তমান । ভাই, তোমরাই বথার্থ সার বুঝিয়াছ, সার বস্তু চিনিয়াছ, সারাংসার পরম ধনে ধনী হইয়াছ । ভায়, হায়, মূঢ় আমরা—করিতেছি কি ? কি তুচ্ছ বিষয়ের জন্ত আমরা এমন অমূল্য জীবন অযথা ক্ষয় করিতেছি ! কাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, কি লোভে লুপ্ত হইয়া, আমরা শীতল সলিল ত্রয়ে, অলপ্ত মরীচিকায় ধাবিত হইয়াছি । পদে পদে প্রচণ্ড কালদণ্ডের দারুণ আঘাত সহ্য করিতেছি, নিরাশার বিষময় নিশিত খড়্গে মুহুমূহঃ মুগ্ধচ্ছেদ হইয়া বাইতেছে, তথাপি, অনলমুখগামী অবোধ পতঙ্গের স্থায় আনাদের এই সবেগ বিপথগতি তো সমভাবেই চলিয়াছে ! বুঝিয়াও তো বুঝিতেছি না ! কেন, কাহার মুখাপেক্ষা আর ? কাহার মনোরক্তনের জন্ত, কাহার মনের মত, কি বিফল বিষয়ে আর আনাদের এই অমূল্য সময় অপব্যয় করিতে হইবে ? সকলেই তো স্বার্থের দাস ; কে, আমাদের কি উপকারে আসিবে ? আমাদের শেষ রক্ষা করিবে আর কে ? এই ভীষণ ভবসিদ্ধির শান্তিময় পারে লইয়া যাইতে পারিবে আর কে ? পিতা মাতা, পুত্র পত্নী, আত্মীয় স্বজন, ধন মান, বিষয় বৈভব, কে

আমাদিগকে কালের কঠোর দণ্ডে রক্ষা করিতে পারিবে? সে দিন সেই মহা ছদ্দিন, আমাদের ভীষণ যমযন্ত্রণার কিছুমাত্রও লাঘব করিতে পারিবে কে? কেন তবে, কান্দ' মুখাপেক্ষা আর? অনন্ত জগৎ অনন্ত পথে প্রবাহিত হউক! অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, অতি ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডের ছায়, কালের কঠোর পদাঘাতে চূর্ণ হইয়া অনন্তে মিশিয়া যাউক! আমরা ঐকান্তিক স্নেহের পরমাশ্রয় সর্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের অভয় চরণ লাভের জন্যই অত্যাপেক্ষা শূন্য অনন্তচিত্ত হইয়া মহা সাধনায় দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিব! ছায়া, হাস, এখনও আমাদের এ দৃঢ়তা এ প্রতিজ্ঞা টেক! জানি না কৃষ্ণেচ্ছায় আমাদের এই মহাভাগ্যের উদয় কত দূরে! জানি না, কবে আমাদের শ্রীকৃষ্ণ এমন অকৈতব ভালবাসা অব্যভিচারিণী ভক্তির বিকাশ হইবে !!'

ভ আমার অন্তরের আকুল-উজ্জ্বল, আনন্দে ডগ-মগ হইয়া, শিশু ও তখন বলিল—“ভাই গান্ধু, তোমার কথার আমি আজ পরমানন্দ লাভ করিলাম। তোমাকে পাইয়া আজ আমি বড় সুখী। কৃষ্ণ তোমায় কৃপা অ করিবেন। কালালের ঠাকুর, অগতির গতি, পতিত পাবন নিতাই তোমায় দিখ দিবেন। তোমার কোনও অভাব হইবে না। যে ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া কঁাদিতে জানে, কৃষ্ণপদে একবার যে প্রাণ সঁপিয়াছে, শরণ লইয়াছে, তা’র আবার নি ভয়-ভাবনা কি ভাই? তা’র পথের বাধা বিঘ্ন কতক্ষণ? ডাক, ভাই, অ ডাক কেবল তাঁহাকে। তাঁহার সর্বকামপ্রদ নামই সকল রোগের হে সিদ্ধমহোদয়ী। তিনি যখন, যথায়, যে ভাবেই রাখুন না, তুমি সর্বদা বি মন রাখ তাঁহাকেই, প্রাণ দাও তাঁহাকেই।

ভি  
ধা। ‘সর্বেষু কালেষু নামস্মরনং ধূক্ষ চ।’

‘অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজয় মাং ॥’

প্রভুর আমার শ্রীমুখের এই অবল্য মঙ্গলিকা গুলি সর্বদা স্মরণ করিয়া এবং সর্বদা তাঁহারই অলুপ্তন করিয়া, তাঁহারই ইচ্ছায়, তাঁহারই সংসারে, তাঁহারই প্রীতির জন্ত ভক্তি কর। পথ মুক্ত নিশ্চয়ই হইবে। প্রাণের প্রবল পিপাসা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।—‘ন মে ভক্তঃ প্রগচ্ছতি !’

বন-বালকের শেষ কথায় আমার দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া গেল। বাষ্প গদগদ কর্তে কহিলাম,—“ভাই, সত্য হউক তোমারই শ্রীমুখবাণী। সাধু বাক্যে, সাধু কৃপায় না হয় এমন কি আছে? তাঁহাদের পাবন পাবন পদব্রজঃ লাভ করিলে, মাদৃশ জীবধনও যে পরম দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আশীর্বাদ কর ভাই, আমি যেন এই শ্রীমুখবাক্যেই সর্বদা শিরোপার্য্য করিয়া, সকল স্থলে, সকল অবস্থায়, তাঁহাকেই জ্বরে রাখিয়া, তাঁহারই নিত্যানন্দ-ময় নাম-গুণ-গান করিয়া, ‘মৃগ প্রয়োজন’ লাভে পূর্ণ মনোরণ হইতে পারি।”

সন্ধ্যার আগমনে, ক্রমশঃ বন অন্ধকার হইয়া আসিল। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বনবালকের নিকট বিদায় লইয়া, আমি বাসায় ফিরিলাম। আবার সেই অবিশ্রাম টাকার খেলার মাঝে আসিয়া পড়িলাম! প্রথম চিত্র প্রকৃতির পট-অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইল! এখন আমার চারিদিকে সেই দ্বিতীয় চিত্রেরই বিচিত্র রঙ্গ অভিনয় কুচকিনী অবিভা কামিনীর ভুবন-মোহিনী নাট্যলীলা! হরি হে, তোমারই ইচ্ছা !!

সজ্জন-চরণ-রেণু

শ্রীচণ্ডীচরণ সুখোপাধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণপুর, বর্ধমান ।

## শ্রীচৈতন্যাদ ।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা সভ্য জাতির মধ্যে কোন একটি বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাল গণনার প্রথা চলিয়া আসিতেছে । পাশ্চাত্যদেশে খৃষ্টজন্ম কালাবধি বর্ষ সংখ্যা গণনা প্রথা খৃষ্টীয় রাজ্য সমূহে প্রচলিত আছে । জুলিয়েন ইয়ার প্রভৃতি আরও কতিপয় অন্দের প্রচার পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । চীনদেশে চক্রবর্ষ প্রভৃতি অন্দের সংখ্যান প্রচলিত আছে । মুসলমান রাজ্য সমূহে মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা প্রস্থান ঘটনার স্মারক স্বরূপ হিজরা বর্ষ গণনা করা হয় । ভারত-ভিন্ন প্রদেশ সমূহে আরও অসংখ্য অন্দের ব্যবহার দেখা যায় ।

ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক ২৫০০ প্রকার অন্দের প্রচলন আছে । শ্বেতবরাহকল্লাতীতাদা, মহা যুগাতীতাদা, কলিগতাদা বা কল্যাদ, যুধিষ্ঠিরাদ; শকাবনীপতেরতীতাদ সম্বৎ বা বিক্রমাদ, বঙ্গাদ, বীররাজাদ বা ত্রিপুরাদ, প্রভৃতি বর্ষ গণনা প্রবর্তিত আছে । পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে অন্দের গণনা প্রবর্তমান অপূর্ণবর্ষকে পূর্ণবর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া ধাণক্রমে একটি বর্ষ অধিক ধরিয়া লওয়া হয় কিন্তু এরূপ প্রথা ভারতীয় অন্দের গণনা প্রণালীতে স্থান পায় নাই । যাঁহারা খৃষ্টীয় পন্থা

অবলম্বনে বর্ষপূর্ণ না হইতেই এক বর্ষ হইয়াছে মনে করিষ্ক লন, তাঁহারাই ভ্রমক্রমে একটী অধিক বর্ষের প্রক্ষেপ করেন মাত্র । যেরূপ দশটা বাজিয়া দুই সেকেণ্ড অতীত হইলে ১১টা বাজিল মনে করা অসঙ্গত তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট মুহূর্ত্তেই অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন তারিখে বা ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যাব্দ ১ বৎসর হইয়াছে মনে করা ভ্রমসঙ্কুল । ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফাল্গুন পূর্ণিমা অতীত হইলেই শ্রীচৈতন্যাব্দের এক বর্ষ অতীত হইয়াছে বলা হুসঙ্গত । তজ্জন্ম প্রকটগম্যাব্দ সংখ্যাকে প্রকটগতাব্দ বলিয়া ভ্রম করা গণিতশাস্ত্র সিদ্ধ নহে । ছুঃখের বিষয় বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ প্রকটগম্যাব্দকে শ্রীচৈতন্যাব্দ বলিয়া চালাইবার উৎকট বাসনা পোষণ করেন । তাহা তাঁহাদের সনাতন প্রথা ত্যাগ করিবার উদ্যম হইতে প্রসূত । খ্রীষ্টীয় পন্থার অনুগমনে যাঁহারা আর্য্যপথ ত্যাগ করেন অথবা ভ্রমক্রমে বলপূর্ব্বক একটী অব্দ অধিক ঋণ করিয়া প্রকটগতাব্দের সহিত সন্মেলন প্রয়াস করেন, তাঁহাদের সহিত কোন সত্যপ্রিয় সজ্জনব্যক্তি একমত হইতে পারেন না । সময় সময় এসকল কথা অনেকবার আলোচনা হইয়াছে তৎসত্ত্বেও অসত্য আশ্রয়

করিয়া বিদেশীয় রুচিগ্রহণ পূর্বক গম্যাককে গতাক বলিয়া  
অন্যায়রূপে গৃহীত হইতেছে । যাহারা গম্যাক প্রচলনের  
পক্ষপাতী তাঁহারা কোন দিন হয়ত এক শতাব্দ ধাণ করিয়া  
গতাকে সাঙ্কর্য্য বিধান করিবেন ।

গম্যাককে কেহ যেন দ্বাদশ দ্বারা গুণ করিয়া গৌর  
মাস নিরূপণে ভ্রান্ত না হন । অথবা ৩৬৫।১৫।৩১।৩১।২৪  
দিয়া গুণ করিয়া গৌর সাবন সংখ্যা নির্ণয় না করিয়া  
ফেলেন । এরূপ সরল বিষয়ে ও জগতে মতদ্বৈধ উৎপন্ন  
হয় ইহাই বিস্ময়ের বিষয় । ভ্রান্ত পঞ্জিকাকারগণ  
এবং গৌরভক্তগণ সকলেই প্রকটগতাক শুদ্ধভাবে  
ব্যবহার করিয়া জগতে সত্য স্থাপন করুন । নতুবা সামান্য  
ভ্রমে পতিত হইলে তাঁহাদিগের গণিত শাস্ত্রে দক্ষতা  
প্রশ্নের বিষয় হইবে । নব্য গৌরভক্ত দলে খৃষ্টীয় পন্থার  
অনুসরণ আদরের হইতে পারে কিন্তু উহা কখনই সমীচীন  
নহে । আমরা আশা করি প্রত্যেক স্মৃধী গৌরভক্ত  
গম্যাককে গতাক মনে করিবেন না । সেইজন্যই আমরা  
সজ্জন তোষণীর অঙ্কে আগামী প্রকট পূর্ণিমার দিবস  
পর্য্যন্ত ৪২৯ প্রকট গতাক বলিয়া লিপিবদ্ধ করিব  
তৎপর দিবস শ্রীচৈতন্যাক ৪৩০ হইবে ।

শ্রীমদ্রুতিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ, ইচ্ছা ও প্রেরণাক্রমে পরলোকগত দীনবন্ধু সেন মহাশয় বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যাব্দ প্রচলনের সহায়তা করেন । তিনি খ্রীষ্টীয় মিশন আফিসে কর্ম করিতেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় গণনা প্রণালীতে রুচিবিশিষ্ট হওয়ায় এবং ভারতীয় অব্দগণনা প্রণালীতে অভিজ্ঞ ছিলেন না তজ্জন্যই চৈতন্যাব্দে খ্রীষ্টীয়পন্থা তৎকর্তৃক প্রচারিত পঞ্জীতে প্রথমে স্থান পায় । পি এম বাক্চীর পঞ্জিকায় শুদ্ধভাবে শ্রীচৈতন্যাব্দ লিপিবদ্ধ হইতেছে । এক্ষণে অপরাপর পঞ্জীর গণনা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যিক ।

---

## উপকূর্বাণ ।

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ উপকূর্বাণ ও নৈষ্টিক । শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায় ১৮ শ্লোক টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন উপকূর্বাণো নৈষ্টিকশ্চ ।

উপকূর্বাণের ধর্ম্ম শাস্ত্রে একরূপ কথিত আছে । শৌক্ৰ জন্ম লাভের পর দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম । পরে তৃতীয় দৈক্ষ্য জন্ম লাভ করিলে জীব ভাগবত হন । গর্ভাধানাদি সংস্কার লাভ করিয়া উপনীত হইবার পর বেদাধ্যয়ন জন্ত আচার্য্যকর্তৃক আহৃত হইয়া তৎকুলে বাস করিবেন । মেখলা, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মহুত্র, কমণ্ডল, অতৈল নিবন্ধন জটা ধারণ, অধৌত দস্ত ও অধৌত পরিধেয় ও কুশ ধারণ করিবেন । ব্রহ্মাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ । স্নান, ভোজন, হোম এবং জপোচ্চারণ কালে বাগ্ধত

হইবেন । কক্ষোপস্থগত লোম ও নখ ছেদন নিষিদ্ধ । স্বেচ্ছাপূর্বক ব্রহ্মচারী রेतস্ত্যাগ করিবেন না । অনিচ্ছায় সেকরূপ হইলে জলে অবগাহন পূর্বক গায়ত্রী জপ করিবেন । অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণকে শোচ হইয়া উপাসনা করিবেন এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে যতবাক হইয়া জপ করিবেন । আচার্য্যকে অভীষ্ট দেব জ্ঞান করিবেন কখনই অপমান এবং মরণশীল জ্ঞানে অস্বয়া করিবেন না । গুরু সর্বদেবময় । প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষিত ও অন্ন দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন করিবেন । তাঁহার অনুজ্ঞাত দ্রব্য সংযত হইয়া গ্রহণ করিবেন । আপনাকে নীচের ছায় মনে করিয়া আচার্য্যের সর্বদা সেবা শুশ্রূষা করিবেন । তাঁহার যান, শয্যা ও আসন স্থানের নাতিদূরে রুতাঙ্গলী হইয়া থাকিবেন । এই প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী ভোগবিবর্জিত হইয়া অথও ব্রত ধারণ পূর্বক বিদ্যা সমাপন কালাবধ গুরুকূলে বাস করিবেন । পরে আশ্রমান্তর লাভেচ্ছা হইলে লঙ্কবিদ্য হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করতঃ গুরুভিক্ষাক্রমে জ্ঞান করিবেন অর্থাৎ সমাবর্তন করিবেন ।

যাহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাঁহারা উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীর ছায় সমাবর্তন করিবেন না, আজীবন ভক্তি যোগদ্বারা নিজাম শুদ্ধান্তঃকরণে বৃহদ্রত ধারণ করিবেন । বৃহদ্রত ধারণ করিলে তাঁহাদের কন্মাশয় দন্ধ হইয়া আত্মা নিশ্চলতা লাভ করিবে । ব্রহ্মচারী সকাম হইলে উপকুর্বাণ শ্রেণীস্থ হইবেন । তাঁহাদের সমাবর্তন বিধানক্রমে গৃহস্থের ধর্ম্মাশ্রয় করিবেন । নিজাম হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচার্য্য ক্রমে গুরু পাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবেন ।

# সজ্জন তোষণী ।

—ঃ\*ঃ—

( শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্ৰী । )

শ্রী শ্রীধামপ্রচারিণীসভার ৪২৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে  
বার্ষিক অধিবেশন ।

বিগত ৬ই চৈত্র ১৩২২ , ১৯ শে মার্চ ১৯১৬, ২৯ গোবিন্দ  
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯ রবিবার অপরাহ্ন ৫।।০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীযোগপীঠ  
শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার দ্বাবিংশ  
বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল । সভাস্থলে নিম্নলিখিত ভদ্র ও শিক্ষিত  
ভক্তমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ঞ্জয়রত্ন কবিকুমুদকলানিধি

শ্রীযুক্ত ললিত লাল ঘোষ ভক্তিবিলাস

” বৈকুণ্ঠ নাথ ভক্তি তত্ত্ব বাচস্পতি

” বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী

” মণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃদ

” শ্রীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তীতীর্থ

শ্রীযুক্ত শ্রীমন্মন্দের সরকার ভক্তমিত্র

” শরচ্চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ

” নগিনী কান্ত বিজ্ঞানভূষণ

” উপেন্দ্র নাথ বিজ্ঞানভূষণ

” কৃষ্ণধন কাব্যরত্ন

” শিতিকণ্ঠ ব্যাকরণতীর্থ

” রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্য

” শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

” রোহিণী কুমার ভট্টাচার্য্য

” নকুলেশ্বর রায়

” অনন্তকুমার দাস

” করেন্দ্র নাথ প্রামাণিক

” শ্রীপতি চরণ মাইতি

” বৈষ্ণবনাথ হাজরা

” বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়

” মতিলাল নন্দী

” অভিরাম দাস অধিকারী

” নারিকলাল মুখোপাধ্যায়

” লালমোহন বর্ণিক

” মণীন্দ্র কুমার সাহা

” যজ্ঞেশ্বর রায়

” সখীচরণ রায়

” হরলাল সাহা

” অমুকুলচন্দ্র সাহা

শ্রীযুক্ত কেশবনাথ গুহ

- “ বতীন্দ্র মোহন অধিকারী
- “ শরচ্চন্দ্র বসু
- “ শ্রীনাথ দত্ত
- “ উপেন্দ্রনাথ সরকার
- “ প্রতাপচন্দ্র সাহা
- “ কেশবনাথ রায়
- “ রাধাকৃষ্ণ দাস বাবাজী
- “ পঞ্চানন হালদার
- “ গয়ারাম ঘোষ
- “ চারুচন্দ্র হালদার
- “ কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়
- “ কেশবলাল সাহা
- “ রাসবিহারী সাহা
- “ হাজারীদাস গ্রামাণিক
- “ রতিকান্ত দত্ত
- “ কেশবনাথ পাল
- “ উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল
- “ পূর্ণচন্দ্র সাহা
- “ অমৃতলাল ঘোষ
- “ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী
- “ উমাচরণ বিশ্বাস
- “ বোগীন্দ্রকুমার বসু ভক্তি প্রদীপ গি, এ
- “ উপেন্দ্রনাথ ভৌমিক

শ্রী ব্রজ কুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী

“ রাধানাথ পোদ্দার

“ শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায়

“ বিসুদাস কর অধিকারী

“ চারুচন্দ্র মিত্র

“ নৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায়

“ অমর নাথ বসু

“ তারিণী চরণ সমাজদার

“ অমৃত লাল ঘটক

“ প্রেমথ নাথ ঘোষ

“ রসিক লাল বিশ্বাস

“ পূর্ণ চন্দ্র দত্ত

“ শরচ্চন্দ্র দাস

“ বসন্ত কুমার

“ আশুতোষ দাস

“ বরদা প্রসাদ দত্ত ভক্তিব্রজ

“ মণিক লাল চক্রবর্তী ভক্তিচকোর

“ ললিতা প্রসাদ দত্ত

“ গিরিজা নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য

“ বহুগোপাল তত্ত্বরত্ন

“ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

“ শৈলজা প্রসাদ দত্ত এল এম্ ই

“ বসন্ত কুমার ভক্ত্যাশ্রম

“ বনমালি দাস ভক্তানন্দ

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ ঘোষ

“ বিনোদ গোপাল দাস মহাপাত্র

“ সুধাংশু ভূষণ মিত্র

“ উমা প্রসাদ মিশ্র

“ শ্রীচরিত্রন দাস সম্পাদক বৈভবাচার্য্য

“ সুরেন্দ্র নাথ দে

“ শরৎ চন্দ্র দে

“ নটবর হেঁস

“ গোবিন্দ চন্দ্র দাস

“ যতীন্দ্র নাথ তালদার

“ সতীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

“ কালাচাঁদ মান্না

“ একাদশী চরণ সাউ

“ নৃসিংহ চরণ গোস্বামী

“ গোপী নাথ সাউ

“ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী

ইত্যাদি ইত্যাদি

১। শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তসুন্দর মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতলাল ভক্তিবিলাস মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন ।

২। সাধারণ সভার সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে কার্য্য সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ ভক্তিবৃষণ মহাশয় সভাস্থলে সভার বিগত বর্ষের বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন ।

৩। ১৯শে মার্চ তারিখের কার্য সমিতির অধিবেশনে নির্দ্ধারিত বিষয়গুলি সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

৪। সজ্জন তোষণীর অষ্টাদশ খণ্ড নবম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ললিত কাল ঘোষ ভক্তিবিনাস মহাশয়ের ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবটি চতুষ্পাঠী সমিতির অনুমোদিত হওয়ায় উহা গৃহীত হয়। সর্ব সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে চতুষ্পাঠী সমিতি এই সকল কার্যের নিয়মাদি গঠন করিয়া কার্যে পরিণত করিবেন এবং একজন সদস্যের অভাব হওয়ায় আরোও আটজন পর্য্যন্ত সদস্য বৃদ্ধি করিয়া লইবেন।

৫। শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সভাপণ্ডিত পণ্ডিতাগ্রগণা কবিকুম্ভ-কলানিধি শ্রীযুত অজিত নাথ ত্রায়রত্ন মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত থাকার সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ নাথ ভক্তিতত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া জ্ঞাপন করেন যে তিনি বর্তমান বর্ষে রাক্তপ্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন এবং তজ্জন্ত সভা গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

৬। বিক্রমপুর নিবাসী চৌবেড়িয়া স্কুলের চেড মাস্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু বি, এ, মহাশয়কে ভক্তিপ্রদীপ উপাধি প্রদত্ত হয়।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমারায় বসুবংশোদ্ভবায় বৈ।

ভক্তিপ্রদীপ ইত্যাত্মা বৈষ্ণবৈরর্পিতা মুদা ॥

লোহাগড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বনমালী দাস মহাশয়কে ভক্তানন্দ উপাধি প্রদত্ত হয়।

রতায় সাধুসেবারাং দাসায় বনমালিনে।

ভক্তানন্দাহবয়ঃ ধীরৈবৈষ্ণবৈরর্পিতং মুদা ॥

৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় শ্রীযুক্ত কবি বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত গুপ্ত রচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটি পাঠ করেন।

বিদ্যা যস্য পরা তনুর্ভগবতো লক্ষ্মী চ বক্ষুঃস্থিতা  
বাগীশা বদনাসুজে চ হৃদয়ে সখিৎপ্রিয়াক্লাদিনী ।  
লীলানন্দময়ী জগদ্ধিতকরী মায়া চ ছায়াপ্রভো-  
স্তং সর্বেশমনস্তশক্তিসহিতং শ্রীকৃষ্ণমীশং ভজে ॥

বিরাজতে যন্নদনারবিন্দে বাগী রমা বক্ষুসি চিত্তদঞ্জে ।  
বিদ্যা পরা যন্ত তনুং স দেবী বিরাজমানো ভবতাদ্ভুদঞ্জে ॥  
সন্তপ্তজান্নদচাকুগাত্রং স্মেরাননং স্মেরসরোজনেত্রং ।  
রক্তাশ্বরং রম্যবিশুদ্ধসত্ত্বং চৈতন্ত্যচন্দ্রং প্রণমামি নিতাং ॥  
প্রতপ্তচামীকর গৌরমুন্দরং আজামুসংলম্বিভূজং মনোহরং ।  
সত্বাসিনং শান্তমশেষরূপিণং নমাম্যহং বৈণবদগুধারণং ॥  
দয়াময়ং শ্রীযুতদীনবন্ধুং কৃপার্বণং দিব্যকিশোরমূর্তিৎ ।  
ভক্তপ্রিয়ং ভক্তিবিনোদনীয়ং ভজামি ভক্ত্যা প্রভুগৌরচন্দ্রং ॥

শ্রীগৌরমুন্দরজগজ্জনচিত্তচৌর শ্রীভক্তবৎসলভবার্ণবকর্ণধার ।  
শ্রীভক্তরূপধরধর্ম্মধুরন্ধরেণ্য ত্রায়স্ব মাং প্রণতপালক নির্বরেণ্য ॥

পুণ্যে ভারতমণ্ডলে নবনবদ্বীপে চ মায়াপুরে  
শ্বেতদ্বীপনিভে শুভে সুরধুনীসংবেষ্টিতে শোভনে ।  
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদকেন বিহিতে শ্রীমন্দিরাত্মাস্তরে  
শ্রীমদগৌরবিধুর্জগজ্জননোহারী হরিঃ শোভতে ॥

দত্তাশ্রবায়সরসীরূহভাস্বরেণ কেদারনাথ হরিভক্তিবিনোদকেন ।  
মায়াপুরে রুচিরমন্দিরযোগপীঠে সংস্থাপিতঃ পরমমোহনঃ গৌরচন্দ্রঃ ॥  
শ্রীমন্নবদ্বীপমনোজ্ঞধামি মায়াপুরে বৈষ্ণববেষ্টিতে চ ।  
জীয়াদহো শ্রীযুত গৌরধাম্যো জন্মোৎসবো দোলমহোৎসবশ্চ ॥  
তত্র স্থিতা যে হরিভক্তবৃন্দাঃ সমাগতা যে খলু সাধুবৃন্দাঃ ।  
স্বস্পাদকা যে সমিতেস্তএব মহোদয়াঃ কারুণিকা জয়ন্তি ॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদেন পুরা যা সংপ্রতিষ্ঠিতা ।

সজ্জনানাং হিতার্থায় শ্রীমং সজ্জন তোষণী ॥

তানিদানীং প্রযত্নেন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী ।

প্রকাশয়তি সাধুনাং শ্রীতৈ্য সজ্জন তোষণীং ॥

বৈকুণ্ঠনাথগুপ্তেন বৈষ্ণবাজিযু নিষেবিণা ।

সম্পাদককরাশ্চোজে পত্রিকেয়ং সমর্পিতা ॥

শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ নাথ তত্ত্বাচম্পতি মহাশয় স্নুললিত ভাষায় সভাস্থলে বলেন যে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অদর্শনে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি ম্রিয়মাণ আছেন এবং তাঁহার পার্শ্বদবর্গের মধ্যে ভক্তিভূষণ মহাশয় ভক্তিভঙ্গ মহাশয় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় ও কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির অদর্শন বিশেষ অনুভূত হইতেছে এবং পরমহংস গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহাশয় ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত অপ্রকট হইয়াছেন । শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মরণার্থে শাস্ত্রশিক্ষার জন্ত একটা চতুষ্পাঠী হইলে বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলির শিক্ষা বিস্তার হইয়া জগতে বিশেষ মঙ্গল সাধন করিবে এবং সেই কার্য্য যাহাতে অতি সত্ত্বরে হয় তজ্জন্ত বিশেষ যত্ন হওয়া আবশ্যক । শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু ভক্তিপ্রদীপ'বি এ মহাশয় সভাস্থলে প্রকাশ করেন যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নামহট্টের কার্য্য সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে বিশেষ ভাবে হইতেছে, এবং ঐ নামহট্টের প্রচার দেশ দেশে যাহাতে হয় তজ্জন্ত সকলেরই চেষ্টা বিশেষভাবে হওয়া কর্তব্য । পরিশেষে কবিকুমুদকলানিধি পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅজিত নাথ ঞ্চারত্ন মহাশয় তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ মনোমুগ্ধকর বাক্যাবলীর দ্বারা প্রকাশ করেন যে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তিনি আনন্দে অধীর হইয়াছেন এবং মায়াপুরে মায়াতীত ভগবান অবতীর্ণ হইয়া মায়াবদ্ধ জীবের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ সেই মায়াপুর উজ্জ্বল

করিয়া ধন্য হইয়াছেন । যতদিন নায়াপুরে শ্রীমূর্তি সেবা থাকিবে ততদিন তাঁহার নাম জীবের অন্তরে বিদ্যমান থাকিবে, কারণ তিনি লোকান্তরে গিয়াছেন এবং সেই লোকান্তর ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন যে লোকের অন্তর মাত্র । লোকের অন্তরে থাকিয়া তিনি এখনো জগতের হিত সাধন করিবেন । তাঁহার অনুগত ভক্তিভঙ্গমহাশয় এবং মন্যথ নাথ ও লোকান্তরে গিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তাহার স্মরণার্থে পুত্র ও শিষ্য প্রভৃতি পরিজনগণের দ্বারা এক্ষণে যে মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইবে তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ জ্ঞাপন করিলেন । তাঁহার কথা সমাপ্তের পূর্বে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত মহোদয়গণের আনন্দ বিধান করিয়া ছিলেন ।

কৃত্বা কাঞ্চনশৈলসোদররুচিং মূর্তিং জগন্মোহিনীং  
বিশ্বগ্ বিশ্বহিতায় বিশ্বপতিনা নৈশ্বকনিস্তারিণা ।  
নানাশাস্ত্রসমুদ্রসারপরমাপ্রমায়ুতশ্রোতসা  
সানন্দং নিরমায়ি নীরসক্লেশে দেশো নদীমাতৃকঃ ॥

সভাপতি মহাশয় বলেন যে শ্রীমায়াপুরের অন্তর্গত শ্রীবাসঅঙ্গনটির উন্নতিকল্পে তাহার স্বীয় চেষ্টায় যতদূর করিতে পারিয়াছেন তাহা করিয়াছেন কিন্তু তাহার অনেক উন্নতির এক্ষণে আবশ্যক আছে । অতএব তাঁহাকে ভক্তগণ সকলে মিলিয়া সহায়তা করিলে তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে ও ঐ অঙ্গনটির উন্নতি সাধন করা হইবে ।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া ৮।০ ঘটীকার সময় সভা ভঙ্গ হয় ।

### কার্য্য সমিতির অধিবেশন ।

বিগত ৬ই চৈত্র ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৯ শে মার্চ ১৯১৬ খৃঃ  
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯ ২৯ গোবিন্দ রবিবার অপরাহ্ন ৩ টার সময় শ্রীমায়া-

পরে শ্রীমন্দিরে কার্যসমিতির একটি অধিবেশন হয়। তথায় শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্ত স্নহদ, পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্ত শৈলজা প্রসাদ দত্ত, এল, এম, ই শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত চাক্র চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমর নাথ বসু, শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বনমালি দাস, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু এবং শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ ভক্তিবৃষণ উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত শৈলজা প্রসাদ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমোদনে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তস্নহদ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে কয়েকজন ভগবদ্ধর্ম প্রয়াগ মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার কার্য সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাদিগকে সভা শ্রেণী ভুক্ত করা হউক। ঐ প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ ভক্তিবৃষণ মহাশয় সমর্থন করিলে সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সভার সভ্য পদে গ্রহণ করা হইল।

১। শ্রীযুক্ত মানিকলাল চক্রবর্তী ভক্তিচকোর, ৭নং নীলমণি দত্তের

লেন, বহুবাজার কলিকাতা

২। " প্রভাস চন্দ্র দত্ত, এল, এম, ই কোহিমা, শ্রীহট্ট।

৩। " কুমুদ কান্ত ভৌমিক, হাঁসপাতাল কোয়াটার, জনপাইগুড়ি।

৪। " ক্ষীরোদ গোপাল মিত্র, ৮নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

৫। " সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা।

৬। " হরিদাস নন্দী ৫০।৫।৬ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৭। " পুলিন বিহারি মিত্র, ১৩নং হরলাল দাসের লেন, কলিকাতা।

- ৮। শ্রীযুক্ত গয়ারাম ঘোষ, ৯নং নিউ বোম্বাই লেন কলিকাতা ।
- ৯। ” অম্বুজাঙ্ক সরকার এম এ বি এল উকীল পুরুলিয়া
- ১০। ” রাইমোহন রায় চৌধুরী ১০।১নং হরলাল দাসের লেন  
যোড়াবাগান, কলিকাতা ।
- ১১। ” তারিণীচরণ সমাজদার বিনোদনগর, কাশিনগর পোঃ, যশোহর ।
- ১২। ” হরিদাস চক্রবর্তী, খুরুট, ভাবড়া ।
- ১৩। ” গোপাল লাল চক্রবর্তী ৭নং নীলমণি দত্ত লেন কলিকাতা ।
- ১৪। ” গৌর লাল চক্রবর্তী ৭নং নীলমণি দত্ত লেন কলিকাতা ।
- ১৫। ” ছলল টাঁদ মুখোপাধ্যায়, ৩১নং ফিয়ার লেন কলিকাতা ।
- ১৬। ” অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু ৩১ নং চাউল পটীরোড ভবানীপুর ।

৩। বিগত বর্ষের অধিবেশনে ভক্তিভঙ্গ মহাশয়ের স্থলে অনারেবল রাজা দীনেন্দ্র নারায়ণ রায় সভার কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে না করিতেই পরলোক গমন করিয়াছেন । ঐ পদ অপূর্ণ থাকায় শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন যে শ্রীমন্নৃহাপ্রভুর কোষের অধ্যক্ষতায় তাঁহার নিজ জন বাতীত অগ্র কাহারো অধিকার নাই এবং ঐ কার্যের ভার তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাধিকাচরণ দত্ত বি এল মহাশয়ের উপর ত্রুস্ত হউক । ঐ প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনুমোদন করিলে সকলে একবাক্যে তাঁহাকে উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করিয়া সভার কোষাধ্যক্ষের পদে মনোনীত করিলেন ।

৪। শ্রীযুত বনমালি দাস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত শৈলজাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের অনুমোদনে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে আর একজন সভার সহকারী সম্পাদকের আবশ্যক এবং ঐ পদে গৌরভক্ত শ্রীযুত হরিদাস নন্দী মহাশয় মনোনীত হইলেন ।

শ্রীযুত বসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রম মহাশয়, আনুকূল্য সংগ্রাহের জন্ত একটি প্রতিনিধি সমিতির আবশ্যকতা দেখাইয়া প্রস্তাব করেন যে ঐরূপ সমিতি একটি গঠিত হউক এবং ঐ সমিতির প্রত্যেক সভ্যের সভার পক্ষ হইতে অর্থাৎ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং দাতাগণ তাহাদিগের হস্তে নিঃসঙ্কোচে সভায় প্রদান করিবার জন্ত অর্থ দিবেন। ঐ প্রস্তাবে নকুলেশ্বর রায় মহাশয় অনুমোদন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ও স্থির হয় যে বর্তমানে ঐ সমিতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থাকিবেন।

১। শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তমুহুরদ ১০ নং হরলাল দাসের

লেন ঘোড়াবাগান কলিকাতা।

২। " সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, ১৫ নং আহিরীটোলা  
স্ট্রীট, কলিকাতা

৩। " সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিভীষ সাউরী, জেলা মেদিনীপুর

৪। " বনমালি দাস ভক্তানন্দ দৌলতপুর খুলনা।

৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত বিমলা-  
প্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের অনুমোদনে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে  
চৌবেড়িয়া কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু বি, এ ও শ্রীযুক্ত  
বনমালি দাস মহোদয়দ্বয় ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইবার সর্বতোভাবে যোগ্য,  
অতএব প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তি ভক্তিপ্রদীপ ও শেষোল্লিখিত ব্যক্তি  
ভক্তানন্দ নামে ভূষিত হইবেন।

৭। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত  
চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অনুমোদনে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে নিম্ন  
লিখিত মহোদয়গণ সদনুষ্ঠানের জন্ত সভা হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন।

- ১। শ্রীমন্নহাপ্রভুর কার্যে আগ্রহ প্রদর্শন করায় শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্ত সূহৃদ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন ।
- ২। শ্রীমন্নহাপ্রভুর সেবায় রত থাকায় শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন ।
- ৩। শ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারে যত্ন করায় শ্রীযুক্ত যুগগোপাল তদ্বরত্ন মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন ।
- ৪। বৈষ্ণব সেবায় নিষ্ঠা প্রদর্শন করায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন ।

## ঝাড়খণ্ড ও ঝাড়খণ্ড পথ ।

সজ্জন তোষণীর অষ্টম সংখ্যায় ঝাড়খণ্ড পথ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম । মহাপ্রভুর পদরেণু সংস্পর্শে যে পথ পবিত্র ও মর্হিমা-ম্বিত হইয়াছিল সেই ঝাড়খণ্ড পথ কোন দিক দিয়া গিয়াছিল তাহা জানিবার জন্ত সকলেরই মনে স্বতঃই ঐংসকোর উদয় হয় । আমি ও অনেক দিন হইতে তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত চেষ্টিত ছিলাম কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে সেই পথের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনামাত্র থাকায় সে কার্য অতিশয় দুষ্কর বলিয়া মনে হইয়াছিল । প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি । তবে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে । মহানুভব লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে ঝাড়খণ্ড বা ঝাড়িখণ্ড অর্থে বন্যপ্রদেশ বুঝায় । ইহা ছাড়া ভৌগোলিক সীমাবিশিষ্ট কোন নির্দিষ্ট প্রদেশ ঝাড়িখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই ইহা ঠিক নহে । ঝাড়খণ্ড অর্থে বন্যপ্রদেশ সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন সন্দেহ নাই ! কিন্তু প্রাচীন কালে ঝাড়িখণ্ড যে একটি নির্দিষ্ট প্রাদেশিক নাম ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে ।

## ঐতিহ্যচরিতামতে

ঝাড়খণ্ডে স্বাবর জঙ্গম আছে বত ।

কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমতে উন্নত ॥

পড়িলে স্বতঃই মনে হয় যে ঝাড়খণ্ড পদটি নির্বিশেষে বহুস্থান না বুঝাইয়া একটি প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক নাম স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । বীরভূম ও পঞ্চকোট হইতে মধ্যপ্রদেশের রতনপুর এবং দক্ষিণ বিহারের রোটাসগড় হইতে উড়িষ্যার সীমান্ত পর্য্যন্ত ভূভাগকে আকবর নামায় ঝাড়খণ্ড বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে\* । ১৮০৫সালের ১৮শ রেগুলেশন অনুসারে বর্তমান মানভূম, সিংহভূম এবং বাঁকুড়া, বীরভূম ও হাজারিবাগের কতকাংশ লইয়া জঙ্গল মহল নামে একটি স্বতন্ত্র জেলার সৃষ্টি হয় । তৎপূর্বে ঐ সকল ভূভাগকে সরকারী কাগজ পত্রে সর্বদা ঝাড়খণ্ড নামে উল্লেখ করা হইত । বাহ্যিক ভাবে তাহার অধিক উদাহরণ না দিয়া এস্থলে কেবলমাত্র দুইটি উদাহরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি । খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বীরভূমের মুসলমান রাজবংশ আরম্ভ হয় । ঝাড়খণ্ডের অসভ্য অধিবাসীগণের অত্যাচার নিবারণ জন্য জাকর খাঁ আসাচল্লা পাঠানকে বীরভূম জমিদারী প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া সরকারী কাগজপত্রে বর্ণিত আছে † । বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০৭—০৮ সালে অধীনস্থ জমিদারগণের স্বাধীনতা

\*Imperial Gazetteer of India

( Provincial series ) Bengal vol. II, P. 378

†“The zamindary was originally conferred on Asaddulla for the political purpose of guarding the frontiers on the west against the incursions of the barbarous Hindus of Jharkand ( Chhota or chutia Nagpur )”

J Grant's Analysis of Finances of Bengal, dated April 1786, published in the Fifth Report of the Select committee on the Affairs of the East India Company.

ক্লাস করিয়া শাসন বিধির সংস্কার করেন, তখন বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজার স্বাধীনতা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিষ্ণুপুর রাজার সম্বন্ধে ঐরূপ না করিবার কারণ Stewarts' History of Bengal নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে "he owed his security to the nature of his territory which was full of woods and adjoined the mountains of Jharkand whither, upon any invasion, he retired to places inaccessible to his pursuers and harassed them severely in their retreat" অর্থাৎ বিষ্ণুপুরের রাজাকে আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহার রাজ্যের সন্নিকটস্থ ঝাড়খণ্ডের দুর্গম পার্বত্য ও বন্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে আক্রমণকারীদেরকে যথেষ্ট নাজেহাল করিতেন। এতদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে বীরভূম ও বিষ্ণুপুর উভয় রাজ্যই ঝাড়খণ্ড প্রদেশের সীমা সংলগ্ন ছিল।

অত্যাচ্য শাস্ত্রেও ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ আছে। মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে পীঠাদি ক্রমে শিবশতস্তোত্রে লিখিত আছে যে—

ঝাড়খণ্ডে বৈষ্ণনাথো বক্রেস্বরসুতৈব চ ।

বীরভূমো সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ ॥

বক্রেস্বর বর্তমান শিউড়ির নিকটবর্তী। বৈষ্ণনাথ ও বক্রেস্বর ও ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছিল। ঝাড়খণ্ড যে বীরভূমি ও রাঢ়ের ন্যায় একটি প্রদেশের নাম তাহা উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা বেশ বোঝা যাইতেছে।

যে যে স্থান দিয়া ঝাড়খণ্ড পথ বিস্তৃত ছিল বলিয়া শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নিভুল বলিয়া মনে হয় না। একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা প্রণিধান করিতে তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীগানন্দের সম্বন্ধে

ব্যাঘরে গোড়ে ভক্তিগ্রন্থপ্রচার জন্ত শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থরাজি লইয়া আসিবার সময় বনপথ দিয়া আসিয়াছিলেন। তৎকালে পশ্চিমধ্যে গ্রন্থরাজি অপহৃত হয়। বৃন্দাবন হইতে রাজপথে কিছুদূর আসিয়া মহাপ্রভু বনপথে গমনাগমন করিতেন এই কথা মনে করিয়া তাঁহারা রাজপথ পরিত্যাগপূর্বক বনপথে প্রবেশ করেন। বনপথে দুই এক দিন কখন কখন তাহা অপেক্ষা অধিক দিন, লোকালয় দেখিতে পাইতেন না এইরূপে তাঁহারা পঞ্চকোট পর্য্যন্ত আসিলেন।

যথা প্রেম বিলাসে।

পঞ্চকোট বানে রাখি গ্রাম রঘুনাথপুর।

নিজ দেশ বালি বাড়ে আনন্দ প্রচুর ॥

মালিয়াড়া গ্রামে ভূমিক একজন।

স্বচ্ছন্দে রহিল তথা আনন্দিত মন ॥

ইত্যাদি ১৩ শ বিলাস

গোপালপুরের নিকট মালিয়াড়া গ্রামে এক ভূমিকের বাড়ীতে রজনী বাস করিলেন। রাত্রি অধিক হইলে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাশ্বিরের প্রেরিত সশস্ত্র দস্যুগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া গ্রন্থরাজিপূর্ণ সিন্দুক অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ঠাকুর মহাশয়কে ও শ্রামানন্দকে খেতুরতে পাঠাইয়া দিয়া আচার্য্য প্রভু গ্রন্থের সন্ধানে নিকটস্থ বিষ্ণুপুরে গমন করেন এবং তথায় অপহৃত গ্রন্থরাজি পুনঃপ্রাপ্ত হন। এইসকল বিবরণ ভক্তিরত্নাকরে ও প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে। তাহাহইতেও ব্যাধিও পথ নির্দেশের কতক সাহায্য হইতে পারে। পঞ্চকোট বা পাচেট এবং রঘুনাথপুর বর্ত্তমান মানভূম জেলার অন্তর্গত। পশ্চিম হইতে পূর্বমুখে আসিলে এবং পঞ্চকোট পাহাড় বামে রহিলে সেই পথ পঞ্চকোট ও

বৰুনাথপুরের মধ্য দিয়া যায় । মালিয়াড়া গ্রাম বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত । সেখান হইতে কিছুদূর গেলে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমা পাওয়া যাইত । রাজধানী বিষ্ণুপুরও মালিয়াড়া হইতে ১৫।২০ মাইলের বেশী নহে । বনপথ যে মানভূম ও বাঁকুড়া জেলার মধ্যে দিয়া গিয়াছিল উক্ত বিবরণ পাঠে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না । বর্তমান সময়ে বিহার হইতে শ্রীক্ষেত্র যাইবার যে সরকারী পাকারাস্তা আছে তাহা হাজারিবাগ মানভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা দিয়া উড়িষ্যা গিয়াছে । এই পথ এখনও অরণ্য ও গিরিসঙ্কুল, চারিশত বৎসর পূর্বে যে তাহা চরিতা-মৃতের বর্ণনামুযায়ী ছিল তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে ।

আমার এই প্রবন্ধ উক্ত লেখক মহাশয়ের ঐক্যপন্থ পথ নামক প্রবন্ধের সমালোচনা বা প্রতিবাদ নহে । ভক্তপ্রবর লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করার ধৃষ্টতা আমি কল্পনা করিতে পারি না । ইহা তাঁহার প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে মনে করিলে কৃতার্থ হইব । ইতি

গৌরপদাশ্রিত

শ্রীঅম্বুজানন্দ সরকার ( এম্ এ বি এল )

পুৰুলিয়া ।

## সঙ্গীত মাধব মহাকাব্যম্ ।

দ্বাদশ সর্গঃ—রাসবিলাসঃ ।

তত্ত্বচিহ্ন রতিকেলিভিরুপসম্বী

শ্রিত্ব কদাচিদিতি কাস্তমুবাচ রাধা ।

আকৃষ্য বেণুবিক্রুতৈত্রাজভূমি শৌরী

মত্যাংকো বিচরয় প্রিয়াস গোষ্ঠ্যাং ॥ ১ ॥

অথ গায়তি মাধবে ভুজং দায়িতাং যে বিনিধায় বেণুনা ।

পরমাদৃতদর্শনোচ্ছলং কুতুকেন প্রিয়মাহ রাধিকা ॥ ২ ॥

। ললিত রাগেন গীয়তে ।

ন বহতি সরিদপি সহজজবেন ।

স্থগতি শশী দিবি নিজবিভবেন ॥ ১ ॥

প্রিয় গান রমে তব বেণুনা ॥ ধ্রু ॥

দ্রবময় বপুরিহ ধৃতমপলেন ।

জনয়তি বিশ্বয়মতিকঠিনেন ॥ ২ ॥

সকল জুবনমিদমমৃত সরেণ । ভবতি ভবিতমিব মধুর তরেণ ॥ ৩ ॥

তব পদমরসিজ কৃতভবনেন । চলতি গৃহং ন হি যুবতিজনেন ॥ ৪ ॥

ধৃততৃণকবলমুকুলনয়নেন । লসতি বনং তব সুরভিগণেন ॥ ৫ ॥

বিস্মৃতি কলকলমতুল রসেন । প্রমদথগাবলি রণমলসেন ॥ ৬ ॥

স্তিরচরমিহ ভবতি চ কলনেন । পরমসুখামৃত হৃদি মিলনেন ॥ ৭ ॥

পরপদরত মুনি বস্তুতপনেন । ভবতি কৃতী তব পদনয়নেন ॥ ৮ ॥

মুদিত সরস্বতী গীতসুখেন । বিগত মহিম্নি হরে স্বসুখেন ॥ ৯ ॥

অন্তোত্ত্রাবদ্ধহৃষ্টৈরধিকৃতবল্যৈর্গোপবালাকদম্বৈঃ

কালিন্দীয়ে বিরাজন্তুবিপুলপুলিনে মন্দসদাক্রবাহে ।

একৈকশ্চাঃ য একোপ্যতিচতুরতরা কণ্ঠসংশ্লিষি বাহু-

র্মধ্যে মুগ্ধঃ স রাধা রতিরভসপরস্তত্র রাসে ননর্ত্ত ॥ ১০ ॥

একা গোপী রাধিকা সখ্য হীনা ভদ্রা কৃদ্ধা তৎকণ্ঠো জুস্তিতাতিঃ ।

সিদ্ধা রাধামাধবধ্যানযোগাদ্ রাসে দম্বৌ নির্গতাথৈব সূচে ॥ ১১ ॥

তথা বসন্তরাগেণ গীয়তে ।

খানপড়ে মনি বেণুমুদারং । গলিতমধুররব রণবর রসসারং ॥ ১ ॥  
 নৃত্যতি হরিরিহ মোহনরাসে । রসিকযুবতিততি রচিত বিলাসে ॥  
 দশরতে বহু হস্তকভেদং । চলতি ললিতগতিচিএমখেদং ॥ ২ ॥  
 নধ্যবিলম্বিত দ্রুতপদচালং । কলয়তি পীতপদোচিত তালং ॥ ৩ ॥  
 রথচতপটুবলরকটীরং । ভ্রময়তি নববনশ্রামশরীরং ॥ ৪ ॥  
 সপ্ত নর্তক রাধামুখবিধং । চুষতি চাকু রচিত পরিবস্তং ॥ ৫ ॥  
 ললিতার্চিত তাম্বুল খপূরং । রসরতি বিহিতপ্রিয়াসুখপূরং ॥ ৬ ॥  
 পীতবিচিত্রকলাগতপারং । কিমপি প্রাৎসতি বরতলুবারং ॥ ৭ ॥  
 মধুরসরস্বতি গীতমুদারং । গগন রসিকজন হরিরসসারং ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্লোকঃ ।

কৃত্বা কক্কুমৌক্তিকং ধরনৈঃ কস্তাশ্চিহ্নচ্যুতনং  
 চুষন্ কামপি সংজপন্নপি পরাং নীবীং পরস্তাহরন্ ।  
 নীত্বৈকামপি মণ্ডলাবহিরণো তবন্ বিচিত্রা রতিং  
 রাধা সৌরত উন্মদো বিজয়তে রাসে বসন্ শ্রীহারিঃ ॥ ৯ ॥  
 ততঃ স্নেহমুখো রাধাসাদবাবতিবীক্ষ্যতা ।  
 প্রবিশু নওলে তস্মিন্ সহসা মজ্জতাং রনে ॥ ১০ ॥  
 স্থাপুনং কুরুষন্নহাধরসরিং শ্রোতাং পুনস্তম্ভয়ন্  
 নাভীরৌ দধিনস্থনং বিকলয়ন্ প্রীতাবলীং দ্রাবয়ন্ ।  
 সিঞ্চন্ প্রেমরসৈর্দিশঃ কুলবধুনীবীক্ষ্য বিস্রংসয়ন্  
 গোবিন্দস্ত কবীজ্জবিস্মরকরো বংশীরবঃ পাতু বঃ ॥ ১১ ॥

ইতি সঙ্গীতমাধবে রাসবিলাসো নাম ষোড়শ সর্গঃ ।

## ত্রয়োদশ সর্গঃ ।—বিধুর মাধবঃ ।

তাদৃগ্ নর্তনগানমন্তষুবতিসম্মণ্ডলান্মাধবো

নিজ্রাস্তঃ সহ কাস্তয়া দ্রুতপদং দুর্গং প্রবিষ্টো বনং ।

রাধায়াঃ কুপয়াতিমুগ্ধদয়িতা কাচিন্দাসৌভর্যোঃ

কিঞ্চিদ্রুত বাববীক্ষ্য ললিতং ধন্তানি লীলাস্বগাং ॥ ১

আসীনো কচ কুত্রচিচ্চ শয়িতৌ কুত্রাপি পুষ্যোচ্চরং

ছিন্দানৌ সুরতোৎসবায় কচিরং কুঞ্জং প্রবিষ্টৌ কচিৎ ।

অন্তোন্তাং সবলভুজৌ সহসিতৌ যন্তৌ কচ্ছিল্লীলয়া

শ্রীরাধা-মধুসূদনৌ রসনিধি মা কাপি ধন্তাষগাং ॥ ২ ॥

ভক্ত কণং কাতরগণে বিলীন প্রিয়াণি রাধা চরিতানি শৃণু ।

যদা হরির্মানিত লোচনোভূৎ তদৈব রাধা কৃত কাণ্ডি রোধাং ॥ ৩ ।

অথোখিতায়াং ললিতং হসন্তং লতাস্বরে মাধবজীবিতায়াং ।

নিমেষ-মাত্রং কলয়ন্নন্তং । কল্যাং হরির্ব্যাকুল এবমুচে ॥ ৪ ॥

## দেশবরাড়ী রাগেণ গীয়তে ।

তব উরলিত কুণ্ডলং বিধূত বিধূত মণ্ডলং চাক্রমুখমমৃতনিধিহারং ।

স্বরতি মম মানসং কিমপি রতিলালসং স্তান্দিমৃদুহাসিতমধুধারং ॥ ১ ॥

প্রিয়ে কাপি রাধে দেহি ময়ি কিমপি শুভদৃষ্টিং ।

তব নিমিষকৌতুকে কিরতি ময়ি দাক্ষণ্যে বিষম শর ভ শরবৃষ্টিং ॥ ২ ॥

সুরতি তব লোচনং কমলমদ মোচনং প্রেমরসলহরী কৃত দোলং ।

কালত নবকুস্তলং চলদলকশংকুলং ভাতি মম তদপি সুকপোলং ॥ ২ ॥

দেহি তব দর্শনং

রক্ষ মম জীবনং

চক্রেমুখি কলয় নিরু দাসং ।

মরি পরম কাতরে প্রকৃতি মৃদুলাস্তরে

কলয়পি কতি হু পরিহাসং ॥ ৩ ॥

কণধিরহ হুঃখতো মম ভবতি বিকতো

ধৈর্য্য গিরি বভু জরকেতো ।

নবকনক চম্পক প্রকর কুচিকম্পক

শ্রীলতনু সকল সুখহেতো ॥ ৪ ॥

মিনতি কঠিনায়সে মরি পরম মায়সে

পীনঘনকটিন কুচভারে ।

বিবৃণু হসদাননং দীপ্তনবকাননং

কক্কুতট মূলিম হারে ॥ ৫ ॥

মম মনসি ন পরা ভবতু গুণতৎপর্য্য

কির বর বিততি রূপগীতা ।

কণসর মদত্রে হৃদয় মতি বিভ্রয়ে

তত্র কিমনুভব বিপরীতা ॥ ৬ ॥

কলয় বর চন্দ্র কিমুর কক্ণাবহে

হুবা সমমিত্র ভবসাক্ষী ।

ভ্যজতি বত জীবনং হরিরতুল যৌবনং

নাগ যদি মিনতি হরিণাক্ষী ॥ ৭ ॥

ইতি বদতি রাধিকা মধুপতিরসাধিকা

প্রাত্তর্ভবদতি মধুলীলা ॥

বেত্তি ন সরস্বতি কিমপি পরস্ততো

বুদ্ধিরিহ ভবতি সুলীলা ॥ ৮ ॥

বহিস্তে তু মরি কুমারি কুপরা বোহয়ং নিজাক্ষে কতো

জাশ্বংহুগুণবুপ্তিবু মরি যতো জানাতি যে নো পরাং ।

সোহন্তে মৃত্যুলাজিকর্কশহদি স্তম্ভাজিবি পঙ্কেকুতো  
 লোকানাঞ্চ নিমেষয়োঃ কণমপি ক্ষেদায়পশ্মাদ্ভিতং ॥ ৯ ॥  
 স্বদেবর্ষিভুতাদিমৃগামনসং যদাঙ্কনীয়ং শ্রিয়া  
 কৃষ্ণা যেন বিবর্ণিতা প্রিয়গণা মাছুতি মত্তা ইব ।  
 শঙ্কুর্মগরন্ সুখং চ সকলং ত্যক্ত্বা ভবন্তিক্ষুকে  
 রাধামাধবয়োস্তদন্তুতরস প্রেমাচিরং পাতু বঃ ॥ ১ ॥  
 ইতি সঙ্গীতমাধবে বিধুরমাধবো নান ত্রয়োদশ সর্গঃ ॥

### চতুর্দশ সর্গঃ ।—রাধামাধব-বিলাসঃ ।

অথ বিরহ নিহস্তাসথা বৈদীক্ষ্য ভূয়ঃ পরমদয়িত রাধামাধবং কীর্ত্তনস্ত্যঃ ।  
 তদতিকল্পন-ধামাদ্যং নন্দকলং রসময়মূলভা প্ৰেমমগ্না বভূবুঃ ॥ ১ ॥  
 কাশিচন্দ্রো নন্দ-সাক্ষসবরালঙ্কীকাশীরজা  
 নেপ'লককণ-ধূতৈঃ পিতৃভ্যাং রাধাং সদা মণ্ডরন্ ।  
 কল্যাণাবলম্বসংগচ্চনুকটমগ্নগন্ধপীতাহরৈ-  
 রজ্জাঃ স ধু-বিরিৎ পাপায়া দমিতা মন্তোমরাংচক্রিরে ॥ ২ ॥  
 এবং নিকৃষ্টনিন্দিত-সংলং তলানীনাংস্যা পুষ্পমগ্ন তত্র হরৌ নিবিষ্টে ।  
 জাগেশ্বরীং সমুপলব্ধাং নন্দপার্শ্বে যাতব্যমুদ্ভিদ্রে প্রিয়মোবিলাসৈঃ ৷ ৩ ॥  
 রাধামাধব-বিলাস-দ্বন্দ্বরসানন্দাঙ্কিতগুণীঃ ।  
 সখৈক্য-সংলগ্ন-সদাভ্যো ভারতীং বরাং ॥ ৪ ॥  
 বিভাব রাগেণ গীরতে ।  
 করুণমল-সঙ্গীতিনাতে বিনিবেশ্য লতাগৃহকোটনে ।  
 নবসঙ্গম-স্বীর্বেলতা বহিরপি যাতে প্রিয়গোচরে ॥ ৫ ॥

নিমমজ্জ নীরসসংগরে ক্রীড়তি ব্রজনবনাগরে ॥ ১ ॥  
 পৃচ্ছতী কিমপি কিমপি কৃত মেলাং তদ্বচনামৃতলালসে ।  
 নয়তি বনাদিব তন্নননরক কেলিকলাকুলমানসে ॥ ২ ॥  
 নবকঙ্কমবমুচ্য পৃথুস্তনকৃতথরনথশিখরাংকুলে ।  
 শিষ্যতি গাঢ়তরং স্রবতরনীত রবকুত বর কঙ্কনে ॥ ৩ ॥  
 পিবতি তথাধররসামৃতমথবহোবিধ কৃত চুষ্মনে ।  
 নীবিনিহিতকর আকুলদয়িতবিত্ত হিত্যবলম্বনে ॥ ৪ ॥  
 মন্তকরীন্দ্রতুম্বরতিসঙ্গর রতিসঙ্গরচিতমহাদ্রুতবিক্রমে ।  
 শিথতি মালতি প্রাণসমোরসি শিশির ভাবকৃতবিশ্রমে ॥ ৫ ॥  
 রতিরসমন্তমনোহরনাগরীকামকলাকৃততোষণে ।  
 বিকসিত কমল কলিন্দ সুতাপ্লুত মন্দপবনরসপোষণে ॥ ৬ ॥  
 স্রস্তে শিখণ্ডমুকুটপরিপণ্ডিতমন্ত্রে মুগ্ধিত তব চিত্রকে ।  
 তামপি ভুষয়তি প্রাণয়েন সুবিরচিত কুঙ্কমপত্রকে ॥ ৭ ॥  
 রাধা পদরতি মুগ্ধ সরস্বতি ভাষিত হরিরস বৈভবে ।  
 কুরু হৃদয়ং পরভাবং বিভাবিতমাপতনিগম কৈতবং ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্লোকঃ ।

ন স্বাদেয়মুত্তিরপি স্কৃদৈব সর্বার্থসারো  
 দারা রাধা মধুপতিপদান্ভোজমাধবীকধারা ।  
 যন্নেত্রাভ্যামপি ন কলিতা তন্মদানঙ্গুথেলা  
 কুঞ্জ কুঞ্জে সততমিহ তজ্জীবিত ত্রাং ধিগন্ত ॥ ৯ ॥  
 তত্ত্বমিচ্ছতি চেন্মুগ্ধে রসসিন্ধুবগাহনং ।  
 মহাপ্রেমোৎসবেনৈব ভজ রাধা-পদান্বিজং ॥ ১০ ॥  
 সর্বো প্রেমরসামৃতৈঃ সুঘটিতা নূনং ব্রজস্রীঘটা  
 সা যচ্ছ্রীচরণে ক্ষুরম্নথমপি জ্যোতীঃ কলাংশাংশকা

যদ্ গোবিন্দভূজাস্ত্রে রতিকলারঞ্জন দোলাকিতং  
 ক্ষদন্ত অতীমন্তকৈব কলিতং রাধাভিধং পাতু বঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীসকীতমাধবে রাধা-বিলাসো নাম চতুর্দশ সর্গঃ ।

## শ্রীভাগবত মণিমালা ।

নৈষাং মতিস্তাবদুর্নক্রমাজ্জিঃ  
 স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।  
 মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং  
 নিক্ষিপ্তনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৭।৫।২৫ ॥

নিখিল বেদ পুরাণ আগমে

যাহাকে উদ্দেশ করে ।

সে গোবিন্দ ভজি অনারাসে সবে

এ জড় সংসার ভরে ॥

যে সব জীবের বিপরীত চিতে

বিক্ষুনিষ্ঠা নাহি আগে ।

সেবন ধরম সে সব জীবের

দুষিত হৃদয় ত্যাগে ॥

বিমল সেই কোমল ভকতি

সমল করিয়া মানে ।

( বলে ) শাস্ত্র মাঝারে নাহি দেখি মোরা

ভকতির পরমাণে ॥

ধন জন আদি বিষয় বাসনা,

জ্ঞান কর্ম আদি কল্পিত কামনা,

এ সব তাজিয়া যেই মহাজন

ভকতি রসেতে রত ।

তাহার অমল চরণ পদে

হব মোরা অনুগত ॥

অগাধ শাস্ত্র বেদাদি পড়িয়া

যদি কেহ কৃষ্ণ জানে ।

( কহ ) কৃষ্ণ না পাইলে কভু নাহি পার

সে চরণ রস গানে ॥

বিষয়ী জনের জড় নিষ্ঠ চিতে

কৃষ্ণ সেবা নাহি হয় ।

তধু জ্ঞান লাভে এ জড় সংসার

কভু না হইবে ক্ষর ॥

তদ্ব হরিজন বড় কৃপাময়

তাহার চরণ ধূলি ।

সর্বশ্রেষ্ঠ জানি শিরোভূষা রূপে

যে জন না লয় তুলি ॥

জড়নাশকারী উরুক্রম পদ

কদাপি সেনাহি পায় ।

কৃষ্ণ না ভজিরা কথায় কথায়

তার দিন বয়ে যায় ॥

দাস শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী ।

## প্রকটোৎসব ও নাম ।

বসন্ত সনীরণ অনিরণ সম সন্ করিয়া যেন হরি হরি শব্দে নাম গান করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে, বৃক্ষরাজি এই সুমধুর হরিনাম গান শ্রবণ করিয়া যেন পত্রাধিনানে সেই তানে তান মিশাইয়া হরি হরি বলিয়া গান করিতেছে এবং সর্বত্রাপহারি হরিনামের বাতাস তাহাদের অঙ্গে লাগিবা মাত্রই যেন বামনাক্রম পত্রাবলী খসিয়া পড়িতেছে ও নাম রসে আপ্লুত হইয়া আবার মনোহর নূতন পল্লবরাজিতে সুশোভিত হইতেছে এবং নবানুরাগে পেমফুল ফুটিতেছে । সেই ফুলের সৌরভ সনীরণ আনন্দের সহিত বহন করিয়া স্থাবর জঙ্গম সকলকেই আনন্দিত করিতেছে ।

আহা কি বিশ্বময় হরিনাম গান ! শ্রোতৃস্বিনীর কল্লোলে পশুপক্ষীর ডাকে সর্বত্রই যেন এই পীতৃমুপূর্ণ হরিনাম গীত হইতেছে । সকলেই যেন নামে প্রেমে নৃত্য করিতেছে ।

নামের বাতাসে সকলই নিম্নল হইল, হৃদয় আকাশের মোহ-মেঘ দূর হইল, প্রেম-চন্দ্র তাহার সখিরূপ তারকাপুঞ্জের সহিত পূর্ণভাবে উদয় হইল । ভবন হিংসা ঘেব প্রভৃতি রিপুগণ সকলেই নিজ নিজ ক্রুর

স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিল ।  
ভক্ষ্য ভক্ষকে শত্রু মিত্রে আর পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব রহিল না ।

নামের এমনি স্বভাব, প্রেমের এমনি মহিমা, কাহারও পৃথক থাকিতে  
উচ্ছা হয় না । প্রেম ভক্ষকে নাচাইয়া কৃষ্ণকে নাচাইয়া আপনি  
নাচিয়া তিনে একত্র হইয়া বাস করে । সকলই একতানে একমনে  
গাঠিতে লাগিল “চারিণা দেখিতে পৃথক থাকিতে আপন বলিতে  
জীবনে ॥ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া চন্দ্র ও রাহু পরস্পর আলিঙ্গন  
করিয়া নাচিতে লাগিল । তাই বুঝি এ চন্দ্র গ্রহণ ।

হরিনামে পৃথিবী প্রেমময় হইল । প্রেমের প্রভাবে মহাভাবের  
আবির্ভাব হইল । প্রেমবিলাসবিন্দুতে একীভূত রসরাজ ও মহাত্মা  
গৌরান্বরূপে শ্রীমাদ্রূপরে শচীনাতার উৎসঙ্গে উদয় হইলেন ।

“রাধা কৃষ্ণ প্রণব বিকৃতিহারা দীনী শক্তিরস্মা-  
দেকান্তানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।

চৈতন্যখ্যং প্রকটমধুনা তদ্ব্যচৈক্যমাশুং  
রাধাভাবহ্যতিস্মদলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥  
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ পরি ।

অতঃপাশ্চ বিলাস রস আশ্বাদন করি ॥  
সেই দুই এক এবৈ চৈতন্য গোসাঞি ।

ভাব আশ্বাদিতে দৌহে হৈলা এক ঠাই ॥ চৈঃ চঃ ।

রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন—

পহিলে দেখি নু তোমার সন্ন্যাসী স্বরূপ ।  
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্রাম গোপরূপ ॥  
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা ॥  
ভায় গৌরকান্টো তোমার শ্রাম অঙ্গ ঢাকা ॥

তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন ।  
 নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন ॥  
 তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ ।  
 রসরাজ-মহাভাব দুই এক রূপ ॥  
 দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্ছিতে ।  
 ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥

প্রেমের অবতার পরমকরুণ মহাপ্রভু জীবের সর্বপ্রকার হঃখ  
 বিমোচন ও শ্রেয়ো লাভে কৃতার্থ করিতে নদীয়াধামে অবতীর্ণ হইয়া  
 নামে প্রেমে জগৎ ভাসাইলেন । অনর্পিত প্রেমভক্তি আচণ্ডলে  
 বাচিয়া দিলেন ।

ভক্তিমতিকার বীজ স্বরূপ কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইয়া  
 মাত্রই প্রেমের সঞ্চার হয়—ভক্তির লক্ষণ শ্বেদ কল্প বৈবর্ণাদি সার্বিক  
 লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

“এক কৃষ্ণ নামে হয় সর্ব পাপক্ষয় ॥  
 দীক্ষা বিধি পুরস্চর্যা অপেক্ষা নাহি করে ।  
 জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥  
 এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব পাপ নাশ ।  
 প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥  
 প্রেমের উদয়ে করে প্রেমের বিকার ।  
 শ্বেদ কল্প পুলকাদি গদগদাশ্রমার ॥  
 অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন ।  
 এক কৃষ্ণ নামের ফল পাই এত ধন ॥”

কিন্তু এমন কৃষ্ণনাম ও আমার ত্রায় অনন্ত বাসনা পঙ্কিল অপরোধী  
 প্রাকৃত হৃদয়ে তাদৃশ আশু ফলপ্রদ হয় না ।

“হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহবার,  
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ।  
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর,  
কৃষ্ণনাম বীজ তথা না হয় অকুর ॥”

কৃষ্ণনাম অপরাধ বিচার করে, কৃষ্ণ বলিতে অপরাধী হৃদয়ে প্রেমের  
সঞ্চার হয় না, কিন্তু স্বভাব বহিষ্কৃত কলিপ্রস্তু জীবকে উদ্ধার করিবার  
জন্যই প্রপঞ্চে উদ্ভিত চিন্ময় শ্রীধামমারাপুরে মহাপ্রভুর এই প্রকট লীলা ।  
তিনি সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার—দয়ালু শিরোমণি, মহাদাতা, এই প্রেম  
অবতারে তিনি অপ্রাকৃত ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করিয়া অপরাধ নিরপরাধ,  
উত্তম, অধম কোন বিচারই করেন নাই অকাতরে সকলের হৃদয়েই  
মাধুর্য্যের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন ।

“চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার,  
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥”

বদি কোন মহাপামর ও শরণাগত ভাবে অকপটে একবার মাত্র  
অপ্রাকৃত শ্রীধামে থাকিয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করে  
তাহা হইলে সে ব্যক্তিও অচিরে অনন্ত মাধুর্য্যের ভাণ্ডার প্রেম ভক্তি  
লাভের অধিকারী হয় ।

“হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা ।  
জগাই মাধাই পর্যান্ত অস্ত্রের কাকথা ।  
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার ।  
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥  
অত্মাপিহ দেখে চৈতন্য নাম য়েই লয় ।  
কৃষ্ণ প্রেমে পুলকাক্ষ বিজ্ঞান সে হয় ॥”

পতিতপাবন মহাপ্রভু কলিহতজীবকে স্তম্ভিত প্রেমভক্তি  
লাভের সহজ উপায় রস বিগ্রহ চিন্ময় নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত নামীর সহিত  
অভিন্ন নাম সংকীৰ্ত্তন প্রচার করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি নিখিল জীব কুলের  
উদ্ধারের পন্থা করিয়াছেন যে সমস্ত জীব বাক্যকথনে অক্ষম তাহাদেরও  
কর্ণ কুহরে হরিনাম প্রবেশ করিলে কিম্বা নামের বাতাস তাহাদের অন্তে  
লাগিলেও তাহাদের পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে ।

সংকীৰ্ত্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ।

সংকীৰ্ত্তন যজ্ঞে তারে ভজে বেই ধন্য ॥

সেইত স্তম্বেষা আর কুবুদ্ধি সংসার ।

সর্ব ধন্য হইতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞ সার ॥

শ্রুতস্ত জৈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার ।

তারে না ভজিলে কত না হয় নিস্তার ।

অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ ।

খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ ॥

অতএব পুনঃ কহো উরু বাহ হঞা ।

চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্য মহা-  
প্রভু সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ প্রেম । যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে একবার  
শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, সেই প্রেমে মত্ত হইয়াছে । স্পর্শমণি স্পর্শ  
করিলে লৌহ ও সোনা হয় কিন্তু লৌহ স্পর্শ মণি হইতে পারেনা । কিন্তু  
আমাদের এই গৌরাঙ্গমণির স্পর্শ হইলেই যে কোন ব্যক্তি ও স্পর্শমণি  
হইয়া পড়ে । ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আজিও বৈষ্ণবসমাজে দেদীপ্যমান ।

আহা ! এই নদীরাচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, স্বৰ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্রকে কোথায়  
পাইব ? যে সময় এই অপূর্বচন্দ্র নদীধাকাতো উদয় হইয়াছিলেন, সে

সময় জন্ম হইলে জীবন স্বার্থক হইত ! কিন্তু সে ভাগ্য্য কই ! একথা মনে উদয় হইতে হইতেই যেন কেহ অন্তরীক্ষ হইতে বলিয়া উঠিল, তোমার অঞ্চলের নিধি তোমার অঞ্চলেই বাঁধা আছে,—নাম ও নামী যে অতিশয় বস্তু, নামীর সর্বশক্তি যে নামে বিরাজমান—এই নামকে স্পর্শ করিলেই শু প্রভুকে স্পর্শ করা হয়। যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে এই জীবন পাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লইলেই প্রেমের সঞ্চার হয়। অপ্রাকৃত নাম লইতে সকলেরই সমান অধিকার। পাত্রাপাত্র স্থানাস্থান প্রভু যে কিছুই বিচার করেন নাই। গৌরচন্দ্রের উদয়ে আর জীবের ভয় কি !”

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।

দেশ কাল পাত্র নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥

সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।

আমার হৃদৈব নামে নাহি অমুরাগ ॥

শ্রীগৌরঙ্গের অপ্রাকৃতধামে অবস্থিত হইয়া এক মাত্র নাম সংকীৰ্ত্তন ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়ার আর অন্য উপায় নাই।

“হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥

খোল করতালে চিন্ময় নাম সংকীৰ্ত্তনই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকটলীলা। খোল করতালের মধুর ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে জীব হৃদয়ের মায়াবরণ ভেদ করিয়া নামরূপেই মহাপ্রভু জীবের হৃদয় প্রাঙ্গণে আসিয়া বিরাজ করেন এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিয়া জীব হৃদয়কে প্রেমবস্ত্রাৱ প্রাণিত করিয়া দেন।

অতএব এস ভাই আমরা এই শুভ অবসরে সকলে মিলিয়া গৌর হরি বলিয়া তাঁহার নাম গান করিয়া জীবন সার্থক করি।

সবে মিলে একই প্রাণে ( গৌর ) হরি বলে ডাকরে ভাই ।

গোরা কেমন করে, থাকে দূরে, দেখবরে আজ দেখব্ তাই ॥

ভোতা ! আমাদের আর কিছুই প্রার্থনা নাই যেন তোমার শ্রীপাদ  
পঙ্কে অহৈতুকী ভক্তিও মতি লাভে জীবন ধন হয় এবং তোমার নাম  
সংকীৰ্ত্তনে উদীপ্ত রুচি সজ্জাত হয়, দানজনে এই ভিক্ষা দেও ॥

বৈষ্ণব দাস

শ্রীউপেক্ষনাথ চাকলাদার ।

## শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা ৪২৯

সম্প্রদায় বৈভব—প্রথম প্রশ্ন পত্র ।

প্রতি প্রশ্নে সম সংখ্যা । পূর্ণসংখ্যা শত । কাল ১৫ দণ্ড ।

( ১ ) নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের প্রকট কালোন্মেষে জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণন করহ ।

১। নারায়ণী ২। গোদাদেবী ৩। জয়তীর্থ ৪। কুলশেখর ৫। ভক্তাজিৎ রেশু  
৬। বিষ্ণুচিন্ত ৭। সনাতন গোস্বামী ৮। মালাধর বহু ৯। মাধব দাস চট্টোপাধ্যায়  
১০। গোপাল গুরু ১১। সারঙ্গ দাস ১২। ভাগবতাচার্য্য ১৩। প্রহ্লাদ মিশ্র  
১৪। জয়দেব ১৫। নরহরি তীর্থ ১৬। ঈশান ঠাকুর ১৭। গদাধর দাস ১৮। কমলাকর  
পিল্লাই ১৯। নন্দিনী ২০। তুকারাম ।

( ২ ) নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় ও কি জন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছে ?

১। বিষ্ণু ২। শিয়ালী ৩। কারিখণ্ড ৪। কুতমালা ৫। শূঙ্গেরি ৬। শ্রীমদ্বীপ  
৭। বিদ্যানগর ৮। গাণিহাটী ৯। বোধধামা ১০। ময়নভোল ১১। শ্রীমদ্বীপ

২২। গাঠেলী ১৩। হিরুনারায়ণপুর ১৪। ভুবলোক ১৫। রাধাকান্ত মঠ  
১৬। কুলিয়া ১৭। বাজিগ্রাম ১৮। রেমুণা ১৯। কুমারহট্ট ২০। শালিগ্রাম।

( ৩ক ) নিম্নলিখিত গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করুন।

১। জীরূপ গোস্বামী ২। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ৩। কবিকর্ণপুর ৪। নরহরি ঠাকুর  
৫। গোপালভট্ট ৬। বিব্রমঙ্গল ৭। নরোত্তম ঠাকুর ৮। বলভট্ট ৯। কৃষ্ণদাস  
কবিরাজ ১০। ভক্তিবিনোদ।

( ৩খ ) নিম্নলিখিত শব্দের মধ্যে পরস্পর ভেদ ও বিশেষত্ব কি ?

১। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ২। স্মার্ত্ত ও পরমার্থী ৩। সাধনভক্তি ও ভাবভক্তি ৪।  
তটস্থশক্তি ও বহিরঙ্গশক্তি ৫। ফল্গুবেরাগা ও যুক্তবেরাগা ৬। কৃষ্ণ ও মায়ী ৭।  
বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ ৮। বামুদেব ও সঙ্কষণ ৯। কাম ও প্রেম ১০। গোস্বামী ও গৃহব্রত

( ৪ ) নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ কি ?

১। শিবালী ২। বড়গলই ৩। রূপানুগ ৪। বৈষ্ণবের শ্রায় ৫। আচার্য্য  
সন্তান ৬। আলবর্ ৭। মায়াবাদ ৮। রাগানুগা মার্গ ৯। গায়ত্রী ১০।  
সিন্ধুদেহ ১১। ত্রীসম্প্রদায় ১২। শৌক্য, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ ১৩। রসাতাস ১৪।  
গ্রাম্যকবি ১৫। ইষ্টগোষ্ঠা ১৬। ত্রিযুগ ১৭। পুরস্চরণ ১৮। পূর্বাশ্রম ১৯।  
নগিমা ২০। ক্ষেত্রসম্ভাস।

( ৫ ) নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখে সংখ্যাদ্বারা গণনা করুন।

১। বলদেবের পঞ্চরূপ ২। কায়বাহ চতুষ্টয় ৩। অষ্ট সাংখ্যিক ভাব ৪।  
জীবের পঞ্চাংশগুণ ৫। চারি সম্প্রদায় ৬। উড়ুপীর অষ্ট মঠ ৭। রজনাতের সাতটি  
প্রাকার বা পথের প্রাচীন নাম ৮। দশনামী সন্ন্যাসী ৯। পুরুষাবতার ত্রয় ১০।  
চতুরাশ্রমের ষোড়শ বিভাগ ১১। প্রপঞ্চ ১২। পঞ্চমুক্তিভেদ ১৩। বিপ্রলম্ব  
চতুষ্টয় ১৪। নববিধ ভক্তি ১৫। দ্বাদশবর্ন ১৬। ছয় চক্রবর্তী ১৭। ছয় গোস্বামী  
১৮। নবদ্বীপ ১৯। প্রভু স্থানে তিন রঘুনাথ ২০। ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর।

## সম্প্রদায় বৈভব—দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র।

পূর্ণসংখ্যা শত। ঐতি প্রাশ্নে সম সংখ্যা। কাল চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত।

- (১) সং সম্প্রদায়েই বিশ্বজনীন উদারতা এবং অসম্প্রদায়িকের স্বীকৃতি।
- (২) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত।
- (৩) বর্ণাশ্রম ও ভক্তিধর্ম।
- (৪) কৌশল, মাদকদ্রব্য সেবন, কামপিপাসা, পশুপথ ও কাঞ্চনেই বাবুতীর অধর্ম আবদ্ধ।

## ভক্তি ও গীতা।

শ্রীপত্রিকাঃ পঞ্চম সংখ্যার ভোদীর কথা শীর্ষক প্রবন্ধে যথার্থই লিপিত হইয়াছে যে ভক্তি, জ্ঞানকস্মান্তন্যাত বস্তু শুনিয়াই অনেক অভক্তসম্প্রদায়ে অনর্থক রুথা বিতণ্ডা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিধর্মে প্রবেশ করিতে বাধ্য দেয়। প্রকৃত পক্ষে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর উত্তমা ভক্তির লক্ষণ সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম না করার নিমিত্তই ঐরূপ ভিত্তিহীন জরনা রাশি সৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম এ বি এল বেদান্তরত্ন প্রণীত গীতার জৈবর বাদ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে উক্ত প্রকার ভ্রান্ত মত সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখিরা আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। শ্রীপত্রিকা ঐরূপ ভ্রান্তমত নিরাস কল্পে চিরদিনই যত্নবতী হইয়া অনেক প্রবন্ধ ইত্যংপূর্বে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ববোধে অগ্ন পুনরায় সে বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উক্ত গ্রন্থের ৩০২ পৃষ্ঠায় লিপিত হইয়াছে পরবর্তী কালে দেখা যায় যে, ভক্তিবাদীরা ভাবপ্রধান অন্ধ নগ্ন ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞান ও

ভক্তির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ স্থাপন করিয়াছেন এবং জ্ঞানগন্ধ হীন ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই যে, উত্তমা ভক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে।

অত্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকস্মান্তন্যাত

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুভবনং ভক্তিরূপতম। \*

‘অল্প কামনা শূন্য জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা অদংবৃত, অমুকুল ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন, টহাই পরমা ভক্তি।’

গীতার মতে কিন্তু দেখা যায় যে জ্ঞানীই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত

চতুর্বিধা ভক্তস্তে মাং জনাঃ স্মৃতিনোহঙ্কুন।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

ইত্যাদি। গীতা ৭।১৫-১৬

“গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে ভাবপ্রধান ভক্তি গীতার লক্ষ্য নহে।” ইত্যাদি

\* শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ্যই অশুদ্ধ। শুদ্ধ পাঠ এইরূপ

অত্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকস্মান্তন্যাত

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপতম।

এই অশুদ্ধপাঠ দেখিরা স্বতঃই মনে হয় যে তিনি ভক্তিরসামৃতদিকুর শুদ্ধ সটীকসংস্করণ না দেখিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছেন। কারণ তাহা হইলে তাঁহাতে “অনুশীলন” পদের বিস্তৃত তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা দেখিরা তৎস্থলে অহুভজন পদ ব্যবহার করিতেন না।

এইরূপে উক্ত গ্রন্থে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তির যে সামান্য লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার সহিত শ্রীমদ্ভগবদগীতোক্ত ভক্তির বিরোধ প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । যিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্রহ্মজ্ঞানের উক্তি

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা ।

ঐকান্তিকী হরৈর্ভক্তিরূপতায়ৈব কল্পতে ॥

উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন

ভক্তিরৈকান্তিকী বৈয়মবিচারায় প্রতীয়তে ।

বস্তুতস্ত তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্যতে ॥'

তিনি যে

সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সূরীভোক্তা ভুঙ্কঃ গীতামৃতং মহৎ ॥

এইরূপ শ্রীমদ্ভগবদগীতার বিরুদ্ধ মত প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করিয়াছেন তাহা সহজেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় । আমাদের বুঝিবার দোষেই আমরা এরূপ অর্থবা বিরোধ ও অসামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া থাকি । তজ্জন্ত এই বিষয়ে যুক্তিযুক্ত আলোচনার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছি ।

প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য যে জ্ঞানকর্ম্মান্তর্নাবৃতং এই বিশেষণের তাৎপর্য্য কি ? ইহা দ্বারা যদি জ্ঞান মাত্রই নিরাস করা হইয়া থাকে, তবে কি ভক্তি “জ্ঞান গন্ধ হীন” “অন্ধ” বিশ্বাস মাত্র ? শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরপুনঃ পুনঃ দেখাইয়া গিয়াছেন যে শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভক্তি অন্ধবিশ্বাস নহে । শ্রীপাদ গোস্বামী উক্তমা ভক্তির উক্তরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াই নারদ পঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিয়া স্বমর্থ সমর্থিত করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থলে ভক্তিযোগ নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ।

স টৈব পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোভ্যুদে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যদ্বাত্মা সুপ্রসাদাতি ॥

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ।

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

১ম স্কন্ধ । ২য় অধ্যায় । ৬ । ৭

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহতঃ ।

সপ্রাচিনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি ॥

৪র্থ স্কন্ধ । ২৯ অধ্যায় । ৩৪

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরশ্রুত চৈব ত্রিক এক কালঃ ।

প্রপত্তমানস্ত বখ্যাস্ততঃ শ্রাস্তস্তিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপারোহম্বাসম্ ॥

১১শ স্কন্ধ । ২য় অধ্যায় । ৪০

অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ভক্তিযোগ একেবারেই জ্ঞানগন্ধহীন নয়, পরন্তু ভক্তির আবির্ভাব ও উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বতই বৈরাগ্য ও জ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে । সুতরাং জ্ঞানকর্ম্ম-অন্তর্নাবৃতং পদদ্বারা সর্বপ্রকার জ্ঞানমাত্রই নিবারণিত হইলে শ্রীগোস্বামী পাদ নিরূপিত ভক্তিলক্ষণের সহিত শুধু গীতোক্ত লক্ষণের কেন শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত লক্ষণের ও বিরোধ হইয়া পড়ে । অতএব জ্ঞান শব্দ দ্বারা কিরূপ জ্ঞান বিবাক্ত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক । উক্ত বিশেষ-ণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী হর্গমসঙ্গমনী টীকায় লিখিয়াছেন জ্ঞানমত্র নিভেদব্রহ্মানুজ্ঞানং নতু ভজনীয়ত্বানুজ্ঞানমপি, তত্ত্বাবগ্ণাপেক্ষ-ণীয়ত্বাৎ । কথ্য স্বার্থনিতানৈমিত্তিকাদি ন ভজনীয় পরিচর্য্যাদি, তস্ত তদনুশীলনরূপত্বাৎ । আদিশব্দেন বৈরাগ্যযোগসাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ ॥ ” এই মতই যে শ্রীপাদ গ্রন্থকারের অভিমত তাহা প্রথম লহরীর পঞ্চম

শ্লোক আলোচনা করিলে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। ভক্তিরসের অনধিকারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বীয় শ্রীশ্লোকচরণে প্রার্থনা করিতেছেন।

মীমাংসকবড়বাগ্নেঃ কঠিনামপি কুণ্ঠয়ন্তসৌ জিহ্বাম্ ।

ক্ষুরতু সনাতন সূচিরং তব ভক্তিরসামৃতাস্তোষিঃ ॥

মীমাংসকেরা হই সম্প্রদারে বিভক্ত কর্মকাণ্ডবাদী এবং জ্ঞানকাণ্ডবাদী। কর্মকাণ্ডবাদী জৈমিনি মতাবলম্বীরা ঈশ্বরকে কর্মের অধীন কহেন এবং জগতের মধ্যে কর্মেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। জ্ঞানকাণ্ডবাদী অবৈতবেদান্তিকেরা জ্ঞানকেই মুক্তির দ্বার বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং উহাদের মতে জ্ঞানেরই প্রাধান্য। এই উভয় বাদীর নীরস রসনা ভক্তিরস-স্বাদনে অনধিকারিণী।

অতএব উক্ত ভক্তিলক্ষণে জ্ঞানমাত্রই নিষিদ্ধ হয় নাই। অবৈতবাদীর মুক্তির উপায়ীভূত ভক্তির প্রতিযোগী শুদ্ধজ্ঞানই ইহার দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। অবৈতবেদান্তবাদে যে ভক্তির স্থান নাই তাহা শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় তাঁহার গ্রন্থেই স্বীকার করিয়াছেন (১৬২পৃ)। অবৈতবাদীর শুদ্ধজ্ঞান ভক্তির একান্ত বিরোধী। শুদ্ধা ভক্তি যে তত্রূপ নির্বিশেষ জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ অনাবৃত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

শুদ্ধা ভক্তির এবম্প্রকার লক্ষণ শ্রীমদ্ভগবতাদি শাস্ত্রের দ্বারা সর্বথা অনুমোদিত। পূর্বোক্ত ১ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে জ্ঞানঞ্চ যদ-হৈতুকং পদের টীকায় শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন।

অহৈতুকং শুদ্ধতর্কাস্তগোচরং ঔপনিষদমিত্যর্থঃ এবং শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তদনুবর্তী হইয়া বিস্তার পূর্বক লিখিয়াছেন।

জ্ঞান-বৈরাগ্যার্থং পৃথক্ যত্রো ভক্তৈর্ন কৰ্ত্তব্য ইতি ভাবঃ নহু তর্হি জ্ঞানায়োক্ষ এব ভাবীতি তত্রাহ অহৈতুকং অল্পস্ত হেতোর্বদতি ইতি বক্তেতুঃ

প্রয়োজনং তদত্র সাধুজ্ঞং তন্নানীতীতি তেন ভগবদ্ভগবৎপুণ্যমাধুর্ঘ্যাসুভব-ময়মেব জ্ঞানমায়াতম্।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেই চতুর্থ লহরীতে প্রেমভক্তির বিভাগ প্রকরণে শ্রীহরির মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম, প্রেমের একপ্রকার বিভাগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারা ও প্রতিপন্ন হয় যে জ্ঞানমাত্রই ভক্তিলক্ষণের বহির্গত নহে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার সহিতও এ বিষয়ে কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই।

“ভগবন্তুক্তিযুক্তস্ত তৎপ্রসাদাস্ববোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্থাৎ”

ইহাই যে গীতাশাস্ত্রের অর্থসংগ্রহ তাহার সহিত বৈষ্ণবের উদ্দিষ্ট ভক্তির বিরোধ কোথায় ? যে গীতায় শ্রীভগবান্ সর্বধম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ প্রভৃতি ভক্তিমার্গের ভূয়সী উপদেশামৃত প্রদান করিয়াছেন যাহাতে

ক্লেশোহধিকরস্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্

বলিয়া নির্বিশেষাবলম্বীগণের অপকর্ষতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার সহিত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের ভক্তিলক্ষণের বিরোধের সম্ভাবনা একেবারেই অবিস্থাশ্রু।

তবে গীতায় ঈশ্বরবাদ গ্রহোক্ত শ্রীমদ্ভগবদগীতার ৭ম অধ্যায়ের তেবাং জানী ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ কি ?

ইহাতে জানীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করায় কি শুদ্ধভক্তিমাগাবলম্বীর নিরুপস্থিতা প্রতিপন্ন হইতেছে না ? নিবিষ্টচিত্তে উক্ত শ্লোক গুলির একটু আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এবম্বিধ আশঙ্কা করিবার কোন পর্যাাপ্ত হেতু নাই।

ষোড়শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জানী এই চারি প্রকার ব্যক্তি শ্রীভগবানের ভজনা করেন। তন্মধ্যে আর্ত নিজ

দুঃখহানির প্রার্থনায়, অর্থার্থী ঐহিক ভোগার্থ প্রাপ্তির আশায় এবং জিজ্ঞাসু তত্ত্ববিদ হইবার আকাঙ্ক্ষায় অথবা মোক্ষলাভেচ্ছায় ভজনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই সকাম, ফলানুসন্ধানযুক্ত। তজ্জগৎ ইঁহাদের ভক্তি অত্যাভিলাষ দোষযুক্ততা হেতু উত্তমা ভক্তি নহে। জ্ঞানী কিন্তু সর্ব প্রকার কামনা বিরহিত হইয়া তাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন। ঐ তিন প্রকার সকাম সাধক ও নিষ্কাম জ্ঞানীর মধ্যে যে জ্ঞানীই বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এবং প্রকার নিত্যযুক্ত নিষ্কাম জ্ঞানীর ভক্তি শ্রীপাদ গোস্বামী কৃত উত্তমভক্তির লক্ষণে সর্বথা লক্ষিত; তাঁহার ভক্তি নিষ্কাম তজ্জগৎ তাহা অত্যাভিলাষিতাশূন্য এবং তাহা অদ্বৈত নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আবৃত নহে, কারণ সেরূপ জ্ঞানে ভক্তির আবির্ভাব একেবারেই অসম্ভব। উক্ত গীতোক্ত শ্লোকসকলের সহিত যে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের কোনরূপ বিরোধ নাই তাহা রসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগে ২য়া লহরীর ১৪শ শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। এস্থলে তাহার সংক্ষেপে মন্ত্যাহুবাদ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

“সপ্তম অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে” যে “চৈব সাত্বিকা ভাবা...ন ত্বং তেযু তে ময়ি” বলিয়া শ্রীভগবান্ স্বীয় মায়াগুণাপ্পৃষ্টগুণতা প্রদর্শন করিলেন। প্রাকৃতজগতের সর্ববস্ত্ত সত্ত্বরজস্তমোময়ী মায়া হইতে সজ্জাত কিন্তু তিনি মায়াতীত, মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সর্বপদার্থ মায়াবশ তিনি কিন্তু মায়াবীণ। সর্বপদার্থ তাঁহাতেই বর্ত্তমান আছে কিন্তু তিনি এই প্রপঞ্চের মধ্যে বর্ত্তমান নাই। সর্বপদার্থের সহিত এই প্রকার ভেদ প্রতিপন্ন করিয়া পরে ১৯শ শ্লোকে

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপণ্ডতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুহৃদ্বভঃ॥

ইহাতে অভেদের কথা বলায় অর্থ এরূপ হইতেছে যে বাসুদেব হইতে সর্ব পদার্থ ভিন্ন নহে পরন্তু সর্ব পদার্থ হইতে বাসুদেব ভিন্ন। তিনি মায়াগুণাতীত, বাহ ও অন্তরে মহাগুণগণালঙ্কৃত অতএব ভজনীয়। এই প্রকার ভেদাভেদ জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি তিন প্রকার হইতে পারেন। কাহারও শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান, কাহারও বা মাধুর্য্য জ্ঞান কাহারও বা ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য উভয় মিশ্রিত জ্ঞান হইয়া থাকে। ১৭শ শ্লোকে ‘সুকৃতিনঃ’ পদের অর্থে ভক্তি বাসনা জন্ত সাধুসঙ্গ রূপ সুকৃতি ইহাই উপলব্ধি হইতেছে। আর্ন্ত জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন ব্যক্তিতে প্রথম হইতেই সুকৃতির বিद्यমানতায় সন্দেহ আছে, সুকৃতি থাকিলেই তাহার শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকে। চতুর্থ ব্যক্তি জ্ঞানীর পক্ষে কিন্তু সুকৃতি নিশ্চয়ই আছে, কারণ সুকৃতি হেতুই সাধুসঙ্গাদি জন্ত তাঁহার উক্ত প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিয়াছে এবং তজ্জগৎই তিনি শ্রীভগবানের ভক্তিমান্ হইয়া ভজনপর হইয়া থাকেন। উৎপরিউক্ত চারি প্রকার অধিকারীর মধ্যে পূর্বোক্তরূপ ভগবজ্জ্ঞানী ব্যক্তি অত্যাভিলাষিতা, মতাস্তর প্রসিদ্ধ তত্ত্ব পদার্থব্দের ঐক্য ভাবনারূপ জ্ঞান, এবং স্মৃতি প্রসিদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া কেবল শ্রীভগবান্কেই ভজনা করেন। এরূপ উত্তম ভক্ত সঙ্ক্ষেপেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন তিনি আমার অতিশয় প্রিয় এবং আমি তাঁহার অতিশয় প্রিয়।”

শ্রীমদ্ গোস্বামী পাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির যে উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা সর্বথা শাস্ত্রানুযায়ী,- শ্রীমত্তত্ত্বগবদগীতা বা অত্র কোন শাস্ত্রের সহিত তাহার কিছুমাত্র বিরোধ নাই।-তাঁহার ভক্তিলক্ষণকে “অন্ধ নগ্ন ভক্তি” বলিয়া প্রচার করা তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তৎকৃত ভক্তিলক্ষণ এক অপরূপ সৃষ্টি; এত সংক্ষেপে রহস্তময় ভক্তিতত্ত্বের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পন্ন লক্ষণ নির্দেশ কেবল ভগবৎ প্রেরণাতেই

সম্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন ভক্তি সিদ্ধান্তকার বিভিন্নভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির যে সকল সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া শ্রীগোস্বামীপাদের ভক্তি লক্ষণের ঐৎকর্ষ ও মাধুর্য্য আমরা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগৌরচরণাশ্রিত

শ্রীঅমৃতলাল সরকার এম এ বি এল, পুর্নালিয়া ।

## শ্রীপ্রকট মহামহোৎসব ।

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের অপার করুণাবলে এইবারে তাঁহার শ্রীপ্রকটমহা-মহোৎসব মহাসমারোহে পরমানন্দে তাঁহার জন্মভিটায় সূচাক্রুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রপঞ্চ ভেদনীতির কঠোর শাসন ও হেয়ত্ব, প্রকটমহোৎসবের কোন-অংশে কোন প্রকারে ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় নাই। তজ্জন্ম কলিরাজ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তিনি নানাপ্রকারে নানাজনের হৃদয়ে নানাভাবে ও উত্তমের অঙ্কুর স্থাপন করিয়াও স্বাভীষ্ট সিদ্ধির কোন হুঁচনাই দেখিতে পান নাই। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অহঁতুকী অপ্রাকৃত রূপা প্রভাবে মহামহোৎসবের সকল পর্য্যায় এবার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে দেখিয়া বিরোধীকুলের দীর্ঘায় সমুদ্রি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

মহোৎসবের মাস পূর্বে, পক্ষ পূর্বে, সপ্তাহ পূর্বে, ত্রাহ পূর্বে, নানাদেশ হইতে নানা শ্রেণীর প্রভুর নিরূপট ভক্তগণ পূর্বাঙ্কে উপস্থিত হইয়া প্রকট মহোৎসবের সেবার উদ্দেশে আন্তরিক যত্ন, উত্তম, অপ্রতিহত চেষ্টা সমাগত ভক্তমণ্ডলীর পরম উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। এবারে মহোৎসবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সমাগম আশাতিরিক্ত হওয়ায় শুদ্ধভক্তগণের উপর ঠাকুর

ভক্তিবিনোদের অহুগ্রহ এবং শুদ্ধভক্তির প্রচার লক্ষ্য করিয়া অন্তরে বাহিরে মহোৎসবটী আনন্দোৎসবের সুবিস্তৃত অপ্রাকৃত হৃদরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীমায়াপুর চন্দ্র শ্রীমায়াপুরে এবার যেরূপ জলের অভাব দেখাইয়া নিদাঘের প্রচণ্ডোৎসবকালে স্বীয় প্রকট মহোৎসবের কাল নিরূপিত করিয়া হরিবিরোধী নানাজনের হৃদয়ে নিকংসাহের বীজ প্রোথিত করেন সেই অপ্রাকৃতচন্দ্রই প্রকট মহোৎসবে প্রয়োজনোপেক্ষা প্রচুর পানীয় চরণামৃত রূপ মলিলের বিতরণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ভক্তগণের জন্ম পানীয় জল যেরূপ প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল উৎসবদর্শনাভিলাষী পাহুজনগণের জন্ম ও শ্রীবাসঅঙ্গনে তাদৃশ পানীয় অবাধে প্রাপ্তির ব্যবস্থার সূচাক্রুরূপে দেখিয়া আমরা আশাতিরিক্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই অপ্রাকৃত দেববাহিত পূত-তোয় যাহারা পাইয়াছেন তাঁহাদের সৌভাগ্য সহস্রাননে বর্ণনীয় নহে কেন না ভক্তগণ সকলেই জানেন যে শ্রীবাসের কীর্তনাজনের তোয়ামৃত পানেই গৌর সাম্রাজ্য সঞ্চিত হইতেছে।

এবারে নিমন্ত্রিত বিস্কৃত ভক্তগণই একাধারে শ্রীপ্রভুর প্রসাদগ্রহণ করিতে বসিয়া বিপুল নাট্যমন্দিরের সমস্তাংশই কয়েকবার পূর্ণ করিয়া ছিলেন। ভজনানন্দী ভক্তগণের ঘনীভূত শ্রেণীসমূহ সন্দর্শন পূর্বক দর্শন-কারী জনগণ প্রসাদসেবাকালে তাঁহাদের মধ্যে স্থান না পাইলে ও তাদৃশ নয়নমনোহর শুদ্ধ ভক্তগণের প্রসাদসেবাদর্শন স্মৃথে বিলম্ব মহু করা প্রয়োজন জানিয়াছিলেন। আবার ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ সুবন্দোবস্তের প্রশংসায় আত্ম প্রতিষ্ঠা গোপনের উদ্দেশে হৃদক্ষ কার্য্যক্ষম সাম্প্রদায়িক ভক্ত বিশ্রবর্গকে আরোও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিবার জন্ম কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়াছিলেন।

অবিরাম মনোহরসাহীকীর্তন, শ্রীগ্রন্থ পাঠ, চৈতন্যমঙ্গল গান, যাত্রামহোৎসবাদি শ্রবণে ভক্তগণের কর্ণকুহর নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারায় পূর্ণ হইয়াছিল।

ভক্তিবৃদ্ধ মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁহার বিরহোৎসবের প্রসাদসমূহ শ্রীজন্মোৎসবের সমৃদ্ধিবর্ধন করিয়াছিল । শ্রীযুক্ত শ্রীমসুন্দর সরকার ভক্তমিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত আশুকুল্যে মল্লপূর্ণ প্রসাদের প্রচুরতা সাক্ষ্যকৃত্যের মাহাত্ম্য বর্ধন করে ।

আচার্য্যোপাধী পরীক্ষায় এবর্ষে নয় জন সুশিক্ষিত ভক্ত, সম্প্রদায় বৈভব বিষয়ে পরাক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হন । তন্মধ্যে কয়েকটা কারণে চারিজন পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই । উত্তরোত্তর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া শ্রীগোস্থানী শাস্ত্রের শিক্ষা প্রচার ও প্রসারণ ভক্তগণের পরমানন্দের বিষয় হইয়াছে ।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটমহোৎসবে সর্ব ভক্তসাধারণের পূর্ব পূর্ব বর্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত উৎসাহ দেখিয়া এবং শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার আশাতিরিক্ত প্রচার সন্দর্শন পূর্বক শুদ্ধভক্তগণের হৃদয় কৃষ্ণচেষ্টাময় অভিনব উত্তমে পূর্ণ ও আনন্দে আপ্লুত হইয়াছে । শুদ্ধভক্তগণের অকৃত্রিম চেষ্টা অচিরেই পরমার্থ শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনে যত্নবতী দেখিয়া দর্শকের আশাকুসুম মুকুলিত প্রায় । অচিরেই শ্রীগোক্রমে গৌরশিক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ “শ্রীমভক্তিবিনোদ মহাসন” স্থাপিত হইয়া পরমার্থ বিষয়ে স্তম্ভজন প্রণালী ও নিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষা বিধান করিবেন জানা গেল । আবার স্থানে স্থানে “শ্রীভক্তিবিনোদ আসন” প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভজন প্রণালী ও ভক্তিশাস্ত্র সমূহের শিক্ষা দেওয়া হইবে । স্তম্ভরাং আশা হইতেছে যে ভক্তিপথের স্নগমপথ কিছু কালের মধ্যেই ভক্তিবিরোধী ভারতীয় মায়াবাদ স্রোত ও কর্ম কাণ্ডের প্রবল বাহিনী প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে । এরূপ হইলে সাধারণের সঙ্গীর্ণ চিত্তের ধারণা ভক্তিমতের কিরূপ বিরোধিনী তাহা মায়াবাদী ও কর্মী জগৎ স্তম্ভরূপে জ্ঞাত হইবার সুযোগ লাভকরিবেন ।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ।

# সজ্জন তোষণী ।

—§:~:§—

## সঙ্গীতমাধব মহাকাব্যম্ ।

পঞ্চদশ সর্গঃ—নিজোন্মাসবর্ণনম্ ।

অখিলভুবনসারং প্রেমসর্বস্বভারং নবমদনবিকারং মৌখ্যসিন্ধুপ্রচারং ।  
মধুররসবিহারং রাধিকাকণ্ঠহারং প্রণমতসুকুমারং শ্রীযশোদাকুমারং ॥ ১ ॥

শ্রীবৃন্দাবন বিপিনেন্দ্র জীবশক্তিঃ সংপ্রেমোজ্জলরসসারকল্পবল্লী ।  
সা রাধা সততমহা মনোজবাধা সংজীৱান্ধুরবয়ো বিলাসশীলাঃ ॥ ২ ॥

গুঞ্জরীরাগেণ গীয়তে ।

প্রবহদমৃতরসকৃতপরিহাসে । শিববিধিশুকনারদজনিতাশে ॥ ১ ॥

রাধামাধব-কেলিবিলাসে । দিশতু মনো মম প্রেমবিকাশে ॥ ২ ॥

বৃন্দাবনসহজনিবাসে । নবরসভাবিতমতি প্রতিভাসে ॥ ৩ ॥

তিল্কতরীকৃতমুক্তিবিভানে । হরিচরণোজ্জলভাকনিদানে ॥ ৪ ॥

প্রতিপদজুস্তিতমদনবিকারে । পরমরসামৃতসাগরসারে ॥ ৫ ॥

খুংকৃতবিধিপদমণিবরগীতে । তুচ্ছত্রিশুণ্ণগড়প্রকৃতিমধীতে ॥ ৬ ॥

রাধাপ্রিয়পরাজনকলনীয়ে । সুবিদিতনিগমসম্বরণীয়ে ॥ ৭ ॥

অস্তরেহিতমহদকণিত পারে । বহোবিধরঙ্গমপ্রেমপ্রসারে ॥ ৮ ॥

অতিরসলোলসরস্বতীগানে । কুরুত হৃদয়মিহ পরমনিধানেন ॥ ৯ ॥

দক্ষো ভীমভবাটবীভ্রমণতো দুঃখো যদাবানলৈ-

রাদায় শ্রিয়মুখবৃত্তিকরিণী সধ্বগোজীবিতঃ ।

সাক্ষানন্দরসাতীশীতলতরে তাপত্রয়োন্মুলনে

রাধাকেলিসুধাধুধো মম মনো মত্তঃ করী মজ্জতু ॥ ৯ ॥

শ্রীরাগেণ গীয়তে ।

বৃন্দারণ্যচরাচরবৃন্দং । প্রবতন মহারস-বৈভবকন্দং ॥ ১ ॥

গায়ত রাধামাধবলীলা । কুরুত মতিং রসরঞ্জিতলীলাং ॥ ২ ॥

পশ্যত রাধা-কেলিনিকুঞ্জং । প্রকটমহাদুতরতিরসপুঞ্জং ॥ ২ ॥

চরত বিকুচাদপি রমণীয়ে । ব্রজবন্দরে শিববিধিকমনীয়ে ॥ ৩ ॥

পুলিনে পুলিনে তপনসুতারাঃ । ভ্রমত ন যত্র প্রসরতি মায়া ॥ ৪ ॥

পরমানন্দরসাসুধিসারে । নয়তে মনো ব্রজরাজকুমারে ॥ ৫ ॥

মুঞ্চত বিষয়রসগন্ধং । ঘটয়ত হরিপদদূতরতিবন্ধং ॥ ৬ ॥

মৃগত রাধা-পদরসভাজং । পরিচিহ্নতোজ্জলবরপদরাজং ॥ ৭ ॥

ইতি হিতসারসরস্বতিগীতং । জনয়তু কঞ্চন ভাবমধীতং ॥ ৮ ॥

ভুবোন্মত্ত বরাদ্ধনাদি বিষয়া নু কৰ্ম্মমার্গে রতা

থেদং ন প্রথমেচ্ছজালসদৃশীবিদ্বীহ সিদ্ধিরপি ।

মুক্তিং তিত্তকরাঞ্চ খুংকুরুপরং বৃন্দাবনেচ্ছং ভজ

শ্রীরাধানুচরী ভবন্ত কলয়ে তত্রাপি কঞ্চিররং ॥ ৯ ॥

যা পূৰ্ণং মিলনাবভূব বিমুখী গুৰ্বাদিকায়ী কথা

রাত্রিং নিদ্রিতচৌরবন্মিলিতয়োঃ সধ্বাস্তুরাত্রাবভূং ।

যা বৃন্দাবনমগ্নকুঞ্জকুহরে কৃষ্ণাতরঙ্গেষু বা

রাধামাধবয়োর্বিলাসকরী সা বা চিরং পাতু বঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে নিজোজ্জ্বলসবর্ণনং নাম পঞ্চদশ সর্গঃ ।

আসৌষ্মকরন্দবিন্দুনিবহৈনিশ্চান্দিভঃ সুন্দরং

নেত্রেন্দ্রীবরমাদধং সুপুলকোংকম্পাঞ্চ বিদ্রবপুঃ ।

বাচশ্চাপি চ গদগদা হরিহরীত্যানন্দিনীকৃষ্ণিরনু

প্রেমানন্দরসোৎসবং দিশতু বো দেবঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥

ভক্তদাসপ্রবলগরলৈরর্থঃ শকতো বা

কামং নষ্টাং কৃতিমতিশুভাং কুর্বতা যে বিজিহ্বা ।

গাঢ়ং মগ্নাং পরমরসদে রাবিকাকেলিসিকৌ

জাতমেহাস্ততিভিরমৃতৈজীবয়বাস্তি ভূয়ঃ ॥ ২ ॥

অলঙ্ঘ্যুরলংকারৈঃ প্রেমা দগ্ধামতঃ কচিং ।

কণ্ঠে কুলন্ত রসিকাঃ কৃতিং মুগ্ধানিমাং নম ।

শ্রীরাধিকামাধবয়োঃ পদাঙ্কজ নিম্মার যৎকাব্যমিদং মমার্পিতং ।

তেনৈব তৌ শ্রীতুদৌ কদাপি মানদুতং দর্শয়তো রহঃকলাং ॥ ৩ ॥

ইতি প্রেমরসাধিদেবতানুচরীবৃত্তযতা কেনাপি প্রকটীকৃতং ।

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতি-গোস্বামিনা বিরচিতং

শ্রীসঙ্গীতমাধবাখ্যং নাম মহাকাব্যং সমাপ্তং ।

সজ্জন তোষণী পত্রিকায় অষ্টাদশ খণ্ডে শ্রীসঙ্গীত মাধব মহাকাব্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ না পাওয়ার প্রাপ্যদশানুযায়ী যথাযথ মুদ্রিত হইল। আমাদের আদর্শধানিতে অনেকগুলি ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি লক্ষিত হয়। শুদ্ধ আদর্শের জন্ত অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিতে অনর্থক হইয়া আমরা বাহা পাইয়াছি তাহাই মুদ্রিত হইল। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ স্থানে স্থানে যে সকল ভ্রম আছে তাহা শোধন করিয়া লইবেন। অনেকে মনে করেন শুদ্ধ পাঠ না পাইলে গ্রন্থ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমরা বার বৎসর পূর্বে এই আদ্য সংগ্রহ প্রকাশিত হইলাম এবং কতদিনে অন্য শুদ্ধ আদর্শ পাইব তাহার নিশ্চয়তা না থাকায় এবং আমাদের জীবন কণ্ঠভঙ্গুর ও প্রাপ্ত গ্রন্থধানি কোন দিন কোন প্রকারে অদর্শন হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া ইহাই প্রকাশ করিলাম।

# শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা ।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০ ।

বিষ্ণু ৪৩০

১ বিষ্ণু সঙ্কর্ষণবার ৭ই চৈত্র ২০ শে মার্চ সোমবার উদয় ৬।২

অস্ত ৬।৭ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাঃ ১০।৪২ হস্তা রাঃ ৬।৬ ।

২ বিষ্ণু প্রহ্লাদবার ৮ ই চৈত্র ২১ শে মার্চ মঙ্গলবার উদয় ৬।৮

অস্ত ৬।৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রাঃ ৯।৪৫ চিত্রা রাঃ ৫।৪২

৩ বিষ্ণু অনিরুদ্ধবার ৯ই চৈত্র ২২ শে মার্চ বুধবার উদয় ৬।৭ অস্ত

৬।৭ কৃষ্ণ তৃতীয়া রাঃ ৮।২৩ স্বাতা রাঃ ৪।৫৪

৪ বিষ্ণু কারণোদশায়ীবার ১০ চৈত্র ২৩শে মার্চ বৃহস্পতিবার দিবা ৩।০৩

উদয় ৬।৬ অস্ত ৬।৮ কৃষ্ণ চতুর্থী রাঃ ৬।৪০ । বিশাখা রাঃ ৩।৪৭

৫ বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীবার ১১ ই চৈত্র ২৪ শে মার্চ শুক্রবার দিবা ৩।০৭

উদয় ৬।৫ অস্ত ৬।৮ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৪।৪০ । অম্বরাধা রাঃ ২।২৫

৬ বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ীবার ১২ ই চৈত্র ২৫ শে মার্চ শনিবার দিবা

৩।১০ উদয় ৬।৪ অস্ত ৬।৯ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ২।২৭ । জ্যেষ্ঠা রা ১২।৫২ স্বন্দ যষ্ঠী

৭ বিষ্ণু বাসুদেববার ১৩ ই চৈত্র ২৬ শে মার্চ রবিবার দিবা ৩।১৪

উদয় ৬।৩ অস্ত ৬।৯ কৃষ্ণ সপ্তমী ১২।৬ মূল্য রাঃ ১১।১২

৮ বিষ্ণু সঙ্কর্ষণবার ১৪ ই চৈত্র ২৭ শে মার্চ সোমবার দিবা ৩।১৭

উদয় ৬।২ অস্ত ৬।৯ কৃষ্ণ অষ্টমী ৯।৪০ পূর্বাষাঢ়া রাঃ ৯।৩২

৯ বিষ্ণু প্রহ্লাদবার ১৫ ই চৈত্র ২৮ শে মার্চ মঙ্গলবার উদয় ৬।১ অস্ত

৬।১০ কৃষ্ণ নবমী ৭।২৭ পরে দশমী রাঃ ৫।১ উত্তরাষাঢ়া রাঃ ৭।৯

অষ্টাদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ।

৪৮৯

১০ বিষ্ণু অনিরুদ্ধবার ১৬ ই চৈত্র ২৯ শে মার্চ বুধবার দিবা ৩।২৪  
উদয় ৬।০ অস্ত ৬।১০ কৃষ্ণ একাদশী রাঃ ২।৫৫ শ্রবণা রাঃ ৬।২৯

১১ বিষ্ণু কারণোদশায়ীবার ১৭ চৈত্র ৩০শে মার্চ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ-  
দ্বাদশী রা ১১।৫ ধনিষ্ঠা ৫।১৫ পাপ বিমোচিনী একাদশীর উপবাস ।  
শ্রীমহাপ্রভুর বরাহনগরে আগমনোৎসব । ঠাকুর গোবিন্দবোমের তিরোভাব ।

১২ বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীবার ১৮ই চৈত্র ৩১শে মার্চ শুক্রবার দিবা ৩।৩১  
উ ৫।৫৮ অ ৬।১১ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাঃ ১১।৩৩ । শতভিষা ৪।২০ ।

এপ্রিল ১৯১৬ ।

১৩ বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ীবার ১৯শে চৈত্র ১লা এপ্রিল শনিবার দিবা  
৩।৩৪ উ ৫।৫৭ অ ৬।১১ কৃষ্ণ চতুর্দশী রাঃ ১০।২৬ পূর্বভাদ্রপদ ৩।৪৬ ।

১৪ বিষ্ণু বাসুদেববার ২০শে চৈত্র ২রা এপ্রিল রবিবার দিবা ৩।৩৮  
উ ৫।৫৬ অঃ ৬।১২ অমাবস্তা রাঃ ৯।৪৪ উত্তরভাদ্রপদ ৩।৩৯ নিশিপালন ও  
উপবাস । আকাই হাটের শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব ।

১৫ বিষ্ণু সঙ্কর্ষণবার ২১শে চৈত্র ৩রা এপ্রিল সোমবার দিবা ৩।৪১  
উদয় ৫।৫৫ অস্ত ৬।১২ গৌর প্রতিপদ রাঃ ৯।৩২ রেবতী ৩।৫৯ ।

১৬ বিষ্ণু প্রহ্লাদবার ২২শে চৈত্র ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার দিবা ৩।৪৫  
উদয় ৫।৫৪ অস্ত ৬।১২ গৌর দ্বিতীয়া রাঃ ৯।৫১ অশ্বিনী ৪।৫০

১৭ বিষ্ণু অনিরুদ্ধবার ২৩শে চৈত্র ৫ই এপ্রিল বুধবার দিবা ৩।৪৮  
উদয় ৫।৫৩ অস্ত ৬।১৩ গৌর তৃতীয়া রাঃ ১০।৪০ ভরণী ৬।১১ সন্ধ্যা ।

১৮ বিষ্ণু কারণোদশায়ীবার ২৪শে চৈত্র ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিবা  
৩।৫২ উদয় ৫।৫২ অস্ত ৬।১৩ গৌর চতুর্থী রাঃ ১১।৫৮ কৃত্তিকা রাঃ ৭।৫৮

১৯ বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীবার ২৫শে চৈত্র ৭ই এপ্রিল শুক্রবার গৌর  
পঞ্চমী রাঃ ১।৩৮ রোহিণী রাঃ ১০।১০ শ্রীরামাহুজ আবির্ভাব ষট্ পঞ্চমী ।

- ২০ বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ীবার ২৬শে চৈত্র ৮ই এপ্রিল শনিবার উদয়  
৫১১ অস্ত ৬১৪ গৌর বসন্তী রাঃ ৩৩৬ মৃগশিরা রাঃ ১২১৩৮ অশোকময়ী ।
- ২১ বিষ্ণু ২৭শে চৈত্র ৯ই এপ্রিল রবিবার বা বাসুদেববার দিবা ৩১২  
উদয় ৫১০ অস্ত ৬১৪ গৌর সপ্তমী রাঃ ৫৪১ অর্দ্ধারঃ ৩১৪ বাসন্তীপূজা
- ২২ বিষ্ণু ২৮শে চৈত্র ১০ই এপ্রিল সোমবার বা সঙ্কর্যণবার উদয়  
৫৪৯ গৌর অষ্টমী দিবারাত্র পুনর্কল্পরাঃ ৫৪৮ ব্রহ্মপুত্রান শ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা
- ২৩ বিষ্ণু ২৯শে চৈত্র ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার বা প্রহ্লাদবার দিবা  
৩১৯ উদয় ৫৪৮ অস্ত ৬১৫ গৌর অষ্টমী ৭৪১ পুষ্যা দিবারাত্র ।
- ২৪ বিষ্ণু ৩০শে চৈত্র ১২ই এপ্রিল বুধবার বা অনিরুদ্ধবার দিবা ৩১১২  
উদয় ৫৪৭ অস্ত ৬১৬ গৌর নবমী ৯৩০ পুষ্যা ৮১০ শ্রীশ্রীরাম নবমী ।
- ২৫ বিষ্ণু ৩১শে চৈত্র ১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার বা কারণোদশায়ীবার  
উদয় ৫৪৬ অস্ত ৬১৬ গৌর দশমী ১০৫৯ অশ্বেষা ১০১২ চড়ক পূজা ।

## বৈশাখ ১৩২৩ ।

- ২৬ বিষ্ণু ১লা বৈশাখ ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার বা গর্ভোদশায়ীবার দিবা  
৩১১৯ গৌর একাদশী ১২১০ মঘা ১১৪৭ বাসন্তী একাদশীর উপবাস ।
- ২৭ বিষ্ণু ২রা বৈশাখ ১৫ই এপ্রিল শনিবার বা ক্ষীরোদশায়ীবার  
দিবা ৩১২৩ উদয় ৫৪৪ অঃ ৬১৭ গৌর দ্বাদশী ১২১৩ পূর্ণফল্গুনী ১২৫৬
- ২৮ বিষ্ণু ৩রা বৈশাখ ১৬ই এপ্রিল রবিবার বা বাসুদেববার দিবা  
৩১২৬ উদয় ৫৪৩ গৌর ত্রয়োদশী ১২১৩১ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র ১৩৫
- ২৯ বিষ্ণু ৪ঠা বৈশাখ ১৭ই এপ্রিল সোমবার বা সঙ্কর্যণবার দিবা  
৩১২৯ উঃ ৫৪২ অঃ ৬১৮ গৌর চতুর্দশী ১২১২ হস্তা ১৪৪ নিশিপালন ।

৩০ বিষ্ণু ৫ই বৈশাখ ১৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার বা প্রহ্লাদবার দিবা ৩১৩৩  
উঃ ৫৪১ অঃ ৬১৮ পূর্ণিমা ১১২ চিত্রা ১২৫ শ্রীকৃষ্ণের বাসন্তীরাম  
শ্রীবংশীবদনানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব ।

## মধুসূদন ৪৩০

- ১ মধুসূদন ৬ই বৈশাখ ১৯শে এপ্রিল বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫৩৯  
অঃ ৬১৮ কৃষ্ণ প্রাপ্তিপদ ৯৩৮ স্বাতী ১২৪৩
- ২ মধুসূদন ৭ই বৈশাখ ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার  
উঃ ৫৩৯ অঃ ৬১৮ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৭৫৩ বিশাখা ১১৩৯
- ৩ মধুসূদন ৮ই বৈশাখ ২১শে এপ্রিল শুক্রবার । গর্ভোদশায়ীবার  
কৃষ্ণ তৃতীয়া ৫৫১ পরে চতুর্থী রা ৩৩৮ অন্নরাধা ১০২১ শুভফ্রাইডে ।
- ৪ মধুসূদন ৯ই বৈশাখ ২২ শে এপ্রিল শনিবার । ক্ষীরোদশায়ীবার  
উদয় ৫৩৭ অস্ত ৬১৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী রাঃ ১১৫ জ্যেষ্ঠা ৮৫১
- ৫ মধুসূদন ১০ ই বৈশাখ ২৩ শে এপ্রিল রবিবার । বাসুদেববার  
উদয় ৫৩৬ অস্ত ৬২০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রাঃ ১০৪৯ মূলা ৭১৩
- ৬ মধুসূদন ১১ ই বৈশাখ ২৪ শে এপ্রিল সোমবার । সঙ্কর্যণবার  
উদয় ৫৩৫ অস্ত ৬২০ কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ ৮২৩ উত্তরাষাঢ়া রা ৩৫৮ ইষ্টার  
নভে । শ্রীঠাকুর অভিরামের তিরোভাব ।
- ৭ মধুসূদন ১২ ই বৈশাখ ২৫ শে এপ্রিল মঙ্গলবার । প্রহ্লাদবার উদয়  
৫৩৫ অস্ত ৬২০ কৃষ্ণ অষ্টমী সন্ধ্যা ৬৫ শ্রবণা রা ২১২৯
- ৮ মধুসূদন ১৩ ই বৈশাখ ২৬ শে এপ্রিল বুধবার । অনিরুদ্ধবার উদয়  
৫৩৪ অস্ত ৬২১ কৃষ্ণ নবমী ৩৫৮ ধনিষ্ঠা রা ১১৪৪
- ৯ মধুসূদন ১৪ ই বৈশাখ ২৭ শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার । কারণোদশায়ী  
বার উদয় ৫৩৩ অস্ত ৬২১ কৃষ্ণ দশমী ২৫ শতভিষা রা ১২১৩

১০ মধুসূদন ১৫ ই বৈশাখ ২৮শে এপ্রিল শুক্রবার। গর্ভোদাশায়ী  
বার উদয় ৫।৩৩ অস্ত ৬।২১ কৃষ্ণ একাদশী ১২।৩১ পূর্বভাদ্রপদ রা  
১১।৩৫ বরুণিণী একাদশীর উপবাস।

১১ মধুসূদন ১৬ ই বৈশাখ ২৯ শে এপ্রিল শনিবার। ক্ষীরোদশায়ী  
বার উদয় ৫।৩২ অস্ত ৬।২২ কৃষ্ণ দ্বাদশী ১১।২১ উত্তরভাদ্রপদ রা ১১।২০

১২ মধুসূদন ১৭ ই বৈশাখ ৩০ শে এপ্রিল রবিবার। বাসুদেববার  
উদয় ৫।৩১ অস্ত ৬।২২ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ১০।৩৮ রেবতী রা ১১।৩৫

## মে ১৯১৬।

১৩ মধুসূদন ১৮ ই বৈশাখ ১ লা মে সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয়  
৫।৩১ অস্ত ৬।২৩ কৃষ্ণ চতুর্দশী ১০।২৪ অশ্বিনী রা ১২।১৯ নিশি পালন।

১৪ মধুসূদন ১৯ শে বৈশাখ ২রা মে মঙ্গলবার। প্রভুস্বার উদয় ৫।৩০  
অস্ত ৬।২৩ অমাবস্তা ১০।৪১ ভরণী রা ১।৩৩

১৫ মধুসূদন ২০ শে বৈশাখ ৩রা মে বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।২৯  
অস্ত ৬।২৩ গৌর প্রতিপদ ১১।২৯ কৃত্তিকা রা ৩।১৪

১৬ মধুসূদন ২১ শে বৈশাখ ৪ঠা মে বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার  
গৌর দ্বিতীয়া ১২।৪৪ রোহিণী রা ৫।২১

১৭ মধুসূদন ২২ শে বৈশাখ ৫ই মে শুক্রবার গৌর তৃতীয়া ২।২২ মৃগ-  
শিরা দিব্যাত্রা। অক্ষর তৃতীয়া। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা। শ্রীবদরী  
নারায়ণের দ্বার উদঘাটন।

১৮ মধুসূদন ২৩ শে বৈশাখ ৬ই মে শনিবার গৌর চতুর্থী ৪।১৮ মৃগ-  
শিরা ৭।৪৫। ক্ষীরোদকশায়ীবার।

১৯ মধুসূদন ২৪শে বৈশাখ ৭ই মে রবিবার গৌর পঞ্চমী সন্ধ্যা ৬।২১  
অর্দ্ধা ১০।২১। বাসুদেববার।

২০ মধুসূদন ২৫শে বৈশাখ ৮ই মে সোমবার গৌর ষষ্ঠী রা ৮।২১  
পুনর্বসু ১২।৫৬। চন্দন ষষ্ঠীপূজা।

২১ মধুসূদন ২৬শে বৈশাখ ৯ই মে মঙ্গলবার গৌর সপ্তমী রা ১০।৮ পুষ্যা  
৩।২৩ জঙ্ঘু সপ্তমী জাহ্নবী পূজা। প্রহ্মাবার।

২২ মধুসূদন ২৭শে বৈশাখ ১০ই মে বুধবার গৌর অষ্টমী রা ১১।৩৪  
অশ্লেষা অপরাহ্ন ৫।৩১। অনিরুদ্ধবার।

২৩ মধুসূদন ২৮শে বৈশাখ ১১ই মে বৃহস্পতিবার গৌর নবমী রা  
১২।৩৬ মঘা রা ৭।১৪ শ্রীসীতানবমী ব্রত শ্রীজাহ্নবা মাতার আবির্ভাব।  
শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব। শ্রীমধুপুণ্ডিতের তিরোভাব।

২৪ মধুসূদন ২৯শে বৈশাখ ১২ই মে শুক্রবার গৌর দশমী রা ১।৭ পূর্ব  
ফল্গুনী রা ৮।৩০ গর্ভোদকশায়ীবার।

২৫ মধুসূদন ৩০শে বৈশাখ ১৩ই মে শনিবার উদয় ৫।২৩ অস্ত ৬।২৮  
গৌর একাদশী রা ১।৬ উত্তর ফল্গুনী রা ৯।১৫ রোহিণী একাদশীর উপবাস।

## জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

২৬ মধুসূদন ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৪ ই মে রবিবার গৌর দ্বাদশী রা ১২।৩৬  
হস্তা রা ৯।৩২ পিণীতকী ও কক্কিণী দ্বাদশী।

২৭ মধুসূদন ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৫ই মে সোমবার গৌর ত্রয়োদশী রা ১১।৩৬  
চিত্রা রা ৯।১৯ সঙ্কর্ষণবার।

২৮ মধুসূদন ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে মঙ্গলবার গৌর চতুর্দশী রা ১০।১২  
শ্রাব্দী রা ৮।৪২ শ্রীনুসিংহ চতুর্দশী ব্রত। প্রহ্মাবার।

২৯ মধুসূদন ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৭ই মে বুধবার পূর্ণিমা রা ৮।২৬ বিশাখা  
রা ৭।৪২ পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশি পালন। শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল যাত্রা।  
শ্রীঠাকুর পরমেশ্বরী দাসের তিরোভাব।

## ত্রিবিক্রম ৪৩০ ।

- ১ ত্রিবিক্রম ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৮ই মে বৃহস্পতিবার। উদয় ৫১২ অস্ত  
৬৩১ কৃষ্ণ প্রতিপদ সন্ধ্যা ৬২৩ অম্লরাধা সন্ধ্যা ৬২৮
- ২ ত্রিবিক্রম ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৯ শে মে শুক্রবার কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৪৮ জ্যোষ্ঠা ৫টা
- ৩ ত্রিবিক্রম ৭ই জ্যৈষ্ঠ ২০ শে মে শনিবার কৃষ্ণ তৃতীয়া ১৪৩ মূলা  
৩২৪ ক্ষীরোদশায়ী উ ৫২০ অস্ত ৬৩১
- ৪ ত্রিবিক্রম ৮ই জ্যৈষ্ঠ ২১ শে মে রবিবার। বাসুদেববার কৃষ্ণ  
চতুর্থী ১১১৭ পূর্বাষাঢ়া ১৪৪
- ৫ ত্রিবিক্রম ৯ই জ্যৈষ্ঠ ২২ শে মে সোমবার। সঙ্কর্ষণবার কৃষ্ণ পঞ্চমী  
৮৪৯ উত্তরাষাঢ়া ১২৭ শ্রীরায় রামানন্দের তিরোভাব।
- ৬ ত্রিবিক্রম ১০ই জ্যৈষ্ঠ ২৩ শে মে মঙ্গলবার। প্রহ্লাদবার কৃষ্ণ ষষ্ঠী  
প্রাতঃ ৬৩০ পরে কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ ৪২১ শ্রবণা ১০৩৬
- ৭ ত্রিবিক্রম ১১ই জ্যৈষ্ঠ ২৪ শে মে বুধবার। অনিরুদ্ধবার। কৃষ্ণ  
অষ্টমী রাঃ ২২৬ ধনিষ্ঠা ৯১৮ ত্রিলোচনাষ্টমী
- ৮ ত্রিবিক্রম ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২৫শে মে বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার  
কৃষ্ণনবমী রাঃ ১২৫১ শতভিষা ৮১৪ উ ৫১৯ অ ৬৩৫
- ৯ ত্রিবিক্রম ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ২৬শে মে শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার। কৃষ্ণ  
দশমী রাঃ ১১৪০ পূর্বভাদ্রপদ ৭৩১ শ্রীঠাকুর বন্দাবনদাসের তিরোভাব।
- ১০ ত্রিবিক্রম ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ২৭শে মে শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার কৃষ্ণ-  
একাদশী ১০৫৩ উত্তর ভাদ্রপদ ৭১১ অপরা একাদশী উপবাস।
- ১১ ত্রিবিক্রম ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ২৮শে মে রবিবার কৃষ্ণদ্বাদশী রাঃ ১০৩৭  
রেবতী ৭১৯। বাসুদেববার উ ৫১৯ অ ৬৩৩
- ১২ ত্রিবিক্রম ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ২৯শে মে সোমবার কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাঃ  
১০৫১ অশ্বিনী ৭৫৭। সঙ্কর্ষণবার উ ৫১৮ অ ৬৩৩

- ১৩ ত্রিবিক্রম ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ৩০ শে মে মঙ্গলবার কৃষ্ণ চতুর্দশী রাঃ  
১১৩৬ ভরণী ৯৫ সাবিত্রী ব্রত। প্রহ্লাদবার
- ১৪ ত্রিবিক্রম ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ৩১ শে মে বুধবার অমাবস্তা রাঃ ১২৪৯  
কৃত্তিকা ১০৩৭ নিশি পালন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

## জুন ১৯১৬ ।

- ১৫ ত্রিবিক্রম ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ ১লা জুন বৃহস্পতিবার গৌর প্রতিপদ  
রাঃ ২২৫ রোহিণী ১২৪০ কারণোদশায়ীবার।
- ১৬ ত্রিবিক্রম ২০ শে জ্যৈষ্ঠ ২রা জুন শুক্রবার গৌর দ্বিতীয়া রাঃ  
৪১৮ মৃগশিরা ৩২ গর্ভোদশায়ীবার। উ ৫১৮ অ ৬৩৭
- ১৭ ত্রিবিক্রম ২১ শে জ্যৈষ্ঠ ৩রা জুন শনিবার গৌর তৃতীয়া দিব্যরাত্র  
আদ্রা অপরাহ্ন ৫৩৭ ক্ষীরোদশায়ী বার।
- ১৮ ত্রিবিক্রম ২২শে জ্যৈষ্ঠ ৪ঠা জুন রবিবার গৌর তৃতীয়া প্রাতঃ ৬২০  
পুনর্বসু রাঃ ৮১৪ বাসুদেববার উ ৫১৮ অ ৬৩৮
- ১৯ ত্রিবিক্রম ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ ৫ই জুন সোমবার গৌর চতুর্থী ৮১৯ পুষ্যা  
রাঃ ১০৪৩ সঙ্কর্ষণবার দিবা ৩৩২১
- ২০ ত্রিবিক্রম ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ৬ই জুন মঙ্গলবার গৌরপঞ্চমী ১০৫  
অশ্লেষা রাঃ ১২৫৭ শ্রীশ্রামানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব।
- ২১ ত্রিবিক্রম ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ৭ই জুন বুধবার উঃ ৫১৭ অঃ ৬৩৯ গৌর  
ষষ্ঠী ১১২৯ মঘা রাঃ ২৪৭ জামাতৃষষ্ঠী।
- ২২ ত্রিবিক্রম ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ৮ই জুন বৃহস্পতিবার গৌর সপ্তমী ১২৩৩  
পূর্বকল্পনী রাঃ ৪১৯ কারণোদশায়ীবার।
- ২৩ ত্রিবিক্রম ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ৯ই জুন শুক্রবার গৌর অষ্টমী ১৪  
উত্তর ফল্গুনী রাঃ ৫১২ গর্ভোদশায়ীবার।

২৪ ত্রিবিক্রম ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১০ই জুন শনিবার গৌর নবমী ১।৫ হস্তা  
দিবরাত্র। শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞানভূষণের তিরোভাব।

২৫ ত্রিবিক্রম ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১১ই জুন রবিবার গৌর দশমী ১২।৩৬  
হস্তা প্রাতঃ ৫।২৭ দশহরা। শ্রীনিত্যানন্দ তনয়া গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব।

২৬ ত্রিবিক্রম ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১২ই জুন সোমবার গৌর একাদশী ১১।৩৬  
চিহ্না প্রাতঃ ৫।২১পরে স্বাতী রাঃ ৪।৫০ নিক্কলা বা পাণ্ডবা একাদশীর উপবাস।

২৭ ত্রিবিক্রম ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩ই জুন মঙ্গলবার গৌর দ্বাদশী ১০।১৩  
বিশাখা রাঃ ৩।৫৬ প্রত্যম্নবার।

২৮ ত্রিবিক্রম ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪ই জুন বুধবার গৌর ত্রয়োদশী ৮।২৮  
অহুবাধা রাঃ ২।৪৪ শ্রীদাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব।

## আষাঢ় ১৩২৩।

২৯ ত্রিবিক্রম ১লা আষাঢ় ১৫ই জুন বৃহস্পতিবার গৌর চতুর্দশী প্রাতঃ  
৩।২৫ পরে পূর্ণিমা রাঃ ৪।১০ জ্যৈষ্ঠা রাঃ ১।১০ নিশিপালন। ব্রতোপবাস  
শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। শ্রীমুকুন্দদত্তের ও শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

## বামন ৪৩০।

১ বামন ২রা আষাঢ় ১৬ই জুন শুক্রবার। কৃষ্ণপ্রতিপদ রা ১।৪৫  
মূলা রা ১।১৪৩। শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের তিরোভাব। নবগ্রামে উৎসব।

২ বামন ৩রা আষাঢ় ১৭ই জুন শনিবার উদয় ৫।১৭ অস্ত ৬।৪৩ কৃষ্ণ  
দ্বিতীয়া রা ১।১১৭ পূর্বাষাঢ়া রা ১।০।৩।

৩ বামন ৪ঠা আষাঢ় ১৮ই জুন রবিবার কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৮।৪৯ উত্তরা-  
ষাঢ়া রা ৮।২৪।

৪ বামন ৫ই আষাঢ় ১৯শে জুন সোমবার কৃষ্ণ চতুর্থী সন্ধ্যা ৬।২৮ শ্রবণ  
সন্ধ্যা ৬।৫২। বক্রেশ্বরপণ্ডিতের আবির্ভাব।

৫ বামন ৬ই আষাঢ় ২০শে জুন মঙ্গলবার কৃষ্ণ পঞ্চমী ৪।১৬ ধনিষ্ঠা  
অপরাক্ত ৫।৩১

৬ বামন ৭ই আষাঢ় ২১শে জুন বুধবার কৃষ্ণ ষষ্ঠী ২।২০ শতভিষা ৪।২২  
দিবা ১।০২৫ গতে অশ্ববাচী আরম্ভ।

৭ বামন ৮ই আষাঢ় ২২শে জুন বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ সপ্তমী ১২।৪২ পূর্ব  
ভাদ্রপদ ৩।৩৪।

৮ বামন ৯ই আষাঢ় ২৩শে জুন শুক্রবার কৃষ্ণ অষ্টমী ১।১২৮ উত্তর  
ভাদ্রপদ ৩।৮

৯ বামন ১০ই আষাঢ় ২৪শে জুন শনিবার উদয় ৫।১৭ অস্ত ৬।৪৬ কৃষ্ণ  
নবমী ১।০৪০ রেবতী ৩।১০ রা ১।০৪৮ গতে অশ্ববাচী নিবৃত্তি।

১০ বামন ১১ই আষাঢ় ২৫শে জুন রবিবার। বামদেববার কৃষ্ণ  
দশমী ১।০২১ অশ্বিনী ৩।৪১ শ্রীবাসপণ্ডিতের তিরোভাব।

১১ বামন ১২ই আষাঢ় ২৬শে জুন সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।১৮  
অস্ত ৬।৪৫ কৃষ্ণ একাদশী ১।০৩৩ ভরণী ৪।৪২ একাদশীর উপবাস।

১২ বামন ১৩ই আষাঢ় ২৭শে জুন মঙ্গলবার। প্রত্যম্নবার কৃষ্ণ দ্বাদশী  
১।১।১৫ কৃত্তিকা অপরাহ্ন ৬।৯

১৩ বামন ১৪ই আষাঢ় ২৮শে জুন বুধবার অনিরুদ্ধবার কৃষ্ণ ত্রয়োদশী  
১২।২৬ রোহিণী রা ৮।৬

১৪ বামন ১৫ই আষাঢ় ২৯শে জুন বৃহস্পতিবার বা কারণোদশায়ীবার  
কৃষ্ণ চতুর্দশী ২।০ মৃগশিরা রা ১।০২৫ অমাবস্তার নিশিপালন।

১৫ বামন ১৬ই আষাঢ় ৩০শে জুন শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার  
অমাবস্তা ৩।৫২ আর্দ্রা রা ১২।৫৭ ব্রতোপবাস। ভরতপুর ও কালিকাপুরে  
উৎসব শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের  
শ্রীগোক্রম নবদ্বীপে অগ্রকট মহোৎসব।

## জুলাই ১৯১৬ ।

১৬ বামন ১৭ই আষাঢ় ১লা জুলাই শনিবার । কীরোদশায়ীবার গৌর  
প্রতিপদ অপরাহ্ন ৫।৫২ পুনর্ব্বহ্ন রাঃ ৩।৩৫

১৭ বামন ১৮ই আষাঢ় ২রা জুলাই রবিবার গৌর দ্বিতীয়া রাঃ ৭।৫১  
পুষ্যা দিবারাত্র । শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা । মনোরথ দ্বিতীয়া ।  
শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামীর তিরোভাব ।

১৮ বামন ১৯শে আষাঢ় ৩রা জুলাই সোমবার গৌর তৃতীয়া রাঃ  
৯।৩৮ পুষ্যা প্রাতঃ ৬।৭

১৯ বামন ২০শে আষাঢ় ৪ঠা জুলাই মঙ্গলবার গৌর চতুর্থী রা ১১।৬  
অশ্লেষা ৮।২৫ প্রহ্মায়াত্র ।

২০ বামন ২১শে আষাঢ় ৫ই জুলাই বুধবার গৌর পঞ্চমী রাঃ ১২।৯  
মঘা ১০।২২ ষট্ পঞ্চমী ব্রত । হোড়া পঞ্চমী । শ্রীশ্রীলক্ষ্মী বিজয় ।

২১ বামন ২২শে আষাঢ় ৬ই জুলাই বৃহস্পতিবার গৌরষষ্ঠী রাঃ  
১২।৪২ পূর্ব্বফল্গুনী ১১।৪৮

২২ বামন ২৩শে আষাঢ় ৭ই জুলাই শুক্রবার গৌর সপ্তমী রাঃ ১২।৪৪  
উত্তর ফল্গুনী ১২।৪৮ বিক্ৰম সপ্তমী ব্রতম্ । শ্রীসূর্য্য পূজা ।

২৩ বামন ২৪শে আষাঢ় ৮ই জুলাই শনিবার গৌর অষ্টমী রাঃ ১২।১৭  
হস্তা ১।১৯

২৪ বামন ২৫শে আষাঢ় ৯ই জুলাই রবিবার গৌর নবমী রাঃ ১১।২০  
চিত্রা ১।২০

২৫ বামন ২৬শে আষাঢ় ১০ই জুলাই সোমবার গৌরদশমী রাঃ  
৯।৫৮ স্বাতী ১২।৫৫ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্ঘাট্রা ।

২৬ বামন ২৭শে আষাঢ় ১১ই জুলাই মঙ্গলবার গৌর একাদশী রাঃ  
৮।১৪ বিশাখা ১২।৬ শয়ন একাদশীর উপবাস । শ্রীহরির শয়ন ।

২৭ বামন ২৮শে আষাঢ় ১২ই জুলাই বুধবার উদয় ৫।২৫ অঃ ৬।৪৫  
গৌর দ্বাদশী অপরাহ্ন ৬।১২ অনুরাধা ১০।৫৭ চাতুর্মাস্ত ব্রতরন্ত ।

২৮ বামন ২৯শে আষাঢ় ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার গৌর ত্রয়োদশী  
৩।৫৭ জ্যেষ্ঠা ৯।৩৬

২৯ বামন ৩০শে আষাঢ় ১৪ই জুলাই শুক্রবার গৌর চতুর্দশী ১।৩৪  
মূলা ৮।৪ পূর্ণিমার নিশি পালন ।

৩০ বামন ৩১শে আষাঢ় ১৫ই জুলাই শনিবার পূর্ণিমা ১।১৫ পূর্ণিমা-  
ষাঢ় প্রাতঃ ৬।২৫ পরে উত্তরাষাঢ়া রাঃ ৪।৪৫ চাতুর্মাস্ত ব্রতরন্ত  
কৃষ্ণের নবমেঘোৎসব পূর্ণিমা । শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব ।

## শ্রীধর ৪৩০ ।

১ শ্রীধর ৩২শে আষাঢ় ১৬ই জুলাই রবিবার । বাসুদেববার উদয় ৫।২৫  
অস্ত ৬।৪৪ কৃষ্ণপ্রতিপদ ৮।৩৭ শ্রবণা রা ৩।১০ চাতুর্মাস্ত ব্রতরন্ত  
শ্রীপ্রবোধানন্দের তিরোভাব ।

## শ্রাবণ ১৩২৩ ।

২ শ্রীধর ১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই সোমবার । সঙ্কর্ষণবার কৃষ্ণদ্বিতীয়া  
প্রাতঃ ৬।১৫ পরে কৃষ্ণতৃতীয়া রা ৪।২ ধনিষ্ঠা রা ১।৪৪ ত্র্যাহস্পর্শ ।

৩ শ্রীধর ২রা শ্রাবণ ১৮ই জুলাই মঙ্গলবার । প্রহ্মায়াত্র কৃষ্ণচতুর্থী রা  
২।৪ শতভিষা রা ১২।৩৩

৪ শ্রীধর ৩রা শ্রাবণ ১৯শে জুলাই বুধবার । অনিরুদ্ধবার কৃষ্ণপঞ্চমী রা  
১২।২৪ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১।১।৩৯নাগপঞ্চমী গোপালভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব ।

৫ শ্রীধর ৪ঠা শ্রাবণ ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ীবার।  
কৃষ্ণ বসন্তী রা ১১।৮ উত্তরভাদ্রপদ রা ১১।৮

৬ শ্রীধর ৫ই শ্রাবণ ২১শে জুলাই শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার। কৃষ্ণসংস্কৃতি  
রা ১০।১৮ রেবতী রা ১১।৩।

৭ শ্রীধর ৬ই শ্রাবণ ২২শে জুলাই শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার। কৃষ্ণ-  
অষ্টমী রা ৯।৫৬ অশ্বিনী রা ১১।২৮ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

৮ শ্রীধর ৭ই শ্রাবণ ২৩শে জুলাই রবিবার। কৃষ্ণনবমী রা ১০।৬ ভরণী রা ১২।২১

৯ শ্রীধর ৮ই শ্রাবণ ২৪শে জুলাই সোমবার। কৃষ্ণদশমী রা ১০।৪৫  
কর্কটিকা রা ১।৪৩

১০ শ্রীধর ৯ই শ্রাবণ ২৫শে জুলাই মঙ্গলবার। কৃষ্ণএকাদশী রা ১১।৫৫  
রোহিণী রা ৩।৩৪ স্মার্তমতে কামিকা একাদশীর উপবাস।

১১ শ্রীধর ১০ই শ্রাবণ ২৬শে জুলাই বুধবার। কৃষ্ণদ্বাদশী রা ১২।৮ মৃগ-  
শিরা দিবস। গোবিন্দমতে পক্ষবদ্ধিনী মহাদ্বাদশীর ব্রতোপবাস।

১২ শ্রীধর ১১ই শ্রাবণ ২৭শে জুলাই বৃহস্পতিবার। কৃষ্ণত্রয়োদশী রা  
৩।১৮ মৃগশিরা প্রাতঃ ৫।৪৯ পক্ষবদ্ধিনী মহাদ্বাদশীর পারণ ৯।৫৪ মধ্যে

১৩ শ্রীধর ১২ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই শুক্রবার। কৃষ্ণ চতুর্দশী রাঃ  
৫।২০ আদ্রা ৮।১৮

১৪ শ্রীধর ১৩ই শ্রাবণ ২৯শে জুলাই শনিবার। অমাবস্তা দিবস।  
পুনর্কর্কট ১০।৫৬ অমাবস্তার ব্রত উপবাস ও নিশিগালন।

১৫ শ্রীধর ১৪ই শ্রাবণ ৩০শে জুলাই রবিবার। উদয় ৫।৩২ অস্ত ৬।৪০  
অমাবস্তা ৭।২০ পুষ্যা ১।২৯

১৬ শ্রীধর ১৫ই শ্রাবণ ৩১শে জুলাই সোমবার। গৌর প্রতিপদ ৯।৯  
অশ্লেষা ৩।৫১

## আগষ্ট ১৯১৬।

১৭ শ্রীধর ১৬ই শ্রাবণ ১লা আগষ্ট মঙ্গলবার। গৌরদ্বিতীয়া ১০।৩৮ মঘা  
অপরাজ ৫।৫৩ প্রহ্লাদবার। উ ৫।৩৩ অ ৬।৩৯

১৮ শ্রীধর ১৭ই শ্রাবণ ২রা আগষ্ট বুধবার। গৌরতৃতীয়া ১১।৪৩ পূর্বাফল্গুনী  
রা ৭।২৫ অনির্বন্ধবার। অ ৬।৩৮

১৯ শ্রীধর ১৮ই শ্রাবণ ৩রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার। গৌরচতুর্থী ১২।১৯  
উত্তরফল্গুনী রা ৮।৩২ উ ৫।৩৪

২০ শ্রীধর ১৯শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার। গৌর পঞ্চমী ১২।২৪ ইন্দ্রা  
রা ৯।৮ ঘটপঞ্চমীরত। গর্ভোদশায়ীবার।

২১ শ্রীধর ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট শনিবার। গৌর ষষ্ঠী ১১।৫৮ চিত্রা  
রা ৯।১৬ লুণ্ঠনষষ্ঠী। উ ৫।৩৪ অ ৬।৩৬

২২ শ্রীধর ২১শে শ্রাবণ ৬ই আগষ্ট রবিবার। গৌর সপ্তমী ১১।৪ স্বাতী ৮।৫৫  
২৩ শ্রীধর ২২শে শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট সোমবার। গৌর অষ্টমী ৯।৪৪ বিশাখা রা ৮।২২

২৪ শ্রীধর ২৩শে শ্রাবণ ৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার। গৌর নবমী ৮।১ অনুরাধা  
রা ৭।৬ প্রহ্লাদবার ৫।৩৬ অস্ত ৬।৩৬

২৫ শ্রীধর ২৪শে শ্রাবণ ৯ই আগষ্ট বুধবার। গৌর দশমী প্রাতঃ ৬।১ পরে  
একাদশী রা ৩।৪৭ জ্যেষ্ঠা অপরাজ ৫।৪৮ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা আরম্ভ।

২৬ শ্রীধর ২৫শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার। গৌর দ্বাদশী রা ১২।৫  
মুলা ৪।১৭ একাদশীর উপবাস। শ্রীকৃষ্ণের পরিভ্রমণপোৎসব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ  
গোস্বামীর, পণ্ডিত গৌরীদাস ও গোবিন্দ দাসের তিরোভাব।

২৭ শ্রীধর ২৬শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট শুক্রবার। গৌর ত্রয়োদশী রা ১০।৪৭  
পূর্বাষাঢ়া ২।৪০ উ ৫।৩৭ অ ৬।২২

২৮শ্রীধর ২৭শে শ্রাবণ ১২ই আগষ্ট শনিবার গৌর চতুর্দশী রা ৮।৩০  
উত্তরাষাঢ়া ১টা পূর্ণিমার নিশিপালন ।

২৯শ্রীধর ২৮শে শ্রাবণ ১৩ই আগষ্ট রবিবার পূর্ণিমা সন্ধ্যা ৬।৮শ্রাবণ ১১।২৩  
বুলনবাঁত্রা শেষ । ব্রত উপবাস । শ্রীবলদেবের আবির্ভাব । হিন্দোলোৎসব ।

## হুযীকেশ ৪৩০ ।

১ হুযীকেশ ২৯শে শ্রাবণ ১৪ই আগষ্ট সোমবার । কৃষ্ণপ্রতিপদ ৩।৫৬  
ধনিষ্ঠা ২।৫৬

২ হুযীকেশ ৩০শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট মঙ্গলবার কৃষ্ণদ্বিতীয়া ১।৫৮  
শতভিষা ৮।৪২

৩ হুযীকেশ ৩১শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট বুধবার কৃষ্ণতৃতীয়া ১২।১৮ পূর্ব  
ভাদ্রপদ ৭।৪২ নষ্টচন্দ্র ।

## ভাদ্র ১৩২৩

৪ হুযীকেশ ১লা ভাদ্র ১৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার কৃষ্ণচতুর্থী ১১।১ উত্তর  
ভাদ্রপদ ৭।৬ নষ্টচন্দ্র ।

৫ হুযীকেশ ২রা ভাদ্র ১৮ই আগষ্ট শুক্রবার কৃষ্ণপঞ্চমী ১০।৯ রেবতী ৬।৫৩  
৬ হুযীকেশ ৩রা ভাদ্র ১৯শে আগষ্ট শনিবার কৃষ্ণষষ্ঠী ৯।৪৭ অশ্বিনী ৭।১১

৭ হুযীকেশ ৪ঠা ভাদ্র ২০শে আগষ্ট রবিবার কৃষ্ণসপ্তমী ৯।৫৬ ভরণী ৭।৫৭  
৮ হুযীকেশ ৫ই ভাদ্র ২১শে আগষ্ট সোমবার উদয় ৫।৪০ অস্ত ৬।২৫

কৃষ্ণ অষ্টমী ১০।৩৫ কৃত্তিকা ৯।১৩ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত ।

৯ হুযীকেশ ৬ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট মঙ্গলবার কৃষ্ণনবমী ১১।৪৩  
রোহিণী ১০।৫৭ নন্দোলোৎসব ।

১০ হুযীকেশ ৭ই ভাদ্র ২৩শে আগষ্ট বুধবার কৃষ্ণদশমী ১।১৬ মৃগশিরা  
১।৫ অনিরুদ্ধবার । উ ৫।৪০ অ ৬।২৪

১১ হুযীকেশ ৮ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ একাদশী  
৩।৭ অর্ধা ৩।৩২ অন্নদা একাদশীর উপবাস ।

১২ হুযীকেশ ৯ই ভাদ্র ২৫শে আগষ্ট শুক্রবার কৃষ্ণদ্বাদশী অপরাহ্ন ৫।৯  
পুনর্বসু সন্ধ্যা ৬।৭ উ ৫।৪১ অ ৬।২২

১৩ হুযীকেশ ১০ই ভাদ্র ২৬শে আগষ্ট শনিবার কৃষ্ণ ত্রয়োদশী  
৭।১১ পুষ্যা রা ৮।৪২ ক্ষীরোদশায়ীবার । অ ৬।২১

১৪ হুযীকেশ ১১ই ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট রবিবার । বাসুদেববার কৃষ্ণ  
চতুর্দশী রা ৯।১ অশ্লেষা রা ১১।৭ অঘোর চতুর্দশী ।

১৫ হুযীকেশ ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট সোমবার । সঙ্কর্ষণবার উদয়  
৫।৪২ অস্ত ৬।১৯ অমাবস্তা রা ১০।৩৪ অমাবস্তার নিশিপালন ।

১৬ হুযীকেশ ১৩ই ভাদ্র ২৯শে আগষ্ট মঙ্গলবার । প্রহ্মায়বার গৌর  
প্রতিপদ রা ১১।৪২ পূর্বকল্কনী রা ২।৫৩

১৭ হুযীকেশ ১৪ই ভাদ্র ৩০শে আগষ্ট বুধবার । অনিরুদ্ধবার গৌর  
দ্বিতীয়া রা ১২।২১ উত্তরফল্গুনী রা ৪।৬ উ ৫।৪৬ অ ৬।১৮

১৮ হুযীকেশ ১৫ই ভাদ্র ৩১শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার । কার্ণগোদশায়ী  
বার গৌরতৃতীয়া রা ১২।২৮ হস্তা রা ৪।৪৯ হরিতালিকা ব্রত । শ্রীলক্ষ্মীপূজা ।

## সেপ্টেম্বর ১৯১৬

১৯ হুযীকেশ ১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার । গর্ভোদশায়ীবার  
গৌর চতুর্থী রা ১২।৫ চিত্রা রা ৫।৩ মোভাগাচতুর্থী । নষ্টচন্দ্র ।

২০ হুযীকেশ ১৭ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার গৌর  
পঞ্চমী রা ১১।১৩ স্বাতী রা ৪।৪৭ । শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতার আবির্ভাব ।

২১ হুযীকেশ ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবার উদয় ৫।৪৪ অস্ত  
৬।১৪ গৌরষষ্ঠী রা ৯।৫৫ বিশাখা রা ৪।৯ মহান ষষ্ঠী বা চর্পটা ষষ্ঠী ।

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৯ শে ভাদ্র ৪ঠা সেপ্টেম্বর সোমবার গৌরসপ্তমী রা  
৮।১৫ অনুরাধা রা ৩।৭ ললিতা সপ্তমী ।

২৩ জ্যৈষ্ঠ ২০ শে ভাদ্র ৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার গৌর অষ্টমী সন্ধ্যা  
৩।১৭ জ্যোতা রা ১।৫১ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত । দুর্কাষ্টমী ব্রত ।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ২১ শে ভাদ্র ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার গৌর নবমী ৪।৪  
মূলা রা ১২।২২ তালনবমী ব্রত ।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ২২ শে ভাদ্র ৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার গৌরদশমী  
১।৪২ পূর্বাষাঢ়া রা ১০।৪৬

২৬ জ্যৈষ্ঠ ২৩ শে ভাদ্র ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার গৌর একাদশী ১।১৬  
উত্তরাষাঢ়া রা ৯।৬ স্মার্তমতে পার্শ্ব একাদশী

২৭ জ্যৈষ্ঠ ২৪শে ভাদ্র ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার গৌর দ্বাদশী ৮।৫০  
শ্রবণা রা ৭।২৯। বিজয়া নভাদ্বাদশী ও বামন দ্বাদশী। পরমার্থী মন্ডে  
শ্রবণা দ্বাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্তন।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ২৫শে ভাদ্র ১০ই সেপ্টেম্বর রবিবার গৌরত্রয়োদশী প্রাতঃ  
৩।২৯ পরে গৌরচতুর্দশী রা ৪।১৮ ধনিষ্ঠা সন্ধ্যা ৫।৫৮ ত্রাহশ্মশ্র অনন্ত চতুর্দশী  
ব্রত। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

২৯ জ্যৈষ্ঠ ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার পূর্ণিমা রা ২।২১  
শতভিষা ৪।৪১ পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিাপান।

## পদ্মনাভ ৪৩০ ।

১ পদ্মনাভ ২৭শে ভাদ্র ১২ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার উদয় ৫।৪৭ অস্ত ৩।৫  
কৃষ্ণপ্রতিপদ রা ১২।৪২ পূর্বভাদ্রপদ ৩।৫৮

২ পদ্মনাভ ২৮শে ভাদ্র ১৩ই সেপ্টেম্বর বুধবার কৃষ্ণদ্বিতীয়া রা ১২।২৫  
উত্তর ভাদ্রপদ ২।৫৬

৩ পদ্মনাভ ২৯শে ভাদ্র ১৪ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কৃষ্ণতৃতীয়া রা  
১০।৩৪ রেবতী ২।৩৭ নষ্টচন্দ্র ।

৪ পদ্মনাভ ৩০শে ভাদ্র ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার কৃষ্ণচতুর্থী রা ১০।১৩  
অশ্বিনী ২।৪৮ নষ্টচন্দ্র ।

৫ পদ্মনাভ ৩১শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার কৃষ্ণপঞ্চমী রা ১০।২১  
জরণী ৩।২৭ অরকুন। বিশ্বকর্মা পূজা।

## আশ্বিন ১৩২২ ।

৬ পদ্মনাভ ১লা আশ্বিন ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার কৃষ্ণষষ্ঠী রা ১১।২  
কৃত্তিকা ৪।৩৬

৭ পদ্মনাভ ২রা আশ্বিন ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার কৃষ্ণসপ্তমী রা ১২।১১  
রোহিণী সন্ধ্যা ৬।২২

৮ পদ্মনাভ ৩রা আশ্বিন ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কৃষ্ণঅষ্টমী রা ১।৪৫  
হরশিরা রা ৮।১৫ জিতাষ্টমী।

৯ পদ্মনাভ ৪ঠা আশ্বিন ২০শে সেপ্টেম্বর বুধবার কৃষ্ণনবমী রাঃ ৩।৩৬  
জ্যৈষ্ঠা রা ১০।৩৮ ।

১০ পদ্মনাভ ৫ই আশ্বিন ২১শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার উদয় ৫।৫০  
অস্ত ৫।৫৫ কৃষ্ণদশমী রা ৫।৩৯ পুনর্বসু রা ১।১২

১১ পদ্মনাভ ৬ই আশ্বিন ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার উদয় ৫।৫০ অস্ত  
৫।৫৪ কৃষ্ণ একাদশী দিবা রাত্র পুষ্যা রা ৩।৪৮

১২ পদ্মনাভ ৭ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার উদয় ৫।৫১ অস্ত  
৫।৫৩ কৃষ্ণ একাদশী ৭।৪৪ অশ্লেষা দিবা রাত্র ইন্দ্রা একাদশীর উপবাস।

১৩ পদ্মনাভ ৮ই আশ্বিন ২৪শে সেপ্টেম্বর রবিবার উদয় ৫।৫১ অস্ত  
৫।৫২ কৃষ্ণদ্বাদশী ৯।৩৭ অশ্লেষা প্রাতঃ ৬।১৬

১৪ পদ্মনাভ ৯ই আশ্বিন ২৫শে সেপ্তেম্বর সোমবার । সঙ্কর্ষণবার  
উদয় ৫।৫১ অস্ত ৫।৫১ কৃষ্ণত্রয়োদশী ১১।১২ মঘা ৮।২৭

১৫ পদ্মনাভ ১০ই আশ্বিন ২৬শে সেপ্তেম্বর মঙ্গলবার । প্রহ্মম্বার কৃষ্ণ  
চতুর্দশী ১২।২২ পূর্ষফল্গুনী ১০।১৫ অমাবস্তার নিশিপালন মহালয়া ।

১৬ পদ্মনাভ ১১ই আশ্বিন ২৭শে সেপ্তেম্বর বুধবার । অনিরুদ্ধবার  
অমাবস্তা ১।৪ উত্তরফল্গুনী ১১।৩৪ অমাবস্তার ব্রতোপবাস ।

১৭ পদ্মনাভ ১২ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার । কারণোদশায়ী  
বার উদয় ৫।৫২ অস্ত ৫।৪৮ গৌর প্রতিপদ ১।১৩ হস্তা ১২।২৩ নবরাত্র ব্রত

১৮ পদ্মনাভ ১৩ই আশ্বিন ২৯শে সেপ্তেম্বর শুক্রবার । গর্ভোদশায়ী-  
বার উদয় ৫।৫৩ অস্ত ৫।৪৭ গৌর দ্বিতীয়া ১২।৫৩ চিত্রা ১২।৪৫

১৯ পদ্মনাভ ১৪ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্তেম্বর শনিবার । ক্ষীরোদশায়ীবার  
গৌর তৃতীয়া ১২।৩ স্বাতী ১২।৩৪

## অক্টোবর ১৯১৬ ।

২০ পদ্মনাভ ১৫ই আশ্বিন ১লা অক্টোবর রবিবার । বাসুদেববার  
গৌর চতুর্থী ১০।৪৮ বিশাখা ১২।০ মান চতুর্থী ।

২১ পদ্মনাভ ১৬ই আশ্বিন ২রা অক্টোবর সোমবার । সঙ্কর্ষণবার উদয়  
৫।৫৪ অস্ত ৫।৪৪ গৌর পঞ্চমী ৯।৯ অমরাধা ১১।৪ ষট্ পঞ্চমী ব্রত ।

২২ পদ্মনাভ ১৭ই আশ্বিন ৩রা অক্টোবর মঙ্গলবার । প্রহ্মম্বার উদয়  
৫।৫৪ অস্ত ৫।৪৩ গৌর ষষ্ঠী ৭।১৩ পরে গৌর সপ্তমী রা ৫।২ জ্যেষ্ঠা ৯।৫০  
শ্রীশারদীয়া তর্পণপূজা ।

২৩ পদ্মনাভ ১৮ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর বুধবার । অনিরুদ্ধবার উদয়  
৫।৫৫ অস্ত ৫।৫২ গৌর অষ্টমী রা ২।৪২ মূল্য ৮।২৩

২৪ পদ্মনাভ ১৯শে আশ্বিন ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার । গৌর নবমী রা  
১২।১৭ পূর্ষাষাঢ়া প্রাতঃ ৬।৪৭ পরে উত্তরাষাঢ়া রা ৫।৭

২৫ পদ্মনাভ ২০শে আশ্বিন ৬ই অক্টোবর শুক্রবার । গর্ভোদশায়ীবার  
গৌর দশমী রা ৯।৫২ শ্রবণা রা ৩।২৮ বিজয়া । শ্রীরাম চন্দ্রের বিজয়োৎসব  
শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব ।

২৬ পদ্মনাভ ২১শে আশ্বিন ৭ই অক্টোবর শনিবার উদয় ৫।৫৬ অস্ত  
৫।৩৯ গৌর একাদশী রা ৭।৩৩ পদ্মা একাদশীর উপবাস ধনিষ্ঠা রা ১।৫৬

২৭ পদ্মনাভ ২২শে আশ্বিন ৮ই অক্টোবর রবিবার । বাসুদেববার উদয়  
৫।৫৬ অস্ত ৫।৩৮ গৌর দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।২৪ শতভিষা রা ১২।৩৬ উজ্জ্বলিত  
আরম্ভ । শ্রীগোবিন্দমী রঘুনাথ দাসের, শ্রীগোবিন্দমী রঘুনাথ ভট্টের,  
শ্রীগোবিন্দমী কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাব । পার্শ্ব পরিবর্তন ।

২৮ পদ্মনাভ ২৩শে আশ্বিন ৯ই অক্টোবর সোমবার । সঙ্কর্ষণবার  
উদয় ৫।৫৭ অস্ত ৫।৩৭ গৌর ত্রয়োদশী ৩।২৯ পূর্ষভাদ্রপদ রা ১১।২৮

২৯ পদ্মনাভ ২৪শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর মঙ্গলবার । গৌর  
চতুর্দশী ১।৫২ উত্তর ভাদ্রপদ রা ১০।৪১ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা ।

৩০ পদ্মনাভ ২৫শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর বুধবার । অনিরুদ্ধবার  
উদয় ৫।৫৭ অস্ত ৫।৩৫ পূর্ণিমা ১২।৩৮ রেবতী রা ১০।১৭ শ্রীমুরারী গুপ্তের  
তিরোভাব । শ্রীশ্রীকৃষ্ণের কৌমুদী রাস ।

## দামোদর ৪৩০ ।

১ দামোদর ২৬শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার । কারণোদ-  
শায়ীবার উদয় ৫।৫৮ অস্ত ৫।৩৪ কৃষ্ণপ্রতিপদ ১১।৪৯ উজ্জ্বলিত আরম্ভ ।

২ দামোদর ২৭শে আশ্বিন ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার । গর্ভোদশায়ীবার  
কৃষ্ণদ্বিতীয়া ১১।৩০ ভরণী রা ১০।৫৪

৩ দামোদর ২৮শে আশ্বিন ১৪ই অক্টোবর শনিবার । ক্ষীরোদশায়ী-  
বার কৃষ্ণতৃতীয়া ১১।৪১ কৃত্তিকা রা ১১।৫৭

৪ দামোদর ২৯ শে আশ্বিন ১৫ই অক্টোবর রবিবার । বাহুদেববার  
উদয় ৫।৫৯ অস্ত ৫।৩২ কৃষ্ণচতুর্থী ১২।২৪ রোহিণী রা: ১।২৫

৫ দামোদর ৩০শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর সোমবার । উ ৬।০ অ ৫।৩১  
কৃষ্ণপঞ্চমী ১।৩৬ মৃগশিরা রা ৩।২৪ শ্রীঠাকুর নরোত্তমের তিরোভাব ।

৬ দামোদর ৩১শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর মঙ্গলবার । প্রহ্লাদবার  
উদয় ৬।০ অস্ত ৫।৩০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৩।২২ আর্দ্রা রা: ৫।৪৩

## কার্তিক ১৩২৩ ।

৭ দামোদর ১লা কার্তিক ১৮ই অক্টোবর বুধবার । অনিরুদ্ধবার উদয়  
৬।১ অস্ত ৫।২৯ কৃষ্ণ সপ্তমী সন্ধ্যা ৫।৭ পুনর্বসু দিব্যরাত্রি ।

৮ দামোদর ২রা কার্তিক ১৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার । কারণোদশারী  
বার উদয় ৬।১ অস্ত ৫।২৮ কৃষ্ণঅষ্টমী রা: ৭।১২ পুনর্বসু ৮।১৫

৯ দামোদর ৩রা কার্তিক ২০শে অক্টোবর শুক্রবার । গর্ভোদশারী  
বার উদয় ৬।২ অস্ত ৫।২৭ কৃষ্ণনবমী রা: ৯।১৮ পূর্ণা ১০।৫৩

১০ দামোদর ৪ঠা কার্তিক ২১ শে অক্টোবর শনিবার । ক্ষীরোদশারী  
বার উদয় ৬।২ অস্ত ৫।২৬ কৃষ্ণদশমী রা: ১১।১২ অশ্লেষা ১।২৩

১১ দামোদর ৫ই কার্তিক ২২শে অক্টোবর রবিবার । বাহুদেববার  
উদয় ৬।৩ অস্ত ৫।২৬ কৃষ্ণ একাদশী রা: ১২।৪৯ একাদশীর উপবাস ।

১২ দামোদর ৬ই কার্তিক ২৩শে অক্টোবর সোমবার । সঙ্কর্ষণবার  
উদয় ৬।৩ অস্ত ৫।২৫ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা: ২।১ পূর্বফল্গুনী সন্ধ্যা ৫।৩৩  
শ্রীঠাকুর নরহরি সরকারের তিরোভাব ।

১৩ দামোদর ৭ই কার্তিক ২৪ শে অক্টোবর মঙ্গলবার । প্রহ্লাদবার  
উদয় ৬।৪ অস্ত ৫।২৪ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাত্রি ২।৪৪ উত্তরফল্গুনী রা: ৬।৫৬

১৪ দামোদর ৮ই কার্তিক ২৫ শে অক্টোবর বুধবার । অনিরুদ্ধবার  
উদয় ৬।৪ অস্ত ৫।২৩ কৃষ্ণচতুর্দশী রা ২।৫৫ হস্তা রা: ৭।৫২ ভূত চতুর্দশী ।

১৫ দামোদর ৯ই কার্তিক ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার । উদয় ৬।৫  
অস্ত ৫।২২ অমাবস্তা রা: ২।৩৬ চিত্রা ৮।২১ জ্যামা পূজা ।

১৬ দামোদর ১০ই কার্তিক ২৭ শে অক্টোবর শুক্রবার । গর্ভোদশারী  
বার । উদয় ৬।৫ অস্ত ৫।২২ গৌর প্রতিপদ রা: ১।৪৭ স্বাতী রা ৮।১৮  
গোবর্দ্ধন পূজা । বলি দৈত্যরাজ পূজা ।

১৭ দামোদর ১১ই কার্তিক ২৮ শে অক্টোবর শনিবার । ক্ষীরোদশারী  
বার উদয় ৬।৬ অস্ত ৫।২১ গৌর দ্বিতীয়া রা: ১২।৩৩ ভাদ্রা দ্বিতীয়া ।  
শ্রীঠাকুর বাহুদেব ঘোষের তিরোভাব ।

১৮ দামোদর ১২ই কার্তিক ২৯ শে অক্টোবর রবিবার । বাহুদেব  
বার উদয় ৬।৬ অস্ত ৫।২০ গৌর তৃতীয়া রা: ১০।৫৭ অম্বরাধা রা: ৬।৫৯

১৯ দামোদর ১৩ই কার্তিক ৩০ শে অক্টোবর সোমবার । সঙ্কর্ষণবার  
উদয় ৬।৭ অস্ত ৫।২০ গৌর চতুর্থী রা: ৯।২ জ্যোষ্ঠা রা: ৫।৪৮

২০ দামোদর ১৪ই কার্তিক ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার । প্রহ্লাদবার  
গৌর পঞ্চমী রা ৬।৫৩ মূলা ৪।২৫ ষট্ পঞ্চমী ব্রত ।

## নভেম্বর ১৯১৬ ।

২১ দামোদর ১৫ই কার্তিক ১লা নভেম্বর বুধবার । অনিরুদ্ধবার ।  
উদয় ৬।৮ অস্ত ৫।১৯ গৌরষষ্ঠী ৪।৩৫ পূর্বাষাঢ়া ২।৫২

২২ দামোদর ১৬ই কার্তিক ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার । কারণোদ-  
শারীবার উদয় ৬।৮ অস্ত ৫।১৮ গৌর সপ্তমী ২।১২ উত্তরাষাঢ়া ১।১১  
শ্রীকাত্যায়নী ব্রত ।

২৩ দামোদর ১৭ই কার্তিক ৩রা নভেম্বর শুক্রবার । উ ৬।৯ অ ৫।১৮  
গৌর অষ্টমী ১।১৪৯ শ্রবণা ১।১৩১ গোষ্ঠাষ্টমী । গোপাষ্টমী । শ্রীআচার্য  
শ্রীনিবাসের, শ্রীঠাকুর গদাধর দাসের ও পণ্ডিত ধনঞ্জয়ের তিরোভাব ।

২৪ দামোদর ১৮ই কার্তিক ৪ঠা নভেম্বর শনিবার । উ ৬।৯ অ ৫।১৭  
গৌর নবমী ৯।৩১ ধনিষ্ঠা ৯।৫৭ শ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা অক্ষয় নবমী ।

২৫ দামোদর ১৯শে কার্তিক ৫ই নভেম্বর রবিবার । বাসুদেববার  
গৌরদশমী ৭।২৩ পরে গৌর একাদশী রা ৫।৩০ ত্র্যহম্পর্শ । ভীষ্মপঞ্চক ।

২৬ দামোদর ২০শে কার্তিক ৬ই নভেম্বর সোমবার । সঙ্কর্ষণবার উদয়  
৬।১০ অস্ত ৫।১৬ গৌর দ্বাদশী রা ৩।৫৬ উত্থান একাদশীর উপবাস । চাতু-  
র্যাস্ত্র ব্রত সমাপন । শ্রীহরির উত্থান । দ্বাদশী পক্ষে উজ্জ্বলব্রত সমাপন ।

২৭ দামোদর ২১শে কার্তিক ৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার । অ ৫।১৫ গৌর  
ত্রয়োদশী রা ২।৪৫ উত্তরভাদ্রপদ প্রাত ৬।৩১ পরে রেবতী রা ৬।১ মহরম ।

২৮ দামোদর ২২শে কার্তিক ৮ই নভেম্বর বুধবার । অনিরুদ্ধবার  
উদয় ৬।১২ অস্ত ৫।১৫ গৌর চতুর্দশী রা ১।৫৯ বৈকুণ্ঠচতুর্দশী ব্রত ।

২৯ দামোদর ২৩শে কার্তিক ৯ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার । কারণো-  
দশায়ীবার উদয় ৬।১২ অস্ত ৫।১৪ পূর্ণিমা রাঃ ১।৪৪ ভরণী দিব্যারাত্র  
পরমার্থী মতে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা শ্রীগোস্বামী ভৃগুর্ভ ও পণ্ডিত কানীশ্বরের  
তিরোভাব । চাতুর্ন্যাস্ত্র ব্রত সমাপন । পূর্ণিমা পক্ষে উজ্জ্বলব্রত সমাপন ।

## কেশব ৪৩০ ।

১ কেশব ২৪শে কার্তিক ১০ই নভেম্বর শুক্রবার । গর্ভোদশায়ীবার  
উদয় ৬।১৩ অস্ত ৫।১৪ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাঃ ১।৫৯ ভরণী প্রাতঃ ৬।২৬  
শ্রীঠাকুর সুন্দরানন্দের তিরোভাব ।

২ কেশব ২৫শে কার্তিক ১১ই নভেম্বর শনিবার । ক্ষীরোদশায়ীবার  
উদয় ৬।১৪ অস্ত ৫।১৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রাঃ ২।৪৫ কৃত্তিকা ৭।২২

৩ কেশব ২৬শে কার্তিক ১২ই নভেম্বর রবিবার । বাসুদেববার  
উদয় ৬।১৪ অস্ত ৫।১৩ কৃষ্ণ তৃতীয়া রাঃ ৪।০ রোহিণী ৮।৪৫

৪ কেশব ২৭শে কার্তিক ১৩ই নভেম্বর সোমবার । সঙ্কর্ষণবার উদয়  
৬।১৫ অস্ত ৫।১৩ কৃষ্ণ চতুর্থী রাঃ ৫।৪০ মৃগশিরা ১০।৩৮

৫ কেশব ২৮শে কার্তিক ১৪ই নভেম্বর মঙ্গলবার । প্রজ্ঞানবার  
উদয় ৬।১৬ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ পঞ্চমী দিব্যারাত্র আর্দ্রা ১২।৫৩

৬ কেশব ২৯শে কার্তিক ১৫ই নভেম্বর বুধবার । অনিরুদ্ধবার উদয়  
৬।১৬ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৭।৩৮ পুনর্বসু ৩।২৩ শ্রীকার্তিকপূজা

## অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ।

৭ কেশব ১লা অগ্রহায়ণ ১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার । কারণোদশায়ী  
বার উদয় ৬।১৭ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৯।৪৬ পুষ্যা রা ৬।১

৮ কেশব ২রা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর শুক্রবার । গর্ভোদশায়ীবার উদয়  
৬।১৮ অস্ত ৫।১১ কৃষ্ণ সপ্তমী ১১।৫৩ অশ্লেষা রা ৮।৩৪

৯ কেশব ৩রা অগ্রহায়ণ ১৮ই নভেম্বর শনিবার । ক্ষীরোদশায়ীবার উদয়  
৬।১৯ অস্ত ৫।১১ কৃষ্ণ অষ্টমী ১।৪৯ মঘা রা ১০।৫৪

১০ কেশব ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৯শে নভেম্বর রবিবার । বাসুদেববার উদয়  
৬।১৯ অস্ত ৫।১০ কৃষ্ণ নবমী ৩।২৬ পূর্বফল্গুনী রা ১২।৫৪

১১ কেশব ৫ই অগ্রহায়ণ ২০শে নভেম্বর সোমবার । সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।২০  
অস্ত ৫।১০ কৃষ্ণ দশমী ৪।৩৮ উত্তরফল্গুনী রা ২।২৩

১২ কেশব ৬ই অগ্রহায়ণ ২১শে নভেম্বর মঙ্গলবার । প্রজ্ঞানবার উদয় ৬।২১  
অ ৫।১০ কৃষ্ণ একাদশী সন্ধ্যা ৫।২২ হস্তা রা ৩।২৮ উৎপল্ল একাদশীর  
উপবাস ।

১৩ কেশব ৭ই অগ্রহায়ণ ২২শে নভেম্বর বুধবার । কৃষ্ণদ্বাদশী  
সন্ধ্যা ৫।৩৪ চিত্রা রাঃ ৪।২ শ্রীকালীয় কৃষ্ণ দ্বাদশের তিরোভাব ।

১৪ কেশব ৮ই অগ্রহায়ণ ২৩শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার । উ ৬।২৩ অ  
৫।৯ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী সন্ধ্যা ৫।১৬ স্বাতী রা ৪।৮ শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব

১৫ কেশব ৯ই অগ্রহায়ণ ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার। উদয় ৬২৩  
অস্ত ৫১৯ কৃষ্ণচূর্দনী ৪২৮ বিশাখা রা ৩৪৫ নিশিপালন।

১৬ কেশব ১০ই অগ্রহায়ণ ২৫শে নভেম্বর শনিবার কীরোদশায়ীবার  
উদয় ৬২৪ অস্ত ৫১৯ অনাবস্তা ৩১৫ অনুরাধা রা ২৫৯ অনাবস্তা ব্রত

১৭ কেশব ১১ই অগ্রহায়ণ ২৬শে নভেম্বর রবিবার। বাসুদেববার  
উদয় ৬২৪ অস্ত ৫১৯ গৌর প্রতিপদ ১৩৯ জ্যেষ্ঠা রা ১৫২

১৮ কেশব ১২ই অগ্রহায়ণ ২৭শে নভেম্বর সোমবার। সর্কর্ণববার  
উদয় ৬২৫ অস্ত ৫১৯ গৌর দ্বিতীয়া ১১৪৫ মূল্য রা ১২১৩৩

১৯ কেশব ১৩ই অগ্রহায়ণ ২৮শে নভেম্বর মঙ্গলবার প্রহ্মাবার উদয়  
৬২৬ অস্ত ৫১৯ গৌর তৃতীয়া ৯৩৭ পূর্ববাঢ়া রা ১২২

২০ কেশব ১৪ই অগ্রহায়ণ ২৯শে নভেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার  
উদয় ৬২৬ অস্ত ৫১৯ গৌর চতুর্থী ৭২১ পরে পঞ্চমী রা ৪৫৯ উত্তরাষাঢ়া  
রা ৯২৩ ব্রাহ্মপর্ণ। ষট্ পঞ্চমী শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর আবির্ভাব।

২১ কেশব ১৫ই অগ্রহায়ণ ৩০শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণে  
দশায়ীবার উদয় ৬২৭ অস্ত ৫১০ গৌর বস্তু রা ২৩৮ শুক্লযজ্ঞী শ্রবণা ৭৪৪।

## ডিসেম্বর ১৯১৬।

২২ কেশব ১৬ই অগ্রহায়ণ ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার  
উদয় ৬২৭ অস্ত ৫১০ গৌর সপ্তমী রা ১২২৩ ধনিষ্ঠা রা ৬৮ মিত্র সপ্তমী

২৩ কেশব ১৭ই অগ্রহায়ণ ২রা ডিসেম্বর শনিবার। উ ৬২৮ অ ৫১০  
গৌর অষ্টমী রা ১০১৮ শতভিষা ৪৪১ খুস্তীর মেলা কৃষ্ণের প্রাবরণোৎসব।

২৪ কেশব ১৮ই অগ্রহায়ণ ৩রা ডিসেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উদয়  
৬২৯ অস্ত ৫১০ গৌর নবমী রা ৮২৭ পূর্বভাজ পদ ৩২৭

২৫ কেশব ১৯শে অগ্রহায়ণ ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার। সর্কর্ণববার  
উদয় ৬২৯ অস্ত ৫১০ গৌর দশমী রা ৬৫৫ উত্তরভাজপদ ২৩০

২৬ কেশব ২০শে অগ্রহায়ণ ৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। গৌর একাদশী  
সন্ধ্যা ৫৪৭ রেবতী ১৫৬ মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।

২৭ কেশব ২১শে অগ্রহায়ণ ৬ই ডিসেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয়  
৬৩০ অস্ত ৫১১ গৌর দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫৬ অশ্বিনী ১৪৫ অশ্বজ দ্বাদশী।

২৮ কেশব ২২শে অগ্রহায়ণ ৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণে  
দশায়ীবার উদয় ৬৩১ অস্ত ৫১১ গৌর ত্রয়োদশী ৪৫৩ ভরণী ২৬

২৯ কেশব ২৩শে অগ্রহায়ণ ৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ী  
বার উদয় ৬৩২ অস্ত ৫১১ গৌর চতুর্দশী সন্ধ্যা ৫১২ কৃত্তিকা ২৫৫

৩০ কেশব ২৪শে অগ্রহায়ণ ৯ই ডিসেম্বর শনিবার। কীরোদশায়ী  
বার উদয় ৬৩২ অস্ত ৫১১ পূর্ণিমা রা ৬২ রোহিণী ৪১৩ পূর্ণিমার ব্রতো  
পবাস। শ্রীকৃষ্ণের হিমাংগকোৎসব।

## নারায়ণ ৪৩০।

১ নারায়ণ ২৫শে অগ্রহায়ণ ১০ই ডিসেম্বর রবিবার। বাসুদেববার  
উদয় ৬৩৩ অস্ত ৫১১ কৃষ্ণপ্রতিপদ রা ৭২১ মৃগশিরা রা ৬০

২ নারায়ণ ২৬শে অগ্রহায়ণ ১১ই ডিসেম্বর সোমবার। সর্কর্ণববার  
উদয় ৬৩৪ অস্ত ৫১২ কৃষ্ণ বিতীয়া রা ৯৩ আর্দ্রা রা ৮১১

৩ নারায়ণ ২৭শে অগ্রহায়ণ ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। প্রহ্মাবার  
উদয় ৬৩৪ অস্ত ৫১২ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ১১৪ পুনর্বসু রা ১০৩৯

৪ নারায়ণ ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩ই ডিসেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার  
উদয় ৬৩৫ অস্ত ৫১২ কৃষ্ণচতুর্থী রা ১১৪ পুষ্যা রা ১১৬

৫ নারায়ণ ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৪ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণে  
দশায়ীবার উদয় ৬৩৬ অস্ত ৫১২ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা: ৩২২ অশ্লেষা রা ৩৫২

৬ নারায়ণ ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ী  
বার উদয় ৬৩৭ অস্ত ৫১৩ কৃষ্ণষষ্ঠী রা: শেব ৫১৮ মঘা রাত্রি শেব ৬২৫

## পৌষ ১৩২৩।

৭ নারায়ণ ১লা পৌষ ১৬ই ডিসেম্বর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬৩৭ অস্ত ৫১৩ কৃষ্ণসপ্তমী দিবারাত্র পূর্বকল্লনী দিবারাত্র।

৮ নারায়ণ ২রা পৌষ ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উ ৬৩৮ অঃ ৫১৩ কৃষ্ণ সপ্তমী প্রাতঃ ৬৫৬ পূর্বকল্লনী ৮২১

৯ নারায়ণ ৩রা পৌষ ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার। সঙ্কর্ণবার উ ৬৩৯ অঃ ৫১৩ কৃষ্ণ অষ্টমী ৮৭ উত্তর ফল্লনী ৯৫৯

১০ নারায়ণ ৪ঠা পৌষ ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার। প্রহ্ম্যম্বার উ ৬৩৯ অঃ ৫১৪ কৃষ্ণ নবমী ৮৮৮ হস্তা ১১১০

১১ নারায়ণ ৫ই পৌষ ২০শে ডিসেম্বর বুধবার। অনিরুদ্ধবার উ ৬৪০ অঃ ৫১৪ কৃষ্ণ দশমী ৮৫৯ চিত্রা ১১৫১

১২ নারায়ণ ৬ই পৌষ ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার উঃ ৬৪১ অঃ ৫১৪ কৃষ্ণ একাদশী ৮৩৯ স্বাতী ১২৩ সফলা একাদশীর উপবাস।

১৩ নারায়ণ ৭ই পৌষ ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬৪২ অঃ ৫১৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৭৫০ পরে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৬৩৫ বিশাখা ১১৪৭ ত্র্যাহস্পর্শ। শ্রীপণ্ডিত দেবানন্দের তিরোভাব ( কৃষ্ণ দ্বাদশী ) শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব ( কৃষ্ণ ত্রয়োদশী )

১৪ নারায়ণ ৮ই পৌষ ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬৪২ অঃ ৫১৫ কৃষ্ণ চতুর্দশী রা ৪৫৯ অম্বরাধা ১১৭

১৫ নারায়ণ ৯ই পৌষ ২৪শে ডিসেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উঃ ৬৪৩ অঃ ৫১৫ অমাবস্তা রা ৩৫ জ্যেষ্ঠা ১০৫ নিশিপালন।

১৬ নারায়ণ ১০ই পৌষ ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার। সঙ্কর্ণবার উ ৬৪৪ অঃ ৫১৬ গৌর প্রতিপদ রা ১২৫৭ মূলা ৮৪৯ বড় দিন।

১৭ নারায়ণ ১১ই পৌষ ২৬শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার। প্রহ্ম্যম্বার উ ৬৪৪ অঃ ৫১৭ গৌর দ্বিতীয়া রা ১০৪১ পূর্বাষাঢ়া ৭১৯ পরে উত্তরাষাঢ়া রা ৫৪২

১৮ নারায়ণ ১২ই পৌষ ২৭শে ডিসেম্বর বুধবার। গৌর তৃতীয়া রা ৮২০ শ্রবণা রা ৪৩ শ্রীমদ্ জীব গোস্বামীর তিরোভাব।

১৯ নারায়ণ ১৩ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী বার উ ৬৪৪ অঃ ৫১৮ গৌর চতুর্থী সন্ধ্যা ৬০ ধনিষ্ঠা রা ২২৬ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরায়ণ বা শাল্যোদনী যাত্রা।

২০ নারায়ণ ১৪ই পৌষ ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬৪৪ অঃ ৫১৯ গৌর পঞ্চমী ৩৪৬ শতভিষা রা ১২৫৬ ষট্ পঞ্চমী

২১ নারায়ণ ১৫ই পৌষ ৩০শে ডিসেম্বর শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬৪৫ অস্ত ৫১৯ গৌর ষষ্ঠী ১৪৩

২২ নারায়ণ ১৬ই পৌষ ৩১শে ডিসেম্বর রবিবার। বাসুদেববার উদয় ৬৪৫ অস্ত ৫২০ গৌর সপ্তমী ১১৫৪ উত্তর ভাদ্রপদ রা ১০৩৯

## জাম্বারী ১৯১৭।

২৩ নারায়ণ ১৭ই পৌষ ১লা জাম্বারী সোমবার সঙ্কর্ণবার উদয় ৬৪৫ অস্ত ৫২১ গৌর অষ্টমী ১০২৫ রেবতী রা ৯৫৯ নিউইয়ার্স ডে।

২৪ নারায়ণ ১৮ই পৌষ ২রা জাম্বারী মঙ্গলবার। প্রহ্ম্যম্বার উ ৬৪৫ অস্ত ৫২১ গৌর নবমী ৯১৯ অশ্বিনী রা ৯৪৩

২৫ নারায়ণ ১৯শে পৌষ ৩রা জাম্বারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয় ৬৪৬ অস্ত ৫২২ গৌর দশমী ৮৪০ ভরণী রা ৯৫৬

২৬ নারায়ণ ২০শে পৌষ ৪ঠা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার । গৌর একাদশী ৮।৩২ কৃত্তিকা রা ১০।৩৮ পূজা একাদশীর উপবাস ।

২৭ নারায়ণ ২১শে পৌষ ৫ই জানুয়ারী শুক্রবার । গৌরদ্বাদশী ৮।৫৩ রোহিণী রা ১১।৫০ ত্রীপণ্ডিত জগদীশের তিরোভাব ।

২৮ নারায়ণ ২২শে পৌষ ৬ই জানুয়ারী শনিবার । ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৪।৪৬ অস্ত ৫।২৪ গৌর ত্রয়োদশী ৯।৪৫ মৃগশিরা রা ১।২৮

২৯ নারায়ণ ২৩শে পৌষ ৭ই জানুয়ারী রবিবার । বাসুদেববার উ ৬।৪৬ অস্ত ৫।২৫ গৌর চতুর্দশী ১১।৬ আর্দ্রা রা ৩।৩৪ পূর্ণিমার নিশি পালন

৩০ নারায়ণ ২৪শে পৌষ ৮ই জানুয়ারী সোমবার । পূর্ণিমা ১২।৫১ পুনর্বসু রা ৫।৫৮ পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ত্রীকৃষ্ণের পূজাভিষেক যাত্রা ।

## মাঘ ৪৩০ ।

১ মাঘ ২৫শে পৌষ ৯ই জানুয়ারী মঙ্গলবার । প্রহ্লাদবার উদয় ৬।৪৭ অস্ত ৫।২৬ কৃষ্ণ প্রতিপদ ২।৫৩ পুষ্যা দিবসযাত্রা ।

২ মাঘ ২৬শে পৌষ ১০ই জানুয়ারী বুধবার । অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৪৭ অস্ত ৫।২৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া সন্ধ্যা ৫।৪ পুষ্যা ৮।৩৩

৩ মাঘ ২৭শে পৌষ ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার । কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৭।১২ অশ্লেষা ১১।৯ কবিরাজ রাম চন্দ্রের তিরোভাব ।

৪ মাঘ ২৮শে পৌষ ১২ই জানুয়ারী শুক্রবার । গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৭ অস্ত ৫।২৮ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৯।৭ মঘা ১।৩৬

৫ মাঘ ২৯শে পৌষ ১৩ই জানুয়ারী শনিবার । ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪৭ অস্ত ৫।২৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১০।৪১ পূর্বফল্গুনী ৩।৪৭ পৌষ পার্শ্ব ।

## মাঘ ১৩২৩ ।

৬ মাঘ ১লা মাঘ ১৪ই জানুয়ারী রবিবার । বাসুদেববার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।২৯ কৃষ্ণষষ্ঠী রা ১১।৫০ উত্তর ফল্গুনী সন্ধ্যা ৫।৩৩

৭ মাঘ ২রা মাঘ ১৫ই জানুয়ারী সোমবার । সর্ঘর্ষবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩০ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ১২।২৯ হস্তা রা ৬।৫১

৮ মাঘ ৩রা মাঘ ১৬ই জানুয়ারী উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩১ মঙ্গলবার । প্রহ্লাদবার কৃষ্ণ অষ্টমী রা ১২।৩৭ চিত্রা রা ৭।৩৯

৯ মাঘ ৪ঠা মাঘ ১৭ই জানুয়ারী বুধবার । অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩১ কৃষ্ণ নবমী রা ১২।১৪ স্বাতী রা ৭।৫৮

১০ মাঘ ৫ই মাঘ ১৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার । কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩২ কৃষ্ণ দশমী রা ১১।২২ বিশাখা রা ৭।৪৭

১১ মাঘ ৬ই মাঘ ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার । কৃষ্ণ একাদশী রা ১০।৫ অনুরাধা রা ৭।১২ ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস ।

১২ মাঘ ৭ই মাঘ ২০শে জানুয়ারী শনিবার । ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩৩ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৮।২৭ জ্যেষ্ঠা রা ৬।১৩

১৩ মাঘ ৮ই মাঘ ২১শে জানুয়ারী রবিবার । বাসুদেববার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩৩ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৬।৩১ মূলা অপরাহ্ন ৫।০

১৪ মাঘ ৯ই মাঘ ২২শে জানুয়ারী সোমবার । সর্ঘর্ষবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩৪ কৃষ্ণ চতুর্দশী ৪।২২ পূর্বাষাঢ়া ৩।৩৩ নিশি পালন । শ্রীগোবিন্দ জয়দেবের, ঠাকুর লোচনের ও ঠাকুর উদ্ধার দত্তের তিরোভাব ।

১৫ মাঘ ১০ই মাঘ ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার । প্রহ্লাদবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৫ অমাবস্তা ২।৪ উত্তরাষাঢ়া ১।৫৭

১৬ মাঘ ১১ই মাঘ ২৪শে জানুয়ারী বুধবার । অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৬ গৌর প্রতিপদ ১।১৪৩ শ্রবণা ১২।১৮

১৭ মাঘ ১২ই মাঘ ২৫শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার । কারণোদশায়ী বার উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৬ গৌর দ্বিতীয়া ৯।২৩ ধনিষ্ঠা ১০।৩৯

১৮ মাঘ ১৩ই মাঘ ২৬শে জামুয়ারী শুক্রবার। গর্ভোদশারী  
বার উ ৬৪৭ অ ৫০৮ গৌর তৃতীয়া ৭১৯ পরে গৌরচতুর্থী রা ৫৬ শতাভিষা  
৯৮ ত্রাহম্পর্শ। বরদা চতুর্থী। বিনায়ক ব্রত। গণেশ পূজা।

১৯ মাঘ ১৪ই মাঘ ২৭শে জামুয়ারী শনিবার। গৌর পঞ্চমী রা  
৩১৯ পূর্বভাদ্রপদ ৭৪৯ পরে উত্তর ভাদ্রপদ রা ৬৪৩ শ্রীসরস্বতী  
পূজা। বসন্ত পঞ্চমী। শ্রীগোবিন্দ রঘুনাথ দাসের ও শ্রীঠাকুর রঘুনন্দনের  
আবির্ভাব। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মোৎসব। শ্রীমায়াপুর মহোৎসব।

২০ মাঘ ১৫ই মাঘ ২৮শে জামুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উ ৬৪৬  
অ ৫০৯ গৌরষষ্ঠী রা ১৫১ রেবতী রা ৫৫৮

২১ মাঘ ১৬ই মাঘ ২৯শে জামুয়ারী সোমবার। সঙ্কর্ষণবার অ ৫৪০  
গৌরসপ্তমী রা ১২১৪৭ অশ্বিনী রা ৫০৬ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব।

২২ মাঘ ১৭ই মাঘ ৩০শে জামুয়ারী মঙ্গলবার। প্রহ্লাদবার উ ৬৪৬  
অ ৫৪০ গৌর অষ্টমী রা ১২১০ ভরণী রা ৫৪২ তীর্থপঞ্চক।

২৩ মাঘ ১৮ই মাঘ ৩১শে জামুয়ারী বুধবার। উ ৬৪৫ অ ৫৪১ গৌর  
নবমী রা ১২১২ কান্তকা রাত্রিশেষ ৬১৭ শ্রীমধবাচার্য্যের তিরোভাব।

## ফেব্রুয়ারী ১৯১৭।

২৪ মাঘ ১৯শে মাঘ ১লা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। কারণোদশারী  
বার উ ৬৪৫ অ ৫৪২ গৌরদশমী রা ১২১৬ রোহিণী দিব্যরাত্র।

২৫ মাঘ ২০শে মাঘ ২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। উ ৬৪৪ অ ৫৪২ গৌর  
একাদশী রা ১২১৭ রোহিণী ৭১২ স্মার্তমতে ভৈরবী একাদশীর উপবাস।

২৬ মাঘ ২১শে মাঘ ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশারীবার উ  
৬৪৪ অ ৫৪৩ গৌর দ্বাদশী রা ২৪২ মৃগশিরা ৮৫২ বরাহ দ্বাদশী।  
গোবিন্দ মতে পঞ্চাব্দিনী মহাবাদশীর ব্রতোপবাস।

২৭ মাঘ ২২শে মাঘ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উ  
৬৪৩ অ ৫৪৪ গৌর ত্রয়োদশী রা ৪২৭ আর্দ্রা ১০৫২ শ্রীপ্রভুনিত্যানন্দের  
আবির্ভাব। ১০২৩ মধ্যো পঞ্চাব্দিনী মহাবাদশীর পারণ। শ্রীকুলিয়া  
নবরীপে বসন্ত গানোৎসব।

২৮ মাঘ ২৩শে মাঘ ৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উ  
৬৪৩ অ ৫৪৪ গৌর চতুর্দশী রাত্রিশেষ ৬২৯ পুনর্কল্প ১১৩

২৯ মাঘ ২৪শে মাঘ ৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। প্রহ্লাদবার উ ৬৪২  
অ ৫৪৫ পূর্ণিমা দিব্যরাত্র পুষ্যা ৩৪৬ নিশিপালন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস।

৩০ মাঘ ২৫শে মাঘ ৭ই ফেব্রুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উ ৬৪২  
অ ৫৪৬ পূর্ণিমা ৮০৮ অশ্লেষা রা ৬২৩ শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব।

## গোবিন্দ ৪৩০।

১ গোবিন্দ ২৬শে মাঘ ৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। কারণোদশারী  
বার উ ৬৪১ অ ৫৪৬ কৃষ্ণ প্রতিপদ ১০৪৩ মহা রা ৮৫২

২ গোবিন্দ ২৭শে মাঘ ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। গর্ভোদশারীবার  
উ ৬৪১ অ ৫৪৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১২৩৬ পূর্বকল্পনী রা ১১৬

৩ গোবিন্দ ২৮শে মাঘ ১০ই ফেব্রুয়ারী শনিবার। ক্ষীরোদশারীবার  
উদয় ৬৪০ অস্ত ৫৪৮ কৃষ্ণ তৃতীয়া ২৭ উত্তর ফল্পনী রা ১২৫৮

৪ গোবিন্দ ২৯শে মাঘ ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার। বাসুদেববার উদয়  
৬৪০ অস্ত ৫৪৮ কৃষ্ণ চতুর্থী ৩১৩ হস্তা রা ২১০

৫ গোবিন্দ ৩০শে মাঘ ১২ই ফেব্রুয়ারী সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয়  
৬৩৯ অস্ত ৫৪৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৩৪৭ চিত্রা রা ৩১৫

## ফাল্গুন ১৩২৩ ।

৬ গোবিন্দ ১লা ফাল্গুন ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। প্রহ্মাব্দ উদয়  
৬৩৯ অস্ত ৫৪৯ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৩৫২ স্বাতী রা ৩৪১

৭ গোবিন্দ ২রা ফাল্গুন ১৪ই ফেব্রুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয়  
৬৩৮ অস্ত ৫৫০ কৃষ্ণ সপ্তমী ৩৫২ শিখা রা ৩৩৭

৮ গোবিন্দ ৩রা ফাল্গুন ১৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী  
বার উদয় ৬৩৭ অস্ত ৫৫০ কৃষ্ণ অষ্টমী ২৩০ অমুরাধা রা ৩৮

৯ গোবিন্দ ৪ঠা ফাল্গুন ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার  
উদয় ৬৩৭ অস্ত ৫৫১ কৃষ্ণ নবমী ১১০ জ্যেষ্ঠা রা ২১৫

১০ গোবিন্দ ৫ই ফাল্গুন ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার  
উদয় ৬৩৬ অস্ত ৫৫১ কৃষ্ণ দশমী ১১২৯ মূলা রা ১৩

১১ গোবিন্দ ৬ই ফাল্গুন ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার। বাহুদেববার উ ৬৩৫  
অ ৫৫২ কৃষ্ণ একাদশী ১৩০ পূর্ণাষাঢ়া রা ১১৩৯ বিজয়া একাদশীর উপবাস।

১২ গোবিন্দ ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উ ৬৩৫  
অ ৫৫২ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৭১৯ পরে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাত্রি ৫ উত্তরাষাঢ়া রা ১০৪

১৩ গোবিন্দ ৮ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। প্রহ্মাব্দ উ ৬৩৪  
অ ৫৫৩ কৃষ্ণ চতুর্দশী রা ২৩৭ শ্রবণা রা ৮২৫ শ্রীশিবরাত্রি ব্রত।

১৪ গোবিন্দ ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উ ৬৩৩  
অ ৫৫৩ অমাবস্তা রা ১২১৫ ধনিষ্ঠা রা ৬৪৫ নিশি পালন। ব্রতোপবাস।

১৫ গোবিন্দ ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। কারণোদশায়ী  
বার উদয় ৬৩৩ অস্ত ৫৫৪ গৌর প্রতিপদ রা ১০১১ শতভিষা ৫১২

১৬ গোবিন্দ ১১ই ফাল্গুন ২৩শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার  
উদয় ৬৩২ অস্ত ৫৫৫ গৌর দ্বিতীয়া রা ৭৫৭ পূর্ণভাদ্রপদ ৩৪৯

১৭ গোবিন্দ ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার  
উদয় ৬৩১ অস্ত ৫৫৫ গৌর তৃতীয়া সন্ধ্যা ৬৯ উত্তর ভাদ্রপদ ২৩৮

১৮ গোবিন্দ ১৩ই ফাল্গুন ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার। বাহুদেববার  
উদয় ৬৩০ অস্ত ৫৫৬ গৌর চতুর্থী ৪৪১ রেবতী ১৪৮

১৯ গোবিন্দ ১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। গৌর  
পঞ্চমী ৩৩৭ অশ্বিনী ১২১ শ্রীঠাকুর পুরুষোত্তমের তিরোভাব

২০ গোবিন্দ ১৫ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। প্রহ্মাব্দ  
উদয় ৬২৮ অস্ত ৫৫৭ গৌর ষষ্ঠী ৩১ ভরণী ১১৯

২১ গোবিন্দ ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার। অনিরুদ্ধবার উদয়  
৬২৭ অস্ত ৫৫৭ গৌর সপ্তমী ২৫৩ কৃত্তিকা ১৪৮

## মার্চ ১৯১৭ ।

২২ গোবিন্দ ১৭ই ফাল্গুন ১লা মার্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার  
উদয় ৬২৭ অস্ত ৫৫৮ গৌর অষ্টমী ৩১৭

২৩ গোবিন্দ ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ শুক্রবার। গর্ভোদশায়ীবার উদয়  
৬২৬ অস্ত ৫৫৮ গৌর নবমী ৪১৩ মৃগশিরা ৪১০

২৪ গোবিন্দ ১৯শে ফাল্গুন ৩রা মার্চ শনিবার। ক্ষীরোদশায়ীবার  
উদয় ৬২৫ অস্ত ৫৫৯ গৌর দশমী অপরাহ্ন ৫৩৫ অর্দ্ধা সন্ধ্যা ৬৪

২৫ গোবিন্দ ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ রবিবার। উদয় ৬২৪ অস্ত  
৫৫৯ গৌর একাদশী রা ৭১৯ পুনর্বসু রা ৮২১ জ্যৈষ্ঠ মতে একাদশী।

২৬ গোবিন্দ ২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ সোমবার। সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬২৩  
অস্ত ৬০ গৌর দ্বাদশী রা ৯১৯ পুষ্যা রা ১০৫১ গোবিন্দ মতে পাপ

নাশিনী মহাবাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীগোবিন্দ মাহাভেন্দ্রপুরীর ও  
শ্রীগোবিন্দ হৃদয়ানন্দের তিরোভাব। শ্রীঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব।

২৭ গোবিন্দ ২২শে ফাল্গুন ৬ই মার্চ মঙ্গলবার । গৌর ত্রয়োদশী  
রা ১১১২৭ অশ্বেষা রা ১১২৮ ১০১৫ মধ্যে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর পারণ ।

২৮ গোবিন্দ ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ বুধবার । অনিরুদ্ধবার উদয়  
৬২১ অস্ত ৬.০ গৌর চতুর্দশী রা ১১২৯ মবা রা ৩.৫২ শ্রীশ্রীগৌর জন্মভিটার  
জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়াপুরে যোগপীঠে অধিবাস ও কীর্তন আরম্ভ ।

২৯ গোবিন্দ ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার । কারণোদশায়ীবার  
উদয় ৬২০ অস্ত ৬.১ পূর্ণিমা রা ৩.১৯ পূর্ব ফল্গুনী রাত্রি শেষ ৬.১৮ নিশি  
পালন । ব্রতোপবাস । ফল্গু মহোৎসব । শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ।  
শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব । শ্রীশ্রীগৌর জন্মভিটা শ্রীশ্রীমায়াপুরে  
যোগপীঠে জন্মোৎসব । পূর্ণিমাতে শ্রীচৈতন্যক ৪৩১ আরম্ভ ।



কক্ষাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছানাবলম্বকাঃ ।

বয়ন্ত হরিদাসানাং পাদত্ৰাণাবলম্বকাঃ ॥

প্রভাতে চাক্ষরাং চ মধ্যাহ্নে দিবসফরে ।

কীর্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভাবার্ণবায় ॥

## বর্ষ শেষ ।

আমাদের পরমোপাস্ত্র শ্রীগৌরহৃদয়ের এবং তাঁহার নিজজন শ্রীঠাকুর  
ভক্তিবিনোদের অসীম করুণাবলে আজ শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকার দ্বাদশ  
সংখ্যায় অষ্টাদশ বর্ষ সমাপ্ত হইল ।

এই অষ্টাদশ খণ্ডে আমরা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্শ্বদ শ্রীল প্রবোধানন্দ  
মরশ্বতী গোস্বামী প্রভুর রচিত পরম সুললিত অথচ দুর্লভ ভক্তজন-  
মনোহারী গোলোকের গোকুল প্রেক্ষিত মহামধুরিমলীলামর অপূর্ব-  
গ্রন্থ আশ্রিত সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি । গ্রন্থখানির ইহা  
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শ না পাইয়া যথালিপি গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন ।  
গ্রন্থের দুর্লভতা লক্ষ্য করিয়া সাময়িক পত্রাভ্যন্তরে প্রবন্ধের স্থায় প্রকাশিত  
হইল । তাহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বান্ধিবার  
উপযোগী করিয়া মুদ্রিত হইলে ভাল হইত । কিন্তু সাময়িক পত্রে তাদৃশ  
গ্রন্থমুদ্রণরীতি সাময়িক পত্র ধর্মের ব্যাবাতকরক ।

শ্রীপত্রিকার মধবমূর্নি চরিত, জয়তার্থ, গোদাদেবী, তত্ত্বজিহ্নাধরু,  
কুলশেখর, বিষ্ণুচিহ্ন, কৃষ্ণদাস বাবাজী, প্রবোধানন্দ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর,  
গোপাল ভট্ট শীর্ষক হরিজনগণের পবিত্র চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে ।

দিব্যাসুর, পার্শ্বাত্মিক অধিকার, বৈষ্ণবস্মৃতি, আসনাদি যোগাঙ্গ, অভক্তি  
মার্গ, প্রতিকূল মতবাদ, তোষণীর কথা, বৈষ্ণববিনন্দা, গুরুস্বরূপ, ভক্তিমাঙ্গ,  
অর্থ ও অনর্থ, বদ্ধ তটস্থ ও মুক্ত, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, ভাগবত মণিমালা,  
শীর্ষক প্রবন্ধগুলি তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের পরমানন্দ বিধান করিয়াছে ।  
ব্যারিখণ্ড পথ, অন্তরীপ শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে ভৌগলিক সন্ধানমুখে গৌর  
তীথের কথা পাঠকের কৌতুহল বৃদ্ধি করিয়াছে । সাময়িক প্রসঙ্গ ও

সমালোচনা প্রভৃতি প্রচলিত কথাগুলি বর্তমান গোড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রয়োজনীয় ।

শ্রীপত্রিকার প্রকাশ সন্দর্শন পূর্বক বিশুদ্ধ গৌরভক্তগণ হৃদয়ে সমধিক বল লাভ করিয়াছেন । বিষয় মিশ্র গোড়ীয় বৈষ্ণবপরিচয়াকাক্ষী ব্যক্তি গণের নিজ নিজ বিষয় সমৃদ্ধি করিবার বাসনা ও এই সংসর্গে প্রবল দেখা যায় । অনেক উচ্চ শিক্ষিত পাঠকবর্গ শ্রীপত্রিকার প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিয়া পত্রিকার সমৃদ্ধিবর্ধনে স্ব স্ব প্রয়াস প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন । সকল শুদ্ধ হরিজনবর্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াপুর-চন্দ্রের অপ্রাকৃত করুণামৃত বর্ষিত হউক আমরা এক্রপ প্রার্থনা করি ।

স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রচারের পরিবর্তে শুদ্ধ হরিজনবর্গের বিশেষ প্রয়োজনীয় জানিয়া সজ্জন তোষণীতেই শ্রীচৈতন্যাদ ৪৩০ বর্ষের কাল নির্ণয় হইয়াছে । শ্রীতোষণী, পাঠান্তে দ্রব্য ব্যক্তিবার কাগজমাত্র নহে । তোষণীর মধ্যস্থিত প্রবন্ধগুলি শুদ্ধভক্তের নিত্যপাঠ্যরূপে বিরাজ করিবে এবং ভাবীকালের ভক্তগণের শুদ্ধভক্তির নিদর্শন স্বরূপে কার্য্য করিবে জানিয়া সাময়িক পত্রিকা হইলেও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া সংরক্ষিত হইবে আমরা জানি ।

নমো মহাবদাত্মায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে ।

গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥